শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত

শ্রীম-কথিত

তৃতীয় ভাগ

"তব কথামৃতম্ তপ্তজীবনম্ কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততম্, ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত, গোপীগীতা

শ্রীশ্রীমা

শ্রীশ্রীগুরুদেব

শ্রীপাদপদ্ম ভরসা

পূজা ও নিবেদন

নমস্তে ভুবনেশানি নমস্তে প্রণবাত্মকে।

সর্ববেদান্তসংসিদ্ধে নমো হ্রীঁকারমূর্ত্তয়ে॥

মা,

আশ্বিনের মহামহোৎসব উপস্থিত—আমাদের নৈবেদ্য গ্রহণ কর। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, তৃতীয় ভাগ এবারের নৈবেদ্য।

মা, তোমার আশীর্বাদে শ্রীশ্রীকথামৃত প্রথম ভাগের চতুর্থ সংস্করণ, দ্বিতীয় ভাগের দ্বিতীয় সংস্করণ ও তৃতীয় ভাগের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইল। আমরা করজোড়ে আবার প্রার্থনা করিতেছি যেন শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীপাদপদ্ম ধ্যান করিয়া ও তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত বেদান্ত বাক্য চিন্তা করিয়া—তাঁহার শ্রীমুখের কথামৃত পান করিয়া—তাঁহার ভক্তসঙ্গে বিহার, অলৌকিক চরিত্র, স্মরণ মনন করিয়া দেশে দেশে ও সর্বকালে তোমার সন্তানদের হৃদয়ে শান্তি, আনন্দ, শ্রীপাদপদ্মে শ্রদ্ধা ভক্তি ও অন্তে পরমপদ লাভ হয়।

মা, ঠাকুরের কথা ও তাঁহার ভক্তদের কথা একই। আজ আমরা ঈশ্বর লাভের জন্য নরেন্দ্রের ব্যাকুলতা ও তীব্র বৈরাগ্য (১) চিন্তা করি। আবার বিদ্যাসাগর, শশধর, ডাক্তার সরকার প্রভৃতি পণ্ডিতদিগের প্রতি তাঁহার আশ্বাসবাণী ও ভক্তিপথ প্রদর্শন চিন্তা করিব। যাঁহারা 'আমি পাপী, আমার কি আর উদ্ধার হইবে' এইরূপ ভাবিতেছেন, তাহাদের (২) প্রতি অভয়-বাণী যেন আমরা না ভুলি। আর **ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই** এই মঙ্গলবাণী (৩) যেন আমাদের মূলমন্ত্র হয়।

দেবীপক্ষ, আশ্বিন
১৩১৫

একান্ত-শরণাগত,—
তোমার প্রণত সন্তানগণ।

(১) ২৪২ (২) ১০৯, ১১২ (৩) ১২১, ২৫০

শ্রীমুখ-কথিত চরিতামৃত

Three Classes Evidences

ঠাকুরের জন্মাবধি ঘটনাগুলি লইয়া তাঁহার চরিতামৃত ধারাবাহিকরূপে বিবৃত করিয়া প্রকাশ করিবার অনেকদিন হইতে ইচ্ছা আছে। শ্রীশ্রীকথামৃত অন্ততঃ ছয় সাত ভাগ সম্পূর্ণ হইলে শ্রীমুখ-কথিত চরিতামৃত অবলম্বন করিয়া এইটি লিখিবার উপকরণ (materials) পাওয়া যাইবে—

এ সম্বন্ধে তিন প্রকার উপকরণ পাওয়া যায়—

১ম (Direct and Recorded on the same day):—

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমুখে বাল্য, সাধনাবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে অথবা ভক্তদের সম্বন্ধে নিজ চরিত যাহা বলিয়াছেন,—আর যাহা ভক্তেরা সেই দিনেই লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীকথামৃতে প্রকাশিত শ্রীমুখ-কথিত চরিতামৃত এই জাতীয় উপকরণ। শ্রীম নিজে যেদিন ঠাকুরের কাছে বসিয়া যাহা দেখিয়াছিলেন ও তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছিলেন, তিনি সেইদিন রাত্রেই (বা দিবাভাগে) সেই-গুলি স্মরণ করিয়া দৈনন্দিন বিবরণে Diary -তে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই জাতীয় উপকরণ প্রত্যক্ষ (Direct) দর্শন ও শ্রবণ দ্বারা প্রাপ্ত। বর্ষ, তারিখ, বার, তিথি সমেত।

২য় (Direct but unrecorded at the time of the Master):—

ঠাকুরের শ্রীমুখে ভক্তেরা নিজে যাহা শুনিয়াছিলেন আর এক্ষণে স্মরণ করিয়া বলেন। এ জাতীয় উপকরণও খুব ভাল। আর অন্যান্য অবতারের প্রায় এইরূপই হইয়াছে। তবে চব্বিশ বৎসর হইয়া গিয়াছে। লিপিবদ্ধ থাকাতে যে ভুলের সম্ভাবনা, তাহা অপেক্ষা অধিক ভুলের সম্ভাবনা।

৩য় (Hearsay and unrecorded at the time of the Master):—

ঠাকুরের সমসাময়িক *হৃদয় মুখোপাধ্যায়, *রাম চাটুয্যে প্রভৃতি অন্যান্য ভক্তগণের নিকট হইতে ঠাকুরের বাল্য ও সাধনাবস্থা সম্বন্ধে আমরা যাহা শুনিয়াছি, অথবা *কামারপুকুর, *জয়রামবাটী, শ্যামবাজার নিবাসী বা ঠাকুর গোষ্ঠীর ভক্তদের মুখ হইতে তাঁহার চরিত সম্বন্ধে যাহা শুনতে পাই, সেগুলি তৃতীয় শ্রেণীর উপকরণ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত প্রণয়নকালে শ্রীম প্রথম জাতীয় উপকরণের উপর নির্ভর করিয়াছেন। তাঁহার ধারাবাহিক চরিতামৃত যদি ভিন্ন আকারে শ্রীম —প্রকাশ করেন সেও প্রধানতঃ এই প্রথম শ্রেণীর উপকরণের উপর, অর্থাৎ শ্রীমুখ-কথিত চরিতামৃতের উপর নির্ভর করিয়া লেখা হইবে। ইতি, কলিকাতা, সন, ১৩১৭, ইং ১৯১০।

সূচীপত্র

বিষয় সূচী

যে সকল গল্পের উল্লেখ আছে :—

শ্রীশ্রীমার আশীর্বাদ

বাবাজীবন,

তাঁহার নিকট যাহা শুনিয়াছিলে, সেই কথাই সত্য। ইহাতে তোমার কোন ভয় নাই। এক সময় তিনিই তোমার কাছে এ সকল কথা রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে আবশ্যকমত তিনিই প্রকাশ করাইতেছেন। ঐ সকল কথা ব্যক্ত না করিলে লোকের চৈতন্য হইবে নাই, জানিবে। তোমার নিকট যে সমস্ত তাঁহার কথা আছে তাহা সবই সত্য। একদিন তোমার মুখে শুনিয়া আমার বোধ হইল, তিনিই ঐ সমস্ত কথা বলিতেছেন।*** ২১শে আষাঢ় ১৩০৪

যোগীর চক্ষু

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণি অর্থাৎ মাষ্টার মহাশয়ের প্রতি)—যোগীর মন সর্বদাই ঈশ্বরেতে থাকে,—সর্বদাই ঈশ্বরেতে আত্মস্থ। চক্ষু ফ্যাল্‌ফেলে, দেখলেই বুঝা যায়। যেমন পাখী ডিমে তা দিচ্ছে—সব মনটা সেই ডিমের দিকে, উপরে নামমাত্র চেয়ে রয়েছে। আচ্ছা, আমায় সেই ছবি দেখাতে পার?

মণি—যে আজ্ঞা, আমি চেষ্টা করবো যদি কোথাও পাই।

[১৮৮২,—২৪শে আগষ্ট, দক্ষিণেশ্বর

[**শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৩য় ভাগ—২য় খণ্ড**]

প্রথম খণ্ড

কলিকাতায় শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের মিলন

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিদ্যাসাগরের বাটী

আজ শনিবার, শ্রাবণের কৃষ্ণা ষষ্ঠী তিথি, ৫ই আগষ্ট, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ। বেলা ৪টা বাজিবে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতার রাজপথ দিয়া ঠিকা গাড়ী করিয়া বাদুড়-বাগানের দিকে আসিতেছেন। সঙ্গে ভবনাথ, হাজরা ও মাষ্টার। বিদ্যাসাগরের বাড়ি যাইবেন।

ঠাকুরের জন্মভূমি, হুগলী জেলার অন্তঃপাতী কামারপুকুর গ্রাম। এই গ্রামটি বিদ্যাসাগরের জন্মভূমি বীরসিংহ নামক গ্রামের নিকটবর্তী। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বাল্যকাল হইতে বিদ্যাসাগরের দয়ার কথা শুনিয়া আসিতেছেন। দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়িতে থাকিতে থাকিতে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও দয়ার কথা শুনিয়া থাকেন। মাষ্টার বিদ্যাসাগরের স্কুলে অধ্যাপনা করেন শুনিয়া তাঁহাকে বলিয়াছেন, আমাকে বিদ্যাসাগরের কাছে কি লইয়া যাইবে? আমার দেখিবার বড় সাধ হয়। মাষ্টার বিদ্যাসাগরকে সেই কথা বলিলেন। বিদ্যাসাগর আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে একদিন শনিবারে ৪টার সময় সঙ্গে করিয়া আনিতে বলিলেন। একবার মাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, কি রকম 'পরমহংস?' তিনি কি গেরুয়া কাপড় প'রে থাকেন? মাষ্টার বলিয়াছিলেন, আজ্ঞা না, তিনি এক অদ্ভুত পুরুষ, লাল পেড়ে কাপড় পরেন, জামা পরেন, বার্নিশ করা চটি জুতা পরেন, রাসমণির কালীবাড়িতে একটি ঘরের ভিতর বাস করেন, সেই ঘরে তক্তাপোশ পাতা আছে—তাহার উপর বিছানা, মশারি আছে, সেই বিছানায় শয়ন করেন। কোন ব্যাহ্যিক চিহ্ন নাই,—তবে ঈশ্বর বই আর কিছু জানেন না। অহর্নিশি তাঁহারই চিন্তা করেন।

গাড়ী দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ি হইতে ছাড়িয়াছে। পোল পার হইয়া শ্যামবাজার হইয়া ক্রমে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে আসিয়াছে। ভক্তেরা বলিতেছেন, এইবার বাদুড়বাগানের কাছে আসিয়াছে। ঠাকুর বালকের ন্যায় আনন্দে গল্প করিতে করিতে আসিতেছেন। আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে আসিয়া হঠাৎ তাঁহার ভাবান্তর হইল, যেন ঈশ্বরাবেশ হইবার উপক্রম।

গাড়ী *রামমোহন রায়ের বাগানবাটীর কাছ দিয়া আসিতেছে। মাষ্টার ঠাকুরের ভাবান্তর দেখেন নাই, তাড়াতাড়ি বলিতেছেন, এইটি রামমোহন রায়ের বাটী। ঠাকুর বিরক্ত হইলেন; বলিলেন, এখন ও সব কথা ভাল লাগছে না। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইতেছেন।

বিদ্যাসাগরের বাটীর সম্মুখে গাড়ী দাঁড়াইল। গৃহটি দ্বিতল, ইংরাজ পছন্দ। জায়গার মাঝখানে বাটী ও জায়গার চতুর্দিকে প্রাচীর। বাড়ির পশ্চিম ধারে সদর দরজা ও ফটক। ফটকটি দ্বারের দক্ষিণ দিকে। পশ্চিমের প্রাচীর ও দ্বিতল গৃহের মধ্যবর্তী স্থানে মাঝে মাঝে পুষ্প বৃক্ষ। পশ্চিম-দিকের নীচের ঘর হইয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে হয়। উপরে বিদ্যাসাগর থাকেন। সিঁড়ি দিয়া উঠিয়াই উত্তরে একটি কামরা, তাহার পূর্বদিকে হল ঘর। হলের দক্ষিণ-পূর্ব ঘরে বিদ্যাসাগর শয়ন করেন। ঠিক দক্ষিণে আর একটি কামরা আছে—এই কয়টি কামরা বহুমূল্য পুস্তকে পরিপূর্ণ। দেওয়ালের কাছে সারি সারি অনেকগুলি পুস্তকাধারে অতি সুন্দররূপে বাঁধান বইগুলি সাজানো আছে। হলঘরের পূর্বসীমান্তে টেবিল ও চেয়ার আছে। বিদ্যা-সাগর যখন বসিয়া কাজ করেন, তখন সেইখানে তিনি পশ্চিমাস্য হইয়া বসেন। যাঁহারা দেখাশুনা করিতে আসেন, তাঁহারাও টেবিলের চতুর্দিকে চেয়ারে উপবিষ্ট হন। টেবিলের উপর লিখিবার সামগ্রী—কাগজ, কলম, দোয়াত, ব্লটিং, অনেকগুলি চিঠিপত্র, বাঁধান হিসাব-পত্রের খাতা, দু'চারখানি বিদ্যাসাগরের পাঠ্য পুস্তক রহিয়াছে—দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ কাষ্ঠাসনের ঠিক দক্ষিণের কামরাতে খাট বিছানা আছে—সেইখানেই ইনি শয়ন করেন।

টেবিলের উপর যে পত্রগুলি চাপা রহিয়াছে—তাহাতে কি লেখা রহিয়াছে? কোন বিধবা হয়ত লিখিয়াছে—আমার অপোগণ্ড শিশু অনাথ, দেখিবার কেহ নাই, আপনাকে দেখিতে হ'বে। কেহ লিখিয়াছেন, আপনি খরমাতার চলিয়া গিয়াছিলেন, তাই আমরা মাসোহারা ঠিক সময়ে পাই নাই, বড় কষ্ট হইয়াছে। কোন গরীব লিখিয়াছে, আপনার স্কুলে ফ্রি ভর্তি হইয়াছি, কিন্তু আমার বই কিনিবার ক্ষমতা নাই। কেহ লিখিয়াছেন, আমার পরিবারবর্গ খেতে পাচ্ছে না—আমাকে একটি চাকরি করিয়া দিতে হ'বে। *তাঁর স্কুলের কোন শিক্ষক লিখিয়াছেন—আমার ভগিনী বিধবা হইয়াছে, তাহার সমস্ত ভার আমাকে লইতে হইয়াছে। এ বেতনে আমার চলে না। হয়ত, কেহ বিলাত হইতে লিখিয়াছেন, আমি এখানে বিপদগ্রস্ত, আপনি দীনের বন্ধু, কিছু টাকা পাঠাইয়া আসন্ন বিপদ হইতে আমাকে রক্ষা করুন। কেহ বা লিখিয়াছেন, অমুক তারিখে সালিসির দিন নির্ধারিত, আপনি সেদিন আসিয়া আমাদের বিবাদ মিটাইয়া দিবেন।

ঠাকুর গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন। মাষ্টার পথ দেখাইয়া বাটীর মধ্যে লইয়া যাইতেছেন। উঠানে ফুলগাছ, তাহার মধ্য দিয়া আসিতে আসিতে ঠাকুর বালকের ন্যায় বোতামে হাত দিয়া মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "জামার বোতাম খোলা রয়েছে,—এতে কিছু দোষ হবে না?" গায়ে একটি লংক্লথের জামা, পরনে লাল পেড়ে কাপড়, তাহার আঁচলটি কাঁধে ফেলা। পায়ে বার্নিশ করা চটি জুতা। মাষ্টার বললেন, 'আপনি ওর জন্য ভাববেন না আপনার কিছুতে দোষ হবে না; আপনার বোতাম দেবার দরকার নাই।' বালককে বুঝাইলে যেমন নিশ্চিন্ত হয়, ঠাকুরও তেমনি নিশ্চিন্ত হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিদ্যাসাগর

সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া একেবারে প্রথম কামরাটিতে (উঠিবার পর ঠিক উত্তরের কামরাটিতে) ঠাকুর ভক্তগণসঙ্গে প্রবেশ করিতেছেন। বিদ্যাসাগর কামরার উত্তর পার্শ্বে দক্ষিণাস্য হইয়া বসিয়া আছেন; সম্মুখে একটি চারকোণা লম্বা পালিশ করা টেবিল। টেবিলের পূর্বধারে একখানি পেছন দিকে হেলান দেওয়া বেঞ্চ। টেবিলের দক্ষিণ পার্শ্বে ও পশ্চিম পার্শ্বে কয়েকখানি চেয়ার। বিদ্যাসাগর দু-একটি বন্ধুর সহিত কথা কহিতেছিলেন।

ঠাকুর প্রবেশ করিলে পর বিদ্যাসাগর দণ্ডায়মান হইয়া অভ্যর্থনা করিলেন। ঠাকুর পশ্চিমাস্য, টেবিলের পূর্বপার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন। বামহস্ত টেবিলের উপর। পশ্চাতে বেঞ্চখানি। বিদ্যাসাগরকে পূর্বপরিচিতের ন্যায় একদৃষ্টে দেখিতেছেন ও ভাবে হাসিতেছেন।

বিদ্যাসাগরের বয়স আন্দাজ ৬২/৬৩। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অপেক্ষা ১৬/১৭ বৎসর বড় হইবেন। পরনে থান কাপড়, পায়ে চটি জুতা গায়ে একটি হাত কাটা ফ্লানেলের জামা। মাথার চতুষ্পার্শ্ব উড়িষ্যাবাসীদের মত কামানো। কথা কহিবার সময় দাঁতগুলি উজ্জ্বল দেখিতে পাওয়া যায়,—দাঁতগুলি সমস্ত বাঁধান। মাথাটি খুব বড়। উন্নত ললাট ও একটু খর্বাকৃতি। ব্রাহ্মণ—তাই গলায় উপবীত।

বিদ্যাসাগরের অনেক গুণ। প্রথম—বিদ্যানুরাগ। একদিন মাষ্টারের কাছে এই বল্‌তে বল্‌তে সত্য সত্য কেঁদেছিলেন, 'আমার তো খুব ইচ্ছা ছিল যে পড়াশুনা করি, কিন্তু কৈ তা হ'লো! সংসারে পড়ে কিছুই সময় পেলাম না।' দ্বিতীয়—দয়া সর্বজীবে। বিদ্যাসাগর দয়ার সাগর। বাছুরেরা মায়ের

দুধ পায় না দেখিয়া নিজে কয়েক বৎসর ধরিয়া দুধ খাওয়া বন্ধ করিয়াছিলেন, শেষে শরীর অতিশয় অসুস্থ হওয়াতে অনেকদিন পরে আবার ধরিয়াছিলেন। গাড়ীতে চড়িতেন না—ঘোড়া নিজের কষ্ট বলিতে পারে না। একদিন দেখিলেন একটি মুটে কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া রাস্তায় পড়িয়া আছে, কাছে ঝাঁকাটা পড়িয়া আছে। দেখিয়া নিজে কোলে করিয়া তাহাকে বাড়িতে আনিলেন ও সেবা করিতে লাগিলেন। তৃতীয়—স্বাধীনতাপ্রিয়তা। কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে একমত না হওয়াতে, সংস্কৃত কলেজের প্রধান অধ্যক্ষের (প্রিন্সিপ্যালের) কাজ ছাড়িয়া দিলেন। চতুর্থ—লোকাপেক্ষা করিতেন না। একটি শিক্ষককে ভালবাসিতেন; তাঁহার কন্যার বিবাহের সময়ে নিজে আইবুড়ো ভাতের কাপড় বগলে করে এসে উপস্থিত। পঞ্চম—মাতৃভক্তি ও মনের বল। মা বলিয়াছেন, ঈশ্বর তুমি যদি এই বিবাহে (ভ্রাতার বিবাহে) না আসো তা হ'লে আমার ভারী মন খারাপ হবে,—তাই কলিকাতা হইতে হাঁটিয়া গেলেন। পথে দামোদর নদী, নৌকা নাই, সাঁতার দিয়া পার হইয়া গেলেন। সেই ভিজা কাপড়ে বিবাহ রাত্রেই বীরসিংহায় মা'র কাছে গিয়া উপস্থিত! বললেন—মা, এসেছি!

[শ্রীরামকৃষ্ণকে বিদ্যাসাগরের পূজা ও সম্ভাষণ]

ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইতেছেন ও কিয়ৎক্ষণ ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। ভাব সংবরণ করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে বলিতেছেন, জল খাবো। দেখিতে দেখিতে বাড়ির ছেলেরা ও আত্মীয় বন্ধুরা আসিয়া দাঁড়াইলেন।

ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া বেঞ্চের উপর বসিতেছেন। একটি ১৭/১৮ বছরের ছেলে সেই বেঞ্চে বসিয়া আছে—বিদ্যাসাগরের কাছে পড়াশুনার সাহায্য প্রার্থনা করিতে আসিয়াছে। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট, ঋষির অন্তর্দৃষ্টি ছেলের অন্তরের ভাব সব বুঝিয়াছেন। একটু সরিয়া বসিলেন ও ভাবে বলিতেছেন, "মা! এ ছেলের বড় সংসারাসক্তি! তোমার অবিদ্যার সংসার! এ অবিদ্যার ছেলে!"

যে ব্যক্তি ব্রহ্মবিদ্যার জন্য ব্যাকুল নয়, শুধু অর্থকরী বিদ্যা উপার্জন তাহার পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র, এই কথা কি ঠাকুর বলিতেছেন?

বিদ্যাসাগর ব্যস্ত হইয়া একজনকে জল আনিতে বলিলেন, ও মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কিছু খাবার আনিলে ইনি খাবেন কি? তিনি বলিলেন, আজ্ঞা আনুন না। বিদ্যাসাগর ব্যস্ত হইয়া ভিতরে গিয়া কতকগুলি মিঠাই আনিলেন ও বলিলেন, এগুলি বর্ধমান থেকে এসেছে। ঠাকুরকে কিছু খাইতে দেওয়া হইল, হাজরা, ভবনাথও কিছু পাইলেন। মাষ্টারকে দিতে আসিলে পর বিদ্যাসাগর বলিলেন, "ও ঘরের ছেলে ওর জন্য আটকাচ্ছে না।" ঠাকুর একটি ভক্ত ছেলের কথা বিদ্যাসাগরকে বলিতেছেন। সে ছোকরাটি এখানে

ঠাকুরের সম্মুখে বসে ছিল। ঠাকুর বলিলেন, "এ ছেলেটি বেশ সৎ, আর অন্তঃসার যেমন ফল্গুনদী, উপরে বালি, একটু খুঁড়লেই ভিতরে জল বইছে দেখা যায়!"

মিষ্টিমুখের পর ঠাকুর সহাস্যে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। দেখিতে দেখিতে এক ঘর লোক হইয়াছে, কেহ উপবিষ্ট, কেহ দাঁড়াইয়া।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আজ সাগরে এসে মিললাম। এতদিন খাল বিল হদ্দ নদী দেখেছি, এইবার সাগর দেখ্‌ছি। (সকলের হাস্য)।

বিদ্যাসাগর (সহাস্যে)—তবে নোনা জল খানিকটা নিয়ে যান! (হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না গো! নোনা জল কেন? তুমি তো অবিদ্যার সাগর নও, তুমি যে বিদ্যার সাগর! (সকলের হাস্য)। তুমি ক্ষীরসমুদ্র! (সকলের হাস্য)।

বিদ্যাসাগর—তা বলতে পারেন বটে।

বিদ্যাসাগর চুপ করিয়া রহিলেন। ঠাকুর কথা কহিতেছেন।

[বিদ্যাসাগরের সাত্ত্বিক কর্ম—'তুমিও সিদ্ধপুরুষ']

"তোমার কর্ম সাত্ত্বিক কর্ম। সত্ত্বের রজঃ। সত্ত্বগুণ থেকে দয়া হয়। দয়ার জন্য যে কর্ম করা যায়, সে রাজসিক কর্ম বটে—কিন্তু এ রজোগুণ—সত্ত্বের রজোগুণ, এতে দোষ নাই। শুকদেবাদি লোকশিক্ষার জন্য দয়া রেখে-ছিলেন—ঈশ্বর বিষয় শিক্ষা দিবার জন্য। তুমি বিদ্যাদান অন্নদান করছো, এও ভাল। নিষ্কাম ক'রতে পারলেই এতে ভগবান লাভ হয়। কেউ করে নামের জন্য, পুণ্যের জন্য, তাদের কর্ম নিষ্কাম নয়। আর সিদ্ধ ত তুমি আছই।"

বিদ্যাসাগর—মহাশয়, কেমন ক'রে?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—আলু পটল সিদ্ধ হ'লে ত নরম হয়, তা তুমি তো খুব নরম। তোমার অত দয়া! (হাস্য)।

বিদ্যাসাগর (সহাস্যে)—কলাই বাটা সিদ্ধ তো শক্তই হয়! (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি তা নয় গো; শুধু পণ্ডিতগুলো দরকচা পড়া! না এদিক, না ওদিক। শকুনি খুব উঁচুতে উঠে, তার নজর ভাগাড়ে। যারা শুধু পণ্ডিত শুনতেই পণ্ডিত, কিন্তু তাদের কামিনী কাঞ্চনে আসক্তি—শকুনির মত পচা মড় খুঁজছে। আসক্তি অবিদ্যার সংসারে। দয়া, ভক্তি, বৈরাগ্য বিদ্যার ঐশ্বর্য।

বিদ্যাসাগর চুপ করিয়া শুনিতেছেন। সকলেই একদৃষ্টে এই আনন্দময় পুরুষকে দর্শন ও তাঁহার কথামৃত পান করিতেছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ জ্ঞানযোগ বা বেদান্ত বিচার

বিদ্যাসাগর মহাপণ্ডিত। যখন সংস্কৃত কলেজে পড়িতেন, তখন নিজের শ্রেণীর সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন। প্রতি পরীক্ষায় প্রথম হইতেন ও স্বর্ণ-পদকাদি (Medal) বা ছাত্রবৃত্তি পাইতেন। ক্রমে সংস্কৃত কলেজের প্রধান অধ্যাপক হইয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সংস্কৃত কাব্যে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। অধ্যবসায় গুণে নিজে চেষ্টা করিয়া ইংরেজী শিখিয়াছিলেন।

ধর্ম বিষয়ে বিদ্যাসাগর কাহাকেও শিক্ষা দিতেন না। তিনি দর্শনাদি গ্রন্থ পড়িয়াছিলেন। মাষ্টার একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—আপনার হিন্দু দর্শন কিরূপ লাগে? তিনি বলিয়াছিলেন, আমার তো বোধ হয়,—ওরা যা বুঝাতে গেছে, বুঝাতে পারে নাই।' হিন্দুদের ন্যায় শ্রাদ্ধাদি ধর্মকর্ম সমস্ত করিতেন গলায় উপবীত ধারণ করিতেন, বাঙ্গালায় যে সকল পত্র লিখিতেন, তাহাতে "শ্রীশ্রীহরিশরণম্" ভগবানের এই বন্দনা আগে করিতেন।

মাষ্টার আর একদিন তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলেন, তিনি ঈশ্বর সম্বন্ধে কিরূপ ভাবেন। বিদ্যাসাগর বলিয়াছিলেন, তাঁকে তো জানবার যো নাই! এখন কর্তব্য কি? আমার মতে কর্তব্য, আমাদের নিজের এরূপ হওয়া উচিত যে, সকলে যদি সেরূপ হয়, পৃথিবী স্বর্গ হ'য়ে পড়বে। প্রত্যেকের চেষ্টা করা উচিত যাতে জগতের মঙ্গল হয়।

বিদ্যা ও অবিদ্যার কথা কহিতে কহিতে ঠাকুর ব্রহ্মজ্ঞানের কথা কহিতেছেন। বিদ্যাসাগর মহাপণ্ডিত। ষড়দর্শন পাঠ করিয়া দেখিয়াছেন বুঝি ঈশ্বরের বিষয় কিছুই জানা যায় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ব্রহ্ম—বিদ্যা ও অবিদ্যার পার। তিনি মায়াতীত।

[Problem of Evil—ব্রহ্ম নির্লিপ্ত—জীবেরই সম্বন্ধে দুঃখাদি]

"এই জগতে বিদ্যামায়া অবিদ্যামায়া দুইই আছে; জ্ঞান ভক্তি আছে আবার কামিনীকাঞ্চনও আছে, সৎও আছে, অসৎও আছে। ভালও আছে আবার মন্দও আছে। কিন্তু ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। ভাল মন্দ জীবের পক্ষে, সৎ অসৎ জীবের পক্ষে, তাঁর ওতে কিছু হয় না।

"যেমন প্রদীপের সম্মুখে কেউ বা ভাগবত পড়ছে, আর কেউ বা জাল ক'র্ছে। প্রদীপ নির্লিপ্ত।

"সূর্য শিষ্টের উপর আলো দিচ্ছে, আবার দুষ্টের উপরও দিচ্ছে।

"যদি বল দুঃখ, পাপ, অশান্তি এ সকল তবে কি? তার উত্তর এই যে, ও সব জীবের পক্ষে। ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। সাপের ভিতর বিষ আছে, অন্যকে কামড়ালে মরে যায়। সাপের কিন্তু কিছু হয় না।

[ব্রহ্ম অনির্বচনীয়; 'অব্যপদেশ্যম্'— The Unknown and Unknowable]

"ব্রহ্ম যে কি, মুখে বলা যায় না। সব জিনিস উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে। বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, ষড়দর্শন, সব এঁটো হ'য়ে গেছে! মুখে পড়া হ'য়েছে, মুখে উচ্চারণ হয়েছে—তাই এঁটো হয়েছে। কিন্তু একটি জিনিস কেবল উচ্ছিষ্ট হয় নাই, সে জিনিসটি ব্রহ্ম। ব্রহ্ম যে কি, আজ পর্যন্ত কেহ মুখে বল্‌তে পারে নাই।"

বিদ্যাসাগর (বন্ধুদের প্রতি)—বা! এটি তো বেশ কথা! আজ একটি নূতন কথা শিখলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এক বাপের দুটি ছেলে। ব্রহ্মবিদ্যা শিখিবার জন্য ছেলে দুটিকে বাপ আচার্যের হাতে দিলেন। কয়েক বৎসর পরে তারা গুরুগৃহ থেকে ফিরে এলো, এসে বাপকে প্রণাম করলে। বাপের ইচ্ছা দেখেন, এদের ব্রহ্মজ্ঞান কিরূপ হয়েছে। বড় ছেলেকে জিজ্ঞসা করলেন, 'বাপ! তুমি ত সব পড়েছ, ব্রহ্ম কিরূপ বল দেখি?' বড় ছেলেটি বেদ থেকে নানা শ্লোক ব'লে বলে ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝাতে লাগলো! বাপ চুপ করে রইলেন। যখন ছোট ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, সে হেঁটমুখে চুপ ক'রে রইল। মুখে কোন কথা নাই। বাপ তখন প্রসন্ন হ'য়ে ছোট ছেলেকে বল্‌লেন, 'বাপু! তুমিই একটু বুঝেছ। ব্রহ্ম যে কি, তা মুখে বলা যায় না।'

"মানুষ মনে করে, আমরা তাঁকে জেনে ফেলেছি। একটা পিঁপড়ে চিনির পাহাড়ে গিছলো। এক দানা খেয়ে পেট ভরে গেল, আর এক দানা মুখে ক'রে বাসায় যেতে লাগলো, যাবার সময় ভাবছে,—এবার এসে সব পাহাড়টি লয়ে যাবো। ক্ষুদ্র জীবেরা এই সব মনে করে। জানে না, ব্রহ্ম বাক্যমনের অতীত।

"যে যতই বড় হউক না কেন, তাঁকে কি জানবে? শুকদেবাদি না হয় ডেও পিঁপড়ে—চিনির আট দশটা দানা না হয় মুখে করুক।

[ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ স্বরূপ—নির্বিকল্প সমাধি ও ব্রহ্মজ্ঞান]

"তবে বেদে পুরাণে যা বলেছে—সে কি রকম বলা জান? একজন সাগর দেখে এলে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, কেমন দেখলে, সে লোক মুখ হাঁ করে বলে,—'ও! কি দেখলুম! কি হিল্লোল কল্লোল!' ব্রহ্মের কথাও সেই রকম।

বেদে আছে—তিনি আনন্দস্বরূপ—সচ্চিদানন্দ। শুকদেবাদি এই ব্রহ্মসাগর তটে দাঁড়িয়ে দর্শন স্পর্শন করেছিলেন। এক মতে আছে—তাঁরা এ সাগরে নামেন নাই। এ সাগরে নামলে আর ফিরবার যো নাই।

"সমাধিস্থ হ'লে ব্রহ্মজ্ঞান হয়; ব্রহ্মদর্শন হয়—সে অবস্থায় বিচার একেবারে বন্ধ হয়ে যায়, মানুষ চুপ হ'য়ে যায়। ব্রহ্ম কি বস্তু মুখে বল্‌বার শক্তি থাকে না।

"নুণের ছবি (লবণ পুত্তলিকা) সমুদ্র মাপতে গিছ্‌লো। (সকলের হাস্য)। কত গভীর জল তাই খপর দেবে। খপর দেওয়া আর হ'ল না। যাই নামা অমনি গলে যাওয়া। কে আর খপর দিবেক?"

একজন প্রশ্ন করিলেন, "সমাধিস্থ ব্যক্তি, যাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে তিনি কি আর কথা কন না?"

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিদ্যাসাগরাদির প্রতি)—শংকরাচার্য লোকশিক্ষার জন্য বিদ্যার 'আমি' রেখেছিলেন। ব্রহ্মদর্শন হ'লে মানুষ চুপ হ'য়ে যায়। যতক্ষণ দর্শন না হয়, ততক্ষণই বিচার। ঘি কাঁচা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই কলকলানি। পাকা ঘির কোন শব্দ থাকে না। কিন্তু যখন পাকা ঘি'য়ে আবার কাঁচা লুচি পড়ে—তখন আর একবার ছ্যাঁক কল্‌ কল্‌ করে। যখন কাঁচা লুচিকে পাকা করে, তখন আবার চুপ হ'য়ে যায়। তেমনি সমাধিস্থ পুরুষ লোকশিক্ষা দিবার জন্য আবার নেমে আসে, আবার কথা কয়।

"যতক্ষণ মৌমাছি ফুলে না বসে ততক্ষণ ভন্‌ ভন্‌ করে। ফুলে বসে মধু পান করতে আরম্ভ ক'রলে চুপ হয়ে যায়। মধুপান করবার পর মাতাল হয়ে আবার কখনও কখনও গুন গুন করে।

"পুকুরে কলসীতে জল ভরবার সময় ভক্‌ ভক্‌ শব্দ হয়। পূর্ণ হ'য়ে গেলে আর শব্দ হয় না। (সকলের হাস্য)। তবে আর এক কলসীতে যদি ঢালাঢালি হয় তা হ'লে আবার শব্দ হয়।" (হাস্য)।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জ্ঞান ও বিজ্ঞান, অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ, এই তিনের সমন্বয়

Reconciliation of Non-Dualism, Qualified Non Dualism and Dualism

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঋষিদের ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছিল। বিষয় বুদ্ধির লেশমাত্র থাকলে এই ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। ঋষিরা কত খাট্‌তো। সকাল বেলা আশ্রম থেকে চলে যেত। একলা সমস্ত দিন ধ্যান চিন্তা কর্‌ত, রাত্রে আশ্রমে ফিরে এসে কিছু ফলমূল খেত। দেখা, শুনা, ছোঁয়া এ সবের বিষয় থেকে মনকে আলাদা রাখতো, তবে ব্রহ্মকে বোধে বোধ ক'রতো।

"কলিতে অন্নগত প্রাণ, দেহবুদ্ধি যায় না। এ অবস্থায় সোহহং বলা ভাল নয়। সবই করা যাচ্চে, আবার 'আমিই ব্রহ্ম' বলা ঠিক নয়। যারা বিষয় ত্যাগ কর্‌তে পারে না, যাদেব 'আমি' কোন মতে যাচ্চে না, তাদের 'আমি দাস' 'আমি ভক্ত' এ অভিমান ভাল। ভক্তিপথে থাকলেও তাঁকে পাওয়া যায়।

"জ্ঞানী 'নেতি' 'নেতি' করে বিষয় বুদ্ধি সব ত্যাগ করে, তবে ব্রহ্মকে জান্‌তে পারে। যেমন সিঁড়ির ধাপ ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে ছাদে পেঁছান যায়। কিন্তু বিজ্ঞানী যিনি বিশেষরূপে তাঁর সঙ্গে আলাপ করেন তিনি আরও কিছু দর্শন করেন। তিনি দেখেন, ছাদ যে জিনিসে তৈয়ারী,—সেই ইট চূণ সুরকিতেই, সিঁড়িও তৈয়ারী। 'নেতি' 'নেতি' ক'রে যাঁকে ব্রহ্ম ব'লে বোধ হয়েছে তিনিই জীব জগৎ হয়েছেন। বিজ্ঞানী দেখে, যিনি নির্গুণ, তিনিই সগুণ।

"ছাদে অনেকক্ষণ লোকে থাকতে পারে না, আবার নেমে আসে। যাঁরা সমাধিস্থ হ'য়ে ব্রহ্ম দর্শন করেছেন, তাঁরাও নেমে এসে দেখেন যে, জীব জগৎ তিনিই হয়েছেন। সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি। 'নি'তে অনেকক্ষণ থাকা যায় না। 'আমি' যায় না; তখন দেখে, তিনিই আমি, তিনিই জীব জগৎ সব। এরই নাম বিজ্ঞান।

"জ্ঞানীর পথও পথ। জ্ঞান-ভক্তির পথও পথ। আবার ভক্তির পথও পথ। জ্ঞানযোগও সত্য; ভক্তিপথও সত্য; সব পথ দিয়ে তাঁর কাছে যাওয়া যায়। **তিনি যতক্ষণ 'আমি' রেখে দেন, ততক্ষণ ভক্তিপথই সোজা।**

"বিজ্ঞানী দেখে ব্রহ্ম অটল, নিষ্ক্রিয়, সুমেরুবৎ। এই জগৎ সংসার তাঁর সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিন গুণে হ'য়েছে। তিনি নির্লিপ্ত।

"বিজ্ঞানী দেখে যিনিই ব্রহ্ম তিনিই ভগবান; যিনিই গুণাতীত, তিনিই ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান। এই জীব জগৎ, মন বুদ্ধি, ভক্তি বৈরাগ্য, জ্ঞান, এ সব তাঁর ঐশ্বর্য। (সহাস্যে) যে বাবুর ঘর দ্বার নাই, হয়তো বিকিয়ে গেলো, সে বাবু কিসের বাবু। (সকলের হাস্য)। ঈশ্বর ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ। সে ব্যক্তির যদি ঐশ্বর্য না থাক্‌তো তা হ'লে কে মানতো। (সকলের হাস্য)।

[বিভুরূপে এক—কিন্তু শক্তিবিশেষ]

"দেখ না, এই জগৎ কি চমৎকার। কত রকম জিনিস—চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র। কত রকম জীব। বড়, ছোট, ভাল, মন্দ, কারু বেশী শক্তি, কারু কম শক্তি।"

বিদ্যাসাগর—তিনি কি কারুকে বেশী শক্তি, কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তিনি বিভুরূপে সর্বভূতে আছেন। পিঁপড়েতে পর্যন্ত। কিন্তু শক্তি বিশেষ। তা না হ'লে একজন লোকে দশজনকে হারিয়ে দেয়, আবার কেউ একজনের কাছ থেকে পালায়। আর তা না হ'লে তোমাকেই বা সবাই মানে কেন? তোমার কি শিং বেরিয়েছে দুটো? (হাস্য)। তোমার দয়া, তোমার বিদ্যা আছে—অন্যের চেয়ে, তাই তোমাকে লোকে মানে, দেখতে আসে। তুমি এ কথা মানো কি না? [বিদ্যাসাগর মৃদু মৃদু হাসিতেছেন।

[শুধু পাণ্ডিত্য, পুঁথিগত বিদ্যা অসার—ভক্তিই সার]

শ্রীরামকৃষ্ণ—শুধু পাণ্ডিত্যে কিছু নাই। তাঁকে পাবার উপায়, তাঁকে জানবার জন্যই বই পড়া। একটি সাধুর পুঁথিতে কি আছে, একজন জিজ্ঞাসা ক'রলে, সাধু খুলে দেখালে। পাতায় পাতায় 'ওঁ রামঃ' লেখা রয়েছে—আর কিছুই লেখা নাই!

"গীতার অর্থ কি? দশবার বললে যা হয়। 'গীতা' 'গীতা', দশবার বলতে গেলে, 'ত্যাগী' 'ত্যাগী' হয়ে যায়। গীতায় এই শিক্ষা,—হে জীব, সব ত্যাগ করে ভগবানকে লাভ করবার চেষ্টা কর। সাধুই হোক্‌, সংসারীই হোক্‌, মন থেকে সব আসক্তি ত্যাগ করতে হয়।

"চৈতন্যদেব যখন দক্ষিণে তীর্থ ভ্রমণ ক'রছিলেন—দেখলেন একজন গীতা প'ড়ছে। আর একজন একটু দূরে বসে শুনছে, আর কাঁদছে—কেঁদে চোখ ভেসে যাচ্ছে। চৈতন্যদেব জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এ সব বুঝতে পারছো? সে বল্লে ঠাকুর! আমি শ্লোক এ সব কিছুই বুঝতে পারছি না। তিনি জিজ্ঞাসা ক'রলেন তবে কেন কাঁদছো? ভক্তটি বল্লে, আমি দেখছি অর্জুনের রথ, আর তার সামনে ঠাকুর আর অর্জুন কথা কচ্চেন। তাই দেখে আমি কাঁদছি।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ভক্তিযোগের রহস্য

The Secret of Dualism

শ্রীরামকৃষ্ণ—বিজ্ঞানী কেন ভক্তি লয়ে থাকে? এর উত্তর এই যে 'আমি' যায় না। সমাধি অবস্থায় যায় বটে কিন্তু আবার এসে পড়ে। আর সাধারণ জীবের 'অহং' যায় না। অশ্বত্থ গাছ কেটে দাও, আবার তার পর দিন ফেক্‌ড়ি বেরিয়েছে। (সকলের হাস্য)।

"জ্ঞানলাভের পরও আবার কোথা থেকে 'আমি' এসে পড়ে! স্বপনে বাঘ দেখেছিলে, তারপর জাগলে, তবুও তোমার বুক দুড়্‌দুড় ক'রছে। জীবের আমি ল'য়েই ত যত যন্ত্রণা। গরু 'হাম্বা' (আমি) 'হাম্বা' (আমি) করে, তাই ত অত যন্ত্রণা। লাঙলে জোড়ে, রোদ বৃষ্টি গায়ের উপর দিয়ে যায়, আবার কসাইয়ে কাটে, চামড়ায় জুতো হয়, ঢোল হয়,—তখন খুব পেটে। (হাস্য)।

"তবুও নিস্তার নাই। শেষে নাড়ী-ভুড়ী থেকে তাঁত তৈয়ার হয়। সেই তাঁতে ধুনুরীর যন্ত্র হয়। তখন আর 'আমি' বলে না, তখন বলে 'তুঁহু' 'তুঁহু' (অর্থাৎ 'তুমি', 'তুমি')। যখন 'তুমি' 'তুমি' বলে তখন নিস্তার। হে ঈশ্বর আমি দাস, তুমি প্রভু, আমি ছেলে, তুমি মা।

"রাম জিজ্ঞাসা করলেন, হনুমান, তুমি আমায় কি ভাবে দেখো? হনুমান বললে, রাম! যখন আমার 'আমি' বলে বোধ থাকে, তখন দেখি, তুমি পূর্ণ আমি অংশ, তুমি প্রভু আমি দাস। আর রাম! যখন তত্ত্বজ্ঞান হয়, তখন দেখি, তুমিই আমি, আমিই তুমি।

"সেব্য সেবক ভাবই ভাল। 'আমি' ত যাবার নয়। তবে থাক্ শালা 'দাস আমি' হ'য়ে।

[বিদ্যাসাগরকে শিক্ষা—'আমি ও আমার' অজ্ঞান]

"আমি ও আমার এই দু'টি অজ্ঞান। 'আমার বাড়ি', 'আমার টাকা', 'আমার বিদ্যা', 'আমার এই সব ঐশ্বর্য', এই যে ভাব, এটি অজ্ঞান থেকে হয়। 'হে ঈশ্বর তুমি কর্ত্তা আর এ সব তোমার জিনিস—বাড়ি, পরিবার, ছেলেপুলে, লোকজন, বন্ধু-বান্ধব, এ সব তোমার জিনিস'—এ ভাব জ্ঞান থেকে হয়।

"মৃত্যুকে সর্বদা মনে রাখা উচিত। মরবার পর কিছুই থাকবে না। এখানে কতকগুলি কর্ম করতে আসা। যেমন গাড়াগাঁয়ে বাড়ি—কলকাতায় কর্ম করতে আসা। বড় মানুষের বাগানের সরকার বাগান যদি কেউ দেখতে আসে, তা বলে

‘এ বাগানটি আমাদের’, ‘এ পুকুর আমাদের পুকুর’। কিন্তু কোন দোষ দেখে বাবু যদি ছাড়িয়ে দেয়, তার আমের সিন্দুকটা লয়ে যাবার যোগ্যতা থাকে না; দারোয়ানকে দিয়ে সিন্দুকটা পাঠিয়ে দেয়। (হাস্য)।

“ভগবান দুই কথায় হাসেন। কবিরাজ যখন রোগীর মাকে বলে, ‘মা! ভয় কি? আমি তোমার ছেলেকে ভাল ক’রে দিব’—তখন একবার হাসেন; এই ব’লে হাসেন, আমি মারছি, আর এ কি না বলে আমি বাঁচাব! কবিরাজ ভাবছে, আমি কর্ত্তা, ঈশ্বর যে কর্ত্তা, এ কথা ভুলে গেছে। তারপর যখন দুই ভাই দড়ি ফেলে জায়গা ভাগ করে, আর বলে ‘এ দিকটা আমার, ওদিকটা তোমার’, তখন ঈশ্বর আর একবার হাসেন; এই মনে ক’রে হাসেন, আমার জগৎ ব্রহ্মাণ্ড কিন্তু ওরা বল্‌ছে, ‘এ জায়গা আমার আর তোমার।’

[উপায়—বিশ্বাস ও ভক্তি]

“তাঁকে কি বিচার ক’রে জানা যায়? তাঁর দাস হ’য়ে তাঁর শরণাগত হ’য়ে তাঁকে ডাক।

(বিদ্যাসাগরের প্রতি সহাস্যে)—“আচ্ছা তোমার কি ভাব?”

বিদ্যাসাগর মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। বলিতেছেন, “আচ্ছা সে কথা আপনাকে একলা একলা একদিন বল্‌ব।” (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—তাঁকে পাণ্ডিত্য দ্বারা বিচার ক’রে জানা যায় না।

এই বলিয়া ঠাকুর প্রেমোন্মত্ত হইয়া গান ধরিলেন—

[ঈশ্বর অগম্য ও অপার]

কে জানে কালী কেমন?
ষড়্‌দর্শনে না পায় দরশন॥
মূলাধারে সহস্রারে সদা যোগী করে মনন।
কালী পদ্মবনে হংস সনে, হংসী রূপে করে রমণ॥
আত্মারামের আত্মা কালী প্রমাণ প্রণবের মতন।
তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন॥
মায়ের উদরে ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড প্রকাণ্ড তা জান কেমন।
মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম, অন্য কেবা জানে তেমন॥
প্রসাদ ভাসে লোকে হাসে, সন্তরণে সিন্ধু তরণ।
আমার মন বুঝেছে প্রাণ বুঝে না ধরবে শশী হয়ে বামন॥

“দেখলে, কালীর উদরে ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড প্রকাণ্ড তা জান কেমন! আর বলছে, ‘ষড়্‌দর্শনে না পায় দরশন’—পাণ্ডিত্যে তাঁকে পাওয়া যায় না।

[বিশ্বাসের জোর—ঈশ্বরে বিশ্বাস ও মহাপাতক]

"বিশ্বাস আর ভক্তি চাই—বিশ্বাসের কত জোর শুন। একজন লঙ্কা থেকে সমুদ্র পার হ'বে, বিভীষণ বল্লে, এই জিনিসটি কাপড়ের খুঁটে বেঁধে লও। তাহ'লে নির্বিঘ্নে চলে যাবে; জলের উপর দিয়ে চলে যেতে পারবে। কিন্তু খুলে দেখো না; খুলে দেখতে গেলেই ডুবে যাবে। সে লোকটা সমুদ্রের উপর দিয়ে বেশ চলে যাচ্ছিল। বিশ্বাসের এমন জোর। খানিক পথ গিয়ে ভাব্ছে, বিভীষণ এমন কি জিনিস বেঁধে দিলেন যে, জলের উপর দিয়ে চলে যেতে পাচ্ছি। এই ব'লে কাপড়ের খুঁটটি খুলে দেখে, যে শুধু 'রাম' নাম লেখা একটি পাতা রয়েছে। তখন সে ভাবলে, এঃ এই জিনিস! ভাবাও যা, অমনি ডুবে যাওয়া।

"কথায় বলে হনুমানের 'রাম' নামে এত বিশ্বাস যে, বিশ্বাসের গুণে সাগর লঙ্ঘন করলে! কিন্তু স্বয়ং রামের সাগর বাঁধতে হ'ল।

"যদি তাঁতে বিশ্বাস থাকে, তা হ'লে পাপই করুক, আর মহাপাতকই করুক, কিছুতেই ভয় নাই।

এই বলিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তের ভাব আরোপ করিয়া ভাবে মাতোয়ারা হইয়া বিশ্বাসের মহাত্ম্য গাহিতেছেন—

আমি 'দুর্গা দুর্গা' বলে মা যদি মরি।
আখেরে এ দীনে, না তারো কেমনে, জানা যাবে গো শঙ্করী।
নাশি গো ব্রাহ্মণ, হত্যা করি ভ্রূণ, সুরাপান আদি বিনাশি নারী।
এ সব পাতক, না ভাবি তিলেক, ব্রহ্মপদ নিতে পারি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ঈশ্বরকে ভালবাসা জীবনের উদ্দেশ্য

The end of life

শ্রীরামকৃষ্ণ—বিশ্বাস আর ভক্তি। তাঁকে ভক্তিতে সহজে পাওয়া যায়। তিনি ভাবের বিষয়?

এ কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আবার গান ধরিলেন :—

মন কি তত্ত্ব কর তাঁরে, যেন উন্মত্ত আঁধার ঘরে।
সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত, অভাবে কি ধরতে পারে॥
অগ্রে শশী বশীভূত কর তব শক্তি সারে।
ওরে কোঠার ভিতর চোর কুঠরী, ভোর হ'লে সে লুকাবে রে॥
ষড়দর্শনে না পায় দরশন, আগম নিগম তন্ত্রসারে।

সে যে ভক্তি রসের রসিক, সদানন্দে বিরাজ করে পুরে॥
সে ভাব লাগি পরম যোগী, যোগ করে যুগ যুগান্তরে।
হ'লে ভাবের উদয় লয় সে যেমন, লোহাকে চুম্বকে ধরে॥
প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যাঁরে।
সেটা চাতরে কি ভাঙবো হাঁড়ি, বোঝ না রে মন ঠারে ঠোরে॥

[ঠাকুর সমাধিমন্দিরে]

গান গাইতে গাইতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছেন! হাত অঞ্জলিবদ্ধ! দেহ উন্নত ও স্থির! নেত্রদ্বয় স্পন্দহীন! সেই বেঞ্চের উপর পশ্চিমাস্য হইয়া পা ঝুলাইয়া বসিয়া আছেন। সকলে উদগ্রীব হইয়া এই অদ্ভুত অবস্থা দেখিতেছেন। পণ্ডিত বিদ্যাসাগরও নিস্তব্ধ হইয়া একদৃষ্টে দেখিতেছেন।

ঠাকুর প্রকৃতিস্থ হইলেন। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া আবার সহাস্যে কথা কহিতেছেন।—"ভাব ভক্তি, এর মানে—তাঁকে ভালবাসা। যিনিই ব্রহ্ম তাঁকেই 'মা' বলে ডাকছে।

"প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যারে।
সেটা চাতরে কি ভাঙবো হাঁড়ি বোঝ না রে মন ঠারে ঠোরে॥

"রামপ্রসাদ মনকে বলছে—'ঠারে ঠোরে' বুঝতে। এই বুঝতে বলছে যে বেদে যাঁকে ব্রহ্ম বলেছে—তাঁকেই আমি মা বলে ডাকছি। যিনিই নির্গুণ, তিনিই সগুণ; যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি। যখন নিষ্ক্রিয় ব'লে বোধ হয়, তখন তাঁকে 'ব্রহ্ম' বলি। যখন ভাবি সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করছেন তখন তাঁকে আদ্যাশক্তি বলি, কালী বলি।

"ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। যেমন অগ্নি আর দাহিকা শক্তি, অগ্নি বল্লেই দাহিকা শক্তি বুঝা যায়; দাহিকা শক্তি বল্লেই অগ্নি বুঝা যায়; একটিকে মানলেই আর একটিকে মানা হ'য়ে যায়।

"তাঁকেই 'মা' ব'লে ডাকা হচ্ছে। 'মা' বড় ভালবাসার জিনিস কি না। ঈশ্বরকে ভালবাসতে পারলেই তাঁকে পাওয়া যায়। ভাব, ভক্তি, ভালবাসা আর বিশ্বাস। আর একটা গান শোন—

[উপায়—আগে বিশ্বাস—তারপর ভক্তি]

"ভাবিলে ভাবের উদয় হয়।
(ও সে) যেমন ভাব, তেমনি লাভ মূল সে প্রত্যয়॥
কালীপদ সুধাহ্রদে, চিত্ত যদি রয় (যদি চিত্ত ডুবে রয়)।
তবে পূজা, হোম, যাগ যজ্ঞ, কিছুই কিছু নয়॥

"চিত্ত তদ্গত হওয়া, তাঁকে খুব ভালবাসা। 'সুধা হ্রদ,' কি না অমৃতের

হ্রদ। ওতে ডুবলে মানুষ মরে না। অমর হয়। কেউ কেউ মনে করে, বেশী ঈশ্বর ঈশ্বর ক'রলে মাথা খারাপ হ'য়ে যায়। তা নয়। এ যে সুধার হ্রদ! অমৃতের সাগর। বেদে তাঁকে 'অমৃত' বলেছে, এতে ডুবে গেলে মরে না--অমর হয়।

[নিষ্কাম কর্ম বা কর্মযোগ ও 'জগতের উপকার']

Sri Ramkrishna and the European ideal of work

"পূজা, হোম, যাগ, যজ্ঞ কিছুই কিছু নয়। যদি তাঁর উপর ভালবাসা আসে তা'হলে আর এ সব কর্মের বেশী দরকার নাই। যতক্ষণ হাওয়া পাওয়া না যায়, ততক্ষণই পাখার দরকার; যদি দক্ষিণে হাওয়া আপনি আসে, পাখা রেখে দেওয়া যায়। আর পাখার কি দরকার?

"তুমি যে সব কর্ম করছো, এ সব সৎকর্ম। যদি 'আমি কর্ত্তা' এই অহঙ্কার ত্যাগ করে নিষ্কামভাবে ক'রতে পারো, তা'হলে খুব ভাল। এই 'নিষ্কাম কর্ম করতে করতে ঈশ্বরেতে ভক্তি ভালবাসা আসে। এইরূপ নিষ্কাম কর্ম ক'রতে ক'রতে ঈশ্বর লাভ হয়।

"কিন্তু যত তাঁর উপর ভক্তি ভালবাসা আসবে, ততই তোমার কর্ম কমে যাবে। গৃহস্থের বউ, পেটে যখন ছেলে হয়—শাশুড়ী তার কর্ম কমিয়ে দেয়। যতই মাস বাড়ে, শাশুড়ী কর্ম কমায়। দশ মাস হ'লে আদপে কর্ম করতে দেয় না, পাছে ছেলের কোন হানি হয়, প্রসবের কোন ব্যাঘাত হয়। (হাস্য)। তুমি যে সব কর্ম করছো এতে তোমার নিজের উপকার। নিষ্কামভাবে কর্ম ক'রতে পারলে চিত্তশুদ্ধি হবে, ঈশ্বরের উপর তোমার ভালবাসা আসবে। ভালবাসা এলেই তাঁকে লাভ ক'রতে পারবে। জগতের উপকার মানুষে করে না, তিনিই ক'রছেন; যিনি চন্দ্র সূর্য করেছেন, যিনি মা বাপের ভিতর স্নেহ, যিনি মহতের ভিতর দয়া, যিনি সাধু ভক্তের ভিতর ভক্তি দিয়েছেন। যে লোক কামনাশূন্য হয়ে কর্ম করবে সে নিজেরই মঙ্গল ক'রবে।

[নিষ্কাম কর্মের উদ্দেশ্য—ঈশ্বর দর্শন]

"অন্তরে সোনা আছে, এখনও খপর পাও নাই। একটু মাটি চাপা আছে। যদি একবার সন্ধান পাও, অন্য কাজ কমে যাবে। গৃহস্থের বৌর ছেলে হলে ছেলেটিকেই নিয়ে থাকে; ঐটিকে নিয়েই নাড়াচাড়া; আর সংসারের কাজ শাশুড়ী করতে দেয় না। (সকলের হাস্য)।

"আরো এগিয়ে যাও। কাঠুরে কাঠ কাটতে গিছিল;—ব্রহ্মচারী বল্লে, এগিয়ে যাও। এগিয়ে গিয়ে দেখে চন্দন গাছ। আবার কিছুদিন পরে ভাবলে,

তিনি এগিয়ে যেতে বলেছিলেন, চন্দন গাছ পর্যন্ত তো যেতে বলেন নাই। এগিয়ে গিয়ে দেখে রূপার খনি। আবার কিছুদিন পরে এগিয়ে গিয়ে দেখে, সোনার খনি। তারপর কেবল হীরা, মাণিক। এই সব লয়ে একেবারে আঙ্গুল হয়ে গেল।

"নিষ্কাম কর্ম করতে পারলে ঈশ্বরে ভালবাসা হয়; ক্রমে তাঁর কৃপায় তাঁকে পাওয়া যায়। ঈশ্বরকে দেখা যায়, তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া যায়, যেমন আমি তোমার সঙ্গে কথা কচ্ছি!" (সকলে নিঃশব্দ)।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ঠাকুর অহেতুক কৃপাসিন্ধু

সকলে অবাক্ ও নিস্তব্ধ হইয়া এই সকল কথা শুনিতেছেন। যেন সাক্ষাৎ বাগ্বাদিনী শ্রীরামকৃষ্ণের জিহ্বাতে অবতীর্ণ হইয়া বিদ্যাসাগরকে উপলক্ষ করিয়া জীবের মঙ্গলের জন্য কথা বলিতেছেন। রাত্রি হইতেছে; নয়টা বাজে। ঠাকুর এইবার বিদায় গ্রহণ করিবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিদ্যাসাগরের প্রতি সহাস্যে)—এ যা বল্লুম, বলা বাহুল্য, আপনি সব জানেন—তবে খপর নাই। (সকলের হাস্য)। বরুণের ভাণ্ডারে কত কি রত্ন আছে! বরুণ রাজার খপর নাই!

বিদ্যাসাগর (সহাস্যে)—তা আপনি বলতে পারেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সাহাস্যে)—হাঁ গো, অনেক বাবু জানে না চাকর বাকরের নাম (সকলের হাস্য)—বা বাড়ির কোথায় কি দামী জিনিস আছে।

কথাবার্তা শুনিয়া সকলে আনন্দিত। সকলে একটু চুপ করিয়াছেন। ঠাকুর আবার বিদ্যাসাগরকে সম্বোধন করিয়া কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—একবার বাগান দেখতে যাবেন, রাসমণির বাগান। ভারী চমৎকার জায়গা।

বিদ্যাসাগর—যাবো বই কি। আপনি এলেন আর আমি যাবো না!

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমার কাছে? ছি! ছি!

বিদ্যাসাগর—সে কি! এমন কথা বল্লেন কেন? আমায় বুঝিয়ে দিন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—আমরা জেলেডিঙ্গি। (সকলের হাস্য)। খাল বিল আবার বড় নদীতেও যেতে পারি। কিন্তু আপনি জাহাজ, কি জানি যেতে গিয়ে চড়ায় পাছে লেগে যায়। (সকলের হাস্য)।

বিদ্যাসাগর সাহাস্যবদন, চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর হাসিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—তার মধ্যে এ সময় জাহাজও যেতে পারে।

বিদ্যাসাগর (সহাস্যে)—হাঁ এটি বর্ষাকাল বটে! (সকলের হাস্য)।

মাষ্টার (স্বগতঃ)—নবানুরাগের বর্ষা, নবানুরাগের সময় মান অপমান বোধ থাকে না বটে!

ঠাকুর গাত্রোত্থান করিলেন, ভক্তসঙ্গে। বিদ্যাসাগর আত্মীয়গণ সঙ্গে দাঁড়াইয়াছেন। ঠাকুরকে গাড়ীতে তুলিয়া দিবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ এখনও দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন কেন? মূল মন্ত্র করে জপিতেছেন; জপিতে জপিতে ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন। **অহেতুক কৃপাসিন্ধু!** বুঝি যাইবার সময় মহাত্মা বিদ্যাসাগরের আধ্যাত্মিক মঙ্গলের জন্য মার কাছে প্রার্থনা করিতেছেন।

ঠাকুর ভক্তসঙ্গে সিঁড়ি দিয়া নামিতেছেন। একজন ভক্তের হাত ধরিয়া আছেন। বিদ্যাসাগর স্বজন সঙ্গে আগে আগে যাইতেছেন--হাতে বাতি, পথ দেখাইয়া আগে আগে যাইতেছেন। শ্রাবণ কৃষ্ণাষষ্ঠী, এখনও চাঁদ উঠে নাই। তমসাবৃত উদ্যানভূমির মধ্য দিয়া সকলে বাতির ক্ষীণালোক লক্ষ্য করিয়া ফটকের দিকে আসিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে ফটকের কাছে যাই পোঁছিলেন, সকলে একটি সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। সম্মুখে বাঙ্গালীর পরিচ্ছদধারী একটি গৌরবর্ণ শ্মশ্রুধারী পুরুষ, বয়স আন্দাজ ৩৬/৩৭, মাথায় শিখদিগের ন্যায় শুভ্র পাগড়ী, পরনে কাপড়, মোজা, জামা। চাদর নাই। তাঁহারা দেখিলেন পুরুষটি শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিবামাত্র মাটিতে উষ্ণীষসমেত মস্তক অবলুণ্ঠিত করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া রহিয়াছেন। তিনি দাঁড়াইলে ঠাকুর বলিলেন, "বলরাম! তুমি ? এত রাত্রে?"

বলরাম (সহাস্যে)—আমি অনেকক্ষণ এসেছি, এখানে দাঁড়িয়েছিলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ভিতরে কেন যাও নাই?

বলরাম—আজ্ঞা সকলে আপনার কথাবার্তা শুনছেন, মাঝে গিয়ে বিরক্ত করা। [এই বলিয়া বলরাম হাসিতে লাগিলেন]

ঠাকুর ভক্তসঙ্গে গাড়ীতে উঠিতেছেন।

বিদ্যাসাগর (মাষ্টারের প্রতি মৃদুস্বরে)—ভাড়া কি দেব?

মাষ্টার—আজ্ঞা না, ও হয়ে গেছে।

বিদ্যাসাগর ও অন্যান্য সকলে ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন।

গাড়ী উত্তরাভিমুখে হাঁকাইয়া দিল। গাড়ী দক্ষিণেশ্বর কালী বাড়িতে যাইবে। এখনও সকলে গাড়ীর দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। বুঝি ভাবিতেছেন, এ মহাপুরুষ কে? যিনি ঈশ্বরকে এত ভালবাসেন, আর যিনি জীবের ঘরে ঘরে ফিরছেন, আর বলছেন ঈশ্বরকে ভালবাসাই জীবনের উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয় খণ্ড

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে ভক্তসঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

কামিনীকাঞ্চনই যোগের ব্যাঘাত—সাধনা ও যোগতত্ত্ব

শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে ভক্তসঙ্গে বিরাজ করিতেছেন। বৃহস্পাতবার শ্রাবণ, শুক্লাদশমী তিথি, **২৪শে আগস্ট ১৮৮২** খৃষ্টাব্দ।

আজকাল ঠাকুরের কাছে হাজরা মহাশয়, রামলাল, রাখাল প্রভৃতি থাকেন। শ্রীযুক্ত রামলাল ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র,—কালীবাড়িতে পূজা করেন। মাষ্টার আসিয়া দেখিলেন উত্তরপূর্বের লম্বা বারান্দায় ঠাকুর হাজরার নিকট দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছেন। তিনি আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করিলেন।

ঠাকুর সহাস্যবদন। মাষ্টারকে বলিতেছেন—"আর দু-একবার ঈশ্বর বিদ্যাসাগরকে দেখার প্রয়োজন। চালচিত্র একবার মোটামুটি এ'কে নিয়ে তারপর বসে বসে রঙ্ ফলায়। প্রতিমা প্রথমে একমেটে, তারপর দো'মেটে, তার-পর খড়ি, তারপর রং—পরে পরে করতে হয়। ঈশ্বর বিদ্যাসাগরের সব প্রস্তুত কেবল চাপা রয়েছে। কতকগুলি সৎকাজ ক'রছে—কিন্তু অন্তরে কি আছে তা জানে না, অন্তরে সোনা চাপা রয়েছে। অন্তরে ঈশ্বর আছেন,—জানতে পারলে সব কাজ ছেড়ে ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকতে ইচ্ছা হয়।

ঠাকুর মাষ্টারের সঙ্গে দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছেন,—আবার কখনও কখনও বারান্দায় বেড়াইতেছেন।

[সাধনা—কামিনী-কাঞ্চনের ঝড়তুফান কাটাইবার জন্য]

শ্রীরামকৃষ্ণ—অন্তরে কি আছে জানবার জন্য একটু সাধন চাই।

মাষ্টার—সাধন কি বরাবর করতে হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—না,—প্রথমটা একটু উঠে পড়ে লাগতে হয়। তার পর আর বেশী পরিশ্রম করতে হবে না। যতক্ষণ ঢেউ, ঝড়, তুফান আর বাঁকের কাছ দিয়ে যেতে হয়, ততক্ষণ মাঝির দাঁড়িয়ে হাল ধরতে হয়,—সেইটুকু পার হয়ে গেলে আর না। যদি বাঁক পার হ'ল আর অনুকূল হাওয়া বইল, তখন মাঝি

আরাম করে বসে, হালে হাতটা ঠেকিয়ে রাখে,—তারপর পাল টাঙ্গাবার বন্দোবস্ত ক'রে তামাক সাজতে বসে। কামিনী কাঞ্চনের ঝড় তুফানগুলো কাটিয়ে গেলে তখন শান্তি।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও যোগতত্ত্ব—যোগভ্রষ্ট—যোগাবস্থা—
'নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্'—যোগের ব্যাঘাত]

"কারু কারু যোগীর লক্ষণ দেখা যায়। কিন্তু তাদেরও সাবধান হওয়া উচিত। কামিনীকাঞ্চনই যোগের ব্যাঘাত। যোগভ্রষ্ট হয়ে সংসারে এসে পড়ে,—হয়ত ভোগের বাসনা কিছু ছিল। সেইগুলো হয়ে গেলে আবার ঈশ্বরের দিকে যাবে,—আবার সেই যোগের অবস্থা। সট্‌কা কল জান?"

মাষ্টার—আজ্ঞে না—দেখি নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ও দেশে আছে। বাঁশ নুইয়ে রাখে, তাতে বড়শি লাগান দড়ি বাঁধা থাকে। বড়শিতে টোপ দেওয়া হয়। মাছ যেই টোপ খায় অমনি সড়াৎ করে বাঁশটা উঠে পড়ে। যেমন উপরে উঁচু দিকে বাঁশের মুখ ছিল সেইরূপই হয়ে যায়।

"নিক্তি, এক দিকে ভার পড়লে, নীচের কাটা উপরের কাটার সঙ্গে এক হয় না। নীচের কাটাটি মন—উপরের কাটাটি ঈশ্বর। নীচের কাটাটি উপরের কাঁটার সহিত এক হওয়ায় নাম **যোগ।**

"মন স্থির না হলে যোগ হয় না। সংসার হাওয়া মনরূপ দীপকে সর্বদা চঞ্চল ক'রছে। ঐ দীপটা যদি আদপে না নড়ে তা হ'লে ঠিক যোগের অবস্থা হয়ে যায়।

"কামিনীকাঞ্চনই **যোগের ব্যাঘাত।** বস্তু বিচার করবে। মেয়েমানুষের শরীরে কি আছে—রক্ত, মাংস, চর্বি, নাড়ীভুঁড়ি, কৃমি, মূত, বিষ্ঠা এই সব। সেই শরীরের উপর ভালবাসা কেন?

"আমি রাজসিক ভাবের আরোপ করতাম—ত্যাগ কর্‌বার জন্য। সাধ হয়েছিল সাঁচ্চা জরীর পোষাক পরবো, আঙটি আঙ্গুলে দেব, নল দিয়ে গুড়গুড়ীতে তামাক খাব। সাঁচ্চা জরীর পোষাক পরলাম—এরা (মথুর বাবু) আনিয়ে দিলে। খানিকক্ষণ পরে মনকে বললাম,—মন এর নাম সাঁচ্চা জরীর পোষাক! তখন সেগুলোকে খুলে ফেলে দিলাম। আর ভাল লাগল না। বললাম মন, এরই নাম শাল—এরই নাম আঙটি! এরই নাম নল দিয়ে গুড়গুড়ীতে তামাক খাওয়া! সেই যে সব ফেলে দিলাম আর মনে উঠে নাই।"

সন্ধ্যা আগত প্রায়। ঘরের দক্ষিণপূর্বের বারান্দায়, ঘরের দ্বারের কাছে ঠাকুর মণির সহিত নিভৃতে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)—যোগীর মন সর্বদাই ঈশ্বরেতে থাকে, সর্বদাই

আত্মস্থ। চক্ষু ফ্যাল ফ্যালে, দেখলেই বুঝা যায়। যেমন পাখী ডিমে তা দিচ্ছে—সব মনটা সেই ডিমের দিকে, উপরে নামমাত্র চেয়ে রয়েছে! আচ্ছা আমায় সেই ছবি দেখাতে পার?

মণি—যে আজ্ঞা। আমি চেষ্টা করবো যদি কোথাও পাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গুরুশিষ্য সংবাদ—গুহ্যকথা

সন্ধ্যা হইল। ফরাস *কালীমন্দিরে ও *রাধাকান্তের মন্দিরে ও অন্যান্য ঘরে আলো জ্বালিয়া দিল। ঠাকুর ছোট খাটটিতে বসিয়া জগন্মাতার চিন্তা ও তৎপরে ঈশ্বরের নাম করিতেছেন। ঘরে ধুনা দেওয়া হইয়াছে। একপার্শ্বে একটি পিলসুজে প্রদীপ জ্বলিতেছে। কিয়ৎক্ষণ পরে শাঁক ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। *কালীবাড়িতে আরতি হইতেছে। শুক্লা দশমী তিথি, চতুর্দিকে চাঁদের আলো।

আরতির কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীরামকৃষ্ণ ছোট খাটটিতে বসিয়া মণির সহিত একাকী নানা বিষয়ে কথা কহিতেছেন। মণি মেজেতে বসিয়া আছেন।

[কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)—**নিষ্কাম কর্ম ক'রবে।** ঈশ্বর বিদ্যাসাগর যে কর্ম করে সে ভাল কাজ,—নিষ্কাম কর্ম করবার চেষ্টা করে।

মণি—আজ্ঞা হাঁ। আচ্ছা, যেখানে কর্ম সেখানে কি ঈশ্বর পাওয়া যায়? রাম আর কাম কি একসঙ্গে হয়? হিন্দীতে একটা কথা সেদিন পড়লাম।

"যাহাঁ **রাম** তাহাঁ নাহি কাম, যাহাঁ কাম তাহাঁ নাহি **রাম**।"।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কর্ম সকলেই করে—তাঁর নাম গুণ করা এও কর্ম—সোঽহংবাদীদের 'আমিই সেই' এই চিন্তাও কর্ম—নিঃশ্বাস ফেলা, এও কর্ম। কর্মত্যাগ করবার যো নাই। তাই কর্ম করবে,—কিন্তু ফল ঈশ্বরে সমর্পণ করবে।

মণি—আজ্ঞা, যাতে অর্থ বেশী হয় এ চেষ্টা কি করতে পারি?

শ্রীরামকৃষ্ণ—**বিদ্যার সংসারের জন্য পারা যায়।** বেশী উপায়ের চেষ্টা করবে কিন্তু সদুপায়ে। উপার্জন করা উদ্দেশ্য নয়। ঈশ্বরের সেবা করাই উদ্দেশ্য। টাকাতে যদি ঈশ্বরের সেবা হয় ত সে টাকায় দোষ নাই।

মণি—আজ্ঞা, **পরিবারদের উপর কর্তব্য কত দিন?**

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাদের খাওয়া পরার কষ্ট না থাকে। কিন্তু সন্তান নিজে সমর্থ হলে আর তাদের ভার লবার দরকার নাই, পাখীর ছানা খুঁটে খেতে শিখলে, আবার মার কাছে খেতে এলে, মা ঠোক্কর মারে।

মণি—**কর্ম কত দিন কর্‌তে হবে?**

শ্রীরামকৃষ্ণ—ফল লাভ হলে আর ফুল থাকে না। **ঈশ্বর লাভ হলে কর্ম আর করতে হয় না।** মনও লাগে না।

"মাতাল বেশী মদ খেয়ে হুঁশ রাখতে পারে না—দু' আনা খেলে কাজকর্ম চলতে পারে! ঈশ্বরের দিকে যতই এগুবে ততই তিনি কর্ম কমিয়ে দেবেন। ভয় নাই। গৃহস্থের বউ অন্তঃসত্ত্বা হলে শাশুড়ী ক্রমে ক্রমে কর্ম কমিয়ে দেয়। দশ মাস হ'লে আদপে কর্ম করতে দেয় না। ছেলেটি হ'লে ঐটিকে নিয়ে নাড়াচাড়া করে।

"যে কটা কর্ম আছে, সে কটা শেষ হয়ে গেলে নিশ্চিন্ত। গৃহিণী বাড়ির রাঁধাবাড়া আর কাজকর্ম সেরে যখন নাইতে গেল, তখন আর ফেরে না,—তখন ডাকাডাকি করলেও আর আসবে না।

[ঈশ্বর লাভ ও ঈশ্বর দর্শন কি? উপায় কি?]

মণি—আজ্ঞা, ঈশ্বরলাভ এর মানে কি? আর ঈশ্বরদর্শন কাকে বলে? আর কেমন করে হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—বৈষ্ণবরা বলে যে ঈশ্বরের পথে যারা যাচ্ছে আর যারা তাঁকে লাভ করেছে তাদের থাক থাক আছে,—**প্রবর্ত্তক, সাধক, সিদ্ধ আর সিদ্ধের সিদ্ধ।** যিনি সবে পথে উঠছেন তাকে প্রবর্ত্তক বলে। যে সাধন ভজন করছে,—পূজা, জপ, ধ্যান, নামকীর্ত্তন করছে—সে ব্যক্তি সাধক। যে ব্যক্তি ঈশ্বর আছেন বোধে বোধ করেছে, তাকেই সিদ্ধ বলে। যেমন বেদান্তের উপমা আছে,—অন্ধকার ঘর, বাবু শুয়ে আছে। বাবুকে একজন হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে খুঁজ্‌ছে। একটা কৌচে হাত দিয়ে বলছে, এ নয়, জানালায় হাত দিয়ে বলছে এ নয়, দরজায় হাত দিয়ে বলছে এ নয়। নেতি, নেতি, নেতি। শেষে বাবুর গায়ে হাত পড়েছে, তখন বলছে, 'ইহ' এই বাবু—অর্থাৎ 'অস্তি' বোধ হয়েছে। বাবুকে লাভ হয়েছে কিন্তু বিশেষ রূপে জানা হয় নাই।

"আর এক থাক আছে, তাকে বলে **সিদ্ধের সিদ্ধ।** বাবুর সঙ্গে যদি বিশেষ আলাপ হয় তা হ'লে আর এক রকম অবস্থা—যদি ঈশ্বরের সঙ্গে প্রেম ভক্তির দ্বারা বিশেষ আলাপ হয়। যে সিদ্ধ সে ঈশ্বরকে পেয়েছে বটে,—যিনি সিদ্ধের সিদ্ধ তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে বিশেষরূপে আলাপ করেছেন।

"কিন্তু তাঁকে লাভ করতে হ'লে একটা ভাব আশ্রয় করতে হয়। **শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য বা মধুর।**

"শান্ত—ঋষিদের ছিল। তাদের অন্য কিছু ভোগ করবার বাসনা ছিল না। যেমন স্ত্রীর স্বামীতে নিষ্ঠা,—সে জানে আমার পতি কন্দর্প।

"দাস্য—যেমন হনুমানের। রামের কাজ করবার সময় সিংহ তুল্য। স্ত্রীরও দাস্য ভাব থাকে,—স্বামীকে প্রাণপণে সেবা করে। মার কিছু কিছু থাকে—যশোদারও ছিল।

"সখ্য—বন্ধুর ভাব; এস, এস কাছে এসে বস। শ্রীদামাদি কৃষ্ণকে কখন এঁটো ফল খাওয়াচ্ছে, কখন ঘাড়ে চড়ছে।

"বাৎসল্য—যেমন যশোদার। স্ত্রীরও কতকটা থাকে,—স্বামীকে প্রাণ চিরে খাওয়ায়। ছেলেটি পেট ভ'রে খেলে তবেই মা সন্তুষ্ট। যশোদা, কৃষ্ণ খাবে বলে ননী হাতে করে বেড়াতেন।

"মধুর—যেমন শ্রীমতীর। স্ত্রীরও মধুর ভাব। এ ভাবের ভিতরে সকল ভাবই আছে—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য।"

মণি—ঈশ্বরকে দর্শন কি এই চক্ষে হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁকে চর্মচক্ষে দেখা যায় না। সাধনা করতে করতে একটি প্রেমের শরীর হয়—তার প্রেমের চক্ষু, প্রেমের কর্ণ। সেই চক্ষে তাঁকে দ্যাখে,—সেই কর্ণে তাঁর বাণী শুনা যায়। আবার প্রেমের লিঙ্গ যোনি হয়।

এই কথা শুনিয়া মণি হো, হো করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। ঠাকুর বিরক্ত না হইয়া আবার বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এই প্রেমের শরীরে আত্মার সহিত রমণ হয়।

মণি আবার গম্ভীর হইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঈশ্বরের প্রতি খুব ভালবাসা না এলে হয় না। খুব ভালবাসা হ'লে তবেই ত চারিদিকে ঈশ্বরময় দেখা যায়। খুব ন্যাবা হ'লে তবেই চারিদিক্ হল্দে দেখা যায়।

"তখন আবার 'তিনিই আমি' এইটি বোধ হয়। মাতালের নেশা বেশী হ'লে বলে, 'আমিই কালী'।

"গোপীরা প্রেমোন্মত্ত হয়ে বলতে লাগল, 'আমিই কৃষ্ণ'।

"তাঁকে রাতদিন চিন্তা ক'রলে তাঁকে চারিদিকে দেখা যায়,—যেমন প্রদীপের শিখার দিকে যদি একদৃষ্টে চেয়ে থাক, তবে খানিকক্ষণ পরে চারিদিক শিখাময় দেখা যায়।"

[ঈশ্বর দর্শন কি মস্তিষ্কের ভুল? 'সংশয়াত্মা বিনশ্যতি']

মণি ভাবিতেছেন যে, সে শিখা ত সত্যকার শিখা নয়।

ঠাকুর অন্তর্যামী, বলিতেছেন,—চৈতন্যকে চিন্তা ক'রলে অচৈতন্য হয় না।

শিবনাথ বলেছিল, ঈশ্বরকে একশ'বার ভাবলে বেহেড্ হয়ে যায়। আমি তাকে বললাম, চৈতন্যকে চিন্তা ক'রলে কি অচৈতন্য হয়?

মণি—আজ্ঞা, বুঝেছি। এ তো অনিত্য কোনও বিষয় চিন্তা করা নয়?—যিনি নিত্য চৈতন্য স্বরূপ তাঁতে মন লাগিয়ে দিলে মানুষ কেন অচৈতন্য হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রসন্ন হইয়া)—এইটি তাঁর কৃপা,—তাঁর কৃপা না হ'লে সন্দেহ ভঞ্জন হয় না।

"আত্মার সাক্ষাৎকার না হলে সন্দেহ ভঞ্জন হয় না।

"তাঁর কৃপা হ'লে আর ভয় নাই। বাপের হাত ধ'রে গেলেও বরং ছেলে পড়তে পারে? কিন্তু ছেলের হাত যদি বাপ ধরে—আর ভয় নাই। তিনি কৃপা করে যদি সন্দেহ ভঞ্জন করেন আর দেখা দেন আর কষ্ট নাই।—তবে তাঁকে প্যাবার জন্য খুব ব্যাকুল হ'য়ে ডাক্‌তে ডাক্‌তে—সাধনা কর্‌তে কর্‌তে তবে কৃপা হয়। ছেলে অনেক দৌড়াদৌড়ি কচ্ছে দেখে মার দয়া হয়। মা লুকিয়ে ছিল, এসে দেখা দেয়।"

মণি ভাবিতেছেন তিনি দৌড়াদৌড়ি কেন করান।—ঠাকুর অমনি বলিতেছেন, তার ইচ্ছা যে খানিক দৌড়াদৌড়ি হয়; তবে আমোদ হয়। তিনি লীলায় এই সংসার রচনা করেছেন। এরি নাম **মহামায়া**। তাই সেই শক্তিরূপিণী মার শরণাগত হ'তে হয়। মায়াপাশে বেঁধে ফেলেছে, এই পাশ ছেদন ক'র্‌তে পার্‌লে তবেই ঈশ্বর দর্শন হ'তে পারে।

[আদ্যাশক্তি মহামায়া ও শক্তিসাধনা]

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁর কৃপা পেতে গেলে আদ্যাশক্তিরূপিণী তাঁকে প্রসন্ন করতে হয়। তিনি **মহামায়া**। জগৎকে মুগ্ধ করে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ক'রছেন। তিনি অজ্ঞান ক'রে রেখে দিয়েছেন। সেই মহামায়া দ্বার ছেড়ে দিলে তবে অন্দরে যাওয়া যায়। বাহিরে প'ড়ে থাক্‌লে বাহিরের জিনিস কেবল দেখা যায়।—সেই নিত্য সচ্চিদানন্দ পুরুষকে জানতে পারা যায় না। তাই পুরাণে কথা আছে—চণ্ডীতে—মধুকৈটভ* বধের সময় ব্রহ্মাদি দেবতারা মহামায়ার স্তব করছেন।

"শক্তিই জগতের মূলাধার। সেই আদ্যাশক্তির ভিতরে বিদ্যা ও অবিদ্যা দুই আছে,—অবিদ্যা—মুগ্ধ করে। **অবিদ্যা**—যা থেকে কামিনী কাঞ্চন—মুগ্ধ করে। বিদ্যা—যা থেকে ভক্তি, দয়া, জ্ঞান, প্রেম ঈশ্বরের পথে ল'য়ে যায়।

* ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্‌কার স্বরাত্মিকা।
সুধাত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধামাত্রাত্মিকা স্থিতা॥ [চণ্ডী—মধুকৈটভ বধ

"সেই অবিদ্যাকে প্রসন্ন করতে হবে। তাই শক্তির পূজা পদ্ধতি।

"তাঁকে প্রসন্ন করবার জন্য নানাভাবে পূজা,—দাসী ভাব, বীর ভাব সন্তান ভাব। বীরভাব—অর্থাৎ রমণ দ্বারা তাঁকে প্রসন্ন করা।

"শক্তি সাধনা—সব ভারী উৎকট সাধনা ছিল, চালাকি নয়।

"আমি মার দাসী ভাবে, সখী ভাবে দুই বৎসর ছিলাম। আমার কিন্তু সন্তান ভাব, স্ত্রীলোকের স্তন মাতৃস্তন মনে করি।

"মেয়েরা এক একটি শক্তির রূপ। পশ্চিমে বিবাহের সময় বরের হাতে ছুরি থাকে, বাঙ্গলা দেশে জাঁতি থাকে;—অর্থাৎ ওই শক্তিরূপা কন্যার সাহায্যে বর মায়াপাশ ছেদন ক'রবে। এটি বীরভাব। আমি বীরভাবে পূজা করি নাই। আমার সন্তানভাব।

"কন্যা শক্তিরূপা। বিবাহের সময় দেখ নাই,—বর বোকাটি পিছনে বসে থাকে? কন্যা কিন্তু নিঃশঙ্ক।

[দর্শনের পর ঐশ্বর্য ভুল হয়—নানা জ্ঞান, অপরা বিদ্যা—
'Religion and Science'—সাত্ত্বিক ও রাজসিক জ্ঞান]

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঈশ্বর লাভ করলে তাঁর বাহিরের ঐশ্বর্য, তাঁর জগতের ঐশ্বর্য ভুল হ'য়ে যায়; তাঁকে দেখলে তাঁর ঐশ্বর্য মনে থাকে না। ঈশ্বরের আনন্দে মগ্ন হয়ে ভক্তের আর হিসাব থাকে না। নরেন্দ্রকে দেখলে 'তোর নাম কি, তোর বাড়ি কোথা' এ সব জিজ্ঞাসা করার দরকার হয় না। জিজ্ঞাসা করবার অবসর কই? হনুমানকে একজন জিজ্ঞাসা করেছিল, আজ কি তিথি? হনুমান বল্লে, 'ভাই আমি বার তিথি নক্ষত্র এ সব কিছুই জানি না, আমি এক 'রাম' চিন্তা করি।'

তৃতীয় খণ্ড

শ্রীরামকৃষ্ণ *বিজয়াদিবসে দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে ভক্তসঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

চিন্ময়ী মূর্তি ধ্যান—মাতৃধ্যান

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে বিরাজ করিতেছেন। বেলা ৯টা হইবে,—ছোট খাটটিতে বিশ্রাম করিতেছেন, মেজেতে মণি বসিয়া আছেন। তাঁহার সহিত কথা কহিতেছেন।

আজ বিজয়া, রবিবার ২২শে অক্টোবর ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ আশ্বিন শুক্লা দশমী তিথি। আজকাল রাখাল ঠাকুরের কাছে আছেন। নরেন্দ্র, ভবনাথ মাঝে মাঝে যাতায়াত করেন। ঠাকুরের সঙ্গে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত রামলাল ও হাজরা মহাশয় বাস করিতেছেন। রাম, মনোমোহন, সুরেশ, মাষ্টার, বলরাম ইঁহারাও প্রায় প্রতি সপ্তাহে—ঠাকুরকে দর্শন করিয়া যান। বাবুরাম সবে দু' একবার দর্শন করিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমার পূজার ছুটী হয়েছে?

মণি—আজ্ঞা হাঁ। আমি সপ্তমী অষ্টমী ও নবমী পূজার দিনে কেশব সেনের বাড়িতে প্রত্যহ গিছলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বল কি গো!

মণি—দুর্গাপূজার বেশ ব্যাখ্যা শুনেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি বল দেখি।

মণি—**কেশব সেনের** বাড়িতে রোজ সকালে উপাসনা হয়,—দশটা এগারটা পর্যন্ত। সেই উপাসনার সময় তিনি দুর্গা পূজার ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি বল্লেন, যদি মাকে পাওয়া যায়—যদি মা দুর্গাকে কেউ হৃদয় মন্দিরে আনতে পারে—তা হলে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ আপনি আসেন। লক্ষ্মী অর্থাৎ ঐশ্বর্য, সরস্বতী অর্থাৎ জ্ঞান, কার্তিক অর্থাৎ বিক্রম, গণেশ অর্থাৎ সিদ্ধি, এ সব আপনি হয়ে যায়—মা যদি আসেন।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নরেন্দ্রাদি অন্তরঙ্গ]

শ্রীযুক্ত ঠাকুর সকল বিবরণ শুনিলেন ও মাঝে মাঝে কেশবের উপাসনা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। অবশেষে বলিতেছেন,—তুমি এখানে ওখানে **যেওনা—এইখানেই আসবে।**

“যারা অন্তরঙ্গ তারা কেবল এখানেই আসবে। নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল এরা আমার অন্তরঙ্গ। এরা সামান্য নয়। তুমি এদের একদিন খাইও! নরেন্দ্রকে তোমার কিরূপ বোধ হয়?”

মণি—আজ্ঞা, খুব ভাল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—দেখ, নরেন্দ্রের কত গুণ—গাইতে, বাজাতে, বিদ্যায় আবার জিতেন্দ্রিয়, বলেছে বিয়ে করবে না,—ছেলেবেলা থেকে ঈশ্বরেতে মন।

ঠাকুর মণির সহিত আবার কথা কহিতেছেন।

[সাকার না নিরাকার—চিন্ময়ী মূর্তি ধ্যান—মাতৃধ্যান]

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমার আজকাল ঈশ্বরচিন্তা কিরূপ হচ্ছে? তোমার সাকার ভাল লাগে,—না নিরাকার?

মণি—আজ্ঞা সাকারে এখন মন যায় না। আবার নিরাকারে কিন্তু মন স্থির করতে পারি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—দেখলে? নিরাকারে একেবারে মন স্থির হয় না। প্রথম প্রথম সাকার ত বেশ।

মণি—মাটির এই সব মূর্তি চিন্তা করা?

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেন? **চিন্ময়ী মূর্তি।**

মণি—আজ্ঞা, তা হলেও ত হাত পা ভাবতে হবে? কিন্তু এও ভাবছি যে প্রথমাবস্থায় রূপ চিন্তা না করলে মন স্থির হবে না—আপনি বলে দিয়েছেন। আচ্ছা, তিনি ত নানারূপ ধরতে পারেন। নিজের মার রূপ কি ধ্যান করতে পারা যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—**হাঁ তিনি (মা) গুরু—ব্রহ্মময়ী স্বরূপা।**

মণি চুপ করিয়া আছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে আবার ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

মণি—আজ্ঞা, নিরাকারে কি রকম দেখা যায়?—ও কি বর্ণনা করা যায় না?

শ্রীরামকৃষ্ণ (একটু চিন্তা করিয়া)—ও কি রূপ জান?—

এই কথা বলিয়া ঠাকুর একটু চুপ করিলেন। তৎপরে সাকার নিরাকার দর্শন কিরূপ অনুভূতি হয়, একটি কথা বলিয়া দিলেন। আবার ঠাকুর চুপ করিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি জান এটি ঠিক বুঝতে সাধন চাই। ঘরের ভিতরের রত্ন যদি দেখতে চাও, আর নিতে চাও, তা হলে পরিশ্রম করে চাবি এনে দরজার তালা খুলতে হয়। তারপর রত্ন বার করে আনতে হয়। তা না হলে তালা দেওয়া ঘর—দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে ভাবছি, 'ঐ আমি দরজা খুললুম, সিন্দুকের তালা ভাঙলুম—ঐ রত্ন বার করলুম।' শুধু দাঁড়িয়ে ভাবলে ত হয় না। সাধন করা চাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ঠাকুর অনন্ত ও অনন্ত ঈশ্বর—সকলই পন্থা—শ্রীবৃন্দাবন দর্শন

[জ্ঞানীর মতে অসংখ্য অবতার—কুটীচক—তীর্থ কেন]

শ্রীরামকৃষ্ণ—জ্ঞানীরা নিরাকার চিন্তা করে। তারা অবতার মানে না। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করছেন, তুমি **পূর্ণ ব্রহ্ম;** কৃষ্ণ অর্জুনকে বল্লেন, আমি পূর্ণ ব্রহ্ম কি না দেখবে এস। এই বলে একটা জায়গায় নিয়ে গিয়ে বল্লেন, তুমি কি দেখছ? অর্জুন বল্লে, আমি এক বৃহৎ গাছ দেখছি,—তাতে থোলো থোলো কালো জামের মত ফল ফলে রয়েছে। কৃষ্ণ বল্লেন, আরো কাছে এসে দেখ দেখি ও থোলো থোলো কালো ফল নয়,—থোলো থোলো **কৃষ্ণ** অসংখ্য ফলে রয়েছে—আমার মত। অর্থাৎ সেই পূর্ণব্রহ্মরূপ বৃক্ষ থেকে অসংখ্য অবতার হচ্ছে যাচ্ছে।

"কবীর দাসের নিরাকারের উপর খুব ঝোঁক ছিল। কৃষ্ণের কথায় কবীর দাস বল্‌ত, ওঁকে কি ভ'জব?—গোপীরা হাততালি দিত আর উনি বানর নাচ নাচতেন! (সাহাস্যে) **আমি সাকারবাদীর কাছে সাকার আবার নিরাকারবাদীর কাছে নিরাকার।**"

মণি (সহাস্যে)—যাঁর কথা হচ্ছে তিনিও (ঈশ্বর) যেমন অনন্ত, **আপনিও তেমনি অনন্ত!—আপনার অন্ত পাওয়া যায় না।**

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—তুমি বুঝে ফেলেছ!—কি জান—সব ধর্ম একবার করে নিতে হয়।—সব পথ দিয়ে চলে আসতে হয়। খেলার ঘুঁটী সব ঘর না পার হলে কি চিকে উঠে?—ঘুঁটী যখন চিকে উঠে কেউ তাকে ধরতে পারে না।

মণি—আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—যোগী দুই প্রকার,—বহূদক আর কুটীচক। যে সাধু অনেক তীর্থ করে বেড়াচ্ছে—যার মনে এখনও শান্তি হয় নাই, তাকে বহূদক বলে। যে যোগী সব ঘুরে মন স্থির করেছে, যার শান্তি হয়ে গেছে—সে এক জায়গায় আসন করে বসে—আর নড়ে না। সেই এক স্থানে বসেই তার আনন্দ। তার তীর্থে যাওয়ার কোনও প্রয়োজন করে না। যদি সে তীর্থে যায় সে **কেবল** উদ্দীপনের জন্য।

"আমায় সব ধর্ম একবার ক'রে নিতে হয়েছিল,—হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান—আবার শাক্ত, বৈষ্ণব, বেদান্ত, এ সব পথ দিয়েও আসতে হয়েছে। **দেখলাম সেই এক ঈশ্বর**—তাঁর কাছেই সকলি আসছে,—ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়ে।

"তীর্থে গেলাম তা এক একবার ভারী কষ্ট হ'ত। কাশীতে সেজো বাবুদের সঙ্গে রাজাবাবুদের বৈঠকখানায় গিয়েছিলাম। সেখানে দেখি তারা বিষয়ের কথা কচ্ছে!—টাকা, জমি, এই সব কথা। কথা শুনে আমি কাঁদতে লাগলাম। বল্‌লাম, মা কোথায় আন্‌লি! দক্ষিণেশ্বরে যে আমি বেশ ছিলাম। পইরাগে দেখলাম,—সেই পুকুর, সেই দুর্বা, সেই গাছ, সেই তেঁতুল পাতা! কেবল তফাৎ পশ্চিমে লোকের ভূষির মত বাহ্যে। (ঠাকুর ও মণির হাস্য)।

"তবে তীর্থে উদ্দীপন হয় বটে। মথুরবাবুর সঙ্গে বৃন্দাবনে গেলাম। মথুরবাবুর বাড়ির মেয়েরাও ছিল,—হৃদেও ছিল। কালীয়দমন ঘাট দেখবামাত্রই উদ্দীপন হ'ত,—আমি বিহ্বল হ'য়ে যেতাম!—হৃদে আমায় যমুনার সেই ঘাটে ছেলেটির মতন নাওয়াত।

"**যমুনার** তীরে সন্ধ্যার সময় বেড়াতে যেতাম। যমুনার চড়া দিয়ে সেই সময় গোষ্ঠ হ'তে গরু সব ফিরে আস্‌ত। দেখ্‌বামাত্র আমার কৃষ্ণের উদ্দীপন হ'ল, উন্মত্তের ন্যায় আমি দৌড়তে লাগলাম,—'কৃষ্ণ কই, কৃষ্ণ কই' এই বল্‌তে বল্‌তে।

"পাল্কী করে **শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ডের** পথে যাচ্ছি, গোবর্ধন দেখতে নামলাম. গোবর্ধন দেখবামাত্রই একেবারে বিহ্বল, দৌড়ে গিয়ে গোবর্ধনের উপরে দাঁড়িয়ে পড়লুম।—আর বাহ্যশূন্য হ'য়ে গেলাম। তখন ব্রজবাসীরা গিয়ে আমায় নামিয়ে আনে। শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড পথে সেই মাঠ, আর গাছপালা, হরিণ—এই সব দেখে বিহ্বল হয়ে গেলাম। চক্ষের জলে কাপড় ভিজে যেতে লাগল। মনে হতে লাগল কৃষ্ণরে, সবই রয়েছে, কেবল তোকে দেখতে পাচ্ছি না। পাল্কীর ভিতরে বসে, কিন্তু একবার একটি কথা কইবার শক্তি নাই,—চুপ করে বসে! হৃদে পাল্কীর পিছনে আস্‌ছিল। বেয়ারাদের বলে দিছ্‌লো 'খুব হুঁশিয়ার।'

"গঙ্গামায়ী বড় যত্ন ক'রত। অনেক বয়স। নিধুবনের কাছে কুটীরে একলা থাকত। আমার অবস্থা আর ভাব দেখে, ব'লতো—ইনি সাক্ষাৎ **রাধা** দেহ ধারণ করে এসেছেন। আমায় 'দুলালী' বলে ডাকতো! তাকে পেলে আমার খাওয়া দাওয়া, বাসায় ফিরে যাওয়া সব ভুল হ'য়ে যেত। হৃদে এক এক দিন বাসা থেকে খাবার এনে খাইয়ে যেত—সেও খাবার জিনিস ত'য়ের করে খাওয়াত।

"গঙ্গামায়ীর ভাব হ'ত। ভাব দেখবার জন্য লোকের মেলা হ'ত। ভাবেতে একদিন হৃদের কাঁধে চড়েছিল।

"গঙ্গামায়ীর কাছ থেকে দেশে চলে আসবার আমার ইচ্ছা ছিল না। সব ঠিক ঠাক, আমি সিদ্ধ চালের ভাত খাব;—গঙ্গামায়ীর বিছানা ঘরের এদিকে

হ'বে আমার বিছানা ওদিকে হ'বে। সব ঠিক ঠাক। হৃদে তখন বল্লে, তোমার এত পেটের অসুখ—কে দেখবে। গঙ্গামায়ী বল্লে, কেন, আমি দেখবো, আমি সেবা ক'রবো। হৃদে এক হাত ধরে টানে আর গঙ্গামায়ী এক হাত ধরে টানে —এমন সময়ে মাকে মনে পড়্‌ল!—মা সেই একলা দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ির ন'বতে। আর থাকা হল না। তখন বললাম—না, আমায় যেতে হবে!

"বৃন্দাবনের বেশ ভাবটি। নতুন যাত্রী গেলে ব্রজ বালকেরা বলতে থাকে, 'হরি বোলো, গাঁঠরী খোলো!'

বেলা এগারটার পর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মা কালীর প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। মধ্যাহ্নে একটু বিশ্রাম করিয়া বৈকালে আবার ভক্তদের সঙ্গে কথাবার্তায় কাটাইতেছেন,—কেবল মধ্যে মধ্যে এক একবার প্রণব ধ্বনি বা **'হা চৈতন্য'** এই নাম উচ্চারণ করিতেছেন।

ঠাকুরবাড়িতে সন্ধ্যার আরতি হইল। আজ বিজয়া—শ্রীরামকৃষ্ণ কালীঘরে আসিয়াছেন, মাকে প্রণামের পর ভক্তেরা তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। রামলাল মা কালীর আরতি করিয়াছেন। ঠাকুর রামলালকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "ও রামনেলো! কই রে!"

মা কালীর কাছে সিদ্ধি নিবেদন করা হইয়াছে। ঠাকুর সেই প্রসাদ স্পর্শ করিবেন—সেইজন্য রামলালকে ডাকিতেছেন। আর আর ভক্তদের সকলকে একটু একটু দিতে বলিতেছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে বলরামাদি সঙ্গে—বলরামকে শিক্ষা

[লক্ষণ—সত্য কথা সর্বধর্মসমন্বয়—'কামিনীকাঞ্চনই মায়া']

মঙ্গলবার অপরাহ্ণ, ২৪শে অক্টোবর। বেলা ৩টা ৪টা হইবে। ঠাকুর খাবারের তাকের নিকট দাঁড়াইয়া আছেন। বলরাম ও মাষ্টার কলিকাতা হইতে এক গাড়ীতে আসিয়াছেন ও প্রণাম করিতেছেন। প্রণাম করিয়া বসিলে ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন,—তাকের উপরে খাবার নিতে গিছিলাম, খাবারে হাত দিয়েছি, এমন সময় টিকটিকি পড়েছে,—আর অমনি ছেড়ে দিইছি। (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ গো ওসব মানতে হয়। এই দেখ না রাখালের অসুখ আমারো হাত পা কামড়াচ্ছে। হ'ল কি জান? আমি সকালে বিছানা থেকে উঠবার সময় রাখাল আসছে মনে করে অমুকের মুখ দেখে ফেলেছি! (সকলের হাস্য) হাঁ গো, লক্ষণ দেখতে হয়। সেদিন নরেন্দ্র এক কানা ছেলে এনেছিল, তার বন্ধু, চক্ষুটা সব কানা নয় যা হ'ক আমি ভাবলুম এ আবার কি ঘটালে।

"আর একজন আসে, আমি তার জিনিস খেতে পারি না। সে আফিসে কর্ম করে, তার ২০৲ টাকা মাহিনা। আর ২০৲ টাকা কি মিথ্যা (bill) লিখিয়ে পায়। মিথ্যা কথা কয় ব'লে সে এলে বড় কথা কই না। হয়ত দু'চারদিন আফিসে গেল না, এইখানে পড়ে রইল। কি জানো, মতলব যে যদি কারুকে বলে কয়ে দেয় তাহলে অন্য জায়গায় কর্ম কাজ হয়।"

বলরামের বংশ পরম বৈষ্ণব বংশ। বলরামের পিতা বৃদ্ধ হইয়াছেন—পরম বৈষ্ণব। মাথায় শিখা, গলায় তুলসীর মালা, আর হস্তে সর্বদাই হরি নামের মালা, জপ করিতেছেন। ইহাদের উড়িষ্যায় অনেক জমিদারী আছে। আর কোঠারে, শ্রীবৃন্দাবনে, ও অন্যান্য অনেক স্থানে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের সেবা আছে ও অতিথিশালা আছে। বলরাম নূতন আসিতেছেন ঠাকুর গল্পচ্ছলে তাঁহাকে নানা উপদেশ দিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সেদিন অমুক এসেছিল; শুনেছি নাকি ঐ কালো মাগ্‌টার গোলাম!—ঈশ্বরকে কেন দর্শন হয় না?—কামিনী কাঞ্চন মাঝে আড়াল হয়ে রয়েছে বলে। আর তোমার সম্মুখে কি করে সেদিন ও কথাটা বল্লে যে—আমার বাবার কাছে একজন পরমহংস এসেছিলেন, বাবা তাঁকে কুঁকড়ো রেঁধে খাওয়ালেন। (বলরামের হাস্য)। 'আমার অবস্থা' এখন মাছের ঝোল মার প্রসাদ হলে একটু খেতে পারি। মার প্রসাদ মাংস এখন পারি না,—তবে আঙুলে করে একটু চাখি, পাছে মা রাগ করেন। (সকলের হাস্য)।

[পূর্বকথা—বর্ধমান পথে—দেশযাত্রা—নকুড় আচার্যের গান—শ্রবণ]

"আচ্ছা আমার একি অবস্থা বল দেখি। ওদেশে যাচ্ছি বর্ধমান থেকে নেমে, আমি গরুর গাড়ীতে বসে,—এমন সময় ঝড়বৃষ্টি। আবার গাড়ীর সঙ্গে কোত্থেকে লোক এসে জুটলো। আমার সঙ্গের লোকেরা বললে, এরা ডাকাত!—আমি তখন ঈশ্বরের নাম কর্‌তে লাগলাম। কিন্তু কখনও রাম রাম বলছি কখনও কালী কালী,—কখনও হনুমান হনুমান, সব রকমই বলছি এ কি রকম বল দেখি।"

ঠাকুর এই কথা কি বলিতেছেন যে, এক ঈশ্বর তার অসংখ্য নাম, ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বা সম্প্রদায়ের লোক মিথ্যা বিবাদ করিয়া মরে?

শ্রীরামকৃষ্ণ (বলরামের প্রতি)—**কামিনীকাঞ্চনই মায়া।** ওর ভিতর অনেক-দিন থাকলে হুঁশ চলে যায়,—মনে হয় বেশ আছি। মেথর গুয়ের ভাঁড় বয়,—বইতে বইতে আর ঘেন্না থাকে না। ঈশ্বরের নাম গুণ কীর্ত্তন করা অভ্যাস করলেই ক্রমে ভক্তি হয়।

(মাষ্টারের প্রতি)—"ওতে লজ্জা ক'রতে নাই। 'লজ্জা, ঘৃণা, ভয় তিন থাকতে নয়।'

"ওদেশে বেশ কীর্ত্তন গান হয়,—খোল নিয়ে কীর্ত্তন। নকুড় আচার্যের গান চমৎকার! তোমাদের বৃন্দাবনে সেবা আছে?"

বলরাম—আজ্ঞে হাঁ। একটি কুঞ্জ আছে,—শ্যামাসুন্দরের সেবা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি বৃন্দাবনে গে'ছলাম। নিধুবন বেশ স্থানটি।

চতুর্থ খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতা রাজপথে ভক্তসঙ্গে

শ্রীরামকৃষ্ণ গাড়ী করিয়া দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি হইতে বাহির হইয়া অভিমুখে আসিতেছেন। সঙ্গে রামলাল ও দু-একটি ভক্ত। ফটক হইতে বহির্গত হইয়া দেখিলেন চারিটি ফজলি আম হাতে করিয়া মণি পদব্রজে আসিতেছেন। মণিকে দেখিয়া গাড়ী থামাইতে বলিলেন। মণি গাড়ীর উপর মাথা রাখিয়া প্রণাম করিলেন।

শনিবার ২১শে জুলাই, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ, আষাঢ় কৃষ্ণা প্রতিপদ, বেলা চারিটা। ঠাকুর অধরের বাড়ি যাইবেন, তৎপরে শ্রীযুক্ত যদু মল্লিকের বাটী, সর্বশেষে *খেলাৎ ঘোষের বাটী যাইবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি, সহাস্যে)—তুমিও এস না,—আমরা অধরের বাড়ি যাচ্ছি।

মণি যে আজ্ঞা বলিয়া গাড়ীতে উঠিলেন।

মণি ইংরাজী পড়িয়াছিলেন, তাই সংস্কার মানিতেন না, কিন্তু কয়েকদিন হইল ঠাকুরের নিকটে স্বীকার করিয়া গিয়াছিলেন যে অধরের সংস্কার ছিল তাই তিনি অত তাঁহাকে ভক্তি করেন। বাটীতে ফিরিয়া গিয়া ভাবিয়া দেখিলেন যে সংস্কার সম্বন্ধে এখনও তাঁহার পূর্ণ বিশ্বাস হয় নাই। তাই ঐ কথা বলিবার জন্যই আজ ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। ঠাকুর কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, অধরকে তোমার কিরূপ মনে হয়?

মণি—আজ্ঞে, তাঁর খুব অনুরাগ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—অধরও তোমার খুব সুখ্যাতি করে।

মণি কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া আছেন; এইবার পূর্বজন্মের সংস্কারের কথা উত্থাপন করিতেছেন।

[কিছু বুঝা যায় না—অতি গুহ্য কথা]

মণি—আমার **"পূর্বজন্ম' ও 'সংস্কার"** এ সব তাতে তেমন বিশ্বাস নাই; এতে কি আমার ভক্তির কিছু হানি হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁর সৃষ্টিতে সবই হ'তে পারে এই বিশ্বাস থাকলেই হ'ল; আমি যা ভাবছি—তাই সত্য; আর সকলের মত মিথ্যা; এরূপ ভাব আসতে দিও না। তারপর তিনিই বুঝিয়ে দিবেন।

"তাঁর কাণ্ড মানুষে কি বুঝবে? অনন্ত কাণ্ড! তাই আমি ও সব বুঝতে আদপে চেষ্টা করি না। শুনে রেখেছি তাঁর সৃষ্টিতে সবই হতে পারে। তাই ওসব চিন্তা না করে কেবল তাঁরই চিন্তা করি। হনুমানকে জিজ্ঞাসা করেছিল, আজ কি তিথি, হনুমান বলেছিল,—'আমি তিথি নক্ষত্র জানি না, কেবল এক রাম চিন্তা করি।'

"তাঁর কাণ্ড কি কিছু বুঝা যায় গা! কাছে তিনি—অথচ বোঝবার যো নাই, বলরাম কৃষ্ণকে ভগবান বলে জানতেন না।"

মণি—আজ্ঞা হাঁ! আপনি ভীষ্মদেবের কথা যেমন বলেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, হাঁ, কি বলেছিলাম বল দেখি।

মণি—ভীষ্মদেব শরশয্যায় কাঁদছিলেন, পাণ্ডবেরা শ্রীকৃষ্ণকে ব'ললেন, ভাই, এ কি আশ্চর্য! পিতামহ এত জ্ঞানী, অথচ মৃত্যু ভেবে কাঁদছেন! শ্রীকৃষ্ণ বল্‌লেন ওঁকে জিজ্ঞাসা কর না, কেন কাঁদছেন! ভীষ্মদেব বললেন, এই ভেবে কাঁদছি যে ভগবানের কার্য কিছুই বুঝতে পারলাম না! হে কৃষ্ণ, তুমি এই পাণ্ডবদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরছো, পদে পদে রক্ষা করছ, তবু এদের বিপদের শেষ নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁর মায়াতে সব ঢেকে রেখেছেন—কিছু জানতে দেন না। **কামিনী কাঞ্চন মায়া**। এই মায়াকে সরিয়ে যে তাঁকে দর্শন করে, সেই তাঁকে দেখতে পায়। একজনকে বোঝাতে বোঝাতে (ঈশ্বর একটি আশ্চর্য ব্যাপার) দেখালেন, হঠাৎ সামনে দেখলাম, দেশের (কামারপুকুরের) একটি পুকুর, আর একজন লোক পানা সরিয়ে যেন জলপান করলে। জলটি স্ফটিকের মত। দেখালে যে, সেই **সচ্চিদানন্দ** মায়ারূপ পানাতে ঢাকা,—যে সরিয়ে জল খায় সেই পায়।

"শুন,—তোমায় অতি **গুহ্য কথা বলছি**! ঝাউতলার দিকে বাহ্যে করতে করতে দেখলাম—চোর কুঠরির দরজার মত একটা সামনে, কুঠরির ভিতর কি আছে দেখতে পাচ্ছি না। আমি নরুন দিয়ে ছেঁদা করতে লাগলাম, কিন্তু পারলুম না। ছেঁদা করি কিন্তু আবার পূরে আসে! তারপর একবার এতখানি ছেঁদা হ'ল!"

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করলেন। এইবার আবার কথা কহিতেছেন—"এ সব বড় উঁচু কথা—ঐ দেখ আমার মুখ কে যেন চেপে চেপে ধরছে!

"যোনিতে বাস স্বচক্ষে দেখলাম!—কুকুর-কুক্কুরীর মৈথুন সময়ে দেখেছিলাম।

"তাঁর চৈতন্যে জগতের চৈতন্য। এক একবার দেখি, ছোট ছোট মাছের ভিতর সেই চৈতন্য কিলবিল করছে!!"

গাড়ী শোভাবাজারের চৌমাথায় **দরমাহাটার** নিকট উপস্থিত হইল। ঠাকুর আবার বলিতেছেন,—

"এক একবার দেখি বরষায় যেরূপ পৃথিবী জরে থাকে,—সেইরূপ **এই চৈতন্যতে জগৎ—জরে রয়েছে।**"

"কিন্তু এত ত দেখা হচ্ছে, আমার কিন্তু অভিমান হয় না।"

মণি (সহাস্যে)—আপনার আবার অভিমান!

শ্রীরামকৃষ্ণ—মাইরি বল্‌চি, আমার যদি একটুও অভিমান হয়।

মণি—গ্রীস দেশে একটি লোক ছিলেন, তাঁর নাম সক্রেটিস্‌। দৈববাণী হয়েছিল যে, সকল লোকের মধ্যে তিনি জ্ঞানী। সে ব্যক্তি অবাক হয়ে গেল। তখন নির্জনে অনেকক্ষণ চিন্তা ক'রে বুঝতে পারলে। তখন সে বন্ধুদের বললে, আমিই কেবল বুঝেছি যে, আমি কিছুই জানি না। কিন্তু অন্যান্য সকল লোকে বলছে, 'আমাদের বেশ জ্ঞান হয়েছে।' কিন্তু বস্তুতঃ সকলেই অজ্ঞান।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি একএকবার ভাবি যে, আমি কি জানি যে এত লোকে আসে! **বৈষ্ণব চরণ খুব পণ্ডিত ছিল।** সে বলতো, তুমি যে সব কথা বল সব শাস্ত্রে পাওয়া যায়, তবে তোমার কাছে কেন আসি জানো? তোমার মুখে সেইগুলি শুনতে আসি।

মণি—সব কথা শাস্ত্রের সঙ্গে মেলে। নবদ্বীপ গোস্বামীও সেদিন পেনেটীতে সেই কথা বলছিলেন। আপনি বললেন যে, 'গীতা গীতা' বলতে বলতে 'ত্যাগী ত্যাগী' হয়ে যায়। বস্তুতঃ তাগী হয়, কিন্তু নবদ্বীপ গোস্বামী বললেন, 'তাগী' মানেও যা 'ত্যাগী' মানেও তা: তগ্‌ ধাতু একটা আছে তাই থেকে 'তাগী' হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমার সঙ্গে কি আর কারু মেলে? কোনো পণ্ডিত, কি সাধুর সঙ্গে?

মণি—**আপনাকে ঈশ্বর স্বয়ং হাতে গড়েছেন। অন্য লোকদের কলে ফেলে তয়ের করেছেন,**—যেমন আইন অনুসারে সব সৃষ্টি হচ্ছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—(সহাস্যে, রামলালাদিকে)—ওরে, বলে কিরে!

ঠাকুরের হাস্য আর থামে না। অবশেষে বলিতেছেন—মাইরি বলছি আমার যদি একটুও অভিমান হয়।

মণি—বিদ্যাতে একটা উপকার হয়, এইটি বোধ হয় যে আমি কিছু জানি না—আর আমি কিছুই নই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঠিক্‌ ঠিক্‌। আমি কিছুই নই!—আমি কিছুই নই!—আচ্ছা, তোমার ইংরেজী জ্যোতিষে বিশ্বাস আছে?

মণি—ওদের নিয়ম অনুসারে নূতন আবিষ্ক্রিয়া (Discovery) হ'তে পারে, ইউরেনাস (Urenus) গ্রহের এলোমেলো চলন দেখে দূরবীন দিয়ে সন্ধান ক'রে দেখলে যে নূতন একটি গ্রহ (Neptune) জ্বল জ্বল করছে। আবার গ্রহণ গণনা হতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তা হয় বটে।

গাড়ী চলিতেছে,—প্রায় অধরের বাড়ির নিকট আসিল। ঠাকুর মণিকে বলিতেছেন—

"সত্যেতে থাকবে, তা হ'লেই ঈশ্বর লাভ হবে।"

মণি—আর একটি কথা আপনি নবদ্বীপ গোস্বামীকে বলেছিলেন, 'হে ঈশ্বর! আমি তোমায় চাই। দেখো, যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ার ঐশ্বর্যে মুগ্ধ কোরো না!—আমি তোমায় চাই।'

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, **ঐটি আন্তরিক বলতে হবে।**

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীযুক্ত অধর সেনের বাটীতে কীর্ত্তনানন্দে

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অধরের বাড়ি আসিয়াছেন। রামলাল, মাষ্টার, অধর আর অন্য অন্য ভক্ত তাঁহার কাছে অধরের বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। পাড়ার দু' চারিটি লোক ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়াছেন। রাখালের পিতা কলিকাতায় আছেন,—রাখাল সেইখানেই আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (অধরের প্রতি)—কৈ রাখালকে খবর দাও নাই?

অধর—আজ্ঞে হাঁ, তাঁকে খবর দিয়াছি।

রাখালের জন্য ঠাকুরকে ব্যস্ত দেখিয়া অধর দ্বিরুক্তি না করিয়া রাখালকে আনিতে একটি লোক সঙ্গে নিজের গাড়ী পাঠাইয়া দিলেন।

অধর ঠাকুরের কাছে বসিলেন। আজ ঠাকুরকে দর্শন জন্য অধর ব্যাকুল হইয়াছিলেন। ঠাকুরের এখানে আসিবার কথা পূর্বে কিছু ঠিক ছিল না। ঈশ্বরের ইচ্ছায় তিনি আসিয়া পড়িয়াছেন।

অধর—আপনি অনেকদিন আসেন নাই। আমি আজ ডেকেছিলাম,—এমন কি চোখ দিয়ে জল পড়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রসন্ন হইয়া, সহাস্যে)—বল কি গো!

সন্ধ্যা হইয়াছে। বৈঠকখানায় আলো জ্বালা হইল। ঠাকুর জোড়হস্তে জগন্মাতাকে প্রণাম করিয়া নিঃশব্দে বুঝি মূলমন্ত্র জপ করিলেন। তৎপরে **মধুর** স্বরে নাম করিতেছেন। বলিতেছেন, **গোবিন্দ, গোবিন্দ, সচ্চিদানন্দ, হরিবোল হরিবোল! নাম** করিতেছেন, আর যেন মধু বর্ষণ হইতেছে! ভক্তেরা অবাক হইয়া সেই নাম-সুধা পান করিতেছেন। শ্রীযুক্ত রামলাল এইবার গান গাইতেছেন—

ভুবন ভুলাইলি মা হরমোহিনী।
মূলাধারে মহোৎপলে, বীণাবাদ্য-বিনোদিনী।
শরীর শারীর যন্ত্রে সুষুম্নাদি ত্রয় তন্ত্রে,
গুণভেদ মহামন্ত্রে, গুণত্রয় বিভাগিনী॥
আধার ভৈরবাকার ষড়দলে শ্রীরাগ আর,
মণিপুরেতে মহ্লার, বসন্তে হৃদ্‌প্রকাশিনী।
বিশুদ্ধ হিল্লোল সুরে, কর্ণাপাট আজ্ঞাপুরে,
তান-মান-লয়-সুরে, তিন গ্রাম সঞ্চারিণী।
মহামায়া মোহপাশে, বদ্ধকর অনায়াসে,
তত্ত্ব লয়ে তত্ত্বাকাশে স্থির আছে সৌদামিনী।
শ্রীনন্দকুমারে কয়, তত্ত্ব না নিশ্চয় হয়,
তব তত্ত্ব গুণত্রয়, কাকীমুখ আচ্ছাদিনী।

রামলাল আবার গাইলেন—

ভবদারা ভয়হরা নাম শুনেছি তোমার,
তাইতে এবার দিয়েছি ভার তারো তারো না তারো মা।
তুমি মা ব্রহ্মান্ডধারী ব্রহ্মান্ড ব্যাপিকে.
কে জানে তোমারে তুমি কালী কি রাধিকে,
ঘটে ঘটে তুমি ঘটে আছ গো জননী,
মূলাধার কমলে থাক মা কুলকুন্ডলিনী।
তদূর্ধ্বেতে আছে মাগো নামে স্বাধিষ্ঠান,
চতুর্দল পদ্মে তথায় আছ অধিষ্ঠান।
চতুর্দলে থাক তুমি কুলকুন্ডলিনী,
ষড়দল বজ্রাসনে বস **মা আপনি**।
তদূর্ধ্বেতে নাভিস্থান মা মণিপুর কয়,
নীলবর্ণের দশদল পদ্ম যে তথায়,
সুষুম্নার পথ দিয়ে এস গো জননী,
কমলে কমলে থাক কমলে কামিনী।

তদূর্দ্ধেতে আছে মাগো সুধা সরোবর,
রক্তবর্ণের দ্বাদশদল পদ্ম মনোহর,
পাদপদ্ম দিয়ে যদি এ পদ্ম প্রকাশ।
(মা), হৃদে আছে বিভাবরী তিমির বিনাশ।
তদূর্দ্ধেতে আছে মাগো নাম কণ্ঠস্থল,
ধূম্রবর্ণের পদ্ম আছে হয়ে ষোড়শদল।
সেই পদ্ম মধ্যে আছে অম্বুজ আকাশ,
সে আকাশ রুদ্ধ হলে সকলি আকাশ।
তদূর্দ্ধে ললাটে স্থান মা আছে দ্বিদল পদ্ম,
সদায় আছয়ে মন হইয়ে আবদ্ধ।
মন যে মানে না আমার মন ভাল নয়,
দ্বিদলে বসিয়া রঙ্গ দেখয়ে সদায়।
তদূর্দ্ধে মস্তকে স্থান মা অতি মনোহর,
সহস্রদল পদ্ম আছে তাহার ভিতর।
তথায় পরম শিব আছেন আপনি,
সেই শিবের কাছে বস শিবে মা আপনি।
তুমি আদ্যাশক্তি মা জিতেন্দ্রিয় নারী,
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র ভাবে নগেন্দ্র কুমারী।
হর শক্তি হর শক্তি সুদনের এবার,
যেন না আসিতে হয় মা ভব পারাবার।
তুমি আদ্যাশক্তি মাগো তুমি পঞ্চতত্ত্ব,
কে জানে তোমারে তুমি তুমিই তত্ত্বাতীত।
ওমা ভক্ত জন্য চরাচরে তুমি সে সাকার,
পঞ্চে পঞ্চ লয় হলে তুমি নিরাকার।

[নিরাকার সচ্চিদানন্দ দর্শন—ষট্‌চক্র ভেদ—নাদভেদ ও সমাধি]

শ্রীযুক্ত রামলাল যখন গাহিতেছেন,—

"তদূর্দ্ধেতে আছে মাগো নাম কণ্ঠস্থল,
ধূম্রবর্ণের পদ্ম আছে হয়ে ষোড়শদল,
সেই পদ্ম মধ্যে আছে অম্বুজ আকাশ,
সে আকাশ রুদ্ধ হলে সকলি আকাশ।

তখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারকে বলিতেছেন—

"এই শুন, এরই নাম নিরাকার **সচ্চিদানন্দ দর্শন**। বিশুদ্ধচক্র ভেদ হলে **সকলি আকাশ**।"

মাষ্টার—আজ্ঞে হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এই মায়া জীব জগৎ পার হ'য়ে গেলে তবে নিত্যেতে পোঁছান যায়। নাদ ভেদ হ'লে তবে **সমাধি** হয়। ওঁকার সাধন করতে করতে নাদ ভেদ হয় আর সমাধি হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যদু মল্লিকের বাড়ি—সিংহবাহিনী সম্মুখে—"সমাধি-মন্দিরে"

অধরের বাটীতে অধর ঠাকুরকে ফলমূল মিষ্টান্নাদি দিয়া সেবা করিলেন। ঠাকুর বলিলেন, আজ যদু মল্লিকের বাড়ি যাইতে হইবে।

ঠাকুর যদু মল্লিকের বাটী আসিয়াছেন। আজ আষাঢ় কৃষ্ণা প্রতিপদ, রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী। যে ঘরে সিংহবাহিনীর নিত্যসেবা হইতেছে ঠাকুর সেই ঘরে ভক্তসঙ্গে উপস্থিত হইলেন। মা সচন্দন পুষ্প ও পুষ্প-মালা দ্বারা অর্চিত হইয়া অপূর্ব শ্রী ধারণ করিয়াছেন। সম্মুখে পুরোহিত উপবিষ্ট। প্রতিমার সম্মুখে ঘরে আলো জ্বলিতেছে। সাঙ্গোপাঙ্গের মধ্যে একজনকে ঠাকুর টাকা দিয়া প্রণাম করিতে বলিলেন : কেন না ঠাকুরের কাছে আসিলে কিছু প্রণামী দিতে হয়।

ঠাকুর সিংহবাহিনীর সম্মুখে হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। পশ্চাতে ভক্তগণ হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

ঠাকুর অনেকক্ষণ ধরিয়া দর্শন করিতেছেন।

কি আশ্চর্য, **দর্শন** করিতে করিতে **একেবারে সমাধিস্থ!** প্রস্তরমূর্তির ন্যায় নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান। নয়ন পলকশূন্য!

অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। সমাধি ভঙ্গ হইল। যেন নেশায় মাতোয়ারা হইয়া বলিতেছেন,—**মা, আসি গো!**

কিন্তু চলিতে পারিতেছেন না,—সেই এক ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন।

তখন রামলালকে বলিতেছেন, "তুমি ঐটি গাও,—তবে আমি ভাল হব।" রামলাল গাহিতেছেন,—**ভুবন ভুলাইলি মা হরমোহিনী।**

গান সমাপ্ত হইল।

এইবার ঠাকুর বৈঠকখানার দিকে আসিতেছেন—ভক্তসঙ্গে। আসিবার সময় মাঝে একবার বলিতেছেন,—**মা, আমার হৃদয়ে থাক মা।**

শ্রীযুক্ত যদু মল্লিক স্বজনসঙ্গে বৈঠকখানায় বসিয়া। ঠাকুর ভাবেই আছেন, আসিয়া গাহিতেছেন,—

গো আনন্দময়ী হয়ে আমায় নিরানন্দ করো না।

[১ম ভাগ—চতুর্দশ খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ

গান সমাপ্ত হইলে আবার ভাবোন্মত্ত হইয়া যদুকে বলিতেছেন, “কি বাবু, কি গাইব? ‘মা আমি কি আটাশে ছেলে’—এই গানটি কি গাইব?” এই বলিয়া ঠাকুর গাহিতেছেন—

মা আমি কি আটাশে ছেলে।

আমি ভয় করিনে চোখ রাঙ্গালে॥

সম্পদ আমার ও রাঙ্গাপদ শিব ধরেন যা হৃদকমলে।

আমা'র বিষয় চাইতে গেলে বিড়ম্বনা কতই ছলে॥

শিবের দলিল সই রেখেছি হৃদয়েতে তুলে।

এবার করবো নালিশ নাথের আগে, ডিক্রি লব এক সওয়ালে॥

জানাইব কেমন ছেলে মোকদ্দমায় দাঁড়াইলে।

যখন গুরুদত্ত দস্তাবিজ, গুজরাইব মিছিল চালে॥

মায়ে পোয়ে মোকদ্দমা, ধূম হবে রামপ্রসাদ বলে।

আমি ক্ষান্ত হব যখন আমায় শান্ত করে লবে কোলে॥

ভাব একটু উপশম হইলে বলিতেছেন, “আমি মার প্রসাদ খাব।”

সিংহবাহিনীর প্রসাদ আনিয়া ঠাকুরকে দেওয়া হইল।

শ্রীযুক্ত যদু মল্লিক বসিয়া আছেন। কাছে কেদারায় কতকগুলি বন্ধুবান্ধব বসিয়াছেন : তন্মধ্যে কতকগুলি মোসাহেবও আছেন।

যদু মল্লিকের দিকে সম্মুখ করিয়া ঠাকুর চেয়ারে বসিয়াছেন ও সহাস্যে কথা কহিতেছেন. ঠাকুরের সঙ্গী ভক্ত কেউ কেউ পাশের ঘরে, মাষ্টার ও দুই একটি ভক্ত ঠাকুরের কাছে বসিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—আচ্ছা. তুমি ভাঁড় রাখ কেন?

যদু (সহাস্যে)—ভাঁড় হলেই বা, তুমি উদ্ধার করবে না!

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—গঙ্গা মদের কুপোকে পারে না!

[সত্য কথা ও শ্রীরামকৃষ্ণ—‘পুরুষের এক কথা’]

যদু ঠাকুরের কাছে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, বাটীতে চণ্ডীর গান দিবেন। অনেকদিন হইয়া গেল চণ্ডীর গান কিন্তু হয় নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কৈ গো, চণ্ডীর গান?

যদু—নানান্ কাজ ছিল তাই এত দিন হয় নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সে কি! পুরুষ মানুষের এক কথা!

"পুরুষ কি বাত, হাতী কি দাঁত।

"কেমন, পুরুষের এক কথা, কি বল?"

যদু (সহাস্যে)—তা বটে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি হিসাবী লোক। অনেক হিসাব ক'রে কাজ কর, —বামুনের গড্ডী, খাবে কম, নাদবে বেশী, আর হুড় হুড় করে দুধ দেবে! (সকলের হাস্য)।

ঠাকুর কিয়ৎক্ষণ পরে যদুকে বলিতেছেন,—বুঝেছি তুমি রামজীবনপুরের শীলের মত,—আধখানা গরম, আধখানা ঠাণ্ডা। তোমার—ঈশ্বরেতেও মন আছে, আবার সংসারেও মন আছে।

ঠাকুর দু'একটি ভক্তসঙ্গে যদুর বাটীতে মার প্রসাদ- ফলমূল মিষ্টান্নাদি —খাইলেন। এইবার °খেলাৎ ঘোষের বাড়ি যাইবেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

°খেলাত ঘোষের বাটীতে শুভাগমন—বৈষ্ণবকে শিক্ষা

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ °খেলাৎ ঘোষের বাড়িতে প্রবেশ করিতেছেন। রাত্রি ১০টা হইবে। বাটী ও বাটীর বৃহৎ প্রাঙ্গণ চাঁদের আলোতে আলোকময় হইয়াছে। বাটীতে প্রবেশ করিতে করিতে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন। সঙ্গে রামলাল, মাষ্টার, আর দু-একটি ভক্ত। বৃহৎ চকমিলান বৈঠকখানা বাড়ি, দ্বিতলায় উঠিয়া বারান্দা দিয়া একবার দক্ষিণে অনেকটা গিয়া, তারপর পূর্বদিকে আবার উত্তরাস্য হইয়া অনেকটা আসিয়া, অন্তপুরের দিকে যাইতে হয়।

ঐ দিকে আসিতে বোধ হইল যেন বাটীতে কেহ নাই, কেবল কতকগুলি বড় বড় ঘর ও সম্মুখে দীর্ঘ বারান্দা পড়িয়া আছে।

ঠাকুরকে উত্তর-পূর্বের একটি ঘরে বসান হইল, এখনও ভাবস্থ। বাটীর যে ভক্তটি, তাঁহাকে আহবান করিয়া আনিয়াছেন। তিনি আসিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি বৈষ্ণব, অঙ্গে তিলকাদি ছাপ ও হাতে হরিনামের ঝুলি। লোকটি প্রাচীন। তিনি খেলাৎ ঘোষের সম্বন্ধী। তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে মাঝে মাঝে গিয়া দর্শন করিতেন। কিন্তু কোন কোন বৈষ্ণবের ভাব অতি সঙ্কীর্ণ। তাঁহারা শাক্ত বা জ্ঞানীদিগের বড় নিন্দা করিয়া থাকেন। ঠাকুর এবার কথা কহিতেছেন।

[ঠাকুরের সর্বধর্ম সমন্বয়—The Religion of Love]

শ্রীরামকৃষ্ণ (বৈষ্ণবভক্ত ও অন্যান্য ভক্তদের প্রতি)—আমার ধর্ম ঠিক আর অপরের ধর্ম ভুল—এ মত ভাল না। **ঈশ্বর এক বৈ দুই নাই।** তাঁকে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন লোকে ডাকে। কেউ বলে গড্, কেউ বলে আল্লা, কেউ বলে কৃষ্ণ, কেউ বলে শিব, কেউ বলে ব্রহ্ম। যেমন পুকুরে জল আছে-- এক ঘাটের লোক বলছে জল, আর এক ঘাটের লোক বলছে ওয়াটার, আর এক ঘাটের লোক বলছে পানি,—হিন্দু বলছে জল, খৃষ্টান বলছে ওয়াটার, মুসলমান বলছে পানি,—কিন্তু বস্তু এক। **মত—পথ।** এক একটি ধর্মের মত এক একটি পথ,—ঈশ্বরের দিকে লয়ে যায়। যেমন নদী নানা দিক থেকে এসে সাগর সংগমে মিলিত হয়।

"বেদ পুরাণ তন্ত্রে, প্রতিপাদ্য একই **সচ্চিদানন্দ**। বেদে **সচ্চিদানন্দ** (ব্রহ্ম)। পুরাণেও সচ্চিদানন্দ (কৃষ্ণ, রাম প্রভৃতি)। তন্ত্রেও সচ্চিদানন্দ (শিব)। **সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ, সচ্চিদানন্দ শিব।**"

সকলে চুপ করিয়া আছেন।

বৈষ্ণব ভক্ত--মহাশয়, ঈশ্বরকে ভাববই বা কেন?

[বৈষ্ণবকে শিক্ষা—জীবন্মুক্ত কে? উত্তম ভক্ত কে? ঈশ্বর দর্শনের লক্ষণ]

শ্রীরামকৃষ্ণ—এ বোধ যদি থাকে তা হ'লে ত জীবন্মুক্ত। কিন্তু সকলের এটি বিশ্বাস নাই, কেবল মুখে বলে। ঈশ্বর আছেন, তাঁর ইচ্ছায় এ সমস্ত হচ্ছে, বিষয়ীরা শুনে রাখে—বিশ্বাস করে না।

"**বিষয়ীর ঈশ্বর কেমন জান?** খুড়ী-জেঠীর কোঁদল শুনে ছেলেরা যেমন ঝগড়া করতে করতে বলে, আমার ঈশ্বর আছেন।

"**সব্বাই কি তাঁকে ধরতে পারে?** তিনি ভাল লোক করেছেন, মন্দ লোক করেছেন, ভক্ত করেছেন, অভক্ত করেছেন—বিশ্বাসী করেছেন, অবিশ্বাসী করেছেন। তাঁর লীলার ভিতর সব বিচিত্রতা, তাঁর শক্তি কোনখানে বেশী প্রকাশ, কোনখানে কম প্রকাশ। সূর্যের আলো মৃত্তিকার চেয়ে জলে বেশী প্রকাশ, আবার জল অপেক্ষা দর্পণে বেশী প্রকাশ।

"আবার ভক্তদের ভিতর থাক্ থাক্ আছে, উত্তম ভক্ত, মধ্যম ভক্ত, অধম ভক্ত। গীতাতে এ সব আছে।"

বৈষ্ণব—আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—অধম ভক্ত বলে ঈশ্বর আছেন,—ঐ আকাশের ভিতর অনেক দূরে। মধ্যম ভক্ত বলে, ঈশ্বর সর্বভূতে চৈতন্যরূপে--প্রাণরূপে আছেন। উত্তম ভক্ত বলে, ঈশ্বরই নিজে সব হয়েছেন, যা কিছু দেখি ঈশ্বরের এক একটি

রূপ। তিনিই মায়া, জীব জগৎ এই সব হয়েছেন—তিনি ছাড়া আর কিছু নাই।

বৈষ্ণব ভক্ত—এরূপ অবস্থা কি কারু হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁকে, দর্শন না করলে এরূপ অবস্থা হয় না, কিন্তু দর্শন করেছে কি না তার লক্ষণ আছে। কখনও সে উন্মাদবৎ—হাসে কাঁদে নাচে গায়। কখনও বা বালকবৎ—পাঁচ বৎসরের বালকের অবস্থা! সরল, উদার, অহঙ্কার নাই, কোন জিনিসে আসক্তি নাই, কোন গুণের বশ নয়, সদা আনন্দময়। কখনও পিশাচবৎ—শুচি অশুচি ভেদ বুদ্ধি থাকে না, আচার অনাচার এক হয়ে যায়! কখনও বা জড়বৎ, কি যেন দেখেছে! তাই কোন রূপ কর্ম করতে পারে না—কোনরূপ চেষ্টা করতে পারে না।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কি নিজের অবস্থা সমস্ত ইঙ্গিত করিতেছেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ (বৈষ্ণব ভক্তের প্রতি)—'তুমি আর তোমার'—এইটি জ্ঞান। 'আমি আর আমার'—এইটি অজ্ঞান।

"হে ঈশ্বর, তুমি কর্ত্তা আর আমি অকর্ত্তা, এইটি জ্ঞান।—হে ঈশ্বর, তোমার সমস্ত—দেহ, মন, গৃহ, পরিবার, জীব, জগৎ—এ সব তোমার, আমার কিছু নয়,—এইটির নাম জ্ঞান।

"যে অজ্ঞান সেই বলে, ঈশ্বর 'সেথায় সেথায়,'—অনেক দূরে! যে জ্ঞানী, সে জানে ঈশ্বর 'হেথায় হেথায়'—অতি নিকটে, হৃদয়মধ্যে অন্তর্যামীরূপে, আবার নিজে এক একটি রূপ ধ'রে রয়েছেন।"

পঞ্চম খণ্ড

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ভক্তসঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

মণিমোহনকে শিক্ষা—ব্রহ্মদর্শনের লক্ষণ—ধ্যানযোগ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছোট খাটটিতে বসিয়া মশারির ভিতর ধ্যান করিতেছেন। রাত ৭টা ৮টা হইবে। মাষ্টার মেঝেতে বসিয়া আছেন—ও তাঁহার একটি বন্ধু হরিবাবু। আজ সোমবার, ২০শে আগষ্ট, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ, শ্রাবণের কৃষ্ণা দ্বিতীয়া তিথি।

আজকাল এখানে হাজরা থাকেন, রাখাল প্রায়ই থাকেন,—কখনও অধরের বাড়ি গিয়া থাকেন। নরেন্দ্র, ভবনাথ, অধর, বলরাম, রাম, মনোমোহন, মাষ্টার প্রভৃতি প্রায় প্রতি সপ্তাহেই আসিয়া থাকেন।

হৃদয়, ঠাকুরের অনেক সেবা করিয়াছিলেন। দেশে তাঁহার অসুখ শুনিয়া ঠাকুর বড়ই চিন্তিত। তাই একজন ভক্ত শ্রীযুক্ত রাম চাটুর্যের হাতে আজ দশটি টাকা দিয়াছেন হৃদয়কে পাঠাইতে। দিবার সময় ঠাকুর সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। ভক্তটি একটি চুমকি ঘটি আনিয়াছেন,—ঠাকুর বলিয়া দিয়াছিলেন, "এখানকার জন্য একটি চুমকি ঘটি আনবে, ভক্তেরা জল খাবে।"

মাষ্টারের বন্ধু হরিবাবুর প্রায় এগার বৎসর হইল পত্নীবিয়োগ হইয়াছে। আর বিবাহ করেন নাই। মা, বাপ, ভাই, ভগ্নী সকলেই আছেন। তাঁহাদের উপর স্নেহ-মমতা খুব করেন ও তাঁহাদের সেবা করেন। বয়ঃক্রম ২৮-২৯। ভক্তেরা আসিয়া বসিলেই ঠাকুর মশারি হইতে বাহির হইলেন। মাষ্টার প্রভৃতি সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুরের মশারি তুলিয়া দেওয়া হইল। তিনি ছোট খাটটিতে বসিয়া আছেন ও কথা কহিতেছেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—মশারির ভিতর ধ্যান করছিলাম। ভাবলাম, কেবল একটা রূপ কল্পনা বই ত না, তাই ভাল লাগ্‌ল না। তিনি দপ ক'রে দেখিয়ে দেন ত হয়। আবার মনে করলাম, কেবা ধ্যান করে, কারই বা ধ্যান করি।

মাষ্টার—আজ্ঞা হাঁ। আপনি বলেছেন যে, তিনিই জীব, জগৎ এই সব হয়েছেন,—যে ধ্যান করছে সেও তিনি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আর তিনি না করালে ত আর হবে না। তিনি ধ্যান করালে তবেই ধ্যান হবে। তুমি কি বল?

মাষ্টার—আজ্ঞে, আপনার ভিতর 'আমি' নাই তাই এইরূপ হচ্ছে। যেখানে 'আমি' নাই সেখানে এইরূপ অবস্থা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কিন্তু 'আমি দাস, সেবক' এটুকু থাকা ভাল। যেখানে 'আমি সব কাজ করছি' বোধ, সেখানে 'আমি দাস, তুমি প্রভু' এ ভাব খুব ভাল। সবই করা যাচ্ছে, সেব্য সেবক ভাবে থাকাই ভাল।

মণিমোহন পরব্রহ্ম কি তাই সর্বদা চিন্তা করেন। ঠাকুর তাহাকে লক্ষ্য করিয়া আবার কহিতেছেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ—ব্রহ্ম আকাশবৎ। ব্রহ্মের ভিতর বিকার নাই। যেমন অগ্নির কোন রংই নাই। তবে শক্তিতে তিনি নানা হয়েছেন। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিন গুণ শক্তিরই গুণ। আগুনে যদি সাদা রং ফেলে দাও সাদা দেখাবে। যদি লাল রং ফেলে দাও লাল দেখাবে। যদি কাল রং ফেলে দাও তবে আগুন কাল দেখাবে। ব্রহ্ম—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিন গুণের অতীত। তিনি যে কি, মুখে বলা যায় না। তিনি বাক্যের অতীত। নেতি নেতি ক'রে ক'রে যা বাকি থাকে আর যেখানে আনন্দ সেই ব্রহ্ম।

"একটি মেয়ের স্বামী এসেছে অন্য অন্য সমবয়স্ক ছোকরাদের সহিত বাহিরের ঘরে বসেছে। এদিকে ঐ মেয়েটি ও তার সমবয়স্কা মেয়েরা জানালা দিয়ে দেখছে। তারা বরটিকে চেনে না—ঐ মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা ক'রছে, ঐটি কি তোর বর? তখন সে একটু হেসে বলছে—না। আর একজনকে দেখিয়ে বলছে, ঐটি কি তোর বর? সে আবার বলছে—না। আবার একজনকে দেখিয়ে বলছে, ঐটি কি তোর বর? সে আবার বলছে—না। শেষে তার স্বামীকে লক্ষ্য ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রলে—ঐটি তোর বর? তখন সে হাঁও বললে না, নাও বললে না,—কেবল একটু ফিক্ ক'রে হেসে চুপ করে রইল। তখন সমবয়স্কারা বুঝলে যে, ঐটিই তার স্বামী। যেখানে ঠিক ব্রহ্ম-জ্ঞান সেখানে চুপ।

[সৎসঙ্গ—গৃহীর কর্ত্তব্য]

(মণির প্রতি)—"আচ্ছা, আমি বকি কেন?"

মণি—আপনি যেমন বলেছেন, পাকা ঘিয়ে যদি আবার কাঁচা লুচি পড়ে তবে আবার ছ্যাঁক কলকল করে। ভক্তদের চৈতন্য হবার জন্য আপনি কথা ক'ন।

ঠাকুর মাষ্টারের সহিত হাজরা মহাশয়ের কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সতের কি স্বভাব জান? সে কাহাকেও কষ্ট দেয় না—ব্যতিব্যস্ত করে না। নিমন্ত্রণে গিয়েছে, কারু কারু এমন স্বভাব—হয়ত বললে—আমি আলাদা বসবো। ঠিক ঈশ্বরে ভক্তি থাকলে বেতালে পা পড়ে না—কারুকে মিথ্যা কষ্ট দেয় না।

"আর অসতের সঙ্গ ভাল না। তাদের কাছ থেকে তফাৎ থাক্‌তে হয়। গা বাঁচিয়ে চলতে হয়। (মণির প্রতি) তুমি কি বল?"

মণি—আজ্ঞে অসৎ সঙ্গে মনটা অনেক নেমে যায়। তবে আপনি বলেছেন, বীরের কথা আলাদা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কিরূপ?

মণি—কম আগুনে একটু কাঠ ঠেলে দিলে নিবে যায়। আগুন যখন দাউ দাউ ক'রে জ্বলে তখন কলাগাছটাও ফেলে দিলে কিছু হয় না। কলাগাছ পুড়ে ভস্ম হ'য়ে যায়।

ঠাকুর মাষ্টারের বন্ধু হরিবাবুর কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

মাষ্টার—ইনি আপনাকে দর্শন করতে এসেছেন। এ'র অনেকদিন পত্নী বিয়োগ হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি কি কর গা?

মাষ্টার—এক রকম কিছুই করেন না। তবে বাড়ির ভাই ভগিনী, বাপ, মা এদের খুব সেবা করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—সে কি? তুমি যে 'কুমড়োকাটা বড়্‌ঠাকুর' হ'লে। তুমি না সংসারী, না হরিভক্ত। এ ভাল নয়। এক একজন বাড়িতে পুরুষ থাকে,—মেয়েছেলেদের নিয়ে রাতদিন থাকে, আর বাহিরের ঘরে ব'সে ভুড়ুর ভুড়ুর করে তামাক খায়, নিষ্কর্মা হয়ে ব'সে থাকে। তবে বাড়ির ভিতরে কখনও গিয়ে কুমড়ো কেটে দেয়। মেয়েদের কুমড়ো কাটতে নাই, তাই ছেলেদের দিয়ে তারা বলে পাঠায়, বড়্‌ঠাকুরকে ডেকে আন। তিনি কুমড়োটা দু-খানা করে দিবেন। তখন সে কুমড়োটা দুখানা করে দেয়, এই পর্যন্ত পুরুষের ব্যবহার। তাই নাম হয়েছে 'কুমড়োকাটা বড়্‌ঠাকুর'।

"তুমি এ-ও কর—ও-ও কর। ঈশ্বরের পাদপদ্মে মন রেখে সংসারের কাজ কর। আর যখন একলা থাকবে তখন পড়বে ভক্তি শাস্ত্র—শ্রীমদ্ভাগবৎ বা চৈতন্যচরিতামৃত,—এই সমস্ত পড়বে।"

রাত প্রায় দশটা হয়। এখনও *কালীঘর বন্ধ হয় নাই। মাষ্টার বৃহৎ উঠানের মধ্য দিয়া রাম চাটুয্যে মহাশয়ের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে প্রথমে *রাধাকান্তের মন্দিরে, পরে মা কালীর মন্দিরে গিয়া প্রণাম করিলেন। চাঁদ উঠিয়াছে, শ্রাবণের কৃষ্ণা দ্বিতীয়া—প্রাঙ্গণ, মন্দিরশীর্ষ, অতি সুন্দর দেখাইতেছে।

ঠাকুরের ঘরে ফিরিয়া আসিয়া মাষ্টার দেখিলেন ঠাকুর খাইতে বসিতেছেন। দক্ষিণাস্যে বসিলেন খাদ্যের মধ্যে একটু সুজির পায়েস আর দুই একখানি লুচি। কিয়ৎক্ষণ পরে মাষ্টার ও তাঁহার বন্ধু ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। আজই কলিকাতায় ফিরিবেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গুরুশিষ্যসংবাদ—গুহ্যকথা

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার সেই পূর্ব-পরিচিত ঘরে ছোট খাটটিতে বসিয়া মণির সহিত নিভৃতে কথা কহিতেছেন। মণি মেজেতে বসিয়া আছেন। আজ শুক্রবার ৭ই সেপ্টেম্বর ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ, ভাদ্র শুক্লা ষষ্ঠী তিথি, রাত আন্দাজ সাড়ে সাতটা বাজিয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সেদিন কল্‌কাতায় গেলাম। গাড়ীতে যেতে যেতে দেখলাম জীব সব নিম্নদৃষ্টি,—সব্বাইয়ের পেটের চিন্তা। সব পেটের জন্য দৌড়ুচ্ছে! সকলেরই মন কামিনী-কাঞ্চনে। তবে দুই-একটি দেখলাম ঊর্ধ্বদৃষ্টি,—ঈশ্বরের দিকে মন আছে।

মণি—আজকাল আরও পেটের চিন্তা বাড়িয়ে দেছে। ইংরাজদের অনুকরণ করতে গিয়ে লোকদের বিলাসের দিকে আরও মন হয়েছে; তাই অভাব বেড়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ওদের ঈশ্বর সম্বন্ধে কি মত?

মণি—ওরা নিরাকারবাদী।

[পূর্বকথা—শ্রীরামকৃষ্ণের ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা অভেদ দর্শন—ইংরাজ, হিন্দু, অন্ত্যজ জাতি (Depressed classes) পশু, কীট, বিষ্ঠা, মূত্র, সর্বভূতে এক চৈতন্য দর্শন]

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমাদের এখানেও ঐ মত আছে।

কিয়ৎকাল দুইজনেই চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর এইবার নিজের ব্রহ্ম-জ্ঞানের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি একদিন দেখলাম, **এক চৈতন্য—অভেদ**। প্রথমে দেখালে, অনেক মানুষ জীবজন্তু রয়েছে,—তার ভিতর বাবুরা আছে, ইংরেজ, মুসলমান, আমি নিজে, মুদ্দফরাস, কুকুর, আবার একজন দেড়ে মুসলমান হাতে এক সানকি, তাতে ভাত রয়েছে। সেই সানকির ভাত সব্বাইয়ের মুখে একটু একটু দিয়ে গেল, আমিও একটু আস্বাদ করলাম!

"আর একদিন দেখালে,—বিষ্ঠা, মূত্র, অন্ন, ব্যঞ্জন সব রকম খাবার জিনিস,—সব পড়ে রয়েছে। হঠাৎ ভিতর থেকে জীবাত্মা বেরিয়ে গিয়ে একটি আগুনের শিখার মত সব আস্বাদ করলে। যেন জিহ্বা লক্ লক্ করতে করতে সব জিনিস একবার আস্বাদ করলে! বিষ্ঠা, মূত্র সব আস্বাদ করলে! দেখালে যে **সব এক,—অভেদ!**

[পূর্বকথা—পার্ষদগণ দর্শন—ঠাকুর কি অবতার।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)—আবার একবার দেখালে যে, এখানকার সব ভক্ত আছে—পার্ষদ—আপনার লোক। যাই আরতির শাঁক ঘণ্টা বেজে উঠতো অমনি কুঠির ছাদের উপর উঠে ব্যাকুল হ'য়ে চীৎকার করে বলতাম, 'ওরে তোরা কে কোথায় আছিস আয়! তোদের দেখবার জন্য আমার প্রাণ যায়।'

"আচ্ছা, আমার এই সব দর্শন বিষয়ে তোমার কিরূপ বোধ হয়?"

মণি—আপনি তার বিলাসের স্থান।—এই বুঝেছি, আপনি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী, জীবদের যেন তিনি কলে ফেলে তৈয়ার করেছেন, কিন্তু আপনাকে তিনি নিজের হাতে গড়েছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, হাজরা বলে, দর্শনের পর ষড়ৈশ্বর্য হয়।

মণি—যারা শুদ্ধা ভক্তি চায় তারা ঈশ্বরের ঐশ্বর্য দেখতে চায় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বোধ হয় হাজরা আর-জন্মে দরিদ্র ছিল, তাই অত ঐশ্বর্য দেখতে চায়। হাজরা এখন আবার বলেছে, রাঁধুনি বামুনের সঙ্গে আমি কি কথা কই। আবার বলে, আমি খাজাঞ্চীকে ব'লে তোমাকে ঐ সব জিনিস দেওয়াবো! (মণির উচ্চহাস্য)।

(সহাস্যে)—"ও ঐ সব কথা বলতে থাকে আর আমি চুপ ক'রে থাকি।"

[মানুষ-অবতার ভক্তের সহজে ধারণা হয়—ঐশ্বর্য ও মাধুর্য]

মণি—আপনি ত অনেকবার বলে দিয়েছেন, যে শুদ্ধ ভক্ত সে ঐশ্বর্য দেখতে চায় না। যে শুদ্ধ ভক্ত সে ঈশ্বরকে গোপালভাবে দেখতে চায়।—প্রথমে ঈশ্বর চুম্বক পাথর হন আর ভক্ত ছুঁচ হন—শেষে ভক্তই চুম্বক পাথর হন আর ঈশ্বর ছুঁচ হন—অর্থাৎ ভক্তের কাছে ঈশ্বর ছোট হ'য়ে যান।

শ্রীরামকৃষ্ণ—যেমন ঠিক সূর্যোদয়ের সময়ে সূর্য। সে সূর্যকে অনায়াসে দেখতে পারা যায়—চক্ষু ঝলসে যায় না,—বরং চক্ষের তৃপ্তি হয়। ভক্তের জন্য ভগবানের নরম ভাব হয়ে যায়—তিনি **ঐশ্বর্য ত্যাগ ক'রে ভক্তের কাছে আসেন।**

দুইজনে আবার চুপ করিয়া আছেন।

মণি—এ সব দর্শন ভাবি, কেন সত্য হবে না—যদি এ সব অসত্য হয় এ সংসার আরও অসত্য—কেন না যন্ত্র মন একই। ও সব দর্শন শুদ্ধ মনে হচ্ছে আর সংসারের বস্তু এই মনে দেখা হচ্ছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এবার দেখছি, তোমার খুব অনিত্য বোধ হয়েছে! আচ্ছা, হাজরা কেমন বল।

মণি—ও এক রকমের লোক! (ঠাকুরের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, আমার সঙ্গে আর কারু মেলে?

মণি—আজ্ঞে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কোন পরমহংসের সঙ্গে?

মণি—আজ্ঞে না। আপনার তুলনা নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—অচীনে গাছ শুনেছ?

মণি—আজ্ঞে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সে এক রকম গাছ আছে,—তাকে কেউ দেখে চিনতে পারে না।

মণি—আজ্ঞে, আপনাকেও চিনবার যো নাই। **আপনাকে যে যত বুঝবে সে ততই উন্নত হবে!**

মণি চুপ করিয়া ভাবিতেছেন, ঠাকুর 'সূর্যোদয়ের সূর্য' আর 'অচীনে গাছ' এই সব কথা যা বললেন এরই নাম কি অবতার? এরই নাম কি নরলীলা? ঠাকুর কি অবতার? তাই পার্ষদদের দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়ে কুঠির ছাদে দাঁড়িয়ে ডাকতেন,—ওরে তোরা কে কোথায় আছিস্ আয়?

ষষ্ঠ খণ্ড

দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে রতন প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণের এক চিন্তা ও এক কথা, ঈশ্বর—'সা চাতুরী চাতুরী'

শ্রীরামকৃষ্ণ *কালীবাড়ির সেই পূর্বপরিচিত ঘরে ছোট খাটটিতে বসিয়া আছেন, সহাস্যবদন। ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন। তাঁহার আহার হইয়া গিয়াছে। বেলা ১টা ২টা হইবে।

আজ রবিবার। ৯ই সেপ্টেম্বর ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ। ভাদ্র শুক্লা সপ্তমী। ঘরের মেঝেতে রাখাল, মাষ্টার, রতন বসিয়া আছেন। শ্রীযুক্ত রামলাল, শ্রীযুক্ত রাম চাটুয্যে, শ্রীযুক্ত হাজরা মাঝে মাঝে আসিতেছেন ও বসিতেছেন। রতন শ্রীযুক্ত যদু মল্লিকের বাগানের তত্ত্বাবধান করেন। ঠাকুরকে ভক্তি করেন ও মাঝে মাঝে আসিয়া দর্শন করেন। ঠাকুর তাহার সহিত কথা কহিতেছেন। রতন বলিতেছেন, যদু মল্লিকের কলিকাতার বাড়িতে নীলকণ্ঠের যাত্রা হবে।

রতন—আপনার যেতে হবে। তাঁরা ব'লে পাঠিয়েছেন, অমুক দিনে যাত্রা হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তা বেশ, আমার যাবার ইচ্ছা আছে। আহা! নীলকণ্ঠের কি ভক্তির সহিত গান!

একজন ভক্ত—আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—গান গাইতে গাইতে সে চক্ষের জলে ভেসে যায়। (রতনের প্রতি)—মনে কচ্ছি রাত্রে র'য়ে যাব।

রতন—তা বেশ ত।

রাম চাটুয্যে প্রভৃতি অনেকে খড়ম চুরির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

রতন—যদুবাবুর বাড়ির ঠাকুরের সোনার খড়ম চুরি হয়েছে। তার জন্য বাড়িতে হুলুস্থূল পড়ে গেছে। থালা চালা হবে, সব্বাই ব'সে থাকবে, যে নিয়েছে তার দিকে থালা চলে যাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—কি রকম থালা চলে?—আপনি চলে?

রতন—না, হাত চাপা থাকে।

ভক্ত—কি একটা হাতের কৌশল আছে—হাতের চাতুরী আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—যে চাতুরীতে ভগবানকে পাওয়া যায়, সেই চাতুরীই চাতুরী। **'সা চাতুরী চাতুরী!'**

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তান্ত্রিক সাধন ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তান ভাব

কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময় কতকগুলি বাঙ্গালী ভদ্রলোক ঘরের মধ্যে আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন ও আসন গ্রহণ করিলেন। তাহাদের মধ্যে একজন ঠাকুরের পূর্ব্ব-পরিচিত। ইঁহারা তন্ত্রমতে সাধন করেন। **পঞ্চ-মকার** সাধন। ঠাকুর অন্তর্যামী, তাহাদের সমস্ত ভাব বুঝিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে একজন ধর্ম্মের নাম করিয়া পাপাচরণ করেন তাহাও শুনিয়াছেন। সে ব্যক্তি একজন বড় মানুষের ভ্রাতার বিধবার সহিত অবৈধ প্রণয় করিয়াছে ও ধর্ম্মের নাম করিয়া তাহার সহিত পঞ্চ-মকার সাধন করে, ইহাও শুনিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তান ভাব। প্রত্যেক স্ত্রীলোককে মা বলিয়া জানেন—বেশ্যা পর্য্যন্ত!—আর ভগবতীর এক একটি রূপ বলিয়া জানেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—অচলানন্দ কোথায়? কালীকিঙ্কর সেদিন এসেছিল—আর একজন কি সিঙ্গি,—(মাষ্টার প্রভৃতির প্রতি) অচলানন্দ ও তার শিষ্যদের ভাব আলাদা। আমার সন্তান ভাব।

আগন্তুক বাবুরা চুপ করিয়া আছেন, মুখে কোন কথা নাই।

[পূর্ব্বকথা—অচলানন্দের তান্ত্রিক সাধনা]

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমার সন্তানভাব। অচলানন্দ এখানে এসে মাঝে মাঝে থাক্‌তো। খুব কারণ কর্‌তো। আমার সন্তানভাব শুনে শেষে জিদ্‌—জিদ্‌ ক'রে বল্‌তে লাগলো,—'স্ত্রীলোক লয়ে বীরভাবে সাধন তুমি কেন মানবে না? শিবের কলম মানবে না? শিব তন্ত্র লিখে গেছেন, তাতে সব ভাবের সাধন আছে—বীরভাবেরও সাধন আছে।'

"আমি বললাম,—কে জানে বাপু আমার ও সব কিছুই ভাল লাগে না—আমার সন্তানভাব।

[পিতার কর্ত্তব্য—সিদ্ধাই ও পঞ্চ-মকারের নিন্দা—টাকার ব্যবহার]

"অচলানন্দ ছেলেপিলের খবর নিত না। আমায় বলতো, 'ছেলে ঈশ্বর দেখবেন,—এ সব ঈশ্বরেচ্ছা!' আমি শুনে চুপ ক'রে থাকতুম। বলি ছেলেদের দ্যাখে কে? ছেলেপুলে পরিবার ত্যাগ করেছি বলে, টাকা রোজগারের একটা ছুতা না করা হয়। লোকে ভাববে ইনি সব ত্যাগ করেছেন,— আর অনেক টাকা এসে পড়বে।

"মোকদ্দমা জিতবো, খুব টাকা হবে, মোকদ্দমা জিতিয়ে দেব, বিষয় পাইয়ে দেবো,—এই জন্য সাধন? এ ভারী হীনবুদ্ধির কথা।

"টাকায় খাওয়া-দাওয়া হয়, একটা থাকবার জায়গা হয়, ঠাকুরের সেবা হয়, সাধু ভক্তের সেবা হয়, সম্মুখে কেউ গরীব পড়লে তার উপকার হয়। এই সব টাকার সদ্ব্যবহার। ঐশ্বর্য ভোগের জন্য টাকা নয়। দেহের সুখের জন্য টাকা নয়। লোকমান্যের জন্য টাকা নয়।

"সিদ্ধাইয়ের জন্য লোক পঞ্চ-মকার তন্ত্রমতে সাধন করে। কিন্তু কি হীনবুদ্ধি! কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, 'ভাই! অষ্টসিদ্ধির মধ্যে একটি সিদ্ধি থাকলে তোমার একটু শক্তি বাড়তে পারে—কিন্তু আমায় পাবে না। সিদ্ধাই থাকলে মায়া যায় না,—মায়া থেকে আবার অহঙ্কার। কি হীনবুদ্ধি! ঘৃণার স্থান থেকে তিন টোসা কারণ বারি খেয়ে লাভ কি হলো?—না মোকদ্দমা জেতা!

[দীর্ঘায়ু হবার জন্য হঠযোগ কি প্রয়োজন?]

"শরীর, টাকা, এ সব অনিত্য। এর জন্য,—এত কেন? দেখ না হঠ-যোগীদের দশা। শরীর কিসে দীর্ঘায়ু হবে এই দিকেই নজর! ঈশ্বরের দিকে লক্ষ্য নাই! নেতি, ধৌতি,—কেবল পেট সাফ করছেন! নল দিয়ে দুধ গ্রহণ করছেন!

"একজন স্যাক্‌রা তার তালুতে জীব উল্টে গিছলো, তখন তার জড় সমাধির মত হ'য়ে গেল।—আর নড়ে-চড়ে না। অনেক দিন ঐ ভাবে ছিল, সকলে এসে পূজা করতো। কয়েক বৎসর পরে তার জিভ হঠাৎ সোজা হ'য়ে গেল। তখন আগেকার মত চৈতন্য হ'ল, আবার স্যাকরার কাজ করতে লাগলো! (সকলের হাস্য)

"ও সব শরীরের কার্য, ওতে প্রায় ঈশ্বরের সংগে সম্বন্ধ থাকে না। শাল-গ্রামের ভাই (তার ছেলের বংশলোচনের কারবার ছিল)—বিরাশি রকম আসন জানত,—আর নিজে যোগসমাধির কথা কত বলতো! কিন্তু ভিতরে ভিতরে কামিনী-কাঞ্চনে মন। দাওয়ান মদন ভট্টের কত হাজার টাকার একখানা নোট প'ড়ে ছিল। টাকার লোভে সে টপ ক'রে খেয়ে ফেলেছে—গিলে ফেলেছে—পরে কোনও রূপে বার করবে। কিন্তু নোট আদায় হল। শেষে তিন বৎসর মেয়াদ। আমি সরল বুদ্ধিতে ভাবতুম, বুঝি বেশি এগিয়ে পড়েছে.—মাইরি বলছি!

[পূর্বকথা—মহেন্দ্র পালের টাকা ফিরানো—ভগবতী তেলী,
কর্ত্তাভাজা—মেয়েমানুষ নিয়ে সাধনের নিন্দা]

"এখানে সিঁতির মহিন্দোর পাল পাঁচটি টাকা দিয়ে গিছলো—রামলালের কাছে। সে চলে গেলে পর রামলাল আমায় বললে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম,

কেন দিয়েছে? রামলাল বললে, এখানের জন্যে দিয়েছে। তখন মনে উঠতে লাগল যে—দুধের দেনা রয়েছে, না হয় কতক শোধ দেওয়া যাবে। ওমা, রাত্রে শুয়ে আছি, হঠাৎ উঠে পড়লাম। একবার বুকের ভিতর বিল্লী আঁচড়াতে লাগল! তখন রামলালকে গিয়ে বললাম, কাকে দিয়েছে? তোর খুড়িকে কি দিয়েছে? রামলাল বললে, না আপনার জন্য দিয়েছে। তখন বললাম, না; এক্ষুনি টাকা ফিরিয়ে দিয়ে আয়, তা না হ'লে আমার শান্তি হবে না।

"রামলাল ভোরে উঠে টাকা ফিরিয়ে দিয়ে আসে, তবে হয়।

"ও দেশে ভগি তেলী, কর্ত্তাভজাদের দলের। ঐ মেয়ে মানুষ নিয়ে সাধন। একটি পুরুষ না হ'লে মেয়ে মানুষের সাধন ভজন হ'বে না। সেই পুরুষটিকে বলে 'রাগকৃষ্ণ'। তিনবার জিজ্ঞাসা করে, কৃষ্ণ পেয়েছিস? সে মেয়েমানুষটা তিনবার বলে, পেয়েছি।

"ভগি (ভগবতী) শূদ্র, তেলি। সকলে গিয়ে তার পায়ের ধুলো নিয়ে নমস্কার করত, তখন জমিদারের বড় রাগ হ'ল। আমি তাকে দেখেছি। জমিদার একটা দুষ্ট লোক পাঠিয়ে দেয়—তার পাল্লায় প'ড়ে তার আবার পেটে ছেলে হয়।

"একদিন একজন বড় মানুষ এসেছিল। আমায় বলে, মহাশয় এই মোকদ্দমাটি কিসে জিত হয় আপনার করে দিতে হবে। আপনার নাম শুনে এসেছি। আমি বললাম, বাপু, সে আমি নই—তোমার ভুল হয়েছে। সে অচলানন্দ।

"যার ঠিক্ ঠিক্ ঈশ্বরে ভক্তি আছে, সে শরীর, টাকা—এ সব গ্রাহ্য করে না। সে ভাবে, দেহ সুখের জন্য, কি লোকমান্যের জন্য, কি টাকার জন্য আবার তপ জপ কি। এ সব অনিত্য, দিন দুই তিনের জন্য।"

আগন্তুক বাবুরা এইবার গাত্রোত্থান করিলেন ও নমস্কার করিয়া বলিলেন তবে আমরা আসি। তাঁহারা চলিয়া গেলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিতেছেন ও মাষ্টারকে বলিতেছেন, "চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী।" (সকলের হাস্য)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নিজের উপর শ্রদ্ধার মূল ঈশ্বরে বিশ্বাস

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি, সহাস্যে)—আচ্ছা, নরেন্দ্র কেমন!

মণি—আজ্ঞা, খুব ভাল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—দেখ, তার যেমন বিদ্যে তেমনি বুদ্ধি! আবার গাইতে বাজাতে। এদিকে জিতেন্দ্রিয়, বলেছে বিয়ে করবে না!

মণি—আপনি বলেছেন, যে পাপ পাপ মনে করে সেই পাপী হয়ে যায়। আর উঠতে পারে না। আমি ঈশ্বরের ছেলে,—এ বিশ্বাস থাকলে শীঘ্র শীঘ্র উন্নতি হয়।

[পূর্বকথা—কৃষ্ণকিশোরের বিশ্বাস—হলধারীর পিতার বিশ্বাস]

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, **বিশ্বাস!**

"কৃষ্ণকিশোরের কি বিশ্বাস! বল্‌তো, একবার তাঁর নাম করেছি আমার আবার পাপ কি? আমি শুদ্ধ নির্মল হ'য়ে গেছি। হলধারী বলেছিল, 'অজামিল আবার নারায়ণের তপস্যায় গিছিল, তপস্যা না ক'রলে কি তাঁর কৃপা পাওয়া যায়! শুধু একবার নারায়ণ বললে কি হবে!' ঐ কথা শুনে কৃষ্ণকিশোরের যে রাগ! এই বাগানে ফুল তুলতে এসেছিল, হলধারীর মুখের দিকে চেয়ে দেখলে না!

"হলধারীর বাপ ভারী ভক্ত ছিল। স্নানের সময় কোমর জলে গিয়ে যখন মন্ত্র উচ্চারণ করতো,—'রক্তবর্ণম্ চতুর্মুখম' এই সব ধ্যান যখন করতো,—তখন চক্ষু দিয়ে প্রেমাশ্রু পড়তো।

"একদিন এ'ড়েদার ঘাটে একটি সাধু এসেছে। আমরা দেখতে যাব কথা হল। হলধারী বললে সেই পঞ্চভূতের খোলটা দেখ্‌তে গিয়ে কি হবে? তার পরে সেই কথা কৃষ্ণকিশোর শুনে বলেছিল, কি! সাধুকে দর্শন ক'রে কি হবে, এই কথা বললে!—যে কৃষ্ণ নাম করে, বা রাম নাম করে, তার চিন্ময় দেহ হয়। আর সে সব চিন্ময় দেখে,—**'চিন্ময় শ্যাম' 'চিন্ময় ধাম'**। বলেছিল, একবার কৃষ্ণনাম কি একবার রাম নাম করলে শতবার সন্ধ্যার ফল পাওয়া যায়। তার একটি ছেলে যখন মারা গেল, প্রাণ যাবার সময় রাম নাম বলেছিল। কৃষ্ণকিশোর বলেছিল, ও রাম বলেছে, ওর আর ভাবনা কি! তবে মাঝে মাঝে এক একবার কাঁদতো। পুত্রশোক!

"বৃন্দাবনে জলতৃষ্ণা পেয়েছে, মুচিকে বললে, তুই বল শিব। সে শিব-নাম ক'রে জল তুলে দিলে—অমন আচারী ব্রাহ্মণ সেই জল খেলে! কি বিশ্বাস!

"বিশ্বাস নাই, অথচ পূজা, জপ, সন্ধ্যাদি কর্ম করছে,—তাতে কিছুই হয় না! কি বল?"

মণি—আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—**গঙ্গার ঘাটে** নাইতে এসেছে দেখেছি। যত রাজ্যের কথা! বিধবা পিসি বলছে—মা, দুর্গা পূজা আমি না হ'লে হয় না—শ্রীটি গড়া পর্যন্ত! বাটীতে বিয়ে-থাওয়া হ'লে সব আমায় করতে হবে মা,—তবে হবে। এই ফুলশয্যের যোগাড়, খয়েরের বাগানটি পর্যন্ত!

মণি—আজ্ঞে, এদেরি বা দোষ কি, কি নিয়ে থাকে!

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—ছাদের উপর ঠাকুর ঘর, নারায়ণ পূজা হচ্ছে। পূজার নৈবেদ্য, চন্দন ঘসা, এই সব হচ্ছে। কিন্তু ঈশ্বরের কথা একটি নাই। কি রাঁধতে হবে,—আজ বাজারে কিছু ভাল পেলে না,—কাল অমুক ব্যঞ্জনটি বেশ হয়েছিল! ও ছেলেটি আমার খুড়তুত ভাই হয়,—হাঁরে তোর সে কর্মটি আছে?—আর আমি কেমন আছি!—আমার হরি নাই! এই সব কথা।

"দেখ দেখি ঠাকুর ঘরে পূজার সময় এই সব রাজ্যের কথাবার্ত্তা।"

মণি—আজ্ঞে, বেশীর ভাগই এইরূপ। আপনি যেমন বলেন, ঈশ্বরে যার অনুরাগ তার অধিক দিন কি পূজা-সন্ধ্যা করতে হয়!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

চিন্ময় রূপ কি—ব্রহ্মজ্ঞানের পর বিজ্ঞান—ঈশ্বরই বস্তু

ঠাকুর মণির সহিত নিভৃতে কথা কহিতেছেন।

মণি—আজ্ঞে, তিনিই যদি সব হয়েছেন, এরূপ নানা ভাব কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—বিভুরূপে তিনি সর্বভূতে আছেন, কিন্তু **শক্তি বিশেষ**। কোনখানে বিদ্যাশক্তি কোনখানে অবিদ্যা শক্তি, কোনখানে বেশি শক্তি, কোনও খানে কম শক্তি। দেখ না, মানুষের ভিতর ঠগ্, জুয়াচোর আছে, আবার বাঘের মত ভয়ানক লোকও আছে। আমি বলি ঠগ্ নারায়ণ, বাঘ নারায়ণ।

মণি (সহাস্যে)—আজ্ঞা, তাদের দূর থেকে নমস্কার করতে হয়। বাঘ নারায়ণকে কাছে গিয়ে আলিঙ্গন করলে খেঁয়ে ফেলবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তিনি আর তাঁর শক্তি. **ব্রহ্ম আর শক্তি**—বই আর কিছুই নাই। নারদ রামচন্দ্রকে স্তব করতে করতে বললেন, হে রাম তুমিই শিব, সীতা ভগবতী; তুমি ব্রহ্মা, সীতা ব্রহ্মাণী; তুমি ইন্দ্র, সীতা ইন্দ্রাণী; তুমিই নারায়ণ, সীতা লক্ষ্মী; পুরুষ বাচক যা কিছু আছে সব তুমি, স্ত্রী-বাচক সব সীতা।

মণি—আর চিন্ময় রূপ?

শ্রীরামকৃষ্ণ একটু চিন্তা করিতেছেন। আস্তে আস্তে বলিতেছেন, "কি রকম জান—যেমন জলের—এ সব সাধন করলে জানা যায়।

"**তুমি 'রূপে' বিশ্বাস ক'রো**। ব্রহ্মজ্ঞান হলে তবে অভেদ—ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। যেমন অগ্নি আর তার দাহিকা শক্তি। অগ্নি ভাবলেই দাহিকা শক্তি ভাবতে হয়, আর দাহিকা শক্তি ভাবলেই অগ্নি ভাবতে হয়। দুগ্ধ আর দুগ্ধের ধবলত্ব। জল আর তার হিম শক্তি।

"**কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের পরও আছে। জ্ঞানের পর বিজ্ঞান**। যার জ্ঞান আছে, বোধ হয়েছে, তার অজ্ঞানও আছে। বশিষ্ঠ শত পুত্রশোকে কাতর হলেন। লক্ষ্মণ জিজ্ঞাসা করাতে রাম বললেন, ভাই জ্ঞান অজ্ঞানের পার হও, যার আছে জ্ঞান, তার আছে অজ্ঞান। পায়ে যদি কাঁটা ফোটে. আর একটি আহরণ করে সেই কাঁটাটি তুলে দিতে হয়। তারপর দ্বিতীয় কাঁটাটিও ফেলে দেয়।"

মণি—অজ্ঞান, জ্ঞান দুইই ফেলে দিতে হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, তাই **বিজ্ঞানের প্রয়োজন!**

"দেখ না, যার আলো জ্ঞান আছে, তার অন্ধকার জ্ঞান আছে; যার সুখ বোধ আছে, তার দুঃখ বোধ আছে; যার পুণ্য বোধ আছে. তার পাপ বোধ আছে; যার ভাল বোধ আছে, তার মন্দ বোধও আছে; যার শুচি বোধ আছে. তার অশুচি বোধ আছে, যার আমি বোধ আছে. তার তুমি বোধও আছে।

"বিজ্ঞান—কিনা তাঁকে বিশেষরূপে জানা। কাষ্ঠে আছে অগ্নি, এই বোধ—এই বিশ্বাসের নাম **জ্ঞান**। সেই আগুনে ভাত রাঁধা, খাওয়া, খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হওয়ার নাম **বিজ্ঞান**। ঈশ্বর আছেন এইটি বোধে বোধ, তার নাম **জ্ঞান**; তাঁর সঙ্গে আলাপ, তাঁকে নিয়ে আনন্দ করা—বাৎসল্যভাব, সখ্যভাবে, দাসভাবে মধুরভাবে—এরই নাম **বিজ্ঞান**। জীবজগৎ তিনি হয়েছেন, এইটি দর্শন করার নাম **বিজ্ঞান**।

"এক মতে দর্শন হয় না—কে কাকে দর্শন করে। আপনিই আপনাকে দেখে। কালাপানিতে জাহাজ গেলে ফেরে না—আর ফিরে খবর দেয় না।"

মণি—যেমন আপনি বলেন, মনুমেণ্টের উপরে উঠলে আর নীচের খবর থাকে না,—গাড়ি, ঘোড়া, মেম, সাহেব, বাড়ি, ঘর, দ্বার, দোকান, আফিস ইত্যাদি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, আজকাল কালীঘরে যাই না, কিছু অপরাধ হবে কি? নরেন্দ্র বলতো, ইনি এখনও কালীঘরে যান।

মণি—আজ্ঞা, আপনার নূতন নূতন অবস্থা—আপনার আবার অপরাধ কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, হৃদের জন্য সেনকে ওরা বলেছিল, 'হৃদয়ের বড় অসুখ, আপনি তার জন্য দুইখানা কাপড়, দুটি জামা আনবেন, আমরা তাকে দেশে (শিওড়ে) পাঠিয়ে দিব।' সেন এনেছিল দুটি টাকা! এ কি বল দেখি,—এত টাকা! কিন্তু এই দেওয়া! বল না।

মণি—আজ্ঞা, যারা ঈশ্বরকে জানবার জন্য বেড়াচ্ছে, তারা এরূপ করতে পারে না;—যাদের জ্ঞানলাভ উদ্দেশ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ—**ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু।**

সপ্তম খণ্ড

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কলিকাতায় নিমন্ত্রণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্রীযুক্ত ঈশান মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে শুভাগমন

দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়িতে মঙ্গলারতির মধুর শব্দ শুনা যাইতেছে। সেই সঙ্গে প্রভাতী রাগে রোশনচৌকি বাজিতেছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গাত্রোত্থান করিয়া মধুর স্বরে নাম করিতেছেন। ঘরে যে সকল দেবদেবীর মূর্ত্তি পটে চিত্রিত ছিল, এক এক করিয়া প্রণাম করিলেন। পশ্চিম ধারের গোল বারান্দায় গিয়া ভাগীরথী দর্শন করিলেন ও প্রণাম করিলেন। ভক্তেরা কেহ কেহ ওখানে আছেন। তাঁহারা প্রাতঃকৃত্য সমাপণ করিয়া ক্রমে ক্রমে আসিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম করিলেন।

রাখাল ঠাকুরের সঙ্গে এখানে এখন আছেন। বাবুরাম গত রাত্রে আসিয়াছেন। মণি ঠাকুরের কাছে আজ চৌদ্দ দিন আছেন।

আজ বৃহস্পতিবার, অগ্রহায়ণ কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী তিথি, ২৭শে ডিসেম্বর ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ। আজ সকাল সকাল ঠাকুর স্নানাদি করিয়া কলিকাতায় আসিবার উদ্যোগ করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মণিকে ডাকিয়া বলিলেন, "ঈশানের ওখানে আজ যেতে বলে গেছে। বাবুরাম যাবে, তুমিও যাবে আমার সঙ্গে।"

মণি যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

শীতকাল। বেলা ৮টা, নহবতের কাছে গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল; ঠাকুরকে লইয়া যাইবে। চতুর্দিকে ফুলগাছ, সম্মুখে ভাগীরথী; দিক সকল প্রসন্ন; শ্রীরামকৃষ্ণ ঠাকুরদের পটের কাছে দাঁড়াইয়া প্রণাম করিলেন ও মার নাম করিতে করিতে যাত্রা করিয়া গাড়িতে উঠিলেন। সঙ্গে বাবুরাম, মণি। তাঁহারা ঠাকুরের গায়ের বনাত, বনাতের কানঢাকা টুপি ও মসলার থলে সঙ্গে লইয়াছেন, কেন না শীতকাল, সন্ধ্যার সময় ঠাকুর গায়ে গরম কাপড় দিবেন।

ঠাকুর সহাস্যবদন; সমস্ত পথ আনন্দ করিতে করিতে আসিতেছেন। বেলা ৯টা গাড়ি কলিকাতায় প্রবেশ করিয়া শ্যামবাজার দিয়া ক্রমে মেছুয়া বাজারের চৌমাথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। মণি ঈশানের বাড়ি জানিতেন। চৌমাথায় গাড়ির মোড় ফিরাইয়া ঈশানের বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইতে বলিলেন।

ঈশান আত্মীয়দের সহিত সাদরে সহাস্যবদনে ঠাকুরকে অভ্যর্থনা করিয়া নীচের বৈঠকখানা ঘরে লইয়া গেলেন। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে আসন গ্রহণ করিলেন।

পরস্পর কুশল প্রশ্নের পর ঠাকুর ঈশানের পুত্র শ্রীশের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। শ্রীশ এম্‌-এ, বি-এল পাশ করিয়া আলিপুরে ওকালতি করিতেছেন। এন্‌ট্রান্স ও এফ-এ, পরীক্ষায় ইউনিভার্সিটির ফার্স্ট হইয়াছিলেন, অর্থাৎ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। এখন তাঁহার বয়স প্রায় ত্রিশ বৎসর হইবে। যেমন পাণ্ডিত্য তেমনি বিনয়, লোকে দেখিলে বোধ করে ইনি কিছুই জানেন না। হাত জোড় করিয়া শ্রীশ ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। মণি ঠাকুরের কাছে শ্রীশের পরিচয় দিলেন ও বলিলেন, এমন শান্ত প্রকৃতির লোক দেখি নাই।

[কর্ম বন্ধনের মহৌষধ ও পাপকর্ম—কর্মযোগ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (শ্রীশের প্রতি)—তুমি কি কর গা?

শ্রীশ—আজ্ঞা; আমি আলিপুরে বেরুচ্চি। ওকালতি করছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)—এমন লোকও ওকালতি? (শ্রীশের প্রতি)—আচ্ছা তোমার কিছু জিজ্ঞাসা আছে?

"সংসারে অনাসক্ত হ'য়ে থাকা কেমন?"

শ্রীশ—কিন্তু কাজের গতিকে সংসারে অন্যায় কত করতে হয়। কেউ পাপ কর্ম ক'রছে, কেউ পুণ্য কর্ম। এ সব কি আগেকার কর্মের ফল, তাই করতেই হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—কর্ম কত দিন! যত দিন না তাঁকে লাভ করা যায়। তাঁকে লাভ হ'লে সব যায়। তখন পাপ-পুণ্যের পার হয়ে যায়।

"ফল দেখা দিলে ফুল যায়। ফুল দেখা দেয় ফল হবার জন্য।

"সন্ধ্যাদি কর্ম কত দিন? যত দিন ঈশ্বরের নাম করতে রোমাঞ্চ আর চক্ষে জল না আসে। এ সকল অবস্থা ঈশ্বর লাভের লক্ষণ, ঈশ্বরে শুদ্ধা ভক্তি লাভের লক্ষণ।

"তাকে জানলে পাপ-পুণ্যের পার হয়।

"প্রসাদ বলে ভুক্তি মুক্তি উভয় মাথায় রেখেছি,
আমি কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি।

"তাঁর দিকে যত এগুবে, ততই তিনি কর্ম কমিয়ে দিবেন। গৃহস্থের বৌ অন্তঃস্বত্ত্বা হলে শাশুড়ী ক্রমে ক্রমে কাজ কমিয়ে দেন। যখন দশ মাস হয়, তখন একেবারে কাজ কমিয়ে দেন। সন্তান লাভ হলে সেইটিকে নিয়েই নাড়াচাড়া, সেইটিকে নিয়েই আনন্দ!"

শ্রীশ—সংসারে থাকতে থাকতে তাঁর দিকে যাওয়া বড় কঠিন।

[গৃহস্থ সংসারীকে শিক্ষা—অভ্যাসযোগ ও নির্জনে সাধন]

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেন? অভ্যাস-যোগ? ওদেশে ছুতোরদের মেয়েরা চিঁড়ে ব্যাচে। তারা কত দিক সাম্‌লে কাজ করে, শোনো। ঢেঁকির পাট প'ড়ছে, হাতে ধানগুলি ঠেলে দিচ্ছে আর এক হাতে ছেলেকে কোলে ক'রে মাই দিচ্ছে। আবার খদ্দের এসেছে; ঢেঁকি এদিকে পড়ছে, আবার খদ্দেরের সঙ্গে কথাও চল্‌ছে। খদ্দেরকে বলছে, তা'হলে তুমি যে ক'পয়সা ধার আছে, সে ক পয়সা দিয়ে যেও, আর জিনিস লয়ে যেও।

"দেখো,—ছেলেকে মাই দেওয়া, ঢেঁকি পড়ছে, ধান ঠেলে দেওয়া ও কাঁড়া ধান তোলা, আবার খদ্দেরের সঙ্গে কথা বলা, এক সঙ্গে করছে। এরই নাম অভ্যাসযোগ। কিন্তু তার পনের আনা মন ঢেঁকির পাটের দিকে রয়েছে, পাছে হাতে পড়ে যায়। আর এক আনায় ছেলেকে মাই দেওয়া আর খদ্দেরের সঙ্গে কথা কওয়া। তেমনি যারা সংসারে আছে, তাদের পনর আনা মন ভগবানে দেওয়া উচিত। না দিলে সর্বনাশ—কালের হাতে পড়তে হবে। আর এক আনায় অন্যান্য কর্ম কর।

"জ্ঞানের পর সংসারে থাকা যায়। কিন্তু আগে ত জ্ঞান লাভ করতে হবে। সংসার-রূপ জলে মন-রূপ দুধ রাখলে মিশে যাবে, তাই মন-রূপ দুধকে দই পেতে নির্জনে মন্থন ক'রে—মাখন তুলে—সংসার-রূপ জলে রাখতে হয়।

"তা হলেই হলো, সাধনের দরকার। প্রথমাবস্থায় নির্জনে থাকা বড় দরকার। অশ্বত্থ গাছ যখন চারা থাকে তখন বেড়া দিতে হয়, তা না হলে ছাগল গরুতে খেয়ে ফেলে, কিন্তু গুঁড়ি মোটা হ'লে বেড়া খুলে দেওয়া যায়। এমন কি হাতী বেঁধে দিলেও গাছের কিছু হয় না।

"তাই প্রথমাবস্থায় মাঝে মাঝে নির্জনে যেতে হয়। সাধনের দরকার। ভাত খাবে; ব'সে ব'সে বলছো কাঠে অগ্নি আছে, ঐ আগুনে ভাত রাঁধা হয়; তা বললে কি ভাত তৈয়ের হয়? আর একখানা কাঠ এনে কাঠে কাঠে ঘস্‌তে হয়, তবে আগুন বেরোয়।

"সিদ্ধি খেলে নেশা হয়, আনন্দ হয়। খেলে না, কিছুই করলে না, বসে বসে বলছো, 'সিদ্ধি সিদ্ধি'! তাহলে কি নেশা হয়, আনন্দ হয়?

[ঈশ্বর লাভ—জীবনের উদ্দেশ্য—পরা ও অপরা বিদ্যা—দুধ খাওয়া]

"হাজার লেখাপড়া শেখ, ঈশ্বরে ভক্তি না থাকলে, তাঁকে লাভ করবার ইচ্ছা না থাকলে—সব মিছে। শুধু পণ্ডিত, বিবেক বৈরাগ্য নাই—তার কামিনী কাঞ্চনে নজর থাকে। শকুনি খুব উঁচুতে উঠে, কিন্তু ভাগারের দিকে নজর।

"যে বিদ্যা লাভ করলে তাঁকে জানা যায়, সে-ই বিদ্যা; আর সব মিছে।

"আচ্ছা, তোমার ঈশ্বর বিষয়ে কি ধারণা?"

শ্রীশ—আজ্ঞা, এইটুকু বোধ হয়েছে—একজন জ্ঞানময় পুরুষ আছেন, তাঁর সৃষ্টি দেখলে তাঁর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। এই একটা কথা বলছি—শীতপ্রধান দেশে মাছ ও অন্যান্য জলজন্তু বাঁচিয়ে রাখবার জন্য তাঁর কৌশল। যত ঠাণ্ডা পড়ে তত জলের আয়তনের সঙ্কোচ হয়। কিন্তু আশ্চর্য, বরফ হবার একটু আগে থেকে জল হাল্কা হয় ও জলের আয়তন বৃদ্ধি হয়! পুকুরের জলে অনায়াসে খুব শীতে মাছ থাকতে পারে। জলের উপরিভাগে সমস্ত বরফ হয়ে গেছে কিন্তু নীচে যেমন জল তেমনি জল। যদি খুব ঠাণ্ডা হাওয়া বয়, সে হাওয়া বরফের উপর লাগে। নীচের জল গরম থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তিনি আছেন, জগৎ দেখলে বোঝা যায়। কিন্তু তাঁর বিষয়ে শোনা এক, তাঁকে দেখা এক, তাঁর সঙ্গে আলাপ করা আর এক। কেউ দুধের কথা শুনছে, কেউ দুধ দেখেছে, কেউ বা দুধ খেয়েছে। দেখলে তবে ত আনন্দ হবে, খেলে তবে ত বল হবে,—লোক হৃষ্টপুষ্ট হবে। ভগবানকে দর্শন করলে তবে ত শান্তি হবে, তাঁর সঙ্গে আলাপ করলে তবেই ত আনন্দ লাভ হবে, শক্তি বাড়বে।

[মুমুক্ষুত্ব বা ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা সময়সাপেক্ষ]

শ্রীশ—তাঁকে ডাকবার অবসর পাওয়া যায় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—তা বটে; সময় না হ'লে কিছু হয় না। একটি ছেলে শুতে যাবার সময় মাকে বলেছিল, মা আমার যখন হাগা পাবে আমাকে তুলিও। মা বললেন, বাবা, হাগাতেই তোমাকে তোলাবে, আমায় তুলতে হবে না।

"যাকে যা দেবার তাঁর সব ঠিক করা আছে। সরার মাপে শাশুড়ী বৌদের ভাত দিত। তাতে কিছু ভাত কম হ'তো। একদিন সরাখানি ভেঙ্গে যাওয়াতে বৌরা আহ্লাদ করছিল। তখন শাশুড়ী বললেন, 'নাচ কোঁদ বৌমা, আমার হাতের আট্‌কেল (আন্দাজ) আছে।

[আমমোক্তারি বা বকলমা দাও]

(শ্রীশের প্রতি)—"কি করবে? তাঁর পদে সব সমর্পণ কর; তাঁকে আমমোক্তারি দাও। তিনি যা ভাল হয় করুন। বড়লোকের উপর যদি ভার দেওয়া যায়, সে লোক কখনও মন্দ করবে না।

"সাধনার প্রয়োজন বটে; কিন্তু দু'রকম সাধক আছে;—এক রকম সাধকের বানরের ছার স্বভাব আর এক রকম সাধকের বিড়ালের ছার স্বভাব। বানরের

ছা নিজে যো সো করে মাকে আঁকড়িয়ে ধরে। সেইরূপ কোন কোন সাধক মনে করে, এত জপ করতে হবে, এত ধ্যান করতে হবে, এত তপস্যা করতে হবে, তবে ভগবানকে পাওয়া যাবে। এ সাধক নিজে চেষ্টা ক'রে ভগবানকে ধরতে যায়।

"বিড়ালের ছা কিন্তু নিজে মাকে ধরতে পারে না। সে পড়ে কেবল মিউ মিউ ক'রে ডাকে! মা যা করে। মা কখনও বিছানার উপর কখনও ছাদের উপর কাঠের আড়ালে, রেখে দিচ্ছে; মা তাকে মুখে ক'রে এখানে ওখানে লয়ে রাখে, সে নিজে মাকে ধরতে জানে না। সেইরূপ কোন কোন সাধক নিজে হিসাব ক'রে কোন সাধন করতে পারে না,—এত জপ করবো, এত ধ্যান করবো ইত্যাদি। সে কেবল ব্যাকুল হ'য়ে কেঁদে কেঁদে তাঁকে ডাকে। তিনি তাঁর কান্না শুনে আর থাকতে পারেন না, এসে দেখা দেন।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বেলা হইয়াছে, গৃহস্বামী অন্নব্যঞ্জন করাইয়া ঠাকুরকে খাওয়াইবেন। তাই বড় ব্যস্ত। তিনি ভিতর বাড়িতে গিয়েছেন, খাবার উদ্যোগ ও তত্ত্বাবধান কারতেছেন।

বেলা হইয়াছে, তাই ঠাকুর ব্যস্ত হইয়াছেন। তিনি ঘরের ভিতর একটু পাদচারণ করিতেছেন। কিন্তু সহাস্যবদন। কেশব কীর্ত্তনিয়ার সংগে মাঝে মাঝে কথা কহিতেছেন।

[ঈশ্বর কর্ত্তা—অথচ কর্মের জন্য জীবের দায়িত্ব—responsibility]

কেশব কীর্ত্তনিয়া—তা তিনিই 'করণ' 'কারণ' দুর্যোধন বলেছিলেন 'ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তঽস্মি তথা করোমি।'

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—হাঁ, তিনি সব করাচ্ছেন বটে; তিনিই কর্তা, মানুষ যন্ত্রের স্বরূপ।

"আবার এও ঠিক যে কর্মফল আছেই আছে। লঙ্কামরিচ খেলেই পেট জ্বালা করবে; তিনিই ব'লে দিয়েছেন যে, খেলে পেট জ্বালা করবে। পাপ করলেই তার ফলটি পেতে হবে।

"যে ব্যক্তি সিদ্ধি লাভ করেছে, যে ঈশ্বর দর্শন করেছে, সে কিন্তু পাপ করতে পারে না। সাধা-লোকের বেতালে পা পড়ে না। যার সাধা গলা, তার সুরেতে সা, রে, গা, মা'ই এসে পড়ে।"

অন্ন প্রস্তুত। ঠাকুর ভক্তদের সংগে ভিতর বাড়িতে গেলেন ও আসন গ্রহণ

করিলেন। ব্রাহ্মণের বাড়ি ব্যঞ্জনাদি অনেক রকম হইয়াছিল, আর নানাবিধ উপাদেয় মিষ্টান্নাদি আয়োজন হইয়াছিল।

বেলা ৩টা বাজিয়াছে। আহারান্তে শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশানের বৈঠকখানায় আসিয়া বসিয়াছেন। কাছে শ্রীশ ও মাষ্টার বসিয়া আছেন। ঠাকুর শ্রীশের সঙ্গে আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমার কি ভাব? সোঽহং না সেব্য-সেবক?

[গৃহস্থের জ্ঞানযোগ না ভক্তিযোগ?]

"সংসারীর পক্ষে সেব্য-সেবক ভাব খুব ভাল। সব করা যাচ্ছে, সে-অবস্থায় 'আমিই সেই' এ ভাব কেমন ক'রে আসে। যে বলে আমিই সেই, তার পক্ষে জগৎ স্বপ্নবৎ, তার নিজের দেহ-মনও স্বপ্নবৎ, তার আমিটা পর্যন্ত স্বপ্নবৎ, কাজে কাজেই সংসারের কাজ সে করতে পারে না। তাই সেবক-ভাব, দাস-ভাব খুব ভালো।

"হনুমানের দাস-ভাব ছিল। রামকে হনুমান বলেছিলেন, 'রাম, কখন ভাবি তুমি পূর্ণ, আমি অংশ; তুমি প্রভু, আমি দাস; আর যখন তত্ত্বজ্ঞান হয়, তখন দেখি তুমিই আমি, আমিই তুমি।

তত্ত্বজ্ঞানের সময় সোঽহং হতে পারে, কিন্তু সে দূরের কথা।"

শ্রীশ—আজ্ঞে হাঁ, দাস-ভাবে মানুষ নিশ্চিন্ত হয়। প্রভুর উপর সকলই নির্ভর। যেমন কুকুর ভারী প্রভুভক্ত, তাই প্রভুর উপর নির্ভর ক'রে নিশ্চিন্ত।

[যিনি সাকার তিনিই নিরাকার—নাম মাহাত্ম্য]

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, তোমার সাকার না নিরাকার ভাল লাগে? কি জান যিনিই নিরাকার, তিনিই সাকার। ভক্তের চক্ষে তিনি সাকাররূপে দর্শন দেন। যেমন অনন্ত জলরাশি। মহাসমুদ্র। কূল কিনারা নাই, সেই জলের কোন কোন স্থানে বরফ হয়েছে; বেশী ঠান্ডাতে বরফ হয়। ঠিক সেইরূপ ভক্তি-হিমে সাকার রূপ দর্শন হয়। আবার যেমন সূর্য উঠলে বরফ গলে যায়—যেমন জল তেমনি জল, ঠিক সেইরূপ জ্ঞান-পথ—বিচার-পথ—দিয়ে গেলে সাকার রূপ আর দেখা যায় না; আবার সব নিরাকার। জ্ঞানসূর্য উদয় হওয়াতে সাকার বরফ গলে গেল।

"কিন্তু দেখ, যারই নিরাকার, তারই সাকার।"

সন্ধ্যা হয় হয়, ঠাকুর গাত্রোত্থান করিয়াছেন; এইবার দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্তন করিবেন। বৈঠকখানা ঘরের দক্ষিণে যে রক আছে তাহারই উপর দাঁড়াইয়া ঠাকুর ঈশানের সহিত কথা কহিতেছেন। সেইখানে একজন

বলিতেছেন যে, ভগবানের নাম নিলেই যে সকল সময় ফল হবে, এমন ত দেখা যায় না।

ঈশান বলিলেন, সে কি! অশ্বত্থের বীজ অত ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু উহারই ভিতরে বড় বড় গাছ আছে! দেরিতে সে গাছ দেখা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ হাঁ, দেরিতে ফল হয়।

[ঈশান নির্লিপ্ত সংসারী—পরমহংস অবস্থা]

ঈশানের বাড়ি, ঈশানের শ্বশুর ক্ষেত্রনাম চাটুয্যের বাড়ির পূর্বগায়ে। দুই বাড়ির মধ্যে আনাগোনার পথ আছে। চাটুয্যে মহাশয়ের বাড়ির ফটকে ঠাকুর আসিয়া দাঁড়াইলেন। ঈশান সবান্ধবে ঠাকুরকে গাড়িতে তুলিয়া দিতে আসিয়াছেন।

ঠাকুর ঈশানকে বলিতেছেন, "তুমি যে সংসারে আছ, ঠিক পাঁকাল মাছের মত। পুকুরের পাঁকে সে থাকে, কিন্তু গায়ে পাঁক লাগে না।

"এই মায়ার সংসারে বিদ্যা অবিদ্যা দুইই আছে। পরমহংস কাকে বলি? যিনি হাঁসের মত দুধে-জলে একসঙ্গে থাকলেও জলটি ছেড়ে দুধটি নিতে পারেন। পিঁপড়ের ন্যায় বালিতে চিনিতে একসঙ্গে থাকলেও বালি ছেড়ে চিনিটুকু গ্রহণ করতে পারেন।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মসমন্বয়—ঈশ্বরকোটির অপরাধ হয় না

সন্ধ্যা হইয়াছে। ভক্ত শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্তের বাড়িতে ঠাকুর আসিয়াছেন। এখান হইতে তবে দক্ষিণেশ্বরে যাইবেন।

রামের বৈঠকখানা ঘরটি আলো করিয়া ঠাকুর ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র গোস্বামীর সঙ্গে কথা কহিতেছেন। গোস্বামীর বাড়ি ঐ পাড়াতেই। ঠাকুর তাঁহাকে ভালবাসেন। তিনি রামের বাড়িতে এলেই গোস্বামী আসিয়া প্রায়ই দেখা করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বৈষ্ণব শাক্ত সকলেরই পেঁীছিবার স্থান এক; তবে পথ আলাদা। ঠিক ঠিক বৈষ্ণবেরা শক্তির নিন্দা করে না।

গোস্বামী (সহাস্যে)—হরপার্বতী আমাদের বাপ মা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—Thank you; 'বাপ মা'।

গোস্বামী—তা ছাড়া কারুকে নিন্দা করা, বিশেষতঃ বৈষ্ণবের নিন্দা করায়

অপরাধ হয়। **বৈষ্ণবাপরাধ।** সব অপরাধের মাফ আছে, বৈষ্ণবাপরাধের মাফ নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—অপরাধ সকলের হয় না। **ঈশ্বরকোটির অপরাধ হয় না।** যেমন চৈতন্যদেবের ন্যায় অবতারের।

"ছেলে যদি বাপকে ধ'রে আলের উপর দিয়ে চলে, তা হলে বরং খানায় পড়তে পারে। কিন্তু বাপ যদি ছেলের হাত ধরে, সে ছেলে কখনও পড়ে না।

"শোনো, আমি মার কাছে শুদ্ধা ভক্তি চেয়েছিলাম। মাকে বলেছিলাম, এই লও তোমার ধর্ম, এই লও তোমার অধর্ম; আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই লও তোমার শুচি, এই লও তোমার অশুচি; আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। মা এই লও তোমার পাপ, এই লও তোমার পুণ্য; আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও!"

গোস্বামী—আজ্ঞে হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সব মতকে নমস্কার করবে, তবে একটি আছে **নিষ্ঠা ভক্তি।** সবাইকে প্রণাম করবে বটে, কিন্তু একটির উপরে প্রাণ ঢালা ভালবাসার নাম নিষ্ঠা।

"রাম রূপ বই আর কোনও রূপ হনুমানের ভাল লাগ্‌তো না।

"গোপীদের এত নিষ্ঠা যে, তারা দ্বারকার পাগড়িবাঁধা শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে চাইলে না।

"পত্নী, দেওর, ভাশুর ইত্যাদিকে পা ধোয়ার জল আসনাদির দ্বারা সেবা করে, কিন্তু পতিকে যেরূপ সেবা করে, সেরূপ সেবা আর কাহাকেও করে না। পতির সঙ্গে সম্বন্ধ আলাদা।"

রাম ঠাকুরকে কিছু মিষ্টান্নাদি দিয়া পূজা করিলেন।

ঠাকুর এইবার দক্ষিণেশ্বরে যাত্রা করিবেন। মণির কাছ থেকে গায়ের বনাত ও টুপি লইয়া পরিলেন। বনাতের কানঢাকা টুপি। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে গাড়িতে উঠিতেছেন। রামাদি ভক্তেরা তাঁহাকে তুলিয়া দিতেছেন। মণিও গাড়িতে উঠিলেন, দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া যাইবেন।
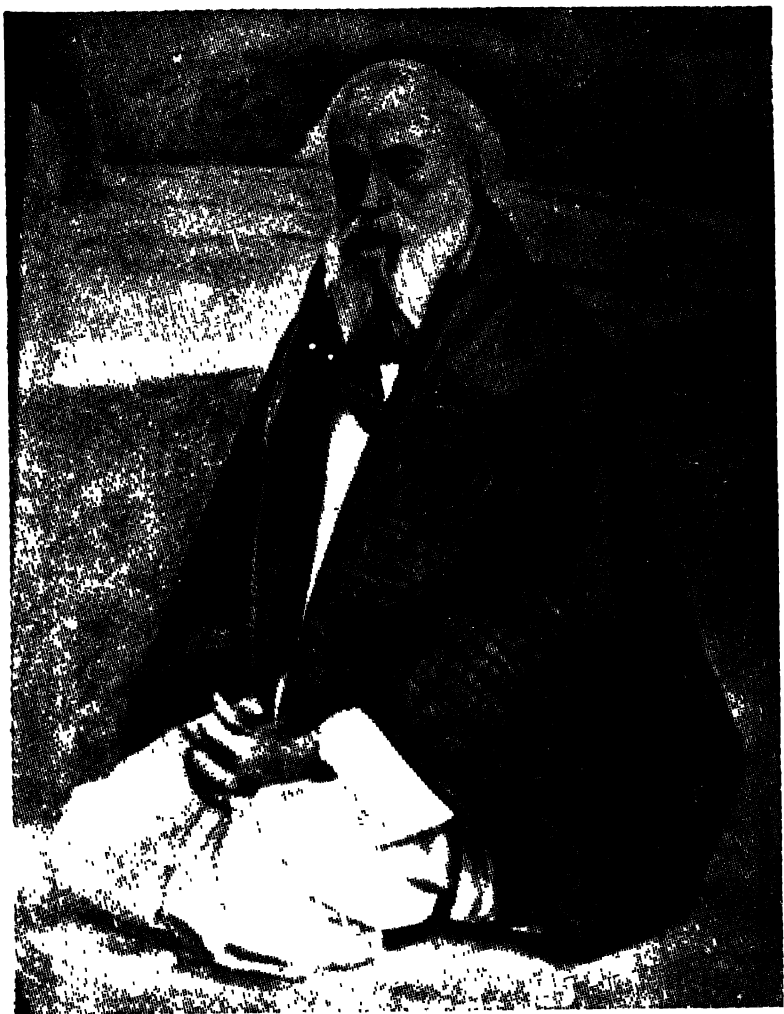
শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত

(শ্রীম)

জন্ম ১২৬১, ৩১শে আষাঢ় শুক্রবার। শ্রীঠাকুরকে প্রথম দর্শন—১৮৮২, ফেব্রুয়ারী। শ্রীঠাকুরের সঙ্গে—১৮৮২ হইতে ১৮৮৬ আগষ্ট। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঁচ ভাগ ও গস্‌পেল অভ্ শ্রীরামকৃষ্ণ এর লেখক। দেহত্যাগ ১৯৩২, ৪ঠা জুন; ১৩৩৯, ২১শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার, ফলহারিনী অমাবস্যা তিথি।

অষ্টম খণ্ড

দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে নরেন্দ্রাদি ভক্তসঙ্গে

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কালীমন্দিরে সেই পূর্বপরিচিত ঘরে ছোট খাটটিতে বসিয়া গান শুনিতেছেন। ব্রাহ্মসমাজের শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য সান্যাল গান করিতেছেন।

আজ রবিবার, ২০শে ফাল্গুন; শুক্লা পঞ্চমী তিথি; ১২৯০ সাল; ২রা মার্চ ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ। মেজেতে ভক্তেরা বসিয়া আছেন ও গান শুনিতেছেন —নরেন্দ্র, সুরেন্দ্র (মিত্র), মাষ্টার, ত্রৈলোক্য প্রভৃতি অনেকে বসিয়া আছেন।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রের পিতা বড় আদালতে উকিল ছিলেন; তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হওয়াতে পরিবারবর্গ বড়ই কষ্টে পড়িয়াছেন। এমন কি মাঝে মাঝে খাইবার কিছু থাকে না। নরেন্দ্র এই সকল ভাবনায় অতি কষ্টে আছেন।

ঠাকুরের শরীর, হাত ভাঙ্গা অবধি, এখনও ভাল হয় নাই। হাতে অনেক দিন বার দিয়া রাখা হইয়াছিল।

ত্রৈলোক্য মা'র গান গাইতেছেন। গানে বলিতেছেন, মা তোমার কোলে নিয়ে অঞ্চলে ঢেকে আমায় বুকে ক'রে রাখ—

তোর কোলে লুকায়ে থাকি (মা)।
চেয়ে চেয়ে মুখপানে মা মা মা বলে ডাকি।
ডুবে চিদানন্দরসে, মহযোগ নিদ্রাবশে,
দেখি রূপ অনিমেষে, নয়নে নয়নে রাখি।
দেখে শুনে ভয় ক'রে প্রাণ কেঁদে ওঠে ডরে,
রাখ আমায় বুকে ধরে, স্নেহে অঞ্চলে ঢাকি (মা)।

ঠাকুর শুনিতে শুনিতে প্রেমাশ্রু বিসর্জন করিতেছেন। আর বলিতেছেন, আহা! কি ভাব!

ত্রৈলোক্য আবার গাহিতেছেন—

(লোফা)

লজ্জা নিবারণ হরি আমার।
(দেখো দেখো হে—যেন—মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়)।

ভকতের মান, ওহে ভগবান, তুমি বিনা কে রাখিবে আর।
তুমি প্রাণপতি প্রাণাধার, আমি চিরক্রীত দাস তোমার!
(দেখো দেখো দেখো হে)।

(বড় দশকশী)

তুয়া পদ সার করি, জাতি কুল পরিহরি, লাজ ভয়ে দিনু জলাঞ্জলি
(এখন কোথা বা যাই হে পথের পথিক হ'য়ে);
আব হাম তোর লাগি, হইনু কলঙ্কভাগী,
গঞ্জে লোকে কত মন্দ বলি। (কত নিন্দা করে হে,)
(তোমায় ভালবাসি বলে) (ঘরে পরে গঞ্জনা হে)
সরম ভরম মোর, অবহিঁ সকল তোর, রাখ বা না রাখ তব দায়
(দাসের মানে তোমারি মান হরি),
তুমি হে হৃদয় স্বামী, তব মানে মানী আমি, কর নাথ যেঁউ তুহে ভায়।

(ছোট দশকশী)

ঘরের বাহির করি, মজাইলে যদি হরি, দেও তবে শ্রীচরণে স্থান,
(চির দিনের মত) অনুদিন প্রেমমধু, পিয়াও পরাণ বঁধু,
প্রেমদাসে কর পরিত্রাণ।

ঠাকুর আবার প্রেমাশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে মেজেত আসিয়া বসিলেন। আর রামপ্রসাদের ভাবে গাহিতেছেন—

'যশ অপযশ কুরস সুরস সকল রস তোমারি।
(ওমা) রসে থেকে রসভঙ্গ কেন রসেশ্বরী॥

ঠাকুর ত্রৈলোক্যকে বলিতেছেন, আহা তোমার কি গান! তোমার গান ঠিক ঠিক্। যে সমুদ্রে গিয়েছিল সেই সমুদ্রের জল এনে দেখায়।

ত্রৈলোক্য আবার গান গাইতেছেন—

(হরি) আপনি নাচ, আপনি গাও, আপনি বাজাও তালে তালে,
মানুষ ত' সাক্ষীগোপাল মিছে আমার আমার বলে।
ছায়াবাজীর পুতুল যেমন, জীবের জীবন তেমন,
দেবতা হ'তে পারে, যদি তোমার পথে চলে।
দেহ যন্ত্রে তুমি যন্ত্রী, আত্মরথে তুমি রথী,
জীব কেবল পাপের ভাগী, নিজ স্বাধীনতার ফলে।
সর্বমূলাধার তুমি, প্রাণের প্রাণ হৃদয় স্বামী,
অসাধুকে সাধু কর, তুমি নিজ পুণ্যবলে।

[The Absolute identical with the phenomenal world—
নিত্যলীলা যোগ—পূর্ণজ্ঞান বা বিজ্ঞান]

গান সমাপ্ত হইল। ঠাকুর এইবার কথা কহিতেছেন।*

শ্রীরামকৃষ্ণ (ত্রৈলোক্য ও অন্যান্য ভক্তদের প্রতি)—হরিই সেব্য, হরিই সেবক, —এই ভাবটি পূর্ণ জ্ঞানের লক্ষণ। প্রথমে নেতি নেতি ক'রে হরিই সত্য আর সব মিথ্যা ব'লে বোধ হয়। তারপরে সেই দ্যাখে যে, হরিই এই সব হয়েছেন —ঈশ্বরই মায়া, জীব, জগৎ এই সব হয়েছেন। অনুলোম হ'য়ে তার পর বিলোম। এইটি পুরাণের মত। যেমন একটি বেলের ভিতর শাঁস, বীজ আর খোলা আছে। খোলা বীজ ফেলে দিলে শাঁসটুকু পাওয়া যায়, কিন্তু বেলটি কত ওজনে ছিল জানতে গেলে, খোলা বীজ বাদ দিলে চলবে না। তাই জীব জগৎকে ছেড়ে প্রথমে সচ্চিদানন্দে পেঁছাতে হয়; তারপর সচ্চিদানন্দকে লাভ ক'রে দ্যাখে যে তিনিই এই সব জীব, জগৎ হয়েছেন। শাঁস যে বস্তুর, বীজ ও খোলা সেই বস্তু থেকেই হয়েছে—যেমন ঘোলেরি মাখন, মাখনেরি ঘোল।

"তবে কেউ বলতে পারে, সচ্চিদানন্দ এত শক্ত হ'ল কেমন ক'রে—এই জগৎ টিপ্‌লে খুব কঠিন বোধ হয়। তার উত্তর এই, যে শোণিত শুক্র এত তরল জিনিস,—কিন্তু তাই থেকে এত বড় জীব—মানুষ তৈয়ারী হচ্ছে!* তাঁহ'তে সবই হতে পারে।

"একবার অখণ্ড সচ্চিদানন্দে পেঁছে তারপর নেমে এসে এই সব দ্যাখা।

[সংসার ঈশ্বর ছাড়া নয়—যোগী ও ভক্তের প্রভেদ]

"তিনিই সব হয়েছেন। সংসার কিছু তিনি ছাড়া নয়। গুরুর কাছে বেদ পড়ে রামচন্দ্রের বৈরাগ্য হলো। তিনি বললেন, সংসার যদি স্বপ্নবৎ তবে সংসার ত্যাগ করাই ভাল। দশরথের বড় ভয় হ'লো। তিনি রামকে বুঝাতে গুরু বশিষ্ঠকে পাঠিয়ে দিলেন। বশিষ্ঠ বললেন, রাম, তুমি সংসার ত্যাগ করবে কেন বল্‌ছো? তুমি আমায় বুঝিয়ে দাও যে, সংসার ঈশ্বর ছাড়া। যদি তুমি বুঝিয়ে দিতে পার ঈশ্বর থেকে সংসার হয় নাই তাহ'লে তুমি ত্যাগ করতে পার। রাম তখন চুপ ক'রে রইলেন,—কোনো উত্তর দিতে পারলেন না।

"সব তত্ত্ব শেষে আকাশতত্ত্বে লয় হয়। আবার সৃষ্টির সময় আকাশতত্ত্ব থেকে মহৎতত্ত্ব, মহৎতত্ত্ব থেকে অহঙ্কার, এই সব ক্রমে ক্রমে সৃষ্টি হয়েছে। অনুলোম, বিলোম। ভক্ত সবই লয়। ভক্ত অখণ্ড সচ্চিদানন্দকেও লয়, আবার জীব জগৎকেও লয়।

"যোগীর পথ কিন্তু আলাদা। সে পরমাত্মাতে পোঁছে আর ফেরে না। সেই পরমাত্মার সঙ্গে যোগ হয়ে যায়।

"একটুর ভিতুরে যে ঈশ্বরকে দ্যাখে তার নাম **খণ্ডজ্ঞানী**—সে মনে করে যে, তার ওদিকে আর তিনি নাই!

"ভক্ত তিন শ্রেণীর। অধম ভক্ত বলে 'ঐ ঈশ্বর', অর্থাৎ আকাশের দিকে সে দেখিয়ে দেয়। মধ্যম ভক্ত বলে যে, তিনি হৃদয়ের মধ্যে অন্তর্যামীরূপে আছেন। আর উত্তম ভক্ত বলে যে, তিনি এই সব হয়েছেন,—যা কিছু দেখছি সবই তাঁর এক একটি রূপ। নরেন্দ্র আগে ঠাট্টা করতো আর বলতো, 'তিনিই সব হয়েছেন,—তা হ'লে ঈশ্বর ঘটি, ঈশ্বর বাটি।' (সকলের হাস্য)।

[ঈশ্বর দর্শনে সংশয় যায়—কর্মত্যাগ হয়—বিরাট শিব]

"তাঁকে কিন্তু দর্শন করলে সব সংশয় চলে যায়। শুনা এক, দ্যাখ্যা এক। শুনলে ষোলো আনা বিশ্বাস হয় না। সাক্ষাৎকার হ'লে আর বিশ্বাসের কিছু বাকী থাকে না।

"ঈশ্বর দর্শন করলে কর্ম ত্যাগ হয়। আমার ঐ রকমে পূজো উঠে গেল। কালীঘরে পূজো করতাম। হঠাৎ দেখিয়ে দিলে, সব চিন্ময়,—কোষা-কুষি, বেদী, ঘরের চৌকাঠ—সব চিন্ময়! মানুষ, জীব, জন্তু,—সব চিন্ময়। তখন উন্মত্তের ন্যায় চতুর্দিকে পুষ্প বর্ষণ করতে লাগলাম!—যা দেখি তাই পূজো করি!

"একদিন পূজার সময় শিবের মাথায় বজ্র দিচ্ছি এমন সময় দেখিয়ে দিলে, **এই বিরাট মূর্ত্তিই শিব।** তখন শিব গ'ড়ে পূজো বন্ধ হ'লো। ফুল তুল্‌ছি হঠাৎ দেখিয়ে দিলে যে ফুলের গাছগুলি যেন এক একটি ফুলের তোড়া।"

[কাব্যরস ও ঈশ্বর দর্শনের প্রভেদ—'ন কবিতাং বা জগদীশ']

ত্রৈলোক্য—আহা, ঈশ্বরের রচনা কি সুন্দর।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না গো, ঠিক দপ্‌ করে দেখিয়ে দিলে!—হিসেব ক'রে নয়। দেখিয়ে দিলে যেন এক একটি ফুল গাছ এক একটি তোড়া,—সেই বিরাট মূর্ত্তির উপর শোভা করছে। সেই দিন থেকে ফুল তোলা বন্ধ হয়ে গেল। মানুষকেও আমি ঠিক সেইরূপ দেখি। তিনিই যেন মানুষ-শরীরটাকে লয়ে হেলে-দুলে বেড়াচ্ছেন,—যেমন ঢেউয়ের উপর একটা বালিশ ভাস্‌ছে—বালিশটা এদিক ওদিক নড়তে নড়তে চলে যাচ্ছে, কিন্তু ঢেউ লেগে একবার উঁচু হচ্ছে আবার ঢেউয়ের সঙ্গে নীচে এসে পড়ছে।

[ঠাকুরের শরীর ধারণ কেন—ঠাকুরের সাধ]

"শরীরটা দু'দিনের জন্য, তিনিই সত্য, শরীর এই আছে, এই নাই। অনেক দিন হ'লো যখন পেটের ব্যামোতে বড় ভুগ্‌ছি, হৃদে বল্‌লে—মাকে একবার বল না,—যাতে আরাম হয়। আমার রোগের জন্য বলতে লজ্জা হ'লো। বললুম, মা সুসাইটিতে (Asiatic Society) মানুষের হাড় (Skeleton) দেখেছিলাম, তার দিয়ে জুরে জুরে মানুষের আকৃতি, মা! এ রকম ক'রে শরীরটা একটু শক্ত ক'রে দাও, তা হ'লে তোমার নাম গুণকীর্ত্তন করবো।

"বাঁচবার ইচ্ছা কেন? রাবণ বধের পর রাম লক্ষ্মণ লঙ্কায় প্রবেশ করলেন, রাবণের বাটীতে গিয়ে দেখেন, রাবণের মা নিকষা পালিয়ে যাচ্ছে। লক্ষ্মণ আশ্চর্য হয়ে বললেন, রাম, নিকষার সবংশ নাশ হ'লো তবু প্রাণের উপর এত টান। নিকষাকে কাছে ডাকিয়ে রাম বল্‌লেন, ভয় নাই, তুমি কেন পালাচ্ছিলে? নিকষা বললে, রাম! আমি সেজন্য পালাই নাই,—বেঁচে ছিলাম ব'লে তোমার এত লীলা দেখতে পেলাম—যদি আরও বাঁচি তো আরও কত লীলা দেখতে পাব! তাই বাঁচবার সাধ।

"বাসনা না থাকলে শরীর ধারণ হয় না।

(সহাস্যে) "আমার একটি-আধটি সাধ ছিল। বলেছিলাম মা, কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগীর সঙ্গ দাও; আর বলেছিলাম, তোর জ্ঞানী ও ভক্তের সঙ্গ করবো, তাই একটু শক্তি দে যাতে হাঁটতে পারি,—এখানে ওখানে যেতে পারি। তা হাঁটবার শক্তি দিলে না কিন্তু!"

ত্রৈলোক্য (সহাস্যে)—সাধ কি মিটেছে?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—একটু বাকী আছে। (সকলের হাস্য)।

"শরীরটা দু'দিনের জন্য। হাত যখন ভেঙ্গে গেল, মাকে বললুম, মা বড় লাগছে! তখন দেখিয়ে দিলে গাড়ি আর তার ইঞ্জিনীয়ার। গাড়ির একটা-আধটা ইস্ক্রু আলগা হয়ে গেছে। ইঞ্জিনীয়ার যেরূপ গাড়ি চালাচ্ছে গাড়ি সেইরূপ চলছে। নিজের কোন ক্ষমতা নাই।

"তবে দেহের যত্ন করি কেন? ঈশ্বরকে নিয়ে সম্ভোগ করবো; তাঁর নাম গুণ গাইবো, তাঁর জ্ঞানী ভক্ত দেখে দেখে বেড়াব।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নরেন্দ্রাদি সঙ্গে—নরেন্দ্রের সুখ-দুঃখ—দেহের সুখ-দুঃখ

নরেন্দ্র মেজের উপর সম্মুখে বসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ত্রৈলোক্য ও ভক্তদের প্রতি)—দেহের সুখ-দুঃখ আছেই। দেখ না, নরেন্দ্র—বাপ মারা গেছে, বাড়িতে বড় কষ্ট; কোনো উপায় হচ্চে না। তিনি কখনও সুখে রাখেন কখনও দুঃখে।

ত্রৈলোক্য—অজ্ঞে, ঈশ্বরের (নরেন্দ্রের উপর) দয়া হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—আর কখন হবে! কাশীতে অন্নপূর্ণার বাড়ি কেউ অভুক্ত থাকে না বটে;—কিন্তু কারু কারু সন্ধ্যা পর্যন্ত ব'সে থাকতে হয়।

"হৃদে শম্ভু মল্লিককে বলেছিল, আমায় কিছু টাকা দাও। শম্ভু মল্লিকের ইংরাজী মত, সে বললে, তোমায় কেন টাকা দিতে যাব? তুমি খেটে খেতে পার, তুমি যা হ'ক কিছু রোজগার কর্‌ছো। তবে খুব গরীব হয় সে এক কথা, কি কানা, খোঁড়া পংগু; এদের দিলে কাজ হয়। তখন হৃদে বললে, মহাশয়! আপনি উটি বলবেন না। আমার টাকায় কাজ নাই। ঈশ্বর করুন যেন আমায় কানা খোঁড়া অতি দারিদ্দীর, এ সব না হতে হয়। আপনারও দিয়ে কাজ নাই, আমারও নিয়ে কাজ নাই।

[নরেন্দ্র ও নাস্তিক মত—ঈশ্বরের কার্য ও ভীষ্মদেব]

ঈশ্বর নরেন্দ্রকে কেন এখনও দয়া করছেন না, ঠাকুর যেন অভিমান ক'রে এই কথা বলছেন। ঠাকুর নরেন্দ্রের দিকে এক একবার সস্নেহ দৃষ্টি করিতেছেন।

নরেন্দ্র—আমি নাস্তিক মত পড়্‌ছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—দুটো আছে, অস্তি আর নাস্তি, অস্তিটাই নাও না কেন?

সুরেন্দ্র—ঈশ্বর তো ন্যায়পরায়ণ, তিনি তো ভক্তকে দেখবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আইনে (শাস্ত্রে) আছে, পূর্বজন্মে যারা দান-টান করে তাদেরই ধন হয়! তবে কি জান? এ সংসার তাঁর মায়া, মায়ার কাজের ভিতর অনেক গোলমাল, কিছু বোঝা যায় না!

"ঈশ্বরের কার্য কিছু বুঝা যায় না। ভীষ্মদেব শরশয্যায় শুয়ে; পান্ডবেরা দেখতে এসেছেন। সংগে কৃষ্ণ। এসে খানিকক্ষণ পরে দেখেন, ভীষ্মদেব কাঁদছেন। পান্ডবেরা কৃষ্ণকে বললেন, কৃষ্ণ কি আশ্চর্য! পিতামহ অষ্টবসুর একজন বসু; এঁর মতন জ্ঞানী দেখা যায় না; ইনিও মৃত্যুর সময় মায়াতে

কাঁদছেন! কৃষ্ণ বললেন, ভীষ্ম সে জন্য কাঁদছেন না। ওঁকে জিজ্ঞাসা কর দেখি। জিজ্ঞাসা করাতে ভীষ্ম বললেন, কৃষ্ণ! ঈশ্বরের কার্য কিছু বুঝতে পারলাম না! আমি এই জন্য কাঁদছি যে সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষাৎ **নারায়ণ** ফিরছেন কিন্তু পাণ্ডবদের বিপদের শেষ নাই! এই কথা যখন ভাবি, দেখি যে তাঁর কার্য কিছুই বোঝবার যো নাই!

[শুদ্ধ আত্মা একমাত্র অটল—সুমেরুবৎ]

"আমায় তিনি দেখিয়েছিলেন, **পরমাত্মা**, যাঁকে বেদে **শুদ্ধ আত্মা** বলে, তিনিই কেবল একমাত্র অটল সুমেরুবৎ নির্লিপ্ত, আর সুখ-দুঃখের অতীত। তাঁর মায়ার কার্যে অনেক গোলমাল; এটির পর ওটি, এটি থেকে উটি হবে, ও সব বলবার যো নাই।"

সুরেন্দ্র (সহাস্যে)—পূর্বজন্মে দান-টান করলে তবে ধন হয়, তা হ'লে ত আমাদের দান-টান করা উচিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ—যার টাকা আছে তার দেওয়া উচিত। (ত্রৈলোক্যের প্রতি) জয়গোপাল সেনের টাকা আছে তার দান করা উচিত। ও যে করে না সেটা নিন্দার কথা। এক একজন টাকা থাকলেও হিসেবী (কৃপণ) হয়;—টাকা যে কে ভোগ করবে তার ঠিক নাই!

"সেদিন জয়গোপাল এসেছিল। গাড়ি করে আসে। গাড়িতে ভাঙ্গা লণ্ঠন;—ভাগাড়ের ফেরত ঘোড়া;—মেডিকেল কলেজের হাসপাতাল ফেরত দ্বারবান;—আর এখানের জন্য নিয়ে এল দুই পচা ডালিম।" (সকলের হাস্য)

সুরেন্দ্র—জয়গোপালবাবু ব্রাহ্মসমাজের। এখন বুঝি কেশববাবুর ব্রাহ্ম-সমাজে সেরূপ লোক নাই। বিজয় গোস্বামী, শিবনাথ ও আর আর বাবুরা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—গোবিন্দ অধিকারী যাত্রার দলে ভাল লোক রাখত না;—ভাগ দিতে হবে ব'লে। (সকলের হাস্য)।

"কেশবের শিষ্য একজনকে সেদিন দেখলাম। কেশবের বাড়িতে থিয়েটার হচ্ছিল। দেখলাম, সে ছেলে কোলে ক'রে নাচছে! আবার শুনলাম লেকচার দেয়। নিজেকে কে শিক্ষা দেয় তার ঠিক নাই!"

ত্রৈলোক্য গাহিতেছেন,—**চিদানন্দ সিন্ধুনীরে প্রেমানন্দের লহরী।**

গান সমাপ্ত হইলে শ্রীরামকৃষ্ণ ত্রৈলোক্যকে বলিতেছেন, ঐ গানটা গাও ত গা,—আমায় দে মা পাগল ক'রে।

নবম খণ্ড

শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে পণ্ডিত শশধরাদি ভক্তসঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

কালীব্রহ্ম—ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে তাঁর সেই পূর্বপরিচিত ঘরে মেজেতে বসিয়া আছেন,—কাছে পণ্ডিত শশধর। মেজেতে মাদুর পাতা—তাহার উপর ঠাকুর, পণ্ডিত শশধর, এবং কয়েকটি ভক্ত বসিয়াছেন। কতকগুলি ভক্ত মাটির উপরেই বসিয়া আছেন। সুরেন্দ্র, বাবুরাম, মাষ্টার, হরিশ, লাটু, হাজরা, মণি মল্লিক প্রভৃতি ভক্তেরা উপস্থিত আছেন। ঠাকুর পণ্ডিত পদ্মলোচনের কথা কহিতেছেন। পদ্মলোচন বর্ধমানের রাজার সভাপণ্ডিত ছিলেন। বেলা অপরাহ্ণ—প্রায় ৪টা।

আজ সোমবার ৩০শে জুন, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ। ছয়দিন হইল শ্রীশ্রীরথ-যাত্রার দিবসে পণ্ডিত শশধরের সহিত ঠাকুরের কলিকাতায় দেখা ও আলাপ হইয়াছিল। আজ আবার পণ্ডিত আসিয়াছেন। সঙ্গে শ্রীযুক্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর। কলিকাতায় তাহাদের বাড়িতে পণ্ডিত শশধর আছেন।

পণ্ডিত জ্ঞানমার্গের পন্থী। ঠাকুর তাঁহাকে বুঝাইতেছেন—যাঁহারই নিত্য তাঁহারই লীলা—যিনি **অখণ্ড সচ্চিদানন্দ**, তিনিই লীলার জন্য নানা রূপ ধরিয়াছেন। ঈশ্বরের কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর বেহুঁশ হইতেছেন। ভাবে মাতোয়ারা হইয়া কথা কহিতেছেন। পণ্ডিতকে বলিতেছেন, **"বাপু, ব্রহ্ম অটল, অচল, সুমেরুবৎ**। কিন্তু 'অচল' যার আছে তার 'চলও' আছে।

ঠাকুর প্রেমানন্দে মত্ত হইয়াছেন। সেই গন্ধর্ববিনিন্দিত কণ্ঠে গান গাহিতেছেন। গানের পর গান গাহিতেছেন—

কে জানে কালী কেমন, ষড়্‌দর্শনে না পায় দর্শন।

[২য় ভাগ—বিংশ খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ

গান—মা কি এমনি মায়ের মেয়ে।

যার নাম জপিয়ে মহেশ বাঁচেন হলাহল খাইয়ে॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় যার কটাক্ষে হেরিয়ে।
সে যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রাখে উদরে পুরিয়ে॥
যে চরণে শরণ ল'য়ে দেবতা বাঁচেন দায়ে।
দেবের দেব মহাদেব যাঁর চরণে লুটায়ে॥

গান—মা কি শুধুই শিবের সতী।
যাঁরে কালের কাল করে প্রণতি॥
ন্যাংটাবেশে শত্রু নাশে মহাকাল হৃদয়ে স্থিতি।
বল দেখি মন সে বা কেমন, নাথের বুকে মারে লাথি॥
প্রসাদ বলে মায়ের লীলা, সকলি জেনো ডাকাতি।
সাবধানে মন কর যতন, হবে তোমার শুদ্ধমতি॥

গান—আমি সুরা পান করি না সুধা খাই জয় কালী ব'লে,
মন-মাতালে মাতাল করে, মদ-মাতালে মাতাল বলে।
গুরুদত্ত বীজ লয়ে প্রবৃত্তি তায় মশলা দিয়ে,
জ্ঞান শুঁড়ীতে চোয়ায় ভাঁটী, পান করে মোর মন মাতালে।
মূল মন্ত্র যন্ত্র ভরা, শোধন করি বলে তারা,
প্রসাদ বলে এমন সুরা খেলে চতুর্বর্গ মিলে।

গান—শ্যামাধন কি সবাই পায়,
অবোধ মন বোঝে না একি দায়।
শিবেরই অসাধ্য সাধন মন মজান রাঙ্গা পায়॥

ঠাকুরের ভাবাবস্থা একটু কম পড়িয়াছে। তাঁহার গান থামিল। একটু চুপ করিয়া আছেন। ছোট খাটটিতে গিয়া বসিয়াছেন।

পণ্ডিত গান শুনিয়া মোহিত হইয়াছেন। তিনি অতি বিনীতভাবে ঠাকুরকে বলিতেছেন—"আবার গান হবে কি?"

ঠাকুর একটু পরেই আবার গান গাহিতেছেন—

শ্যামাপদ আকাশেতে মন ঘুড়িখান উড়িতেছিল,
কলুষের কুবাতাস পেয়ে গোপ্তা খেয়ে প'ড়ে গেল।

[২য় ভাগ—২য় খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ

গান—এবার আমি ভাল ভেবেছি।
ভাল ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি।
যে দেশে রজনী নাই, সেই দেশের এক লোক পেয়েছি।
আমি কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা সন্ধ্যারে বন্ধ্যা করেছি॥

গান—অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি।
আমি আর কি যমের ভয় রেখেছি॥
কালী নাম মহামন্ত্র আত্মশিরশিখায় বেঁধেছি।
(আমি) দেহ বেচে ভবের হাটে, শ্রীদুর্গানাম কিনে এনেছি॥

"দুর্গানাম কিনে এনেছি" এই কথা শুনিয়া পণ্ডিত অশ্রুবারি বিসর্জন করিতেছেন। ঠাকুর আবার গাহিতেছেন—

গান—কালী নাম কল্পতরু, হৃদয়ে রোপণ ক'রেছি
এবার শমন এলে হৃদয় খুলে দেখাব তাই বসে আছি॥
দেহের মধ্যে ছ'জন কুজন, তাদের ঘরে দূর ক'রেছি।
রামপ্রসাদ ব'লে দুর্গা বলে যাত্রা করে বসে আছি॥

গান—আপনাতে আপনি থেকো মন যেওনাক কারু ঘরে।
যা চাবি তা বসে পাবি (ওরে) খোঁজ নিজে অন্তঃপুরে॥

ঠাকুর গান গাহিয়া বলিতেছেন—মুক্তি অপেক্ষা ভক্তি বড়—

গান—আমি মুক্তি দিতে কাতর নই,
শুদ্ধা ভক্তি দিতে কাতর হই গো।
আমার ভক্তি যেবা পায় সে যে সেবা পায়,
তারে কেবা পায় সে যে ত্রিলোকজয়ী॥
শুদ্ধা ভক্তি এক আছে বৃন্দাবনে,
গোপগোপী ভিন্ন অন্যে নাহি জানে।
ভক্তির কারণে নন্দের ভবনে
পিতা জ্ঞানে নন্দের বাধা মাথায় বই॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শাস্ত্রপাঠ ও পাণ্ডিত্য মিথ্যা—তপস্যা চাই—বিজ্ঞানী

পণ্ডিত বেদাদি শাস্ত্র পড়িয়াছেন ও জ্ঞান চর্চা করেন। ঠাকুর ছোট খাটটিতে বসিয়া তাঁহাকে দেখিতেছেন ও গল্পচ্ছলে নানা উপদেশ দিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (পণ্ডিতের প্রতি)—বেদাদি অনেক শাস্ত্র আছে, কিন্তু সাধন না করলে তপস্যা না করলে—ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।

"ষড়্‌দর্শনে দর্শন মেলে না, আগম নিগম তন্ত্রসারে।

"তবে শাস্ত্রে যা আছে, সেই সব জেনে নিয়ে সেই অনুসারে কাজ করতে হয়। একজন একখানা চিঠি হারিয়ে ফেলেছিল। কোথায় রেখেছে মনে নাই। তখন সে প্রদীপ লয়ে খুঁজতে লাগল। দু'-তিনজন মিলে খুঁজে চিঠিখানা পেলে। তাতে লেখা ছিল, পাঁচ সের সন্দেশ আর একখানা কাপড় পাঠাইবে। সেইটুকু প'ড়ে ল'য়ে সে আবার চিঠিখানা ফেলে দিলে। তখন আর চিঠির কি দরকার। এখন পাঁচ সের সন্দেশ আর একখানা কাপড় কিনে পাঠালেই হবে।

[The Art of Teaching **পঠন, শ্রবণ ও দর্শনের তারতম্য**]

"পড়ার চেয়ে শুনা ভাল,—শুনার চেয়ে দেখা ভাল। গুরুমুখে বা সাধু-মুখে শুনলে ধারণা বেশী হয়,—আর শাস্ত্রের অসার ভাগ চিন্তা করতে হয় না।

"হনুমান বলেছিল, 'ভাই আমি তিথি-নক্ষত্র অত সব জানি না—আমি কেবল **রাম** চিন্তা করি।'

"শুনার চেয়ে দেখা আরও ভাল। দেখলে সব সন্দেহ চ'লে যায়। শাস্ত্রে অনেক কথা ত আছে; ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার না হ'লে—তাঁর পাদপদ্মে ভক্তি না হ'লে—চিত্তশুদ্ধি না হলে--সবই বৃথা। পাঁজিতে লিখেছে বিশ আড়া জল, —কিন্তু পাঁজি টিপ্‌লে এক ফোঁটাও পড়ে না! এক ফোঁটাই পড়, তাও না।

। বিচার কত দিন—ঈশ্বরদর্শন পর্যন্ত—বিজ্ঞানী কে? ।

"শাস্ত্রাদি নিয়ে বিচার কতদিন? যতদিন না ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার হয়। ভ্রমর গুন গুন করে কতক্ষণ? যতক্ষণ ফুলে না বসে। ফুলে ব'সে মধুপান করতে আরম্ভ করলে আর শব্দ নাই।

"তবে একটি আছে, ঈশ্বরকে দর্শনের পরও কথা চলতে পারে। সে কথা কেবল ঈশ্বরেরই আনন্দের কথা,—যেমন মাতালের 'জয় কালী' বলা। আর ভ্রমর ফুলে বসে মধুপান করার পর আধ আধ স্বরে গুন গুন করে।

বিজ্ঞানীর নাম করিয়া ঠাকুর বুঝি নিজের অবস্থা ইঙ্গিতে বলিতেছেন।

"জ্ঞানী 'নেতি নেতি' বিচার করে। এই বিচার করতে করতে যেখানে আনন্দ পায় সেই **ব্রহ্ম**।

"জ্ঞানীর স্বভাব কিরূপ?—জ্ঞানী আইন অনুসারে চলে।

"আমায় চানকে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে কতকগুলি সাধু দেখলাম। তারা কেউ কেউ সেলাই করছিল। (সকলের হাস্য)। আমরা যাওয়াতে সে সব ফেললে। তারপর পায়ের উপর পা দিয়ে ব'সে আমাদের সঙ্গে কথা কইতে লাগল। (সকলের হাস্য)।

"কিন্তু ঈশ্বরীয় কথা জিজ্ঞাসা না করলে জ্ঞানীরা সে সব কথা কয় না। আগে জিজ্ঞাসা করবে এখন, তুমি কেমন আছ।—ক্যায়সা হ্যায়—বাড়ির সব কেমন আছে।

"কিন্তু বিজ্ঞানীর স্বভাব আলাদা। তার এলানো স্বভাব—হয়ত কাপড় খানা আলগা—কি বগলের ভিতর—ছেলেদের মত!

"ঈশ্বর আছেন এইটি জেনেছে, এর নাম জ্ঞানী। কাঠে নিশ্চিত আগুন আছে যে জেনেছে সেই জ্ঞানী। কিন্তু কাঠ জেবলে রাঁধা, খাওয়া, হেউ-ঢেউ হ'য়ে যাওয়া, যার হয় তার নাম **বিজ্ঞানী**।

"কিন্তু বিজ্ঞানীর অষ্টপাশ খুলে যায়,—কাম-ক্রোধাদির আকার মাত্র থাকে।"

পণ্ডিত—"ভিদ্যন্তে হৃদয়গ্রন্থিঃ ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।"

[পূর্বকথা—কৃষ্ণকিশোরের বাড়ি গমন—ঠাকুরের বিজ্ঞানীর অবস্থা]

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, একখানা জাহাজ সমুদ্র দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ তার যত লোহা-লক্কড়, পেরেক, ইস্ক্রু উপড়ে যেতে লাগল। কাছে চুম্বকের পাহাড় ছিল তাই সব লোহা আল্‌গা হয়ে উপড়ে যেতে লাগল।

"আমি কৃষ্ণকিশোরের বাড়ি যেতাম। একদিন গিয়েছি, সে বললে, তুমি পান খাও কেন? আমি বললাম, খুশি পান খাব—আরশিতে মুখ দেখব,—হাজার মেয়ের ভিতর ন্যাংটো হয়ে নাচব! কৃষ্ণকিশোরের পরিবার তাকে বকতে লাগলো—বললে তুমি কারে কি বল?—রামকৃষ্ণকে কি বলছো?

"এ অবস্থা হ'লে কাম-ক্রোধাদি দগ্ধ হয়ে যায়। শরীরের কিছু হয় না; অন্য লোকের শরীরের মত দেখতে সব—কিন্তু ভিতর ফাঁক আর নির্মল।"

ভক্ত—ঈশ্বর দর্শনের পরও শরীর থাকে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—কারু কারু কিছু কর্মের জন্য থাকে,—লোকশিক্ষার জন্য। গঙ্গাস্নানে পাপ যায় আর মুক্তি হয়—কিন্তু চক্ষু অন্ধ যায় না। তবে পাপের জন্য যে কয় জন্ম কর্মভোগ করতে হয় সে কয় জন্ম আর হয় না। যে পাক দিয়েছে সেই পাকটাই কেবল ঘুরে যাবে। বাকীগুলো আর হবে না। কাম-ক্রোধাদি সব দগ্ধ হ'য়ে যায়,—তবে শরীরটা থাকে কিছু কর্মের জন্য।

পণ্ডিত—ওকেই সংস্কার বলে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বিজ্ঞানী সর্বদা ঈশ্বর দর্শন করে—তাই ত এরূপ এলানো ভাব। চক্ষু চেয়েও দর্শন করে। কখনও নিত্য হ'তে লীলাতে থাকে,—কখনও লীলা হতে নিত্যেতে যায়।

পণ্ডিত—এটি বুঝলাম না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—নেতি নেতি বিচার ক'রে সেই নিত্য অখণ্ড সচ্চিদানন্দে পেঁছয়। তারা এই বিচার করে—তিনি জীব নন, জগৎ নন, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব নন। নিত্যে পেঁছে আবার দেখে—তিনি এই সব হয়েছেন—জীব, জগৎ, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব।

"দুধকে দই পেতে মন্থন ক'রে মাখন তুলতে হয়। কিন্তু মাখন তোলা হ'লে দেখে যে, ঘোলেরই মাখন, মাখনেরই ঘোল। খোলেরই মাঝ, মাঝেরই খোল।"

পণ্ডিত (ভূধরের প্রতি, সহাস্যে)—বুঝলে? এ বুঝা বড় শক্ত!

শ্রীরামকৃষ্ণ—মাখন হয়েছে ত ঘোলও হয়েছে। মাখনকে ভাবতে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে ঘোলকেও ভাবতে হয়,—কেন না ঘোল না থাকলে মাখন হয় না। তাই নিত্যকে মানতে গেলেই লীলাকে মানতে হয়। অনুলোম ও বিলোম। সাকার-নিরাকার সাক্ষাৎকারের পর এই অবস্থা! সাকার চিন্ময়রূপ, নিরাকার অখণ্ড সচ্চিদানন্দ।

"তিনিই সব হয়েছেন,—তাই বিজ্ঞানীর 'এই সংসার মজার কুটি।' জ্ঞানীর পক্ষে 'এ সংসার ধোঁকার টাটি।' রামপ্রসাদ ধোঁকার টাটি বলেছিল। তাই একজন জবাব দিয়েছিল,—

এই সংসার মজার কুটি, আমি খাই দাই আর মজা লুটি।
ওরে বদ্যি নাহিক বুদ্ধি, বুঝিস্ কেবল মোটামুটি॥
জনক রাজা মহাতেজা তার কিসের ছিল ত্রুটি।
সে এদিক-ওদিক দুটিক রেখে খেয়েছিল দুধের বাটি॥

(সকলের হাস্য)

"বিজ্ঞানী ঈশ্বরের আনন্দ বিশেষরূপে সম্ভোগ করেছে। কেউ দুধ শুনেছে, কেউ দেখেছে, কেউ খেয়েছে। বিজ্ঞানী দুধ খেয়েছে আর খেয়ে আনন্দ লাভ করেছে ও হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে।"

ঠাকুর একটু চুপ করিলেন ও পণ্ডিতকে তামাক খাইতে বলিলেন। পণ্ডিত দক্ষিণ-পূর্বের লম্বা বারান্দায় তামাক খাইতে গেলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জ্ঞান ও বিজ্ঞান—ঠাকুর ও বেদোক্ত ঋষিগণ

পণ্ডিত ফিরিয়া আসিয়া আবার ভক্তদের সঙ্গে মেজেতে বসিলেন। ঠাকুর ছোট খাটটিতে বসিয়া আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (পণ্ডিতের প্রতি)—তোমাকে এইটে বলি। আনন্দ তিন প্রকার—বিষয়ানন্দ, ভজনানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ। যা সর্বদাই নিয়ে আছে—কামিনীকাঞ্চনের আনন্দ—তার নাম বিষয়ানন্দ। ঈশ্বরের নাম গুণগান ক'রে যে আনন্দ তার নাম ভজনানন্দ। আর ভগবান দর্শনের যে আনন্দ তার নাম ব্রহ্মানন্দ। ব্রহ্মানন্দ লাভের পর ঋষিদের স্বেচ্ছাচার হ'য়ে যেতো।

"চৈতন্যদেবের তিন রকম অবস্থা হ'তো—অন্তর্দশা, অর্ধবাহ্যদশা ও বাহ্যদশা। অন্তর্দশায় ভগবান দর্শন করে সমাধিস্থ হ'তেন,—জড়সমাধির অবস্থা হ'তো। অর্ধবাহ্য একটু বাহিরের হুঁশ থাকতো। বাহ্যদশায় নামগুণ কীর্ত্তন করতে পারতেন।"

হাজরা (পণ্ডিতের প্রতি)—এইতো সব সন্দেহ ঘুচান হল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (পণ্ডিতের প্রতি)—**সমাধি** কাকে বলে?—যেখানে মনের লয় হয়। জ্ঞানীর জড়সমাধি হয়,—'আমি', থাকে না। ভক্তিযোগের সমাধিকে চেতনসমাধি বলে। এতে সেব্য-সেবকের 'আমি' থাকে—রস-রসিকের 'আমি'—আস্বাদ্য-আস্বাদকের 'আমি'। ঈশ্বর সেব্য—ভক্ত সেবক; ঈশ্বর রসস্বরূপ—ভক্ত রসিক; ঈশ্বর আস্বাদ্য—ভক্ত আস্বাদক। চিনি হব না, চিনি খেতে ভালবাসি।

পণ্ডিত—তিনি যদি সব 'আমি' লয় করেন তা হ'লে কি হবে? চিনি যদি ক'রে লন?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—তোমার মনের কথা খুলে বল। 'মা কৌশল্যা, একবার প্রকাশ ক'রে বল!' (সকলের হাস্য)। তবে কি নারদ, সনক, সনাতন, সনন্দ, সনৎকুমার শাস্ত্রে নাই?

পণ্ডিত—আজ্ঞা হাঁ, শাস্ত্রে আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তারা জ্ঞানী হ'য়েও 'ভক্তের আমি' রেখে দিয়েছিল। তুমি ভাগবৎ পড় নাই?

পণ্ডিত—কতক পড়েছি;—সম্পূর্ণ নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—প্রার্থনা কর। তিনি দয়াময়। তিনি কি ভক্তের কথা শুনেন না? তিনি কল্পতরু। তাঁর কাছে গিয়ে যে যা চাইবে তাই পাবে।

পণ্ডিত—আমি তত এসব চিন্তা করি নাই। এখন সব বুঝ্‌ছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ব্রহ্মজ্ঞানের পরও ঈশ্বর একটু 'আমি' রেখে দেন। সেই—'আমি'—'ভক্তের আমি' 'বিদ্যার আমি'। তা হ'তে এ অনন্ত লীলা আস্বাদন হয়। মুসল সব ঘ'সে একটু তাতেই আবার উলুবনে প'ড়ে কুলনাশন—যদুবংশ ধ্বংস হ'লো। বিজ্ঞানী তাই এই 'ভক্তের আমি' 'বিদ্যার আমি' রাখে—আস্বাদনের জন্য, লোক শিক্ষার জন্য।

[**ঋষিরা ভয়তরাসে**—A new light on the Vedanta]

"ঋষিরা ভয়তরাসে। তাদের ভাব কি জান? আমি যো সো ক'রে যাচ্ছি আবার কে আসে? খাদি কাঠ আপনি যো সো ক'রে ভেসে যায়—কিন্তু তার উপর একটি পাখী বস্‌লে ডুবে যায়। নারদাদি বাহাদুরী কাঠ, আপনিও ভেসে যায়, আবার অনেক জীব-জন্তুকেও নিয়ে যেতে পারে। স্টীম্‌বোট্‌ (কলের জাহাজ)—আপনিও পার হ'য়ে যায় এবং অপরকে পার ক'রে নিয়ে যায়।

"নারদাদি আচার্য বিজ্ঞানী,—অন্য ঋষিদের চেয়ে সাহসী। যেমন পাকা

খেলোয়ার ছকবাঁধা খেলা খেলতে পারে। কি চাও, ছয় না পাঁচ? ফি বারেই ঠিক পড়ছে!—এমনি খেলোয়ার!—সে আবার মাঝে মাঝে গোঁপে তা দেয়।

"শুধু জ্ঞানী যারা, তারা ভয়তরাসে। যেমন শতরঞ্চ খেলায় কাঁচা লোকেরা ভাবে, যো সো ক'রে একবার ঘুঁটি উঠলে হয়। বিজ্ঞানীর কিছুতেই ভয় নাই। সে সাকার-নিরাকার সাক্ষাৎকার করেছে!—ঈশ্বরের সঙ্গে আলাপ করেছে!—ঈশ্বরের আনন্দ সম্ভোগ করেছে!

"তাঁকে চিন্তা ক'রে, অখণ্ডে মন লয় হ'লেও আনন্দ,—আবার মন লয় না হ'লেও লীলাতে মন রেখেও আনন্দ।

"শুধু জ্ঞানী একঘেয়ে,—কেবল বিচার কচ্চে 'এ নয় এ নয়,—এ সব স্বপ্নবৎ।' আমি দু'হাত ছেড়ে দিয়েছি, তাই সব লই।

"একজন ব্যানের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। ব্যান তখন সুতো কাটছিল,—নানা রকমের রেশমের সুতা। ব্যান তার ব্যানকে দেখে খুব আনন্দ করতে লাগ্‌লো;—আর বললে—'ব্যান, তুমি এসেছ ব'লে আমার যে কি আনন্দ হয়েছে, তা বলতে পারি না,—যাই তোমার জন্য কিছু জল খাবার আনিগে।' ব্যান জলখাবার আনতে গেছে:—এদিকে নানা রঙের রেশমের সুতা দেখে এ ব্যানের লোভ হয়েছে। সে একতাড়া সুতা বগলে ক'রে লুকিয়ে ফেললে। ব্যান জলখাবার নিয়ে এলো:—আর অতি উৎসাহের সহিত—জল খাওয়াতে লাগলো। কিন্তু সুতার দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বুঝতে পারলে যে, একতাড়া সুতো ব্যান সরিয়েছেন। তখন সে সুতোটা আদায় করবার একটা ফন্দী ঠাওরালে।

"সে বল্‌ছে, 'ব্যান, অনেক দিনের পর তোমার সহিত সাক্ষাৎ হ'লো। আজ ভারী আনন্দের দিন। আমার ভারী ইচ্ছা কচ্ছে যে দুজনে নৃত্য করি।' সে বললে—'ভাই আমারও ভারী আনন্দ হয়েছে।' তখন দুই ব্যানে নৃত্য করতে লাগলো। ব্যান দেখলে যে, ইনি বাহু না তুলে নৃত্য করছেন। তখন তিনি বললেন, 'এস ব্যান দুহাত তুলে আমরা নাচি,—আজ ভারী আনন্দের দিন।' কিন্তু তিনি এক হাতে বগল টিপে আর একটি হাত তুলে নাচতে লাগলেন। তখন ব্যান বললেন, 'ব্যান ওকি! এক হাত তুলে নাচা কি, এস দুহাত তুলে নাচি। এই দেখ, আমি দু'হাত তুলে নাচছি।' কিন্তু তিনি বগল টিপে হেসে হেসে এক হাত তুলেই নাচতে লাগলেন আর বললেন, 'যে যেমন জানে ব্যান!'

"আমি বগলে হাত দিয়ে টিপি না,—আমি দু'হাত ছেড়ে দিয়েছি,—আমার ভয় নাই। তাই আমি নিত্য-লীলা দুই লই।"

ঠাকুর কি বলিতেছেন যে জ্ঞানীর লোকমান্য হবার কামনা, জ্ঞানীর মুক্তি

কামনা, এই সব থাকে ব'লে দু'হাত তুলে নাচতে পারে না? নিত্যলীলা দুই নিতে পারে না? আর জ্ঞানীর ভয় আছে, পাছে বদ্ধ হই,—বিজ্ঞানীর ভয় নাই?

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেশব সেনকে বললাম যে, 'আমি' ত্যাগ না করলে হবে না। সে বললে, তা হলে মহাশয় দলটল থাকে না। তখন আমি বললাম, 'কাঁচা আমি', 'বজ্জাৎ আমি'—ত্যাগ করতে বলছি; কিন্তু 'পাকা আমি'—'বালকের আমি'—'ঈশ্বরের দাস আমি' 'বিদ্যার আমি' এতে দোষ নাই। 'সংসারীর আমি'—'অবিদ্যার আমি'—'কাঁচা আমি'—একটা মোটা লাঠির ন্যায়। সচ্চিদানন্দ-সাগরের জল ঐ লাঠি যেন দুই ভাগ করছে। কিন্তু 'ঈশ্বরের দাস আমি,' 'বালকের আমি', 'বিদ্যার আমি' জলের উপর রেখার ন্যায়। জল এক, বেশ দেখা যাচ্ছে—শুধু মাঝখানে একটি রেখা, যেন দু'ভাগ জল। বস্তুতঃ এক জল,—দেখা যাচ্ছে।

"শংকরাচার্য 'বিদ্যার আমি' রেখেছিলেন—লোকশিক্ষার জন্য।

[ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পর 'ভক্তের আমি'—গোপীভাব]

"ব্রহ্মজ্ঞানলাভের পরেও অনেকের ভিতর তিনি 'বিদ্যার আমি'—'ভক্তের আমি' রেখে দেন। হনুমান সাকার নিরাকার সাক্ষাৎকার করবার পর সেব্য সেবকের ভাবে, ভক্তির ভাবে থাকতেন। রামচন্দ্রকে বলেছিলেন, 'রাম, কখন ভাবি তুমি পূর্ণ, আমি অংশ; কখন ভাবি, তুমি সেব্য আমি সেবক; আর রাম যখন তত্ত্বজ্ঞান হয় তখন দেখি তুমিই আমি, আমিই তুমি!

"যশোদা কৃষ্ণ বিরহে কাতর হ'য়ে শ্রীমতীর কাছে গেলেন। তাঁর কষ্ট দেখে শ্রীমতী তাঁকে স্বরূপে দেখা দিলেন—আর বললেন '**কৃষ্ণ চিদাত্মা** আর **আমি চিৎশক্তি**। মা তুমি আমার কাছে বর লও।' যশোদা বললেন, মা আমার ব্রহ্মজ্ঞান চাই না—কেবল এই বর দাও যেন ধ্যানে গোপালের রূপ সর্বদা দর্শন হয়, আর কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ যেন সর্বদা হয়, আর ভক্তদের যেন আমি সেবা করতে পারি,—আর তাঁর নাম গুণকীর্ত্তন যেন আমি সর্বদা করতে পারি।

"গোপীদের ইচ্ছা হয়েছিল, ভগবানের ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন করে। কৃষ্ণ তাদের যমুনায় ডুব দিতে বললেন। ডুব দেওয়াও যা অমনি বৈকুন্ঠে সব্বাই উপস্থিত;—ভগবানের সেই ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ রূপ দর্শন হ'ল,— কিন্তু ভাল লাগল না। তখন কৃষ্ণকে তারা বললে, আমাদের গোপালকে দর্শন, গোপালের সেবা এই যেন থাকে আর আমরা কিছুই চাই না।

"মথুরা যাবার আগে কৃষ্ণ ব্রহ্মজ্ঞান দিবার উদ্যোগ করেছিলেন। বলেছিলেন, আমি সর্বভূতের অন্তরে বাহিরে আছি। তোমরা কি একটি রূপ

কেবল দেখছ? গোপীরা ব'লে উঠলো, 'কৃষ্ণ, তবে কি আমাদের ত্যাগ ক'রে যাবে তাই ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দিচ্ছ?'

"গোপীদের ভাব কি জান? আমরা রাইয়ের, রাই আমাদের।"

একজন ভক্ত—এই 'ভক্তের আমি' কি একেবারে যায় না?

[Sri Ramkrishna and the Vedanta]

শ্রীরামকৃষ্ণ—ও 'আমি' এক একবার যায়। তখন ব্রহ্মজ্ঞান হ'য়ে সমাধিস্থ হয়। আমারও যায়। কিন্তু বরাবর নয়। সা রে গা মা পা ধা নি,—কিন্তু 'নি'তে অনেকক্ষণ থাকা যায় না,—আবার নীচের গ্রামে নামতে হয়। আমি বলি 'মা আমায় ব্রহ্মজ্ঞান দিও না।' আগে সাকারবাদীরা খুব আস্‌তো। তারপর ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানীরা আস্‌তে আরম্ভ করলে! তখন প্রায় ঐরূপ বেহুঁশ হয়ে সমাধিস্থ হ'তাম—আর হুঁশ হলেই বলতাম, মা আমায় ব্রহ্মজ্ঞান দিও না।

পণ্ডিত—আমরা বললে তিনি শুনবেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঈশ্বরকল্পতরু। যে যা চাইবে, তাই পাবে। কিন্তু কল্পতরুর কাছে থেকে চাইতে হয়, তবে কথা থাকে।

"তবে একটি কথা আছে—তিনি ভাবগ্রাহী। যে যা মনে ক'রে সাধনা করে তার সেইরূপই হয়। যেমন ভাব তেমনি লাভ। একজন বাজীকর খেলা দেখাচ্ছে রাজার সামনে। আর মাঝে মাঝে বলছে রাজা টাকা দেও, কাপড়া দেও। এমন সময়ে তার জিব তালুর মূলের কাছে উল্টে গেল। অমনি কুম্ভক হ'য়ে গেল। আর কথা নাই, শব্দ নাই, স্পন্দ নাই! তখন সকলে তাকে ইটের কবর তৈয়ার ক'রে সেই ভাবেই পুঁতে রাখলে! হাজার বৎসর পরে সেই কবর কে খুঁড়েছিল। তখন লোকে দেখে যে একজন যেন সমাধিস্থ হ'য়ে ব'সে আছে! তারা তাকে সাধু মনে করে পূজা করতে লাগল। এমন সময় নাড়াচাড়া দিতে দিতে জিব তালু থেকে সরে এল। তখন তার চৈতন্য হলো, আর সে চীৎকার করে বলতে লাগলো, লাগ ভেল্‌কী লাগ! রাজা টাকা দেও, কাপড়া দেও!

"আমি কাঁদতাম আর বলতাম্‌, **মা বিচার-বুদ্ধিতে বজ্রাঘাত হ'ক!**"

পণ্ডিত—তবে আপনারও (বিচারবুদ্ধি) ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, একবার ছিল।

পণ্ডিত—তবে বলে দিন, তা'হলে আমাদেরও যাবে। আপনার কেমন ক'রে গেল?

শ্রীরামকৃষ্ণ—অমনি একরকম ক'রে গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ঈশ্বরদর্শন জীবনের উদ্দেশ্য—তাহার উপায়

[ঐশ্বর্য ও মাধুর্য—কেহ কেহ ঐশ্বর্যজ্ঞান চায় না]

ঠাকুর কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া আছেন। আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—**ঈশ্বর কল্পতরু**। তাঁর কাছে থেকে চাইতে হয়। তখন যে যা চায় তাই পায়।

“ঈশ্বর কত কি করেছেন। তাঁর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড—তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্যের জ্ঞান আমার দরকার কি! আর যদি জানতে ইচ্ছা করে, আগে তাঁকে লাভ করতে হয়, তারপর তিনি ব'লে দেবেন। যদু মল্লিকের ক'খানা বাড়ি, কত কোম্পানির কাগজ আছে এ সব আমার কি দরকার! আমার দরকার, যো সো করে বাবুর সঙ্গে আলাপ করা! তা পগার ডিঙিয়েই হোক!—প্রার্থনা ক'রেই হোক্! বা দ্বারবানের ধাক্কা খেয়েই হোক্—আলাপের পর কত কি আছে একবার জিজ্ঞাসা করলে বাবুই ব'লে দেয়। আবার বাবুর সঙ্গে আলাপ হ'লে আমলারাও মানে। (সকলের হাস্য)।

“কেউ কেউ ঐশ্বর্যের জ্ঞান চায় না। শুঁড়ীর দোকানে কত মণ মদ আছে আমার কি দরকার! আমার এক বোতলেতেই হয়ে যায়। ঐশ্বর্য জ্ঞান চাইবে কি, যেটুকু মদ খেয়েছে তাতেই মত্ত!

[জ্ঞানযোগ বড় কঠিন—অবতারাদি নিত্যসিদ্ধ]

“ভক্তিযোগ জ্ঞানযোগ এ সবই পথ। যে পথ দিয়েই যাও তাঁকে পাবে। ভক্তির পথ সহজ পথ। জ্ঞান বিচারের পথ কঠিন পথ।

“কোন পথটি ভাল অতো বিচার করবার কি দরকার। বিজয়ের সঙ্গে অনেকদিন কথা হয়েছিল, বিজয়কে বললাম, একজন প্রার্থনা করতো, 'হে ঈশ্বর! তুমি যে কি, কেমন আছ, আমায় দেখা দাও!'

“জ্ঞান বিচারের পথ কঠিন। পার্বতী গিরিরাজকে নানা ঈশ্বরীয় রূপে দেখা দিয়ে বললেন, 'পিতা, যদি ব্রহ্মজ্ঞান চাও সাধু সঙ্গ কর।'

“ব্রহ্ম কি মুখে বলা যায় না। রামগীতায় আছে, কেবল তটস্থ লক্ষণের দ্বারা তাঁকে বলা যায়, যেমন গঙ্গার উপর ঘোষপল্লী। গঙ্গার তটের উপর আছে এই কথা ব'লে ঘোষপল্লীকে ব্যক্ত করা যায়।

“নিরাকার ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হবে না কেন? তবে বড় কঠিন। বিষয় বুদ্ধির লেশ থাকলে হবে না। ইন্দ্রিয়ের বিষয় যত আছে—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ

সমস্ত ত্যাগ হ'লে,—মনের লয় হ'লে—তবে অনুভবে বোধে বোধ হয়। আর **অস্তিমাত্র** জানা যায়।"

পণ্ডিত—অস্তিত্যোপলব্ধব্য ইত্যাদি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁকে পেতে গেলে একটা ভাব আশ্রয় করতে হয়,—বীরভাব, সখীভাব বা দাসীভাব আর সন্তানভাব।

মণি মল্লিক—তবে আঁট হ'বে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি সখীভাবে অনেকদিন ছিলাম। বলতাম, 'আমি আনন্দময়ী ব্রহ্মময়ীর দাসী,—ওগো দাসীরা আমায় তোমরা দাসী কর, আমি গরব ক'রে চলে যাব, বলতে বলতে যে, আমি ব্রহ্মময়ীর দাসী!"

"কারু কারু সাধন না ক'রেও ঈশ্বর লাভ হয়,—তাদের নিত্য সিদ্ধ বলে। যারা জপ-তপাদি সাধনা ক'রে ঈশ্বর লাভ করেছে তাদের বলে সাধনসিদ্ধ। আবার কেউ কৃপাসিদ্ধ,—যেমন হাজার বছরের অন্ধকার ঘর, প্রদীপ নিয়ে গেলে একক্ষণে আলো হয়ে যায়!

"আবার আছে হঠাৎসিদ্ধ,—যেমন গরীবের ছেলে বড় মানুষের নজরে পড়ে গেছে। বাবু তাকে মেয়ে বিয়ে দিলে,—সেই সঙ্গে বাড়ি ঘর গাড়ি দাস-দাসী সব হ'য়ে গেল।

"আর আছে স্বপ্নসিদ্ধ—স্বপ্নে দর্শন হ'ল।"

সুরেন্দ্র (সহাস্যে)—আমরা এখন ঘুমুই,—পরে বাবু হয়ে যা'ব।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সস্নেহে)—তুমি ত বাবু আছই। 'ক'য়ে আকার দিলে 'কা' হয়;—আবার একটা আকার দেওয়া বৃথা;—দিলে সেই 'কা'ই হবে! (সকলের হাস্য)।

"নিত্যসিদ্ধ আলাদা থাক—যেমন অরণি কাষ্ঠ, একটু ঘসলেই, আগুন,—আবার না ঘসলেও হয়। একটু সাধন করলেই নিত্যসিদ্ধ ভগবানকে লাভ করে, আবার সাধন না করলেও পায়।

"তবে নিত্যসিদ্ধ ভগবান লাভ করার পর সাধন করে। যেমন লাউ-কুমড়ো গাছে আগে ফল হয় তারপর ফুল।"

পণ্ডিত লাউ-কুমড়োর ফল আগে হয় শুনিয়া হাসিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আর নিত্যসিদ্ধ হোমাপাখীর ন্যায়। তার মা উচ্চ আকাশে থাকে। প্রসবের পর ছানা পৃথিবীর দিকে পড়তে থাকে। পড়তে পড়তে ডানা উঠে ও চোখ ফুটে। কিন্তু মাটি গায়ে আঘাত না লাগতে লাগতে মা'র দিকে চোঁচা দৌড় দেয়। কোথায় মা, কোথায় মা! দেখ না প্রহ্লাদের 'ক' লিখতে চক্ষে ধারা!

ঠাকুর নিত্যসিদ্ধের কথায়, অরণি কাঠ ও হোমা পাখীর দৃষ্টান্তের দ্বারা কি নিজের অবস্থা বুঝাইতেছেন?

ঠাকুর পণ্ডিতের বিনীত ভাব দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন। পণ্ডিতের স্বভাবের বিষয় ভক্তদের বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—এঁর স্বভাবটি বেশ। মাটির দেওয়ালে পেরেক পুঁতলে কোন কষ্ট হয় না। পাথরে পেরেকের গোড়া ভেঙে যায় তবু পাথরের কিছু হয় না। এমন সব লোক আছে হাজার ঈশ্বর-কথা শুনুক, কোন মতে চৈতন্য হয় না,—যেমন কুমীর—গায়ে তরবারির চোপ লাগে না!

[পাণ্ডিত্য অপেক্ষা সাধন ভাল—বিবেক]

পণ্ডিত—কুমীরের পেটে বর্শা মারলে হয়। (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—গুচ্ছির শাস্ত্র পড়্‌লে কি হবে? ফ্যালাজফী (Philosophy)! (সকলের হাস্য)।

পণ্ডিত (সহাস্যে)—ফ্যালাজফী বটে!

শ্রীরামকৃষ্ণ—লম্বা লম্বা কথা বললে কি হবে? বাণ-শিক্ষা করতে গেলে আগে কলাগাছ তাগ করতে হয়,—তারপর শর গাছ,—তারপর সল্‌তে,—তারপর উড়ে যাচ্ছে যে পাখী।

“তাই **আগে সাকারে মনস্থির** করতে হয়।

“আবার ত্রিগুণাতীত ভক্ত আছে,—নিত্য ভক্ত যেমন নারদাদি। সে ভক্তিতে চিন্ময় শ্যাম, চিন্ময় ধাম, চিন্ময় সেবক,—নিত্য ঈশ্বর, নিত্য ভক্ত, নিত্য ধাম।

“যাঁরা নেতি নেতি জ্ঞানবিচার করছে, তারা অবতার মানে না। হাজরা বেশ বলে,—**ভক্তের** জন্যই অবতার,—জ্ঞানীর জন্য অবতার নয়, তারা ত সোঽহং হয়ে বসে আছে।”

ঠাকুর ও ভক্তেরা সকলেই কিয়ৎকাল চুপ করিয়া আছেন। এইবার পণ্ডিত কথা কহিতেছেন।

পণ্ডিত—আজ্ঞে, কিসে নিষ্ঠুর ভাবটা যায়? হাস্য দেখলে মাংসপেশী (muscles) স্নায়ু (nerves) মনে পড়ে। শোক দেখলে কি রকম nervous system মনে পড়ে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—নারাণ শাস্ত্রী তাই বলতো, শাস্ত্র পড়ার দোষ,—তর্ক বিচার এই সব এনে ফেলে!’

পণ্ডিত—আজ্ঞে, উপায় কি কিছুই নাই?—একটু মার্দব—

শ্রীরামকৃষ্ণ—আছে—**বিবেক**। একটা গান আছে,—

‘বিবেক নামে তার বেটারে তত্ত্বকথা তায় সুধাবি।’

“**বিবেক, বৈরাগ্য, ঈশ্বরে অনুরাগ—এই উপায়।** বিবেক না হ'লে কথা কখন ঠিক ঠিক হয় না। সামাধ্যায়ী অনেক ব্যাখ্যার পর বললে, 'ঈশ্বর নীরস!' একজন বলেছিল, 'আমাদের মামাদের এক গোয়াল ঘোড়া আছে।' গোয়ালে কি ঘোড়া থাকে?

(সহাস্যে) “তুমি ছানাবড়া হ'য়ে আছ। এখন দু'পাঁচ দিন রসে পড়ে থাকলে তোমার পক্ষেও ভাল, পরেরও ভাল! দু'পাঁচ দিন।”

পণ্ডিত (ঈষৎ হাসিয়া)—ছানাবড়া পুড়ে অঙ্গার হয়ে গিয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—না, না; আরসুলার রং হয়েছে।

হাজরা—বেশ ভাজা হয়েছে,—এখন রস খাবে বেশ।

[পূর্বকথা—তোতাপুরীর উপদেশ—গীতার অর্থ—ব্যাকুল হও]

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি জান,—শাস্ত্র বেশী পড়বার দরকার নাই। বেশী পড়লে তর্ক বিচার এসে পড়ে। ন্যাংটা আমায় শেখাতো—উপদেশ দিতো—গীতা দশবার বললে যা হয় তাই গীতার সার!—অর্থাৎ 'গীতা' 'গীতা' দশবার বলতে বলতে 'ত্যাগী' 'ত্যাগী' হ'য়ে যায়।

“উপায়—বিবেক, বৈরাগ্য, আর ঈশ্বরে অনুরাগ। কিরূপ অনুরাগ? ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল,—যেমন ব্যাকুল হয়ে 'বৎসেব পিছে গাভী ধায়।'

পণ্ডিত—বেদে ঠিক অমনি আছে, গাভী যেমন বৎসের জন্য ডাকে, তোমাকে আমরা তেমনি ডাক্‌ছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ব্যাকুলতার সঙ্গে কাঁদো। আর বিবেক বৈরাগ্য এনে যদি কেউ সর্বত্যাগ করতে পারে,—তা হ'লে সাক্ষাৎকার হ'বে।

“সে ব্যাকুলতা এলে উন্মাদের অবস্থা হয়—তা জ্ঞানপথেই থাকো, আর ভক্তিপথেই থাকো। দুর্বাসার জ্ঞানোন্মাদ হয়েছিল।

“সংসারীর জ্ঞান আর সর্বত্যাগীর জ্ঞান—অনেক তফাৎ। সংসারীর জ্ঞান—দীপের আলোর ন্যায় ঘরের ভিতরটি আলো হয়,—নিজের দেহ ঘরকন্না ছাড়া আর কিছু বুঝতে পারে না। সর্বত্যাগীর জ্ঞান, সূর্যের আলোর ন্যায়! সে আলোতে ঘরের ভিতর বা'র সব দেখা যায়। চৈতন্যদেবের জ্ঞান সৌরজ্ঞান —জ্ঞানসূর্যের আলো! আবার তাঁর ভিতর ভক্তিচন্দ্রের শীতল আলোও ছিল। ব্রহ্মজ্ঞান, ভক্তিপ্রেম, দুই-ই ছিল।

ঠাকুর কি চৈতন্যদেবের অবস্থা বর্ণনা করিয়া নিজের অবস্থা বলিতেছেন?

[জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগ—কলিতে নারদীয় ভক্তি]

“অভাবমুখ চৈতন্য আর ভাবমুখ চৈতন্য। ভাব ভক্তি একটি পথ আছে: আর অভাবের একটি আছে। তুমি অভাবের কথা বলছ। কিন্তু 'সে বড় কঠিন

ঠাঁই গুরু-শিষ্যে দেখা নাই!' জনকের কাছে শুকদেব ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশের জন্য গেলেন। জনক বললেন, 'আগে দক্ষিণা দিতে হ'বে,—তোমার ব্রহ্মজ্ঞান হ'লে আর দক্ষিণা দেবে না—কেন না তখন গুরুশিষ্যে ভেদ থাকে না।'

"ভাব অভাব সবই পথ। অনন্ত মত অনন্ত পথ। কিন্তু একটি কথা আছে। **কলিতে নারদীয় ভক্তি**—এই বিধান। এ পথে প্রথমে ভক্তি, ভক্তি পাকলে ভাব, ভাবের চেয়ে উচ্চ মহাভাব আর প্রেম। মহাভাব আর প্রেম জীবের হয় না। যার তা হয়েছে তার বস্তুলাভ অর্থাৎ ঈশ্বরলাভ হয়েছে।"

পণ্ডিত—আজ্ঞে, বলতে গেলে ত অনেক কথা দিয়ে বুঝাতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি নেজামুড়া বাদ দিয়ে বলবে হে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কালীব্রহ্ম, ব্রহ্মশক্তি অভেদ—সর্বধর্মসমন্বয়

শ্রীযুক্ত মণি মল্লিকের সঙ্গে পণ্ডিত কথা কহিতেছেন। মণি মল্লিক ব্রাহ্ম-সমাজের লোক। পণ্ডিত ব্রাহ্ম-সমাজের দোষগুণ লইয়া ঘোর তর্ক করিতেছেন। ঠাকুর ছোট খাটটিতে বসিয়া দেখিতেছেন ও হাস্য করিতেছেন। মাঝে মাঝে বলিতেছেন, "এই সত্ত্বের তমঃ—বীরের ভাব। এ সব চাই। **অন্যায় অসত্য দেখলে চুপ ক'রে থাকতে নাই।** মনে কর, নষ্ট স্ত্রী পরমার্থ হানি করতে আসছে, তখন এই বীরের ভাব ধরতে হয়। তখন বলবে, কি শ্যালি! আমার পরমার্থ হানি করবি!—এক্ষণি তোর শরীর চিরে দিব।"

আবার হাসিয়া বলিতেছেন, "মণি মল্লিকের ব্রাহ্মসমাজের মত অনেক দিনের—ওর ভিতর তোমার মত ঢোকাতে পারবে না। পুরানো সংস্কার কি এমনি যায়? একজন হিন্দু বড় ভক্ত ছিল,—সর্বদা জগদম্বার পূজা আর নাম করত। মুসলমানদের যখন রাজ্য হ'লো তখন সেই ভক্তকে ধরে মুসলমান ক'রে দিল, আর বললে, তুই এখন মুসলমান হয়েছিস, বল আল্লা! কেবল আল্লা নাম জপ কর। সে অনেক কষ্টে আল্লা, আল্লা বলতে লাগলো। কিন্তু এক একবার ব'লে ফেলতে লাগলো **জগদম্বা!** তখন মুসলমানেরা তাকে মারতে যায়। সে বলে, দোহাই শেখজী! আমায় মারবেন না, আমি তোমাদের আল্লা নাম করতে খুব চেষ্টা করছি, কিন্তু আমাদের জগদম্বা আমার কণ্ঠা পর্যন্ত রয়েছেন, তোমাদের আল্লাকে ঠেলে ঠেলে দিচ্ছেন। (সকলের হাস্য)।

(পণ্ডিতের প্রতি, সহাস্যে)—"মণি মল্লিককে কিছু বোলো না।

"কি জানো, রুচিভেদ, আর যার যা পেটে সয়। তিনি নানা ধর্ম নানা মত

করেছেন—অধিকারী বিশেষের জন্য। সকলে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী নয়, তাই আবার তিনি সাকার পূজার ব্যবস্থা করেছেন। মা ছেলেদের জন্য বাড়িতে মাছ এনেছে। সেই মাছে ঝোল, অম্বল, ভাজা আবার পোলাও করলেন। সকলের পেটে কিছু পোলাও সয় না; তাই কারু কারু জন্য মাছের ঝোল করেছেন,—তারা পেট রোগা। আবার কারু সাধ অম্বল খায়, বা মাছ ভাজা খায়। প্রকৃতি আলাদা—আবার অধিকারী ভেদ।"

সকলে চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর পণ্ডিতকে বলিতেছেন, "যাও একবার ঠাকুর দর্শন করে এসো,—আবার বাগানে একটু বেড়াও।"

বেলা সাড়ে পাঁচটা বাজিয়াছে। পণ্ডিত ও তাঁহার বন্ধুরা গাত্রোত্থান করিলেন; ঠাকুরবাড়ি দেখিবেন। ভক্তেরাও কেহ কেহ তাঁহাদের সঙ্গে গেলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর ও মাষ্টার সমভিব্যাপারে বেড়াইতে বেড়াইতে গঙ্গা-তীরে বাঁধা ঘাটের দিকে যাইতেছেন। ঠাকুর মাষ্টারকে, বলিতেছেন "বাবুরাম এখন বলে—পড়ে শুনে কি হবে।"

গঙ্গাতীরে পণ্ডিতের সহিত ঠাকুরের আবার দেখা হইল। ঠাকুর বলিতেছেন, "কালী ঘরে যাবে না?—তাই এলুম।" পণ্ডিত ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—"আজ্ঞে, চলুন দর্শন করি গিয়ে।"

ঠাকুর সহাস্যবদন। চাঁদনির ভিতর দিয়া কালী ঘরের দিকে যাইতে যাইতে বলিতেছেন, "একটা গান আছে।" এই বলিয়া মধুর সুর করিয়া গাহিতেছেন—

"মা কি আমার কালো রে!
কালরূপ দিগম্বরী হৃদিপদ্ম করে আলো রে!"

চাঁদনি হইতে প্রাঙ্গণে আসিয়া আবার বলিতেছেন, একটা গানে আছে,—'জ্ঞানাগ্নি জেবলে ঘরে, ব্রহ্মময়ীর রূপ দেখ না!'

মন্দিরে আসিয়া ঠাকুর ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। মা'র শ্রীপাদপদ্মে জবা বিল্ব, ত্রিনয়নী ভক্তদের কতই স্নেহ চক্ষে দেখিতেছেন। হস্তে বরাভয়। মা বারাণসী চেলী ও বিবিধ অলঙ্কার পড়িয়াছেন।

শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভূধরের দাদা বলিতেছেন "শুনেছি নবীন ভাস্করের নির্মাণ।" ঠাকুর বলিতেছেন, "তা জানি না—জানি ইনি **চিন্ময়ী!"**

ভক্তসঙ্গে ঠাকুর নাটমন্দিরে বেড়াইতে বেড়াইতে দক্ষিণাস্য হইয়া আসিতেছেন! বলিদানের স্থান দেখিয়া পণ্ডিত বলিতেছেন, "মা পাঁঠা কাটা দেখতে পান না।" (সকলের হাস্য)।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ঠাকুর এইবার ফিরিতেছেন। বাবুরামকে বলিলেন, আরে আয়! মাষ্টারও সঙ্গে আসিলেন।

সন্ধ্যা হইয়াছে। ঘরের পশ্চিমের গোল বারান্দায় আসিয়া ঠাকুর বসিয়াছেন ভাবস্থ,—অর্ধ বাহ্য। কাছে বাবুরাম ও মাষ্টার।

আজকাল ঠাকুরের সেবার কষ্ট হইয়াছে। রাখাল আজকাল থাকেন না। কেহ কেহ আছেন,—কিন্তু তাঁহারা ঠাকুরের সকল অবস্থাতে ছুঁতে পারেন না। ঠাকুর সঙ্কেত ক'রে বাবুরামকে বলিতেছেন—"হ—ছু—না—রা—ছু" এ অবস্থায় আর কাকেও ছুঁতে দিতে পারি না তুই থাক্ তা হ'লে ভাল হয়।"

[ঈশ্বরলাভ ও কর্মত্যাগ—নূতন হাঁড়ি—গৃহীভক্ত ও নষ্টা স্ত্রী]

পণ্ডিত ঠাকুরবাড়ি দর্শন করিয়া ঠাকুরের ঘরে ফিরিয়াছেন। ঠাকুর পশ্চিমের গোল বারান্দা হইতে বলিতেছেন, তুমি একটু জল খাও। পণ্ডিত বললেন, আমি সন্ধ্যা করি নাই। অমনি ঠাকুর ভাবে মাতোয়ারা হইয়া গান গাহিতেছেন,—ও দাঁড়াইয়া পড়িলেন—

গয়াগঙ্গা প্রভাসাদি, কাশী কাঞ্চী কেবা চায়।
কালী কালী বলে আমার অজপা যদি ফুরায়॥
ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী, পূজো সন্ধ্যা সে কি চায়।
সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে কভু সন্ধি নাহি পায়॥
পূজো হোম জপ যজ্ঞ আর কিছু না মনে লয়।
মদনেরই যাগযজ্ঞ ব্রহ্মময়ীর রাঙ্গা পায়॥

ঠাকুর প্রেমোন্মত্ত হইয়া আবার বলিতেছেন, কত দিন সন্ধ্যা? যত দিন ওঁ বলতে মন লীন না হয়।

পণ্ডিত—তবে জল খাই, তারপর সন্ধ্যা ক'রব।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি তোমার স্রোতে বাধা দিব না। সময় না হ'লে ত্যাগ ভাল না। ফল পাকলে ফুল আপনি ঝরে। কাঁচা বেলায় নারিকেলের বেল্লো টানাটানি করতে নাই,—ও রকম ক'রে ভাঙ্গলে গাছ খারাপ হয়।

সুরেন্দ্র বাড়ি যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। বন্ধুবর্গকে আহ্বান করিতে-ছেন। তাঁহার গাড়ীতে লইয়া যাইবেন।

সুরেন্দ্র—মহেন্দ্রবাবু যাবেন?

ঠাকুর এখনও ভাবস্থ, সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হন নাই। তিনি সেই অবস্থাতেই

সুরেন্দ্রকে বলিতেছেন, তোমার ঘোড়া যত বইতে পারে তার বেশী নিয়ো না। সুরেন্দ্র প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন।

পণ্ডিত সন্ধ্যা করিতে গেলেন। মাষ্টার ও বাবুরাম কলিকাতায় যাইবেন, ঠাকুরকে প্রণাম করিতেছেন। ঠাকুর এখনও ভাবস্থ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—কথা বেরুচ্ছে না, একটু থাকো।

মাষ্টার বসিলেন—ঠাকুর কি আজ্ঞা করিবেন—অপেক্ষা করিতেছেন। ঠাকুর বাবুরামকে সঙ্কেত করিয়া বসিতে বলিলেন। বাবুরাম বলিলেন, আর একটু বসুন। ঠাকুর বলিতেছেন, একটু বাতাস করো। বাবুরাম বাতাস করিতেছেন, মাষ্টারও করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারকে সস্নেহে)—এখন আর তত এস না কেন?

মাষ্টার—আজ্ঞা, বিশেষ কিছু কারণ নাই, বাড়িতে কাজ ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বাবুরাম কি ঘর, কাল টের পেয়েছি। তাই তো এখনও ওকে রাখবার জন্য অত বলছি। পাখী সময় বুঝে ডিম ফুটোয়। কি জানো এরা শুদ্ধ আত্মা, এখনও কামিনী কাঞ্চনের ভিতর গিয়ে পড়ে নাই। কি বলো?

মাষ্টার—আজ্ঞা, হাঁ। এখনও কোন দাগ লাগে নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—নতুন হাঁড়ি, দুধ রাখলে খারাপ হবে না।

মাষ্টার—আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বাবুরামের এখানে থাকবার দরকার পড়েছে। অবস্থা আছে কিনা, তাতে ঐসব লোকের থাকা প্রয়োজন। ও বলেছে, ক্রমে ক্রমে থাকবো, না হ'লে হাঙ্গামা হবে—বাড়িতে গোল করবে! আমি বলছি, শনিবার রবিবার আসবে।

এদিকে পণ্ডিত সন্ধ্যা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে ভূধর ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভাই*। পণ্ডিত এইবার জল খাইবেন।

ভূধরের বড় ভাই বলিতেছেন, "আমাদের কি হবে;—একটু ব'লে দিন আমাদের উপায় কি?"

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমরা মুমুক্ষু, **ব্যাকুলতা** থাকলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। শ্রাদ্ধের অন্ন খেও না। সংসারে নষ্ট স্ত্রীর মত থাকবে। নষ্ট স্ত্রী বাড়ির সব কাজ যেন খুব মন দিয়ে করে, কিন্তু তার মন উপপতির উপর রাত-দিন পড়ে থাকে। সংসারে কাজ করো, কিন্তু মন সর্বদা ঈশ্বরের উপর রাখবে।

পণ্ডিত জল খাইতেছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, আসনে ব'সে খাও।

* ভূধরের বড়দাদা শেষজীবন একাকী অতি পবিত্রভাবে কাশীধামে কাটাইয়াছিলেন। ঠাকুরকে সর্বদা চিন্তা করিতেন।

খাবার পর পণ্ডিতকে বলিতেছেন—"তুমি তো গীতা পড়েছ,—যাকে সকলে গণে মানে, তাতে ঈশ্বরের বিশেষ শক্তি আছে।"

পণ্ডিত—যৎ যৎ বিভূতিমৎ সত্ত্বম্ শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা—

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমার ভিতর অবশ্য তাঁর শক্তি আছে।

পণ্ডিত—আজ্ঞা, যে ব্রত নিয়েছি অধ্যবসায়ের সহিত করবো কি?

ঠাকুর যেন উপরোধে প'ড়ে বলছেন, "হাঁ হবে।" তারপরেই অন্য কথার দ্বারা ও কথা যেন চাপা দিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—শক্তি মানতে হয়। বিদ্যাসাগর বললে তিনি কি কারুকে বেশী শক্তি দিয়েছেন? আমি বললাম, তবে একজন লোক একশ' জনকে মারতে পারে কেন? কুইন ভিক্টোরিয়ার এত মান, নাম কেন—যদি শক্তি না থাকতো? আমি বললাম, তুমি মানো কি না? তখন বলে, 'হাঁ মানি।'

পণ্ডিত বিদায় লইয়া গাত্রোত্থান করিলেন ও ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। সঙ্গের বন্ধুরাও প্রণাম করিলেন।

ঠাকুর বলিতেছেন, "আবার আসবেন, গাঁজাখোর গাঁজাখোরকে দেখলে আহ্লাদ করে—হয়তো তার সঙ্গে কোলাকুলি করে—অন্য লোক দেখলে মুখ লুকোয়। গরু আপনার জনকে দেখলে গা চাটে, অপরকে গুঁতোয়।" (সকলের হাস্য)।

পণ্ডিত চলিয়া গেলে ঠাকুর হাসিয়া বলিতেছেন—ডাইলিউট হ'য়ে গেছে একদিনেই!—দেখলে কেমন বিনয়ী—আর সব কথা লয়!

আষাঢ় শুক্লা সপ্তমী তিথি। পশ্চিমের বারান্দায় চাঁদের আলো পড়িয়াছে। ঠাকুর সেখানে এখনও বসিয়া আছেন। মাষ্টার প্রণাম করিতেছেন। ঠাকুর সস্নেহে বলিতেছেন, "যাবে?"

মাষ্টার—আজ্ঞা, তবে আসি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—একদিন মনে করেছি, সব্বায়ের বাড়ি এক একবার ক'রে যাবো,—তোমার ওখানে একবার যাবো,—কেমন?

মাষ্টার—আজ্ঞা, বেশ তো।

দশম খণ্ড

দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে ভক্তসংগে শ্রীরামকৃষ্ণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

সন্ন্যাসী সঞ্চয় করিবে না—ঠাকুর 'মঙ্গত-অন্তরাত্মা'

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরে আছেন। তিনি নিজের ঘরে ছোট খাটটিতে পূর্বাস্য হইয়া বসিয়া আছেন। ভক্তগণ মেজের উপর বসিয়া আছেন। আজ কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণা সপ্তমী, ২৫শে কার্ত্তিক, ইংরেজী ৯ই নভেম্বর, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ।

বেলা প্রায় দুই প্রহর। মাষ্টার আসিয়া দেখিলেন, ভক্তেরা ক্রমে ক্রমে আসিতেছেন। শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সংগে কয়েকটি ব্রাহ্ম ভক্ত আসিয়াছেন। পূজারী রাম চক্রবর্ত্তীও আছেন। ক্রমে মহিমাচরণ, নারায়ণ, কিশোরী আসিলেন। একটু পরে আরও কয়েকটি ভক্ত আসিলেন।

শীতের প্রারম্ভ। ঠাকুরের জামার প্রয়োজন হইয়াছিল, মাষ্টারকে আনিতে বলিয়াছিলেন। তিনি লংক্লথের জামা ছাড়া একটি জিনের জামা আনিয়াছিলেন; কিন্তু ঠাকুর জিনের জামা আনিতে বলেন নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—তুমি বরং একটা নিয়ে যাও। তুমিই পরবে। তাতে দোষ নাই। আচ্ছা, তোমায় কি রকম জামার কথা বলেছিলাম।

মাষ্টার—আজ্ঞা, আপনি সাদাসিধে জামার কথা বলেছিলেন, জিনের জামা আনিতে বলেন নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তবে জিনেরটাই ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

(বিজয়াদির প্রতি)—"দেখ, দ্বারিকাবাবু বনাত দিছলো। আবার খোট্টারাও আনলে। নিলাম না—[ঠাকুর আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন। এমন সময় বিজয় কথা কহিলেন।

বিজয়—আজ্ঞা—তা বই কি! যা দরকার কাজেই নিতে হয়। একজনের ত দিতেই হবে। মানুষ ছাড়া আর কে দেবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—দেবার সেই ঈশ্বর! শাশুড়ী বললে, আহা বৌমা, সকলেরই সেবা করবার লোক আছে, তোমার কেউ পা টিপে দিত বেশ হতো। বউ বললে, ওগো! আমার পা হরি টিপবেন, আমার কারুকে দরকার নাই। সে ভক্তি-ভাবে ঐ কথা বললে!

"একজন ফকির আকবর শার কাছে কিছু টাকা আনতে গিছলো। বাদশা তখন নমাজ পড়ছে আর বলছে, হে খোদা! আমায় ধন দাও, দৌলত দাও।

ফকির তখন চলে আসবার উপক্রম করলে। কিন্তু আকবর শা তাকে বসতে ইশারা করলেন। নমাজের পর জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কেন চলে যাচ্ছিলে। সে বললে, আপনিই বলছিলেন ধন দাও, দৌলত দাও। তাই ভাবলাম, যদি চাইতে হয়, ভিখারীর কাছে কেন? খোদার কাছে চাইবো!"

বিজয়—গয়াতে সাধু দেখেছিলাম, নিজের চেষ্টা নাই। একদিন ভক্তদের খাওয়াবার ইচ্ছা হ'লো। দেখি কোথা থেকে, মাথায় ক'রে ময়দা ঘি এসে পড়লো। ফলটলও এলো।

[সঞ্চয় ও তিন শ্রেণীর সাধু]

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়াদির প্রতি)—সাধুর তিন শ্রেণী। উত্তম, মধ্যম, অধম। উত্তম যারা খাবার জন্য চেষ্টা করে না। মধ্যম ও অধম, যেমন দণ্ডী-ফণ্ডী। মধ্যম, তারা 'নমো নারায়ণ' ব'লে দাঁড়ায়। যারা অধম তারা না দিলে ঝগড়া করে। (সকলের হাস্য)।

"উত্তম শ্রেণীর সাধুর অজগরবৃত্তি। বসে খাওয়া পাবে। অজগর নড়ে না। একটি ছোকরা সাধু—বাল-ব্রহ্মচারী, ভিক্ষা করতে গিছিল, একটি মেয়ে এসে ভিক্ষা দিলে। তার বক্ষে স্তন দেখে সাধু মনে করলে বুকে ফোড়া হয়েছে, তাই জিজ্ঞাসা করলে। পরে বাড়ির গিন্নীরা বুঝিয়ে দিলে যে, ওর গর্ভে ছেলে হবে ব'লে ঈশ্বর স্তনেতে দুগ্ধ দিবেন; তাই ঈশ্বর আগে থাকতে তার বন্দোবস্ত ক'রচেন। এই কথা শুনে ছোকরা সাধুটি অবাক্। তখন সে বললে, তবে আমার ভিক্ষা করবার দরকার নেই; আমার জন্যও খাবার আছে।"

ভক্তেরা কেহ কেহ মনে করিতেছেন, তবে আমাদেরও ত চেষ্টা না করলে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—যার মনে আছে চেষ্টাটা দরকার, তার চেষ্টা করতেই হবে।

বিজয়—ভক্তমালে একটি বেশ গল্প আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি বলো না।

বিজয়—আপনিই বলুন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না তুমিই বলো! আমার অত মনে নাই। প্রথম প্রথম শুনতে হয়। তাই আগে আগে ওসব শুনতাম।

[ঠাকুরের অবস্থা—এক রাম চিন্তা—পূর্ণজ্ঞান ও প্রেমের লক্ষণ]

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমার এখন সে অবস্থা নয়। হনুমান বলেছিল, আমি তিথি-নক্ষত্র জানি না, এক রাম চিন্তা করি।

"চাতক চায় কেবল ফটিক জল। পিপাসায় প্রাণ যায়, উঁচু হ'য়ে আকাশের জল পান করতে চায়। গঙ্গা-যমুনা সাত সমুদ্র জলে পূর্ণ। সে কিন্তু পৃথিবীর জল খাবে না।

"রাম-লক্ষ্মণ পম্পা সরোবরে গিয়েছেন। লক্ষ্মণ দেখিলেন, একটি কাক ব্যাকুল হ'য়ে বার বার জল খেতে যায়, কিন্তু খায় না। রামকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বললেন ভাই, এ কাক পরম ভক্ত। অহর্নিশি রাম নাম জপ করছে। এদিকে জলতৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্চে, কিন্তু খেতে পারছে না। ভাবছে খেতে গেলে পাছে রাম নাম জপ ফাঁক যায়! হলধারীকে পূর্ণিমার দিন বললুম দাদা! আজ কি অমাবস্যা? (সকলের হাস্য)।

(সহাস্যে)—"হ্যাঁগো! শুনেছিলাম, যখন অমাবস্যা-পূর্ণিমা ভুল হবে তখন পূর্ণজ্ঞান হয়। হলধারী তা বিশ্বাস করবে কেন? হলধারী বললে, এ কলিকাল! একে আবার লোকে মানে! যার অমাবস্যা-পূর্ণিমা বোধ নাই।"

ঠাকুর এ কথা বলিতেছেন, এমন সময় মহিমাচরণ আসিয়া উপস্থিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সসম্ভ্রমে)—আসুন, আসুন! বসুন!

(বিজয়াদি ভক্তের প্রতি)—"এ অবস্থায় 'অমুক দিন' মনে থাকে না। সেদিন বেণী পালের বাগানে উৎসব;—দিন ভুল হ'য়ে গেল। 'অমুক দিন সংক্রান্তি ভাল ক'রে হরিনাম করবো' এ সব আর ঠিক থাকে না। (কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর) তবে অমুক আসবে বললে মনে থাকে।

[শ্রীরামকৃষ্ণের মন-প্রাণ কোথায়—ঈশ্বরলাভ ও উদ্দীপন]

"ঈশ্বরে ষোল আনা মন গেলে এই অবস্থা। রাম জিজ্ঞাসা করলেন, হনুমান, তুমি সীতার সংবাদ এনেছো; কিরূপ তাঁকে দেখে এলে আমাকে বলো। হনুমান বললে, রাম, দেখলাম সীতার শুধু শরীর পড়ে আছে। তার ভিতর মন-প্রাণ নেই। সীতার মন-প্রাণ যে তিনি তোমার পাদপদ্মে সমর্পণ করেছেন! তাই শুধু শরীর পড়ে আছে। আর **কাল** (যম) আনা-গোনা করছে! কিন্তু কি করবে? শুধু শরীর; মন-প্রাণ তাতে নাই।

"যাকে চিন্তা করবে তার সত্ত্বা পাওয়া যায়। অহর্নিশি ঈশ্বর চিন্তা করলে ঈশ্বরের সত্ত্বা লাভ হয়। লুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিয়ে তাই হয়ে গেল।

"বই বা শাস্ত্রের কি উদ্দেশ্য? ঈশ্বরলাভ। সাধুর পুঁথি একজন খুলে দেখলে, প্রত্যেক পাতাতে কেবল 'রাম' নাম লেখা আছে। আর কিছুই নাই।

"ঈশ্বরের উপর ভালবাসা এলে একটুকুতেই উদ্দীপন হয়। তখন একবার রাম নাম করলে কোটি সন্ধ্যার ফল হয়।

"মেঘ দেখলে ময়ূরের উদ্দীপন হয়, আনন্দে পেখম ধরে নৃত্য করে। শ্রীমতীরও সেইরূপ হ'তো। মেঘ দেখলেই কৃষ্ণকে মনে পড়তো!

"চৈতন্যদেব মেড়গাঁর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। শুনলেন, এ গাঁয়ের মাটিতে খোল তৈয়ার হয়। অমনি ভাবে বিহ্বল হলেন,—কেননা হরিনাম কীর্ত্তনের সময় খোল বাজে।

"কার উদ্দীপন হয়? যার বিষয়বুদ্ধি ত্যাগ হয়েছে। বিষয়-রস যার শুকিয়ে যায় তার একটুতেই উদ্দীপন হয়। দেশলাই ভিজে থাকলে হাজার ঘষো, জ্বলবে না। জলটা যদি শুকিয়ে যায়, তা হ'লে একটু ঘসলেই দপ্ করে জ্বলে উঠে।

[ঈশ্বরলাভের পর দুঃখে মরণে স্থিরবুদ্ধি ও আত্মসমর্পণ]

"দেহের সুখ-দুঃখ আছেই। যার ঈশ্বর লাভ হয়েছে সে মন, প্রাণ, দেহ, আত্মা সমস্ত তাঁকে সমর্পণ করে। পম্পা সরোবরে স্নানের সময় রাম-লক্ষ্মণ সরোবরের নিকট মাটিতে ধনুক গুঁজে রাখলেন। স্নানের পর উঠে লক্ষ্মণ তুলে দেখেন যে, ধনুক রক্তাক্ত হ'য়ে রয়েছে। রাম দেখে বললেন, ভাই, দেখ দেখ, বোধ হয় কোন জীব হিংসা হলো। লক্ষ্মণ মাটি খুঁড়ে দেখেন, একটা বড় কোলা ব্যাঙ। মুমূর্ষু অবস্থা। রাম করুণস্বরে বলতে লাগলেন, 'কেন তুমি শব্দ কর নাই, আমরা তোমাকে বাঁচাবার চেষ্টা করতাম! যখন সাপে ধরে, তখন তো খুব চীৎকার করো।' ভেক বল্লে, 'রাম! যখন সাপে ধরে তখন আমি এই বলে চীৎকার করি—রাম রক্ষা করো, রাম রক্ষা করো। এখন দেখছি রামই আমায় মারছেন! তাই চুপ ক'রে আছি।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

স্বস্বরূপে থাকা কিরূপ—জ্ঞানযোগ কেন কঠিন

ঠাকুর একটু চুপ করিলেন ও মহিমাদি ভক্তদের দেখিতেছেন।

ঠাকুর শুনিয়াছেন যে, মহিমাচরণ গুরু মানেন না। এইবার ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—গুরুবাক্যে বিশ্বাস করা উচিত। গুরুর চরিত্রের দিকে দেখবার দরকার নাই। 'যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ী বাড়ি যায়। তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।'

"একজন চন্ডী ভাগবত শোনাতো। সে বললে, ঝাড়ু অস্পৃশ্য বটে কিন্তু স্থানকে শুদ্ধ করে।"

মহিমাচরণ বেদান্ত চর্চা করেন। উদ্দেশ্য ব্রহ্মজ্ঞান। জ্ঞানীর পথ অবলম্বন করিয়াছেন ও সর্বদা বিচার করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি)—জ্ঞানীর উদ্দেশ্য স্বস্বরূপকে জানা; এরই নাম জ্ঞান, এরই নাম মুক্তি। পরব্রহ্ম, ইনিই নিজের স্বরূপ। আমি আর পরব্রহ্ম এক, মায়ার দরুন জানতে দেয় না।

"হরিশকে বললুম, আর কিছু নয়, সোনার উপর ঝোড়া কতক মাটি পড়েছে, সেই মাটি ফেলে দেওয়া।

"ভক্তেরা 'আমি' রাখে, জ্ঞানীরা রাখে না। কিরূপে স্বস্বরূপে থাকা যায় ন্যাংটা উপদেশ দিতো,—মন বুদ্ধিতে লয় করো, বুদ্ধি আত্মাতে লয় করো, তবে স্বস্বরূপে থাকবে।

"কিন্তু 'আমি' থাকবেই থাকবে; যায় না। যেমন অনন্ত জলরাশি, উপরে নীচে, সম্মুখে পিছনে, ডাইনে বামে, জলে পরিপূর্ণ! সেই জলের মধ্যে একটি জলপূর্ণ কুম্ভ আছে। ভিতরে বাহিরে জল, কিন্তু তবুও কুম্ভটি আছে। 'আমি' রূপ কুম্ভ।

[পূর্বকথা—কালীবাড়িতে বজ্রপাত—ব্রহ্মজ্ঞানীর শরীর ও চরিত্র]

"জ্ঞানীর শরীর যেমন তেমনিই থাকে; তবে জ্ঞানাগ্নিতে কামাদি রিপু দগ্ধ হ'য়ে যায়। কালীবাড়িতে অনেক দিন হ'লো ঝড়-বৃষ্টি হ'য়ে কালীঘরে বজ্রপাত হয়েছিল। আমরা গিয়ে দেখলাম, কপাটগুলির কিছু হয় নাই; তবে ইস্ক্রুগুলির মাথা ভেঙ্গে গিছিলো। কপাটগুলি যেন শরীর, কামাদির আসক্তি যেন ইস্ক্রুগুলি।

"জ্ঞানী কেবল ঈশ্বরের কথা ভালবাসে। বিষয়ের কথা হ'লে তার বড় কষ্ট হয়। বিষয়ীরা আলাদা লোক। তাদের অবিদ্যা-পাগড়ি খসে না। তাই ফিরে-ঘুরে ঐ বিষয়ের কথা এনে ফেলে।

"বেদেতে সপ্ত ভূমির কথা আছে। পঞ্চম ভূমিতে যখন জ্ঞানী উঠে, তখন ঈশ্বরকথা বই শুনতেও পারে না, আর বলতেও পারে না। তখন তার মুখ থেকে কেবল জ্ঞান উপদেশ বেরোয়।"

এই সমস্ত কথায় শ্রীরামকৃষ্ণ কি নিজের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন? ঠাকুর আবার বলিতেছেন—"বেদে আছে 'সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম'। ব্রহ্ম একও নয়, দুইও নয়। এক-দুয়ের মধ্যে। অস্তিও বলা যায় না, নাস্তিও বলা যায় না। তবে অস্তি-নাস্তির মধ্যে।

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভক্তিযোগ—রাগভক্তি হ'লে ঈশ্বর লাভ]

শ্রীরামকৃষ্ণ—**রাগভক্তি** এলে, অর্থাৎ ঈশ্বরে ভালবাসা এলে তবে তাঁকে পাওয়া যায়। বৈধী ভক্তি হ'তেও যেমন যেতেও তেমন। এত জপ, এত ধ্যান করবে, এত যাগ-যজ্ঞ-হোম করবে, এই এই উপচারে পূজা করবে, পূজার সময় এই এই মন্ত্র পাঠ করবে, এই সকলের নাম বৈধী-ভক্তি। হ'তেও যেমন, যেতেও তেমন! কত লোকে বলে, আর ভাই, কত হবিষ্য করলুম, কতবার বাড়িতে পূজা আনলুম, কিন্তু কি হ'লো?

"রাগভক্তির কিন্তু পতন নাই! কাদের রাগভক্তি হয়? যাদের পূর্বজন্মে অনেক কাজ করা আছে। অথবা যারা নিত্যসিদ্ধ। যেমন একটা প'ড়ো বাড়ির বনজঙ্গল কাট্‌তে কাট্‌তে নল-বসান ফোয়ারা একটা পেয়ে গেল! মাটি-সুরকি ঢাকা ছিল: যেই সরিয়ে দিলে অমনি ফর্ ফর্ ক'রে জল উঠতে লাগলো!

"যাদের রাগভক্তি তারা এমন কথা বলে না, 'ভাই, কত হবিষ্য করলাম,—কিন্তু কি হ'লো! যারা নতুন চাষ করে তাদের যদি ফসল না হয়, জমি ছেড়ে দেয়। খানদানি চাষা ফসল হ'ক আর না হ'ক, আবার চাষ করবেই। তাদের বাপ-পিতামহ চাষাগিরি করে এসেছে, তারা জানে যে চাষ ক'রেই খেতে হবে।

"যাদের রাগভক্তি, তাদেরই আন্তরিক। ঈশ্বর তাদের ভার ল'ন। হাসপাতালে নাম লেখালে—আরাম না হ'লে ডাক্তার ছাড়ে না।

"ঈশ্বর যাদের ধরে আছেন তাদের কোন ভয় নাই। মাঠের আলের উপর চলতে চলতে যে ছেলে বাপকে ধ'রে থাকে সে পড়লেও পড়তে পারে—যদি অন্যমনস্ক হ'য়ে হাত ছেড়ে দেয়। কিন্তু বাপ যে ছেলেকে ধ'রে থাকে সে পড়ে না।

[রাগভক্তি হ'লে কেবল ঈশ্বর কথা—সংসার ত্যাগ ও গৃহস্থ]

"বিশ্বাসে কি না হ'তে পারে? যার ঠিক, তার সব তাতে বিশ্বাস হয়,—সাকার-নিরাকার, রাম, কৃষ্ণ, ভগবতী।

"ওদেশে যাবার সময় রাস্তায় ঝড়-বৃষ্টি এলো। মাঠের মাঝখানে আবার ডাকাতের ভয়। তখন সবই বললুম—রাম, কৃষ্ণ, ভগবতী। আবার বললুম, হনুমান! আচ্ছা সব বললুম—এর মানে কি?

"কি জান, যখন চাকর বা দাসী বাজারের পয়সা লয় তখন ব'লে ব'লে লয়, এটা আলুর পয়সা, এটা বেগুনের পয়সা, এগুনো মাছের পয়সা। সব আলাদা। সব হিসাব ক'রে লয়ে তারপর দেয় মিশিয়ে।

"ঈশ্বরের উপর ভালবাসা এলে কেবল তাঁরই কথা কইতে ইচ্ছা করে। যে যাকে ভালবাসে তার কথা শুনতে ও বলতে ভাল লাগে।

"সংসারী লোকদের ছেলের কথা বলতে বলতে লাল পড়ে। যদি কেউ ছেলের সুখ্যাত করে তো অমনি বলবে, ওরে তোর খুড়োর জন্য পা ধোবার জল আন্।

"যারা পায়রা ভালবাসে, তাদের কাছে পায়রার সুখ্যাত করলে বড় খুশি। যদি কেউ পায়রার নিন্দা করে, তা হলে ব'লে উঠবে, তোর বাপ-চৌদ্দ পুরুষ কখন কি পায়রার চাষ করেছে?"

ঠাকুর মহিমাচরণকে বলিতেছেন। কেননা, মহিমা সংসারী।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি)—সংসার একেবারে ত্যাগ করবার কি দরকার? আসক্তি গেলেই হ'লো। তবে সাধন চাই। ইন্দ্রিয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়।

"কেল্লার ভিতর থেকে যুদ্ধ করাই আরও সুবিধা—কেল্লা থেকে অনেক সাহায্য পাওয়া যায়। সংসার ভোগের স্থান, এক-একটি জিনিস ভোগ ক'রে অমনি ত্যাগ করতে হয়। আমার সাধ ছিল সোনার গোট পরি। তা শেষে পাওয়াও গেল, সোনার গোট পরলুম; পরার পর কিন্তু তৎক্ষণাৎ খুলতে হবে!

"পেঁয়াজ খেলুম আর বিচার করতে লাগলুম,—মন, এর নাম পেঁয়াজ। তারপর মুখের ভিতর একবার এদিক-ওদিক, একবার সেদিক ক'রে তারপর ফেলে দিলুম।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সংকীর্ত্তনানন্দে

আজ একজন গায়ক আসিবে, সম্প্রদায় লইয়া কীর্ত্তন করিবে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মাঝে মাঝে ভক্তদের জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কই কীর্ত্তন কই ?

মহিমা—আমরা বেশ আছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না গো, এতো আমাদের বার মাস আছে।

নেপথ্যে একজন বলিতেছেন, 'কীর্ত্তন এসেছে!' 'কীর্ত্তন এসেছে!'

শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দে পূর্ণ হ'য়ে কেবল বললেন, "অ্যাঁ এসেছে?"

ঘরের দক্ষিণ-পূর্বে লম্বা বারান্দায় মাদুর পাতা হইল। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, "গঙ্গাজল একটু দে, যত বিষয়ীরা পা দিচ্ছে।"

বালীনিবাসী প্যারীবাবুর পরিবারেরা ও মেয়েরা কালীমন্দির দর্শন করিতে আসিয়াছে, কীর্ত্তন হইবার উদ্যোগ দেখিয়া তাহাদের শুনিবার ইচ্ছা হইল। একজন ঠাকুরকে আসিয়া বলিতেছে, "তারা জিজ্ঞাসা করছে ঘরে কি জায়গা হবে, তারা কি বসতে পারে?" ঠাকুর কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে বলিতেছেন, "না না।" (অর্থাৎ ঘরে) জায়গা কোথায়?

এমন সময় নারাণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন।

ঠাকুর বলিতেছেন, "তুই কেন এসেছিস? অত মেরেছে—তোর বাড়ির লোক।" নারায়ণ ঠাকুরের ঘরের দিকে যাইতেছেন দেখিয়া ঠাকুর বাবুরামকে ইঙ্গিত করিলেন, "ওকে খেতে দিস।"

নারাণ ঘরের মধ্যে গেলেন। হঠাৎ ঠাকুর উঠিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। নারাণকে নিজের হাতে খাওয়াইবেন। খাওয়াইবার পর আবার কীর্ত্তনের স্থানে আসিয়া বসিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভক্তসঙ্গে সংকীর্ত্তনানন্দে

অনেক ভক্তেরা আসিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বিজয় গোস্বামী, মহিমাচরণ, নারায়ণ, অধর, মাষ্টার, ছোট গোপাল ইত্যাদি। রাখাল, বলরাম তখন শ্রীবৃন্দাবনধামে আছেন।

বেলা ৩-৪টা বাজিয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বারান্দায় কীর্ত্তন শুনিতেছেন। কাছে নারাণ আসিয়া বসিলেন। অন্যান্য ভক্তেরা চতুর্দিকে বসিয়া আছেন।

এমন সময় অধর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অধরকে দেখিয়া ঠাকুর যেন শশব্যস্ত হইলেন। অধর প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলে ঠাকুর তাঁহাকে আরও কাছে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন।

কীর্ত্তনিয়া কীর্ত্তন সমাপ্ত করিলেন। আসর ভঙ্গ হইল। উদ্যান-মধ্যে ভক্তেরা এদিক ওদিক বেড়াইতেছেন। কেহ কেহ মা কালীর ও রাধাকান্তের মন্দিরে আরতি দর্শন করিতে গেলেন।

সন্ধ্যার পর ঠাকুরের ঘরে আবার ভক্তেরা আসিলেন।

ঠাকুরের ঘরের মধ্যে আবার কীর্ত্তন হইবার উদ্যোগ হইতেছে। ঠাকুরের খুব উৎসাহ, বলিতেছেন যে, "এদিকে একটা বাতি দাও।" ডবল বাতি জ্বালিয়া দেওয়াতে খুব আলো হইল।

ঠাকুর বিজয়কে বলিতেছেন, "তুমি অমন জায়গায় বসলে কেন? এদিকে স'রে এস।"

এবার সংকীর্ত্তনে খুব মাতামাতি হইল। ঠাকুর মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য করিতেছেন। ভক্তেরা তাঁহাকে খুব বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতেছেন। বিজয় নৃত্য করিতে করিতে দিগম্বর হইয়া পড়িয়াছেন। হুঁশ নাই।

কীর্ত্তনান্তে বিজয় চাবি খুঁজিতেছেন, কোথায় পড়িয়া গিয়াছে। ঠাকুর বলিতেছেন, "এখানে একটা হরিবোল খায়।" এই বলিয়া হাসিতেছেন। বিজয়কে আরও বলিতেছেন, "ওসব আর কেন!" (অর্থাৎ আর চাবির সঙ্গে সম্পর্ক রাখা কেন)!

কিশোরী প্রণাম করিয়া বিদায় লইতেছেন। ঠাকুর যেন স্নেহে আর্দ্র হইয়া তাঁহার বক্ষে হাত দিলেন আর বলিলেন, "তবে এসো।" কথাগুলি যেন করুণামাখা। কিয়ৎক্ষণ পরে মণি ও গোপাল কাছে আসিয়া প্রণাম করিলেন—তাঁহারা বিদায় লইবেন। আবার সেই স্নেহমাখা কথা। কথাগুলি হইতে যেন মধু ঝরিতেছে। বলিতেছেন, "কাল সকালে উঠে যেও, আবার হিম লাগবে?"

[ভক্তসঙ্গে—ভক্তকথাপ্রসঙ্গে]

মণি ও গোপালের আর যাওয়া হইল না, তাঁহারা আজ রাত্রে থাকিবেন। তাঁহারা ও আরও ২/১ জন ভক্ত মেজেতে বসিয়া আছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর শ্রীযুক্ত রাম চক্রবর্তীকে বলিতেছেন, "রাম, এখানে যে আর একখানি পাপোষ ছিল। কোথায় গেল?"

ঠাকুর সমস্ত দিন অবসর পান নাই—একটু বিশ্রাম করিতে পান নাই। ভক্তদের ফেলিয়া কোথায় যাইবেন! এইবার একবার বহির্দেশে যাইতেছেন।

ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে, মণি রামলালের নিকট গান লিখিয়া লইতেছেন—

"তার তারিণি!
এবার ত্বরিত করিয়ে তপন-তনয় ত্রাসে ত্রাসিত"—ইত্যাদি।

ঠাকুর মণিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "কি লিখছো?" গানের কথা শুনিয়া বলিলেন, "এ যে বড় গান।"

রাত্রে ঠাকুর একটু সুজির পায়েস ও একখানি কি দু'খানি লুচি খান। ঠাকুর রামলালকে বলিতেছেন, "সুজি কি আছে?"

গান এক লাইন দু'লাইন লিখিয়া মণি লেখা বন্ধ করিলেন।

ঠাকুর মেজেতে আসনে বসিয়া সুজি খাইতেছেন।

ঠাকুর আবার ছোট খাটটিতে বসিলেন। মাষ্টার খাটের পার্শ্বস্থিত পাপোষের উপর বসিয়া ঠাকুরের সহিত কথা কহিতেছেন। ঠাকুর নারায়ণের কথা বলিতে বলিতে ভাবযুক্ত হইতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আজ নারায়ণকে দেখলুম।

মাষ্টার—আজ্ঞা হাঁ, চোখ ভেজা। মুখ দেখে কান্না পেল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ওকে দেখলে যেন বাৎসল্য হয়। এখানে আসে বোলে ওকে বাড়িতে মারে। ওর হ'য়ে বলে এমন কেউ নাই। 'কুব্জা তোমায় কু বুঝায়। রাই পক্ষে বুঝায় এমন কেউ নাই।'

মাষ্টার (সহাস্যে)—হরিপদর বাড়িতে বই রেখে পলায়ন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ওটা ভাল করে নাই।

ঠাকুর চুপ করিয়াছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—দেখ, ওর খুব সত্ত্বা। তা না হ'লে কীর্ত্তন শুনতে শুনতে আমায় টানে! ঘরের ভিতর আমার আসতে হ'ল। কীর্ত্তন ফেলে আসা—এ কখনও হয় নাই।

ঠাকুর চুপ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ওকে ভাবে জিজ্ঞাসা করেছিলুম। তা এক কথায় বললে—আমি আনন্দে আছি। (মাষ্টারের প্রতি) তুমি ওকে কিছু কিনে মাঝে মাঝে খাইও—বাৎসল্যভাবে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তেজচন্দ্রের কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—একবার ওকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখো, একবারে আমায় ও কি বলে—জ্ঞানী কি কি বলে? শুনলুম, তেজচন্দ্র নাকি বড় কথা কয় না। (গোপালের প্রতি)—দেখ, তেজচন্দ্রকে শনি-মঙ্গলবারে আসতে বলিস্।

মেজেতে আসনের উপর ঠাকুর উপবিষ্ট। সুজি খাইতেছেন। পার্শ্বে একটি পিলসুজের উপর প্রদীপ জ্বলিতেছে। ঠাকুরের কাছে মাষ্টার বসিয়া আছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, "কিছু মিষ্টি কি আছে? মাষ্টার নূতন গুড়ের সন্দেশ আনিয়াছিলেন। রামলালকে বলিলেন, সন্দেশ তাকের উপর আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কৈ, আন না।

মাষ্টার ব্যস্ত হইয়া তাক খুঁজিতে গেলেন। দেখিলেন, সন্দেশ নাই, বোধ হয় ভক্তদের সেবায় খরচ হইয়াছে। অপ্রস্তুত হইয়া ঠাকুরের কাছে ফিরিয়া আসিয়া বসিলেন। ঠাকুর কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা একবার তোমার স্কুলে গিয়ে যদি দেখি—

মাষ্টার ভাবিতেছেন, উনি নারায়ণকে স্কুলে দেখিতে যাইবার ইচ্ছা করিতেছেন; ও বলিলেন, আমাদের বাসায় গিয়ে বসলে ত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না, একটা ভাব আছে। কি জানো, আর কেউ ছোকরা আছে কিনা একবার দেখতুম।

মাষ্টার—অবশ্য আপনি যাবেন। অন্য লোক দেখতে যায়, সেইরূপ আপনিও যাবেন।

ঠাকুর আহারান্তে ছোট খাটটিতে গিয়া বসিলেন। একটি ভক্ত তামাক সাজিয়া দিলেন। ঠাকুর তামাক খাইতেছেন। ইতিমধ্যে মাষ্টার ও গোপাল বারান্দায় বসিয়া রুটি ও ডাল ইত্যাদি জলখাবার খাইলেন। তাঁহারা নহবতের ঘরে শুইবেন ঠিক করিয়াছেন।

খাবার পর মাষ্টার খাটের পার্শ্বস্থ পাপোষে আসিয়া বসিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—নহবতে যদি হাঁড়িকুঁড়ি থাকে? এখানে শোবে? এই ঘরে?

মাষ্টার—যে আজ্ঞা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সেবকসঙ্গে

রাত ১০টা ১১টা হইল। ঠাকুর ছোট খাটটিতে তাকিয়া ঠেসান দিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। মণি মেজেতে বসিয়া আছেন। মণির সহিত ঠাকুর কথা কহিতেছেন। ঘরের দেওয়ালের কাছে সেই পিলসুজের উপর প্রদীপে আলো জ্বলিতেছে।

ঠাকুর অহেতুক কৃপাসিন্ধু। মণির সেবা লইবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—দেখ, আমার পাগুলো কামড়াচ্ছে। একটু হাত বুলিয়ে দাও তো।

মণি ঠাকুরের পাদমূলে ছোট খাটটির উপর বসিলেন ও কোলে তাঁহার পা দু'খানি লইয়া আস্তে আস্তে হাত বুলাইতেছেন। ঠাকুর মাঝে মাঝে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—আজ সব কেমন কথা হয়েছে?

মণি—আজ্ঞা, খুব ভাল।—

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—আকবর বাদশাহের কেমন কথা হ'লো?

মণি—আজ্ঞা হ্যাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি বলো দেখি?

মণি—ফকির আকবর বাদশাহের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। আকবর শা তখন নমাজ পড়ছিল। নমাজ পড়তে পড়তে ঈশ্বরের কাছে ধন-দৌলত চাচ্ছিল, তখন ফকির আস্তে আস্তে ঘর থেকে চলে যাবার উপক্রম করলে। পরে আকবর জিজ্ঞাসা করাতে বললে, যদি ভিক্ষা করতে হয় ভিখারীর কাছে কেন করবো!

শ্রীরামকৃষ্ণ—আর কি কি কথা হয়েছিল?

মণি—সঞ্চয়ের কথা খুব হ'লো।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—কি কি হ'লো?

মণি—চেষ্টা যতক্ষণ করতে হবে বোধ থাকে, ততক্ষণ চেষ্টা করতে হয়। সঞ্চয়ের কথা সিঁথিতে কেমন বলেছিলেন!

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি কথা?

মণি—যে তাঁর উপর সব নির্ভর করে, তার ভার তিনি লন। নাবালকের যেমন অছি সব ভার নেয়। আর একটি কথা শুনেছিলাম যে নিমন্ত্রণ বাড়িতে ছোট ছেলে নিজে বসবার জায়গা নিতে পারে না। তাকে খেতে কেউ বসিয়ে দেয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না। ও হলো না, বাপে ছেলের হাত ধ'রে লয়ে গেলে সে ছেলে আর পড়ে না।

মণি—আর আজ আপনি তিন রকম সাধুর কথা বলেছিলেন। উত্তম সাধু, সে বসে খেতে পায়। আপনি ছোকরা সাধুটির কথা বললেন, মেয়েটির স্তন দেখে বলেছিল, বুকে ফোঁড়া হয়েছে কেন? আরও 'সব চমৎকার চমৎকার কথা বললেন, সব শেষের কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—কি কি কথা?

মণি—সেই পম্পার কাকের কথা। রাম নাম অহর্নিশি জপ করছে, তাই জলের কাছে যাচ্ছে কিন্তু খেতে পারছে না। আর সেই সাধুর পুঁথির কথা,—তাতে কেবল "ওঁ রাম" এইটি লেখা। আর হনুমান রামকে যা বললেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি বললেন?

মণি—সীতাকে দেখে এলুম শুধু দেহটি পড়ে রয়েছে, মন-প্রাণ তোমার পায়ে সব সমর্পণ করেছেন।

"আর চাতকের কথা,—ফটিক জল বই আর কিছু খাবে না।

"আর জ্ঞানযোগ আর ভক্তিযোগের কথা।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি?

মণি—যতক্ষণ 'কুম্ভ' জ্ঞান, ততক্ষণ 'আমি কুম্ভ' থাকবেই থাকবে। যতক্ষণ 'আমি' জ্ঞান, ততক্ষণ 'আমি ভক্ত, তুমি ভগবান।'

শ্রীরামকৃষ্ণ—না, কুম্ভ জ্ঞান থাকুক আর না থাকুক, কুম্ভ যায় না। আমি যাবার নয়। হাজার বিচার করো, ও যাবে না।

মণি খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। আবার বলিতেছেন—

মণি—কালীঘরে ঈশান মুখুয্যের সঙ্গে কথা হয়েছিল—বড় ভাগ্য তখন আমরা সেখানে ছিলাম আর শুনতে পেয়েছিলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—হাঁ, কি কি কথা বলো দেখি?

মণি—সেই বলেছিলেন, কর্মকাণ্ড আদিকাণ্ড। শম্ভু মল্লিককে বলেছিলেন, যদি ঈশ্বর তোমার সামনে আসেন, তা হ'লে কি কতকগুলো হাসপাতাল ডিস্‌পেন্সারী চাইবে?

"আর একটি কথা হয়েছিল,—যতক্ষণ কর্মে আসক্তি থাকে ততক্ষণ ঈশ্বর দেখা দেন না। কেশব সেনকে সেই কথা বলেছিলেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি?

মণি—যতক্ষণ ছেলে চুষি নিয়ে ভুলে থাকে ততক্ষণ মা রান্নাবান্না করেন। চুষি ফেলে যখন ছেলে চীৎকার করে, তখন মা ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে ছেলের কাছে যান।

"আর একটি কথা সেদিন হয়েছিল। লক্ষ্মণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন—ভগবানকে কোথা কোথা দর্শন হতে পারে। রাম অনেক কথা ব'লে তারপর বললেন—ভাই, যে মানুষে ঊর্জিতা ভক্তি দেখতে পাবে—'হাসে কাঁদে নাচে গায়—প্রেমে মাতোয়ারা—সেইখানে জানবে যে আমি (ভগবান) আছি।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—আহা! আহা!

ঠাকুর কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন।

মণি—ঈশানকে কেবল নিবৃত্তির কথা বললেন। সেই দিন থেকে অনেকের আক্কেল হয়েছে। কর্তব্য কর্ম কমাবার দিকে ঝোঁক। বলেছিলেন—'লঙ্কায় রাবণ মোলো, বেহুলা কেঁদে আকুল হোলো!'

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই কথা শুনিয়া উচ্চ হাস্য করিলেন।

মণি (অতি বিনীতভাবে)—আচ্ছা, কর্তব্যকর্ম—হাঙ্গাম—কমানো ত ভাল?

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, তবে সম্মুখে কেউ পড়লো, সে এক। সাধু কি গরীব লোক সম্মুখে পড়লে তাদের সেবা করা উচিত।

মণি—আর সেদিন ঈশান মুখুয্যেকে খোসামুদের কথা বেশ বললেন। মড়ার উপর যেমন শকুনি পড়ে। ও কথা আপনি পণ্ডিত পদ্মলোচনকে বলেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না, উলোর বামনদাসকে।

কিয়ৎক্ষণপরে মণি ছোট খাটের পার্শ্বে পাপোষের নিকট বসিলেন।

ঠাকুরের তন্দ্রা আসিতেছে,—তিনি মণিকে বলিতেছেন, তুমি শোওগে। গোপাল কোথায় গেল? তুমি দোর ভেজিয়ে রাখ।

পরদিন সোমবার। শ্রীরামকৃষ্ণ বিছানা হইতে অতি প্রত্যুষে উঠিয়াছেন ও ঠাকুরদের নাম করিতেছেন, মাঝে মাঝে গঙ্গা দর্শন করিতেছেন। এদিকে মা কালীর ও শ্রীশ্রীরাধাকান্তের মন্দিরে মঙ্গলারতি হইতেছে। মণি ঠাকুরের ঘরের মেজেতে শুইয়াছিলেন। তিনিও শয্যা হইতে উঠিয়া সমস্ত দর্শন করিতেছেন ও শুনিতেছেন।

প্রাতঃকৃত্যের পর তিনি ঠাকুরের কাছে আসিয়া বসিলেন।

ঠাকুর আজ স্নান করিলেন। স্নানান্তে কালীঘরে যাইতেছেন। মণি সঙ্গে আছেন। ঠাকুর তাঁহাকে ঘরে তালা লাগাইতে বলিলেন।

কালীঘরে যাইয়া ঠাকুর আসনে উপবিষ্ট হইলেন ও ফুল লইয়া কখনও নিজের মস্তকে, কখনও মা কালীর পাদপদ্মে দিতেছেন। একবার চামর লইয়া ব্যজন করিলেন। আবার নিজের ঘরে ফিরিলেন। মণিকে আবার চাবি খুলিতে বলিলেন। ঘরে প্রবেশ করিয়া ছোট খাটটিতে বসিলেন। এখন ভাবে বিভোর—ঠাকুর নাম করিতেছেন। মণি মেজেতে একাকী উপবিষ্ট।

এইবার ঠাকুর গান গাহিতেছেন। ভাবে মাতোয়ারা হইয়া গানের ছলে মণিকে কি শিখাইতেছেন, যে **কালীই ব্রহ্ম**, কালী নির্গুণা, আবার সগুণা, অরূপ আবার অনন্তরূপিনী।

গান—কে জানে কালী কেমন, ষড়্‌দর্শনে। [৩য় ভাগ, ১২ পৃষ্ঠা

গান—এ সব ক্ষেপা মেয়ের খেলা। [২য় ভাগ—বিংশ খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ

গান—কালী কে জানে তোমায় মা (তুমি অনন্তরূপিনী!)

তুমি মহাবিদ্যা, অনাদি অনাদ্যা, ভববন্ধনের বন্ধনহারিণী তারিণী!
গিরিজা গোপজা, গোবিন্দমোহিনী, শারদে বরদে নগেন্দ্রনন্দিনী,
জ্ঞানদে মোক্ষদে, কামাখ্যা কামদে, শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণহৃদিবিলাসিনী।

গান—তার তারিণী! এবার ত্বরিত করিয়ে,
তপন-তনয়-ত্রাসে ত্রাসিতে প্রাণ যায়।
জগৎ অম্বে জনপালিনী, জগ-মোহিনী জগত জননী,
যশোদা জঠরে জনম লইয়ে, সহায় হরি লীলায়॥
বৃন্দাবনে রাধাবিনোদিনী, ব্রজবল্লভ বিহারকারিণী,
রাসরঙ্গিনী রসময়ী হ'য়ে, রাস করিলে লীলাপ্রকাশ॥
গিরিজা গোপজা গোবিন্দমোহিনী, তুমি মা গঙ্গে গতিদায়িনী,
গান্ধার্বিকে গৌরবরণী গাওয়ে গোলকে গুণ তোমার॥
শিব সনাতনী সর্বাণী ঈশানী, সদানন্দময়ী, সর্বস্বরূপিণী,
সগুণা নির্গুণা সদাশিব প্রিয়া, কে জানে মহিমা তোমার॥

মণি মনে মনে করিতেছেন ঠাকুর যদি এবার এই গানটি গান—
"আর ভুলালে ভুলবো না মা, দেখেছি তোমার রাঙ্গা চরণ।"
কি আশ্চর্য! মনে করিতে না করিতে ঐ গানটি গাহিতেছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিতেছেন—আচ্ছা, আমার এখন কি রকম অবস্থা তোমার বোধ হয়!

মণি (সহাস্যে)—আপনার **সহজাবস্থা**।

ঠাকুর আপন মনে গানের ধুয়া ধরিলেন,—"সহজ মানুষ না হ'লে সহজকে না যায় চেনা।"

একাদশ খণ্ড

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রহ্লাদচরিত্রাভিনয় দর্শনে

প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিমন্দিরে

শ্রীরামকৃষ্ণ আজ ষ্টার থিয়েটারে প্রহ্লাদচরিত্রের অভিনয় দেখিতে আসিয়াছেন। সঙ্গে মাষ্টার, বাবুরাম ও নারায়ণ প্রভৃতি। ষ্টার থিয়েটার তখন বিডন স্ট্রীটে, এই রঙ্গমঞ্চে পরে এমারল্ড থিয়েটার ও ক্লাসিক থিয়েটারের অভিনয় সম্পন্ন হইত।

আজ রবিবার। ৩০শে অগ্রহায়ণ, কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথি, ১৪ই ডিসেম্বর ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ একটি বক্সে উত্তরাস্য হইয়া বসিয়া আছেন। রঙ্গালয় আলোকাকীর্ণ। কাছে মাষ্টার, বাবুরাম ও নারায়ণ বসিয়া আছেন। গিরিশ আসিয়াছেন। অভিনয় এখনও আরম্ভ হয় নাই। ঠাকুর গিরিশের সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—বা! তুমি বেশ সব লিখেছো!

গিরিশ—মহাশয়, ধারণা কই? শুধু লিখে গেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না তোমার ধারণা আছে। সেই দিন তো তোমায় বললাম ভিতরে ভক্তি না থাক্‌লে চালচিত্র আঁকা যায় না—

"ধারণা চাই। কেশবের বাড়িতে নববৃন্দাবন নাটক দেখতে গিয়েছিলাম। দেখলাম, একজন ডিপুটী ৮০০৲ টাকা মাহিনা পায়। সকলে বললে, খুব পণ্ডিত। কিন্তু একটা ছেলে লয়ে ব্যতিব্যস্ত! ছেলেটি কিসে ভাল জায়গায় বস্‌বে, কিসে অভিনয় দেখতে পাবে, এই জন্য ব্যাকুল! এদিকে ঈশ্বরীয় কথা হ'চ্ছে তা শুন্‌বে না। ছেলে কেবল জিজ্ঞাসা কর্‌ছে, বাবা এটা কি, ওটা কি?—তিনিও ছেলে লয়ে ব্যতিব্যস্ত। কেবল বই পড়েছে মাত্র কিন্তু ধারণা হয় নাই।"

গিরিশ—মনে হয়, থিয়েটারগুলো আর করা কেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না না, ও থাক, ওতে লোকশিক্ষা হবে।

অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে। প্রহ্লাদ পাঠশালে লেখাপড়া করিতে আসিয়াছেন। প্রহ্লাদকে দর্শন করিয়া ঠাকুর সস্নেহে 'প্রহ্লাদ' 'প্রহ্লাদ' এই কথা বলিতে বলিতে একেবারে সমাধিস্থ হইলেন।

প্রহ্লাদকে হস্তী পদতলে দেখিয়া ঠাকুর কাঁদিতেছেন। অগ্নিকুণ্ডে যখন ফেলিয়া দিল তখনও ঠাকুর কাঁদিতেছেন।

গোলকে লক্ষ্মীনারায়ণ বসিয়া আছেন। নারায়ণ প্রহ্লাদের জন্য ভাবিতেছেন। সেই দৃশ্য দেখিয়া ঠাকুর আবার সমাধিস্থ হইলেন!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভক্তসঙ্গে ঈশ্বরকথা প্রসঙ্গে

[ঈশ্বরদর্শনের লক্ষণ ও উপায়—তিন প্রকার ভক্ত]

রঙ্গালয়ে গিরিশ যে ঘরে বসেন সেইখানে অভিনয়ান্তে ঠাকুরকে লইয়া গেলেন। গিরিশ বললেন, 'বিবাহ বিভ্রাট' কি শুনবেন? ঠাকুর বলিলেন, 'না, প্রহ্লাদ চরিত্রের পর ওসব কি? আমি তাই গোপাল উড়ের দলকে বলেছিলাম, তোমরা শেষে কিছু ঈশ্বরীয় কথা ব'লো। বেশ ঈশ্বরের কথা হচ্ছিল আবার বিবাহ বিভ্রাট—সংসারের কথা। 'যা ছিলুম তাই হলুম'। আবার সেই আগেকার ভাব এসে পড়ে। ঠাকুর গিরিশাদির সহিত ঈশ্বরীয় কথা কহিতেছেন। গিরিশ বলিতেছেন, মহাশয়, কি রকম দেখলেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—দেখলাম সাক্ষাৎ তিনিই সব হয়েছেন। যারা সেজেছে, তাদের দেখলাম সাক্ষাৎ আনন্দময়ী মা! যারা গোলকে রাখাল সেজেছে তাদের দেখলাম সাক্ষাৎ নারায়ণ। তিনিই সব হয়েছেন। তবে ঠিক ঈশ্বর দর্শন হ'চ্ছে কি না তার লক্ষণ আছে। একটি লক্ষণ আনন্দ। সঙ্কোচ থাকে না। যেমন সমুদ্র—উপরে হিল্লোল, কল্লোল—নীচে গভীর জল। যার ভগবান দর্শন হয়েছে সে কখনও পাগলের ন্যায়, কখনও পিশাচের ন্যায়—শুচি-অশুচি ভেদ জ্ঞান নাই। কখনও বা জড়ের ন্যায়; কেননা অন্তরে-বাহিরে ঈশ্বরকে দর্শন ক'রে অবাক হ'য়ে থাকে। কখন বালকের ন্যায়। আঁট নাই, বালক যেমন কাপড় বগলে ক'রে বেড়ায়। এই অবস্থায় কখন বাল্যভাব, কখন পৌগণ্ড ভাব—ফষ্টি-নাষ্টি করে, কখন যুবার ভাব—যখন কর্ম করে, লোকশিক্ষা দেয়, তখন সিংহতুল্য।

"জীবের অহঙ্কার আছে ব'লে ঈশ্বরকে দেখতে পায় না। মেঘ উঠলে আর সূর্য দেখা যায় না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে না ব'লে কি সূর্য নাই? সূর্য ঠিক আছে।

"তবে 'বালকের আমি' এতে দোষ নাই, বরং উপকার আছে। শাক খেলে অসুখ হয়, কিন্তু হিঞ্চে শাক খেলে উপকার হয়। হিঞ্চে শাক শাকের মধ্যে

নয়। মিছরি মিষ্টির মধ্যে নয়। অন্য মিষ্টিতে অসুখ করে, কিন্তু মি কফ-দোষ করে না।

"তাই কেশব সেনকে বলেছিলাম, আর বেশী তোমায় বললে দলটল থাকবে না! কেশব ভয় পেয়ে গেল। আমি তখন বললাম, 'বালকের আমি' 'দাস আমি', এতে দোষ নাই।

"যিনি ঈশ্বর দর্শন করেছেন তিনি দেখেন যে ঈশ্বরই জীব জগৎ হ'য়ে আছেন। সবই তিনি। এরই নাম উত্তম ভক্ত।"

গিরিশ (সহাস্যে)—সবই তিনি, তবে একটু আমি থাকে—কফ-দোষ করে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—হাঁ, ওতে হানি নাই। ও 'আমি'টুকু সম্ভোগের জন্য। আমি একটি, তুমি একটি হ'লে আনন্দভোগ করা যায়। সেব্য-সেবকের ভাব।

"আবার মধ্যম থাকের ভক্ত আছে। সে দেখে যে, ঈশ্বর সর্বভূতে অন্তর্যামীরূপে আছেন। অধম থাকের ভক্ত বলে,—ঈশ্বর আছেন, ঐ ঈশ্বর—অর্থাৎ আকাশের ওপারে। (সকলের হাস্য)।

"গোলকের রাখাল দেখে আমার কিন্তু বোধ হ'ল, সেই (ঈশ্বরই) সব হয়েছে। যিনি ঈশ্বর দর্শন করেছেন, তাঁর ঠিক বোধ হয় ঈশ্বরই কর্তা, তিনিই সব কচ্চেন।"

গিরিশ—মহাশয়, আমি কিন্তু ঠিক বুঝেছি, তিনিই সব কচ্চেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি বলি, 'মা, আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী; আমি জড়, তুমি চেতয়িতা; যেমন করাও তেমনি করি, যেমন বলাও তেমনি বলি।' যারা অজ্ঞান তারা বলে, কতক আমি করছি, কতক তিনি করছেন।

[কর্মযোগে চিত্তশুদ্ধি হয়—সর্বদা পাপ পাপ কি—অহৈতুকী ভক্তি]

গিরিশ—মহাশয়, আমি আর কি করছি, আর কর্মই বা কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—না গো, কর্ম ভাল। জমি পাট্ করা হ'লে যা রুইবে, তাই জন্মাবে। তবে কর্ম নিষ্কামভাবে করতে হয়।

"পরমহংস দুই প্রকার। জ্ঞানী পরমহংস আর প্রেমী পরমহংস, যিনি জ্ঞানী তিনি আপ্তসার—'আমার হলেই হলো'। যিনি প্রেমী যেমন শুকদেবাদি, ঈশ্বরকে লাভ ক'রে আবার লোকশিক্ষা দেন। কেউ আম খেয়ে মুখটি পুঁছে ফেলে, কেউ পাঁচজনকে দেয়। কেউ পাতকুয়া খুঁড়বার সময়—ঝুড়ি কোদাল আনে, খোঁড়া হয়ে গেলে ঝুড়ি-কোদাল ঐ পাতকুয়োতেই ফেলে দেয়। কেউ ঝুড়ি-কোদাল রেখে দেয় যদি পাড়ার লোকের কারুর দরকার লাগে। শুকদেবাদি

পরের জন্য ঝুড়ি-কোদাল তুলে রেখেছিলেন। (গিরিশের প্রতি) তুমি পরের জন্য রাখবে।"

গিরিশ—আপনি তবে আশীর্বাদ করুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি মার নামে বিশ্বাস ক'রো, হ'য়ে যাবে।

গিরিশ—আমি যে পাপী!

শ্রীরামকৃষ্ণ—যে পাপ পাপ সর্বদা করে, সে শালাই পাপী হ'য়ে যায়!

গিরিশ—মহাশয়, আমি যেখানে বসতাম সে মাটি অশুদ্ধ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সে কি! হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে যদি আলো আসে, সে কি একটু একটু ক'রে আলো হয়? না, একেবারে দপ্ ক'রে আলো হয়?

গিরিশ—আপনি আশীর্বাদ করলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমার যদি আন্তরিক হয়;—আমি কি বল্‌ব! আমি খাই-দাই তাঁর নাম করি।

গিরিশ—আন্তরিক নাই, কিন্তু ঐটুকু দিয়ে যাবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি কি? নারদ, শুকদেব এঁরা হতেন ত—

গিরিশ—নারদাদি ত আর দেখতে পাচ্চি না। সাক্ষাৎ যা পাচ্চি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—আচ্ছা, বিশ্বাস!

কিয়ৎক্ষণ সকলে চুপ করিয়া আছেন। আবার কথা হইতেছে।

গিরিশ—একটি সাধ, অহৈতুকী ভক্তি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—অহৈতুকী ভক্তি ঈশ্বরকোটির হয়। জীবকোটির হয় না।

সকলে চুপ করিয়াছেন, ঠাকুর আনমনে গান ধরিলেন, দৃষ্টি ঊর্ধ্বদিকে—

শ্যামাধন কি সবাই পায় (কালীধন কি সবাই পায়)
অবোধ মন বোঝে না একি দায়।
শিবেরি অসাধ্য সাধন মন-মজানো রাঙ্গা পায়॥
ইন্দ্রাদি সম্পদ সুখ তুচ্ছ হয় যে ভাবে মার॥
সদানন্দ সুখে ভাসে, শ্যামা যদি ফিরে চায়॥
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র ইন্দ্র যে চরণ ধ্যানে না পায়।
নির্গুণে কমলাকান্ত তবু সে চরণ চায়।

গিরিশ—নির্গুণে কমলাকান্ত তবু সে চরণ চায়!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ঈশ্বর দর্শনের উপায়—ব্যাকুলতা

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশের প্রতি)—তীব্র বৈরাগ্য হ'লে তাঁকে পাওয়া যায়। প্রাণ ব্যাকুল হওয়া চাই। শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করেছিল, কেমন ক'রে ভগবানকে পাবো। গুরু বললেন, আমার সঙ্গে এসো,—এই ব'লে একটা পুকুরে লয়ে গিয়ে তাকে চুবিয়ে ধরলেন। খানিক পরে জল থেকে উঠিয়ে আনলেন ও বললেন, তোমার জলের ভিতর কি রকম হয়েছিল? শিষ্য বললে, প্রাণ আটুবাটু করছিল—যেন প্রাণ যায়! গুরু বললেন দেখ, এইরূপ ভগবানের জন্য যদি তোমার প্রাণ আটুবাটু করে তবেই তাঁকে লাভ করবে।

"তাই বলি, তিন টান একসঙ্গে' হ'লে তবে তাঁকে লাভ করা যায়। বিষয়ীর বিষয়ের প্রতি টান, সতীর পতিতে টান, আর মায়ের সন্তানেতে টান, এই তিন ভালবাসা একসঙ্গে ক'রে কেউ যদি ভগবানকে দিতে পারে তাহ'লে তৎক্ষণাৎ সাক্ষাৎকার হয়।

"ডাক দেখি মন ডাকার মত কেমন শ্যামা থাকতে পারে! তেমন ব্যাকুল হ'য়ে ডাকতে পারলে তাঁর দেখা দিতেই হবে।

[জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের সমন্বয়—কলিকালে নারদীয় ভক্তি]

"সেদিন তোমায় যা বললুম ভক্তির মানে কি—না কায়-মন-বাক্যে তাঁর ভজনা। কায়,—অর্থাৎ হাতের দ্বারা তাঁর পূজা ও সেবা, পায়ে তাঁর স্থানে যাওয়া, কানে তাঁর ভাগবত শোনা, নামগুণ কীর্ত্তন শোনা, চক্ষে তাঁর বিগ্রহ দর্শন। মন—অর্থাৎ সর্বদা তাঁর ধ্যান চিন্তা করা, তাঁর লীলা স্মরণ মনন করা। বাক্য—অর্থাৎ তাঁর স্তব-স্তুতি, তাঁর নাম গুণ কীর্ত্তন, এই সব করা।

"কলিতে নারদীয় ভক্তি—সর্বদা তাঁর নাম গুণ কীর্ত্তন করা। যাদের সময় নাই, তারা যেন সন্ধ্যা-সকালে হাততালি দিয়ে একমনে হরিবোল হরিবোল ব'লে তাঁর ভজনা করে।

"ভক্তির আমিতে অহঙ্কার হয় না। অজ্ঞান করে না, বরং ঈশ্বর লাভ করিয়ে দেয়। এ 'আমি' আমির মধ্যে নয়। যেমন হিংচে শাক শাকের মধ্যে নয়, অন্য শাকে অসুখ হয়, কিন্তু হিংচে শাক খেলে পিত্তনাশ হয়, উলটে উপকার হয়, মিছরি মিষ্টের মধ্যে নয়, অন্য মিষ্ট খেলে অপকার হয়, মিছরি খেলে অম্বল নাশ হয়।

"নিষ্ঠার পর ভক্তি। ভক্তি পাকলে ভাব হয়। ভাব ঘনীভূত হ'লে **মহাভাব** হয়। সর্বশেষে প্রেম।

"প্রেম রজ্জুর স্বরূপ। প্রেম হ'লে ভক্তের কাছে ঈশ্বর বাঁধা পড়েন আর পালাতে পারেন না। সামান্য জীবের ভাব পর্যন্ত হয়। ঈশ্বরকোটি না হ'লে মহাভাব প্রেম হয় না। চৈতন্যদেবের হয়েছিল।

"জ্ঞানযোগ কি? যে পথ দিয়ে স্ব-স্বরূপকে জানা যায়। ব্রহ্মই আমার স্বরূপ, এই বোধ।

"প্রহ্লাদ কখনও স্ব-স্বরূপে থাকতেন। কখনও দেখতেন, আমি একটি, তুমি একটি; তখন ভক্তিভাবে থাকতেন।

"হনুমান বলেছিল, রাম! কখনও দেখি তুমি পূর্ণ, আমি অংশ; কখনও দেখি তুমি প্রভু আমি দাস; আর রাম, যখন তত্ত্বজ্ঞান হয়—তখন দেখি তুমিই আমি, আমিই তুমি।"

গিরিশ—আহা!

[সংসারে কি ঈশ্বর লাভ হয়]

শ্রীরামকৃষ্ণ—সংসারে হবে না কেন? তবে বিবেক বৈরাগ্য চাই। ঈশ্বর বস্তু আর সব অনিত্য, দুদিনের জন্য,—এইটি পাকা বোধ চাই। উপর উপর ভাসলে হবে না, ডুব দিতে হবে!

এই বলিয়া ঠাকুর গান গাহিতেছেন—

ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেম রত্নধন॥

[১ম ভাগ—৩য় খণ্ড—, ৭ম পরিচ্ছেদ

"আর একটি কথা। কামাদি কুমীরের ভয় আছে।"

গিরিশ—যমের ভয় কিন্তু আমার নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না, কামাদি কুমীরের ভয় আছে, তাই হলুদ মেখে ডুব দিতে হয়। বিবেক-বৈরাগ্যরূপ হলুদ!

"সংসারে জ্ঞান কারু কারু হয়। তাই দুই যোগীর কথা আছে, গুপ্তযোগী ও ব্যক্তযোগী। যারা সংসার ত্যাগ করেছে তারা ব্যক্তযোগী, তাদের সকলে চেনে। গুপ্তযোগীর প্রকাশ নাই। যেমন দাসী সব কর্ম করছে, কিন্তু দেশের ছেলেপুলেদের দিকে মন পড়ে আছে। আর যেমন তোমায় বলেছি, নষ্ট মেয়ে সংসারের সব কাজ উৎসাহের সহিত করে, কিন্তু সর্বদাই উপপতির দিকে মন পড়ে থাকে। বিবেক-বৈরাগ্য হওয়া বড় কঠিন! আমি কর্ত্তা, আর এ সব জিনিস আমার—এ বোধ সহজে যায় না। একজন ডিপুটিকে দেখলুম ৮০০৲ টাকা মাইনে, ঈশ্বরীয় কথা হচ্ছে, সেদিকে মন একটুও দিলে না। একটা ছেলে সঙ্গে ক'রে এনেছে, তাকে একবার এখানে বসায়, একবার

সেখানে বসায়। আর একজনকে আমি জানি, নাম করবো না; জপ করতো খুব, কিন্তু দশ হাজার টাকার জন্য মিথ্যা সাক্ষী দিচ্ছিলো। তাই বলছি, বিবেক-বৈরাগ্য হ'লে সংসারেতেও হয়।"

[পাপীতাপী ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ]

গিরিশ—এ পাপীর কি হবে?

ঠাকুর ঊর্ধ্বদৃষ্টি করিয়া করুণস্বরে গান ধরিলেন—

ভাব শ্রীকান্ত নরকান্তকারীরে। নিতান্ত কৃতান্ত ভয়ান্ত হবি॥
ভাবিলে ভব ভাবনা যায় রে—
তরে তরঙ্গে ভ্রূভঙ্গে ত্রিভঙ্গে যেবা ভাবে।
এলি কি তত্ত্বে, এ মর্ত্যে কুচিত্ত কুবৃত্ত করিলে কি হবে রে—
উচিত তো নয়, দাশরথিরে ডুবাবি রে—
কর এ চিত্ত প্রাচিত্ত, সে নিত্য পদ ভেবে॥

(গিরিশের প্রতি)—"তরে তরঙ্গে ভ্রূভঙ্গে ত্রিভঙ্গে যেবা ভাবে।"

[আদ্যাশক্তি মহামায়ার পূজা ও আমমোক্তারি বা বকলমা]

"মহামায়া দ্বার ছাড়লে তাঁর দর্শন হয়। মহামায়ার দয়া চাই। তাই শক্তির উপাসনা। দেখনা, কাছে ভগবান আছেন তবু তাঁকে জানবার যো নাই, মাঝে মহামায়া আছেন ব'লে। রাম-সীতা, লক্ষ্মণ যাচ্ছেন। আগে রাম, মাঝে সীতা—সকলের পিছনে লক্ষ্মণ। রাম আড়াই হাত অন্তরে রয়েছেন, তবু লক্ষ্মণ দেখতে পাচ্ছেন না।

"তাঁকে উপাসনা করতে একটা ভাব আশ্রয় করতে হয়। আমার তিন ভাব,—সন্তান-ভাব, দাসী-ভাব আর সখী-ভাব। দাসী-ভাব, সখীভাবে অনেক দিন ছিলাম। তখন মেয়েদের মত কাপড়, গয়না ওড়না পরতুম। সন্তান-ভাব খুব ভাল।

"বীরভাব ভাল না। নেড়া-নেড়ীদের, ভৈরব-ভৈরবীদের বীরভাব। অর্থাৎ প্রকৃতিকে স্ত্রীরূপে দেখা আর রমণের দ্বারা প্রসন্ন করা, এ ভাবে প্রায়ই পতন আছে।"

গিরিশ—আমার এক সময়ে ঐ ভাব এসেছিল।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ চিন্তিত হইয়া গিরিশকে দেখিতে লাগিলেন।

গিরিশ—ঐ আড়টুকু আছে, এখন উপায় কি বলুন?

শ্রীরামকৃষ্ণ (কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর)—তাঁকে আমমোক্তারী দাও—তিনি যা করবার করুন।
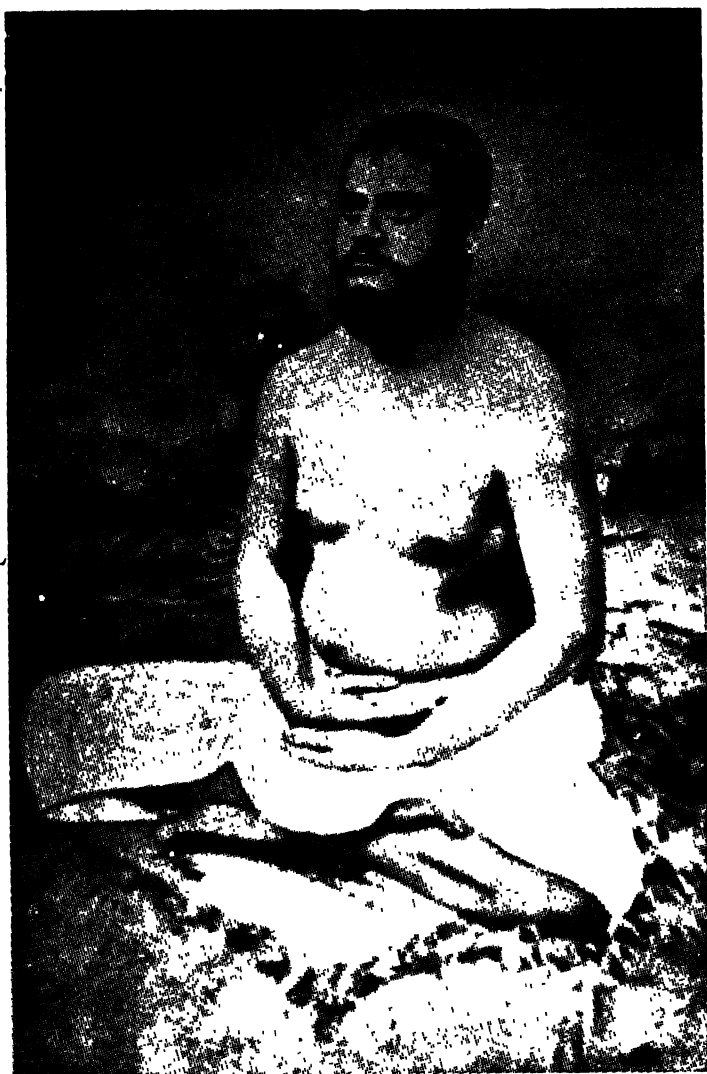
স্বামীজী

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সত্ত্বগুণ এলে ঈশ্বর লাভ—সচ্চিদানন্দ না কারণানন্দ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছোকরা ভক্তদের কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশাদির প্রতি)—ধ্যান করতে করতে ওদের সব লক্ষণ দেখি। 'বাড়ি করবো' এ বুদ্ধি ওদের নাই। মাগ-সুখের ইচ্ছা নাই। যাদের মাগ আছে, একসঙ্গে শোয় না। কি জানো—রজোগুণ না গেলে, শুদ্ধসত্ত্ব না এলে, ভগবানেতে মন স্থির হয় না। তাঁর উপর ভালবাসা আসে না, তাঁকে লাভ করা যায় না।

গিরিশ—আপনি আমায় আশীর্বাদ করেছেন!

শ্রীরামকৃষ্ণ—কই! তবে বলেছি আন্তরিক হ'লে হ'য়ে যাবে।

কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর **'আনন্দময়ী'! 'আনন্দময়ী'!** এই কথা উচ্চারণ করিয়া **সমাধিস্থ** হইতেছেন। সমাধিস্থ হইয়া অনেকক্ষণ রহিলেন। একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিতেছেন, 'শালারা, সব কই?' মাষ্টার বাবুরামকে ডাকিয়া আনিলেন।

ঠাকুর বাবুরাম ও অন্যান্য ভক্তদের দিকে চাহিয়া প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া বলিতেছেন, "**সচ্চিদানন্দই ভাল!** আর কারণানন্দ?" এই বলিয়া ঠাকুর গান ধরিলেন—

এবার আমি ভাল ভেবেছি।
ভাল ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি॥
যে দেশে রজনী নাই, সেই দেশের এক লোক পেয়েছি।
আমি কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা সন্ধ্যারে বন্ধ্যা করেছি॥
ঘুম ভেঙেছে আর কি ঘুমাই যোগে যাগে জেগে আছি।
যোগনিদ্রা তোরে দিয়ে মা, ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি॥
সোহাগা গন্ধক দিয়ে খাসা রং চড়ায়েছি।
মণি মন্দির মেজে' ল'ব অক্ষ দু'টি করে কুচি॥
প্রসাদ বলে ভক্তি মুক্তি উভয়ে মাথায় রেখেচি।
(আমি) **কালীব্রহ্ম** জেনে মর্ম ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি॥

ঠাকুর আবার গান ধরিলেন—

গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়।
কালী কালী বলে আমার অজপা যদি ফুরায়॥

ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী, পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়।
সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে কভু সন্ধি নাহি পায়॥
কালী নামের কতগুণ কেবা জানতে পারে তায়।
দেবাদিদেব মহাদেব যার পঞ্চমুখে গুণ গায়॥
দান ব্রত যজ্ঞ আদি আর কিছু না মনে লয়।
মদনের যাগ যজ্ঞ ব্রহ্মময়ীর রাঙগা পায়॥

"আমি মার কাছে প্রার্থনা করতে করতে বলেছিলুম, মা, আর কিছু চাই না, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও।"

গিরিশের শান্ত ভাব দেখিয়া ঠাকুর প্রসন্ন হইয়াছেন। আর বলিতেছেন, তোমার এই অবস্থাই ভাল, সহজ অবস্থাই উত্তম অবস্থা।

ঠাকুর নাট্যালয়ে ম্যানেজারের ঘরে বসে আছেন। একজন আসিয়া বলিলেন, —'আপনি বিবাহ বিভ্রাট দেখবেন? এখন অভিনয় হচ্ছে।'

ঠাকুর গিরিশকে বলিতেছেন, "একি করলে? প্রহ্লাদচরিত্রের পর বিবাহ বিভ্রাট? আগে পায়েস মুণ্ডি, তারপর সুক্তনি!"

[দয়াসিন্ধু শ্রীরামকৃষ্ণ ও বারবণিতা]

অভিনয়ান্তে গিরিশের উপদেশে নটীরা (Actresses) ঠাকুরকে নমস্কার করিতে আসিয়াছে। তাহারা সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া নমস্কার করিল। ভক্তেরা কেহ দাঁড়াইয়া, কেহ বসিয়া দেখিতেছেন। তাহারা দেখিয়া অবাক যে, উহাদের মধ্যে কেহ কেহ ঠাকুরের পায়ে হাত দিয়া নমস্কার করিতেছে। পায়ে হাত দিবার সময় ঠাকুর বলিতেছেন, "মা থাক্ থাক্; মা, থাক্ থাক্।" কথাগুলি করুণামাখা।

তাহারা নমস্কার করিয়া চলিয়া গেলে ঠাকুর ভক্তদের বলিতেছেন—"সবই তিনি, এক এক রূপে।"

এইবার ঠাকুর গাড়িতে উঠিলেন। গিরিশাদি ভক্তেরা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিয়া গাড়িতে তুলিয়া দিলেন।

গাড়িতে উঠিতে উঠিতেই ঠাকুর গভীর সমাধিমধ্যে মগ্ন হইলেন!

গাড়ির ভিতরে নারাণাদি ভক্তেরা উঠিলেন। গাড়ি দক্ষিণেশ্বর অভিমুখে যাইতেছে।

দ্বাদশ খণ্ড

দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে ভক্তসঙ্গে

[রাখাল, ভবনাথ, নরেন্দ্র, বাবুরাম]

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে আনন্দে বসিয়া আছেন। বাবুরাম, ছোট নরেন, পল্টু, হরিপদ, মোহিনীমোহন ইত্যাদি ভক্তেরা মেজেতে বসিয়া আছেন। একটি ব্রাহ্মণ যুবক দুই-তিন দিন ঠাকুরের কাছে আছেন। তিনিও বসিয়া আছেন। আজ শনিবার ২৫শে ফাল্গুন, ৭ই মার্চ ১৮৮৫, বেলা আন্দাজ তিনটা। চৈত্র কৃষ্ণা-সপ্তমী।

শ্রীশ্রীমা নহবতে আজকাল আছেন। তিনি মাঝে মাঝে ঠাকুরবাড়িতে আসিয়া থাকেন—শ্রীরামকৃষ্ণের সেবার জন্য। মোহিনীমোহনের সঙ্গে স্ত্রী, নবীনবাবুর মা, গাড়ি করিয়া আসিয়াছেন।

মেয়েরা নহবতে গিয়া শ্রীশ্রীমাকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া সেইখানেই আছেন। ভক্তেরা একটু সরিয়া গেলে ঠাকুরকে আসিয়া প্রণাম করিবেন। ঠাকুর ছোট খাটটিতে বসিয়া আছেন। ছোকরা ভক্তদের দেখিতেছেন ও আনন্দে বিভোর হইতেছেন।

রাখাল এখন দক্ষিণেশ্বরে থাকেন না। কয় মাস বলরামের সহিত বৃন্দাবনে ছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া এখন বাটীতে আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—রাখাল এখন পেনসান্ খাচ্ছে। বৃন্দাবন থেকে এসে এখন বাড়িতে থাকে। বাড়িতে পরিবার আছে। কিন্তু আবার বলেছে, হাজার টাকা মাহিনা দিলেও চাকরি করবে না।

"এখানে শুয়ে শুয়ে বলতো—তোমাকেও ভাল লাগে না, এমনি তার একটি অবস্থা হয়েছিল।

"ভবনাথ বিয়ে করেছে, কিন্তু সমস্ত রাত্রি স্ত্রীর সঙ্গে কেবল ধর্মকথা কয়! ঈশ্বরের কথা নিয়ে দুজনে থাকে। আমি বললুম, পরিবারের সঙ্গে একটু আমোদ-আহ্লাদ করবি, তখন রেগে রোক ক'রে বললে, কি! আমরাও আমোদ-আহ্লাদ নিয়ে থাকবো?

ঠাকুর এইবার নরেন্দ্রের কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—কিন্তু নরেন্দ্রের উপর যত ব্যাকুলতা হয়েছিল, এর উপর (ছোট নরেনের উপর) তত হয় নাই।

(হরিপদর প্রতি) "তুই গিরিশ ঘোষের বাড়ি যাস্?"

হরিপদ—আমাদের বাড়ির কাছে বাড়ি, প্রায়ই যাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—নরেন্দ্র যায়?

হরিপদ—হাঁ, কখন কখন দেখতে পাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—গিরিশ ঘোষ যা বলে (অর্থাৎ 'অবতার' বলে) তাতে ও কি বলে।

হরিপদ—তর্কে হেরে গেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না সে (নরেন্দ্র) বললে, গিরিশ ঘোষের এখন এত বিশ্বাস—আমি কেন কোন কথা বল্‌বো?

জজ অনুকূল মুখোপাধ্যায়ের জামাই এর ভাই আসিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি নরেন্দ্রকে জান?

জামায়ের ভাই—আজ্ঞা, হাঁ। নরেন্দ্র বুদ্ধিমান ছোকরা!

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—ইনি ভাল লোক, যে কালে নরেন্দ্রের সুখ্যাতি করেছেন। সেদিন নরেন্দ্র এসেছিল। ত্রৈলোক্যের সঙ্গে সেদিন গান গাইলে। কিন্তু গানটি সেদিন আলুনী লাগ্‌লো।

[বাবুরাম ও 'দুদিক রাখা'—জ্ঞান অজ্ঞানের পার হও]

ঠাকুর বাবুরামের দিকে চাহিয়া কথা কহিতেছেন। মাষ্টার যে স্কুলে অধ্যাপনা করেন, বাবুরাম সে স্কুলে এণ্ট্রান্স ক্লাসে পড়েন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বাবুরামের প্রতি)—তোর বই কই? পড়াশুনা করবি না? (মাষ্টারের প্রতি) ও দুদিক রাখতে চায়।

"বড় কঠিন পথ, একটু তাঁকে জানলে কি হবে! বশিষ্ঠদেব, তাঁরই পুত্রশোক হ'ল! লক্ষ্মণ দেখে অবাক হ'য়ে রামকে জিজ্ঞাসা করলেন। রাম বললেন, ভাই, এ আর আশ্চর্য কি? যার জ্ঞান আছে তার অজ্ঞানও আছে। ভাই, তুমি জ্ঞান-অজ্ঞানের পার হও! পায়ে কাঁটা ফুটলে, আর একটি কাঁটা খুঁজে আনতে হয়, সেই কাঁটা দিয়ে প্রথম কাঁটাটি তুলতে হয়, তার পর দুটি কাঁটাই ফেলে দিতে হয়। তাই অজ্ঞান-কাঁটা তুলবার জন্য জ্ঞান-কাঁটা যোগাড় করতে হয়। তার পর জ্ঞান-অজ্ঞানের পারে যেতে হয়!"

বাবুরাম (সহাস্যে)—আমি ঐটি চাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—ওরে, দুদিক রাখলে কি তা হয়? তা যদি চাস্ তবে চলে আয়!

বাবুরাম (সহাস্যে)—আপনি নিয়ে আসুন!

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—রাখাল ছিল সে এক, তার বাপের মত ছিল। এরা থাকলে হাঙ্গাম হবে।

(বাবুরামের প্রতি)—"তুই দুর্বল! তোর সাহস কম! দেখ দেখি ছোট নরেন কেমন বলে, আমি একবারে এসে থাকব!"

এতক্ষণে ঠাকুর ছোকরা ভক্তদের মধ্যে আসিয়া মেজেতে মাদুরের উপর বসিয়াছেন। মাষ্টার তাঁহার কাছে বসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারকে)—আমি কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগী খুঁজছি। মনে করি, এ বুঝি থাকবে! সকলেই এক একটা ওজর করে!

"একটা ভূত সঙ্গী খুঁজছিল। শনি-মঙ্গলবারে অপঘাতে মৃত্যু হ'লে ভূত হয়, তাই সে ভূতটা যেই দেখতো কেউ ছাদ থেকে পড়ে গেছে, কি হোঁচট খেয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়েছে, অমনি দৌড়ে যেত,—এই মনে ক'রে যে, এটার অপঘাত মৃত্যু হয়েছে, এবার ভূত হবে, আর আমার সঙ্গী হবে। কিন্তু তার এমনি কপাল যে দেখে, সব শালারা বেঁচে উঠে! সঙ্গী আর জোটে না।

"দেখ না, রাখাল 'পরিবার' 'পরিবার' করে। বলে, আমার স্ত্রীর কি হবে? নরেন্দ্র বুকে হাত দেওয়াতে বেহুঁশ হ'য়ে গিছলো, তখন বলে, ওগো, তুমি আমার কি করলে গো! আমার যে বাপ-মা আছে গো!

"আমায় তিনি এ অবস্থায় রেখেছেন কেন? চৈতন্যদেব সন্ন্যাস করলেন—সকলে প্রণাম করবে বলে, **যারা একবার নমস্কার করবে তারা উদ্ধার হয়ে যাবে।**"

ঠাকুরের জন্য মোহিনীমোহন চাংড়া করিয়া সন্দেশ আনিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—**এ সন্দেশ কার?**

বাবুরাম মোহিনীকে দেখাইয়া দিলেন।

ঠাকুর প্রণব উচ্চারণ করিয়া সন্দেশ স্পর্শ করিলেন ও কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া প্রসাদ করিয়া দিলেন। অতঃপর সেই সন্দেশ লইয়া ভক্তদের দিতেছেন। কি আশ্চর্য, ছোট নরেনকে ও আরও দুই-একটি ছোকরা ভক্তকে নিজে খাওয়াইয়া দিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—এর একটি মানে আছে। **নারায়ণ** শুদ্ধাত্মাদের ভিতর বেশী প্রকাশ। ও দেশে যখন যেতুম ঐরূপ ছেলেদের কারু কারু মুখে নিজে খাবার দিতাম। চিনে শাঁখারী বলতো 'উনি আমাদের খাইয়ে দেন না কেন?' কেমন করে দেব, কেউ ভাজ-মেগো! কেউ অমুক-মেগো, কে খাইয়ে দেবে!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সমাধি মন্দিরে ভক্তদের সম্বন্ধে মহাবাক্য

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শুদ্ধাত্মা ভক্তদিগকে পাইয়া আনন্দে ভাসিতেছেন ও ছোট খাটটিতে বসিয়া বসিয়া তাহাদিগকে কীর্ত্তনীর ঢং দেখাইয়া হাসিতেছেন। কীর্ত্তনী সেজে-গুজে সম্প্রদায় সঙ্গে গান গাইতেছে। কীর্ত্তনী দাঁড়াইয়া, হাতে রঙিন রুমাল, মাঝে মাঝে ঢং করিয়া কাসিতেছে ও নথ তুলিয়া থুথু ফেলিতেছে। আবার যদি কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তি আসিয়া পড়ে, গান গাইতে গাইতেই তাহাকে অভ্যর্থনা করিতেছে ও বলিতেছে 'আসুন'! আবার মাঝে মাঝে হাতের কাপড় সরাইয়া তাবিজ, অনন্ত ও বাউটি ইত্যাদি অলঙ্কার দেখাইতেছে।

অভিনয়দৃষ্টে ভক্তরা সকলেই হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন। পল্টু হাসিয়া গড়াগড়ি দিতেছেন। ঠাকুর পল্টুর দিকে তাকাইয়া মাষ্টারকে বলিতেছেন,—"ছেলেমানুষ কিনা, তাই হেসে গড়াগড়ি দিচ্ছে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ (পল্টুর প্রতি সহাস্যে)—তোর বাবাকে এ সব কথা বলিস্‌নি। যাও একটু (আমার প্রতি) টান ছিল তাও যাবে। ওরা একে ইংলিশম্যান লোক।

। আহ্নিক জপ ও গঙ্গাস্নানের সময় কথা।

(ভক্তদের প্রতি) "অনেকে আহ্নিক করবার সময় যত রাজ্যের কথা কয়; কিন্তু কথা কইতে নাই,—তাই ঠোঁট বুজে যত প্রকার ইসারা করতে থাকে। এটা নিয়ে এস, ওটা নিয়ে এস, হুঁ উঁহুঁ,—এই সব করে। (হাস্য)।

"আবার কেউ মালা জপ করছে: তার ভিতর থেকেই মাছ দর করে! জপ করতে করতে হয় ত আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়—ঐ মাছটা! যত হিসাব সেই সময়ে! (সকলের হাস্য)।

"কেউ হয়ত গঙ্গাস্নান করতে এসেছে। সে সময় কোথা ভগবান চিন্তা করবে, গল্প করতে ব'সে গেল! যত রাজ্যের গল্প! 'তোর ছেলের বিয়ে হ'ল, কি গয়না দিলে? 'অমুকের বড় ব্যামো', 'অমুক শ্বশুরবাড়ি থেকে এসেছে কিনা', 'অমুক কনে দেখতে গিছলো, তা দেওয়া-থোওয়া সাধ-আহ্লাদ খুব করবে', 'হরিশ আমার বড় ন্যাওটো, আমায় ছেড়ে একদণ্ড থাক্‌তে পারে না', 'এতো দিন আস্‌তে পারি নি মা—অমুকের মেয়ের পাকা দেখা, বড় ব্যস্ত ছিলাম।'

"দেখ দেখি, কোথায় গঙ্গাস্নানে এসেছে! যত সংসারের কথা!"

ঠাকুর ছোট নরেনকে একদৃষ্টে দেখিতেছেন। দেখিতে দেখিতে সমাধিস্থ হইলেন! শুদ্ধাত্মা ভক্তের ভিতর ঠাকুর কি নারায়ণ দর্শন করিতেছেন।

ভক্তেরা একদৃষ্টে সেই সমাধি-চিত্র দেখিতেছেন। এত হাসি খুশি হইতেছিল, এইবার সকলেই নিঃশব্দ, ঘরে যেন কোন লোক নাই। ঠাকুরের শরীর নিস্পন্দ, চক্ষু স্থির, হাত জোড় করিয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া আছেন।

কিয়ৎপরে সমাধি ভঙ্গ হইল। ঠাকুরের বায়ু স্থির হইয়া গিয়াছিল, এইবার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ক্রমে বহির্জগতে মন আসিতেছে। ভক্তদের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন।

এখনও ভাবস্থ হইয়া রহিয়াছেন। এইবার প্রত্যেক ভক্তকে সম্বোধন করিয়া কাহার কি হইবে, ও কাহার কিরূপ অবস্থা কিছু কিছু বলিতেছেন। (ছোট নরেনের প্রতি) "তোকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হচ্ছিলাম। তোর হবে। আসিস এক্ একবার—আচ্ছা তুই কি ভালবাসিস্?—**জ্ঞান, না ভক্তি?"**

ছোট নরেন—শুধু ভক্তি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না জানলে ভক্তি কাকে করবি? (মাষ্টারকে দেখাইয়া সহাস্যে) এঁকে যদি না জানিস, কেমন ক'রে এঁকে ভক্তি করবি? (মাষ্টারের প্রতি)—তবে শুদ্ধাত্মা যে কালে বলেছে—'শুধু ভক্তি চাই' এর অবশ্য মানে আছে।

"আপনা-আপনি ভক্তি আসা সংস্কার না থাকলে হয় না। এইটি প্রেমা-ভক্তির লক্ষণ। জ্ঞানভক্তি—বিচার করা ভক্তি।

(ছোট নরেনের প্রতি) "দেখি, তোর শরীর দেখি, জামা খোল দেখি। বেশ বুকের আয়তন;—তবে হবে। মাঝে মাঝে আসিস্।"

ঠাকুর এখনও ভাবস্থ। অন্য অন্য ভক্তদের সস্নেহে এক একজনকে সম্বোধন করিয়া আবার বলিতেছেন।

(পল্টুর প্রতি)—"তোরও হবে। তবে একটু দেরিতে হবে।

(বাবুরামের প্রতি)—"তোকে টানচি না কেন? শেষে কি একটা হাঙ্গামা হবে!

(মোহিনীমোহনের প্রতি)—"তুমি তো আছই! একটু বাকী আছে, সেটুকু গেলে কর্মকাজ সংসার কিছু থাকে না।—সব যাওয়া কি ভাল।"

এই বলিয়া তাঁহার দিকে একদৃষ্টে সস্নেহে তাকাইয়া রহিলেন, যেন তাঁহার হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশের সমস্ত ভাব দেখিতেছেন! মোহিনীমোহন কি ভাবিতেছিলেন, ঈশ্বরের জন্য সব যাওয়াই ভাল? কিয়ৎ পরে ঠাকুর আবার বলিতেছেন—ভাগবত পণ্ডিতকে একটি পাশ দিয়ে ঈশ্বর রেখে দেন, তা না হ'লে ভাগবত কে শুনাবে।—রেখে দেন লোকশিক্ষার জন্য। মা সেইজন্য সংসারে রেখেছেন।

এইবার ব্রাহ্মণ যুবকটিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন।

[জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ—ব্রহ্মজ্ঞানীর অবস্থা ও 'জীবন মুক্ত']

শ্রীরামকৃষ্ণ (যুবকের প্রতি)—তুমি জ্ঞানচর্চা ছাড়—ভক্তি নাও—**ভক্তিই সার!** —আজ তোমার কি তিনদিন হ'ল?

ব্রাহ্মণ যুবক (হাত জোড় করিয়া)—আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—**বিশ্বাস করো—নির্ভর করো—তা হ'লে নিজের কিছু করতে হবে না! মা কালী সব করবেন!**

"জ্ঞান সদর মহল পর্যন্ত যেতে পারে। ভক্তি অন্দর মহলে যায়। **শুদ্ধাত্মা** নির্লিপ্ত; বিদ্যা, অবিদ্যা তাঁর ভিতর দুইই আছে, তিনি নির্লিপ্ত। বায়ুতে কখনও সুগন্ধ কখনও দুর্গন্ধ পাওয়া যায়, কিন্তু বায়ু নির্লিপ্ত। ব্যাসদেব যমুনা পার হচ্ছিলেন, গোপীরাও সেখানে উপস্থিত। তারাও পারে যাবে—দধি, দুধ, ননী বিক্রি করতে যাচ্ছে কিন্তু নৌকা ছিল না কেমন ক'রে পারে যাবেন—সকলে ভাবছেন।

"এমন সময়ে ব্যাসদেব বললেন, আমার বড় ক্ষুধা পেয়েছে। তখন গোপীরা তাঁকে ক্ষীর, সর, ননী সমস্ত খাওয়াতে লাগলেন। ব্যাসদেব প্রায় সমস্ত খেয়ে ফেললেন!

"তখন ব্যাসদেব যমুনাকে সম্বোধন ক'রে বললেন—'যমুনে! আমি যদি কিছু না খেয়ে থাকি, তা হ'লে তোমার জল দুই ভাগ হবে আর মাঝে রাস্তা দিয়ে আমরা চলে যাব।' ঠিক তাই হ'ল! যমুনা দুইভাগ হয়ে গেলেন, মাঝে ওপারে যাবার পথ। সেই পথ দিয়ে ব্যাসদেব ও গোপীরা সকলে পার হ'য়ে গেলেন!

"'আমি খাই নাই' তার মানে এই যে আমি সেই **শুদ্ধাত্মা, শুদ্ধাত্মা নির্লিপ্ত**—প্রকৃতির পার। তাঁর ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই! জন্ম মৃত্যু নাই,—**অজর অমর সুমেরুবৎ!**

"যার এই ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে, **সে জীবন্মুক্ত!** সে ঠিক বুঝতে পারে যে, আত্মা আলাদা আর দেহ আলাদা। ভগবানকে দর্শন করলে দেহাত্মবুদ্ধি আর থাকে না! দুটি আলাদা। যেমন নারিকেলের জল শুকিয়ে গেলে শাঁস আলাদা আর খোল আলাদা হ'য়ে যায়। আত্মাটি যেন দেহের ভিতর নড় নড় করে। তেমনি বিষয়বুদ্ধিরূপ জল শুকিয়ে গেলে আত্মজ্ঞান হয়। আত্মা আলাদা আর দেহ আলাদা বোধ হয়। কাঁচা সুপারি বা কাঁচা বাদামের ভিতরের সুপারি বা বাদাম ছাল থেকে তফাত করা যায় না।

"কিন্তু পাকা অবস্থায় সুপারি বা বাদাম আলাদা—ও ছাল আলাদা হ'য়ে যায়। পাকা অবস্থায় রস শুকিয়ে যায়। ব্রহ্মজ্ঞান হলে বিষয়রস শুকিয়ে যায়।

"কিন্তু সে জ্ঞান বড় কঠিন। বললেই ব্রহ্মজ্ঞান হয় না! কেউ জ্ঞানের ভান করে। (সহাস্যে) একজন বড় মিথ্যা কথা কইত, আবার এদিকে বলত—আমার ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে। কোনও লোক তাকে তিরস্কার করাতে সে বললে, 'কেন জগৎ তো স্বপ্নবৎ, সবই যদি মিথ্যা হ'ল সত্য কথাটাই কি ঠিক! মিথ্যাটাও মিথ্যা, সত্যটাও মিথ্যা!" (সকলের হাস্য)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

'ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে'—গুহ্যকথা

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে মেজেতে মাদুরের উপর বসিয়া আছেন। সহাস্যবদন। ভক্তদের বলিতেছেন, আমার পায়ে একটু হাত বুলিয়ে দেতো। ভক্তেরা পদসেবা করিতেছেন। (মাষ্টারের প্রতি, সহাস্যে) "এর (পদসেবার) অনেক মানে আছে।"

আবার নিজের হৃদয়ে হাত রাখিয়া বলিতেছেন, "এর ভিতর যদি কিছু থাকে (পদ সেবা করলে) অজ্ঞান অবিদ্যা একেবারে চলে যায়।"

হঠাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ গম্ভীর হইলেন, যেন কি গুহ্য কথা বলিবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—এখানে অপর লোক কেউ নাই। সেদিন—হরিশ কাছে ছিল—দেখলাম—খোলটি—(দেহটি) ছেড়ে **সচ্চিদানন্দ** বাহিরে এল, **এসে বললে, আমি যুগে যুগে অবতার!** তখন ভাবলাম, বুঝি মনের খেয়ালে ঐ সব কথা বলছি। তারপর চুপ ক'রে থেকে দেখলাম—তখন দেখি আপনি বলছে, **শক্তির আরাধনা চৈতন্যও করেছিল।**

ভক্তেরা সকলে অবাক হইয়া শুনিতেছেন। কেহ কেহ ভাবিতেছেন,—**সচ্চিদানন্দ** ভগবান কি শ্রীরামকৃষ্ণের রূপ ধারণ করিয়া আমাদের কাছে বসিয়া আছেন? ভগবান কি অবার অবতীর্ণ হইয়াছেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ কথা কহিতেছেন। মাষ্টারকে সম্বোধন করিয়া আবার বলিতেছেন—**"দেখলাম, পূর্ণ আবির্ভাব। তবে সত্ত্বগুণের ঐশ্বর্য।"**

ভক্তেরা সকলে অবাক হইয়া এই সকল কথা শুনিতেছেন।

[যোগমায়া আদ্যাশক্তি ও অবতার-লীলা]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—এখন মাকে বলছিলাম, আর বকতে পারি না। আর বলছিলাম, "মা যেন একবার ছুঁয়ে দিলে লোকের চৈতন্য হয়। যোগমায়ার এমনি মহিমা—তিনি ভেল্কি লাগিয়ে দিতে পারেন। বৃন্দাবন লীলায়

যোগমায়া ভেল্‌কি লাগিয়ে দিলেন। তাঁরই বলে স্যোল কৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীমতীর মিলন ক'রে দিছ্‌লেন। যোগমায়া—যিনি **আদ্যাশক্তি**—তাঁর একটি আকর্ষণী শক্তি আছে। আমি ঐ শক্তির আরোপ করেছিলাম।

"আচ্ছা, যারা আসে তাদের কিছু কিছু হচ্ছে?"

মাষ্টার—আজ্ঞা হাঁ, হচ্ছে বৈ কি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেমন ক'রে জান্‌লে?

মাষ্টার (সহাস্যে)—সবাই বলে, তাঁর কাছে যারা যায় তারা ফেরে না!

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—একটা কোলাব্যাঙ হেলে সাপের পাল্লায় পড়েছিল। সে ওটাকে গিলতেও পারছে না, ছাড়তেও পারছে না! আর কোলাব্যাঙ্‌টার যন্ত্রণা—সেটা ক্রমাগত ডাকছে! ঢোঁড়া সাপটারও যন্ত্রণা। কিন্তু গোখরো সাপের পাল্লায় যদি পড়তো তা হ'লে দু-এক ডাকেই শান্তি হয়ে যেত! (সকলের হাস্য)।

(ছোকরা ভক্তদের প্রতি)—"তোরা ত্রৈলোক্যের সেই বইখানা পড়িস্‌—**ভক্তি-চৈতন্যচন্দ্রিকা।** তার কাছে একখানা চেয়ে নিস্‌ না। বেশ চৈতন্যদেবের কথা আছে।"

একজন ভক্ত—তিনি দেবেন কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—কেন, কাঁকুড়ক্ষেতে যদি অনেক কাঁকুড় হ'য়ে থাকে তা'হ'লে মালিক ২/৩টা বিলিয়ে দিতে পারে! (সকলের হাস্য)। অমনি কি দেবে না—কি বলিস্‌?

শ্রীরামকৃষ্ণ (পল্টুর প্রতি)—আসিস এখানে এক একবার।

পল্টু—সুবিধা হলে আস্‌ব।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কলকাতায় যেখানে যাব, সেখানে যাবি?

পল্টু—যাব, চেষ্টা করব।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঐ পটোয়ারী!

পল্টু—"চেষ্টা করব" না বললে যে মিছে কথা হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—ওদের মিছে কথা ধরি না, ওরা স্বাধীন নয়।

ঠাকুর হরিপদর সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হরিপদর প্রতি)—মহেন্দ্র মুখুজ্যে কেন আসে না?

হরিপদ—ঠিক বলতে পারি না।

মাষ্টার (সহাস্যে)—তিনি জ্ঞানযোগ করছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না, সেদিন প্রহ্লাদচরিত্র দেখাবে ব'লে গাড়ি পাঠিয়ে দেবে বলেছিল। কিন্তু দেয় নাই, বোধ হয় এইজন্য আসে না।

মাষ্টার—একদিন মহিম চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা ও আলাপ হয়েছিল। সেইখানে যাওয়া আসা করেন ব'লে বোধ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেন মহিম ত ভক্তির কথাও কয়। সে ত ঐটে খুব বলে, 'আধারিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।'

মাষ্টার (সহাস্যে)—সে আপনি বলান তাই বলে!

শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষ ঠাকুরের কাছে নূতন যাতায়াত করিতেছেন। আজকাল তিনি সর্বদা ঠাকুরের কথা লইয়া থাকেন।

হরি—গিরিশ ঘোষ আজকাল অনেক রকম দেখেন। এখান থেকে গিয়ে অবধি সর্বদা ঈশ্বরের ভাবে থাকেন—কত কি দেখেন!

শ্রীরামকৃষ্ণ—তা হ'তে পারে, গঙ্গার কাছে গেলে অনেক জিনিস দেখা যায়, নৌকা, জাহাজ—কত কি।

হরি—গিরিশ ঘোষ বলেন, 'এবার কেবল কর্ম নিয়ে থাকব, সকালে ঘড়ি দেখে দোয়াত কলম নিয়ে বস্‌ব ও সমস্ত দিন ঐ (বই লেখা) করব।' এই রকম বলেন কিন্তু পারেন না। আমরা গেলেই কেবল এখানকার কথা। আপনি নরেন্দ্রকে পাঠাতে বলেছিলেন। গিরিশবাবু বললেন, 'নরেন্দ্রকে গাড়ি করে দিব।'

৫টা বাজিয়াছে। ছোট নরেন বাড়ি যাইতেছেন। ঠাকুর উত্তর-পূর্ব লম্বা বারান্দায় দাঁড়াইয়া একান্তে তাঁহাকে নানাবিধ উপদেশ দিতেছেন। কিয়ৎ পরে তিনি প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। অন্যান্য ভক্তেরাও অনেকে বিদায় গ্রহণ করলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ছোট খাটটিতে বসিয়া মোহিনীর সঙ্গে কথা কহিতেছেন। পরিবারটি পুত্রশোকের পর পাগলের মত। কখনও হাসেন, কখনও কাঁদেন, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে এসে কিন্তু শান্তভাব হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমার পরিবার এখন কি রকম?

মোহিনী—এখানে এলেই শান্ত হন, সেখানে মাঝে মাঝে বড় হাঙ্গামা করেন। সেদিন মরতে গিছলেন।

ঠাকুর শুনিয়া কিয়ৎকাল চিন্তিত হইয়া রহিলেন। মোহিনী বিনীতভাবে বলিতেছেন, 'আপনার দু'-একটা কথা ব'লে দিতে হবে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ—রাঁধতে দিও না। ওতে মাথা আরও গরম হয়। আর লোকজন সঙ্গে রাখবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্ভুত সন্ন্যাসের অবস্থা—তারকসংবাদ

সন্ধ্যা হইল। ঠাকুরবাড়িতে আরতির উদ্যোগ হইতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে আলো জ্বালা ও ধুনা দেওয়া হইল। ঠাকুর ছোট খাটটিতে বসিয়া **জগন্মাতাকে প্রণাম** করিয়া সুস্বরে নাম করিতেছেন। ঘরে আর কেহ নাই। কেবল মাষ্টার বসিয়া আছেন।

ঠাকুর গাত্রোত্থান করিলেন। মাষ্টারও দাঁড়াইলেন। ঠাকুর ঘরের পশ্চিমের ও উত্তরের দরজা দেখাইয়া মাষ্টারকে বলিতেছেন, "ওদিকগুলো (দরজাগুলি) বন্ধ করো।" মাষ্টার দরজাগুলি বন্ধ করিয়া বারান্দায় ঠাকুরের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

ঠাকুর বলিতেছেন, "একবার কালীঘরে যাব।" এই বলিয়া মাষ্টারের হাত ধরিয়া ও তাঁহার উপর ভর দিয়া কালীঘরের সম্মুখের চাতালে গিয়া উপস্থিত হইলেন আর সেই স্থানে বসিলেন। বসিবার পূর্বে বলিতেছেন "তুমি বরং ওকে ডেকে দাও।" মাষ্টার বাবুরামকে ডাকিয়া দিলেন।

ঠাকুর মা কালী দর্শন করিয়া বৃহৎ উঠানের মধ্য দিয়া নিজের ঘরে ফিরিতেছেন। মুখে **"মা! মা! রাজরাজেশ্বরী!"**

ঘরে আসিয়া ছোট খাটটিতে বসিলেন।

ঠাকুরের একটি অদ্ভুত অবস্থা হইয়াছে। কোন ধাতু দ্রব্যে হাত দিতে পারিতেছেন না। বলিয়াছিলেন, মা, বুঝি ঐশ্বর্যের ব্যাপারটি মন থেকে একেবারে তুলে দিচ্ছেন!' এখন কলাপাতায় আহার করেন। মাটির ভাঁড়ে জল খান। গাড়ু ছুঁইতে পারেন না, তাই ভক্তদের মাটির ভাঁড় আনিতে বলিয়াছিলেন। গাড়ুতে বা থালায় হাত দিলে ঝন্‌ঝন্ কন্‌কন্ করে, যেন শিঙি মাছের কাঁটা বিঁধছে।

প্রসন্ন কয়টি ভাঁড় আনিয়াছিলেন, কিন্তু বড় ছোট। ঠাকুর হাসিয়া বলিতেছেন, "ভাঁড়গুলি বড় ছোট। কিন্তু ছেলেটি বেশ। আমি বলাতে আমার সামনে ন্যাংটো হয়ে দাঁড়ালো। কি ছেলেমানুষ!"

['ভক্ত ও কামিনী'—'সাধু সাবধান']

বেলঘোরের তারক একজন বন্ধুসঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ঠাকুর ছোট খাটটিতে বসিয়া আছেন। ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছে। মাষ্টার ও দুই একটি ভক্তও বসিয়া আছেন।

তারক বিবাহ করিয়াছেন। বাপ মা ঠাকুরের কাছে আসিতে দেন না।

কলিকাতায় বৌবাজারের কাছে বাসা আছে, সেইখানেই আজকাল তারক প্রায় থাকেন। তারককে ঠাকুর বড় ভালবাসেন। সঙ্গী ছোকরাটি একটু তমোগুণী। ধর্ম বিষয় ও ঠাকুরের সম্বন্ধে একটু ব্যঙ্গভাব। তারকের বয়স আন্দাজ বিংশতি বৎসর। তারক আসিয়া ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (তারকের বন্ধুর প্রতি)—একবার দেবালয় সব দেখে এস না।

বন্ধু—ও সব দেখা আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, তারক যে এখানে আসে, এটা কি খারাপ?

বন্ধু—তা আপনি জানেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ইনি (মাষ্টার) হেড মাষ্টার।

বন্ধু—ওঃ।

ঠাকুর তারককে কুশল প্রশ্ন করিতেছেন। আর তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া অনেক কথা কহিতেছেন। তারক অনেক কথাবার্তার পর বিদায় গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন। ঠাকুর তাহাকে নানা বিষয়ে সাবধান করিয়া দিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (তারকের প্রতি)—**সাধু সাবধান!** কামিনী-কাঞ্চন থেকে সাবধান! মেয়েমানুষের মায়াতে একবার ডুবলে আর উঠবার জো নাই। **বিশালক্ষীর দ**; যে একবার পড়েছে সে আর উঠতে পারে না! আর এখানে এক একবার আস্‌বি।

তারক—বাড়িতে আস্‌তে দেয় না।

একজন ভক্ত—যদি কারু মা বলেন তুই দক্ষিণেশ্বরে যাস্ নাই। যদি দিব্য দেন আর বলেন, যদি যাস্ তো আমার রক্ত খাবি!—

[শুধু ঈশ্বরের জন্য গুরুবাক্য লঙ্ঘন]

শ্রীরামকৃষ্ণ—যে মা ও কথা বলে সে মা নয়;—**সে অবিদ্যারূপিণী।** সে মার কথা না শুনলে কোন দোষ নাই। সে মা ঈশ্বর লাভের পথে বিঘ্ন দেয়। ঈশ্বরের জন্য গুরুজনের বাক্য লঙ্ঘনে দোষ নাই। ভরত রামের জন্য কৈকেয়ীর কথা শুনে নাই। গোপীরা কৃষ্ণদর্শনের জন্য পতিদের মানা শুনে নাই। প্রহ্লাদ ঈশ্বরের জন্য বাপের কথা শুনে নাই। বলি ভগবানের প্রীতির জন্য গুরু শুক্রাচার্যের কথা শুনে নাই। বিভীষণ রামকে পাবার জন্য জ্যেষ্ঠ ভাই রাবণের কথা শুনে নাই।

"তবে ঈশ্বরের পথে যেও না, একথা ছাড়া আর সব কথা শুনবি! দেখি তোর হাত দেখি।"

এই বলিয়া ঠাকুর তারকের হাত কত ভারী যেন দেখিতেছেন। একটু পরে বলিতেছেন, "একটু (আড়) আছে—কিন্তু ওটুকু যাবে। তাঁকে একটু

প্রার্থনা করিস্, আর এখানে এক একবার আসিস্—ওটুকু যাবে! কলকাতার বউবাজারে বাসা তুই করেছিস্?”

তারক—আজ্ঞা—না, তারা করেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—তারা করেছে না তুই করেছিস্? **বাঘের ভয়ে?**

ঠাকুর কামিনীকে কি বাঘ বলিতেছেন?

তারক প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ঠাকুর ছোট খাটটিতে শুইয়া আছেন, যেন তারকের জন্য ভাবছেন। হঠাৎ মাষ্টারকে বলিতেছেন,—এদের জন্য আমি এত ব্যাকুল কেন?

মাষ্টার চুপ করিয়া আছেন—যেন কি উত্তর দিবেন, ভাবিতেছেন। ঠাকুর আবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আর বলিতেছেন, “বল না।”

এদিকে মোহিনীমোহনের পরিবার ঠাকুরের ঘরে আসিয়া প্রণাম করিয়া একপাশে বসিয়া আছেন। ঠাকুর তারকের সঙ্গীর কথা মাষ্টারকে বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তারক কেন ওটাকে সঙ্গে করে আনলে?

মাষ্টার—বোধ হয় রাস্তার সঙ্গী। অনেকটা পথ, তাই একজনকে সঙ্গে ক’রে এনেছে।

এই কথার মধ্যে ঠাকুর হঠাৎ মোহিনীর পরিবারকে সম্বোধন ক’রে বলছেন,—অপঘাত মৃত্যু হ’লে প্রেতনী হয়। সাবধান! মনকে বুঝাবে। এত শুনে দেখে শেষ কালে কি এই হলো!”

মোহিনী এইবার বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেছেন। পরিবারও ঠাকুরকে প্রণাম করিতেছেন। ঠাকুর তাঁহার ঘরের মধ্যে উত্তর দিকের দরজার কাছে দাঁড়াইয়াছেন। পরিবার মাথায় কাপড় দিয়া ঠাকুরকে আস্তে আস্তে কি বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এখানে থাকবে?

পরিবার—এসে কিছুদিন থাকবো। নবতে মা আছেন তাঁর কাছে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তা বেশ। তা তুমি যে বলো—মরবার কথা—তাই ভয় হয়। আবার পাশে গঙ্গা!

ত্রয়োদশ খণ্ড

কলিকাতায় ভক্ত-মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

অন্তরঙ্গসঙ্গে বসু বলরাম মন্দিরে

বেলা তিনটা অনেকক্ষণ বাজিয়াছে। চৈত্র মাস, প্রচণ্ড রৌদ্র। শ্রীরামকৃষ্ণ দুই একটি ভক্তসঙ্গে বলরামের বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। মাষ্টারের সহিত কথা কহিতেছেন।

আজ ৬ই এপ্রিল সোমবার ১৮৮৫, ২৫শে চৈত্র, কৃষ্ণা সপ্তমী। ঠাকুর কলিকাতায় ভক্তমন্দিরে আসিয়াছেন। সাঙ্গোপাঙ্গাদিগকে দেখিবেন ও নিমু গোস্বামীর গলিতে দেবেন্দ্রের বাড়িতে যাইবেন।

[সত্যকথা ও শ্রীরামকৃষ্ণ—ছোট নরেন, বাবুরাম, পূর্ণ]

ঠাকুর ঈশ্বরপ্রেমে দিবানিশি মাতোয়ারা হইয়া আছেন। অনুক্ষণ ভাবাবিষ্ট বা সমাধিস্থ। বহির্জগতে মন আদৌ নাই। কেবল অন্তরঙ্গেরা যত দিন না আপনাদের জানিতে পারেন, ততদিন তাহাদের জন্য ব্যাকুল,—বাপ মা যেমন অক্ষম ছেলেদের জন্য ব্যাকুল। আর ভাবেন কেমন ক'রে এরা মানুষ হবে। অথবা পাখী যেমন শাবকদের লালন-পালন করিবার জন্য ব্যাকুল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—ব'লে ফেলেছি, তিনটের সময় যাব, তাই আসছি। কিন্তু ভারী ধূপ।

মাষ্টার—আজ্ঞে হাঁ, আপনার বড় কষ্ট হয়েছে।

ভক্তেরা ঠাকুরকে হাওয়া করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ছোট নরেনের জন্য আর বাবুরামের জন্য এলাম। পূর্ণকে কেন আনলে না?

মাষ্টার—সভায় আসতে চায় না, তার ভয় হয়, আপনি পাঁচ জনের সাক্ষাতে সুখ্যাতি করেন, পাছে বাড়িতে জানতে পারে।

[পণ্ডিতদের ও সাধুদের শিক্ষা ভিন্ন—সাধুসঙ্গ]

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, তা বটে। যদি ব'লে ফেলি ত আর বলবো না। আচ্ছা, পূর্ণকে তুমি ধর্মশিক্ষা দিচ্ছ, এ তো বেশ।

মাষ্টার—তা ছাড়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বই-এতে Selection-এ ঐ কথাই* আছে, ঈশ্বরকে দেহ মন প্রাণ দিয়ে ভালবাসবে। এ কথা শেখালে কর্ত্তারা যদি রাগ করেন ত কি করা যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—ওদের বই-এতে অনেক কথা আছে বটে, কিন্তু যাঁরা বই লিখেছে, তারা ধারণা করতে পারে না। সাধুসঙ্গ হ'লে তবে ধারণা হয়। ঠিক ঠিক ত্যাগী সাধু যদি উপদেশ দেয়, তবেই লোকে সে কথা শুনে। শুধু পণ্ডিত যদি বই লিখে বা মুখে উপদেশ দেয়, সে কথা তত ধারণা হয় না। যার কাছে গুড়ের নাগরি আছে, সে যদি রোগীকে বলে, গুড় খেয়ো না, রোগী তার কথা তত শুনে না।

"আচ্ছা, পূর্ণর অবস্থা কি রকম দেখছো? ভাবটাব কি হয়?"

মাষ্টার—কই ভাবের অবস্থা বাইরে সে রকম দেখতে পাই না। একদিন আপনার সেই কথাটি তাকে বলেছিলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি কথাটি?

মাষ্টার—সেই যে আপনি বলেছিলেন!—সামান্য আধার হ'লে ভাব সম্বরণ করতে পারে না। বড় আধার হলে ভিতরে খুব ভাব হয় কিন্তু বাহিরে প্রকাশ থাকে না। যেমন বলেছিলেন, সায়ের দীঘিতে হাতী নামলে টের পাওয়া যায় না, কিন্তু ডোবাতে নামলে তোলপাড় হ'য়ে যায়, আর পাড়ের উপর জল উপছে পড়ে'

শ্রীরামকৃষ্ণ—বাহিরে ভাব তার ত হবে না। তার আকর আলাদা! আর আর সব লক্ষণ ভাল। কি বলো?

মাষ্টার—চোখ দুটি বেশ উজ্জ্বল—যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—চোখ দুটো শুধু উজ্জ্বল হ'লে হয় না। তবে ঈশ্বরীয় চোখ আলাদা। আচ্ছা, তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলে, তারপর (ঠাকুরের সহিত দেখার পর) কি রকম হয়েছে?

মাষ্টার—আজ্ঞা হাঁ, কথা হয়েছিল। সে চার-পাঁচ দিন ধ'রে বলছে, ঈশ্বর চিন্তা করতে গেলে, আর তাঁর নাম করতে গেলে চোখ দিয়ে জল, রোমাঞ্চ এই সব হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তবে আর কি!

ঠাকুর ও মাষ্টার চুপ করিয়া আছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মাষ্টার কথা কহিতেছেন। বলিতেছেন, সে দাঁড়িয়ে আছে—

* "With all thy Soul love God above,
And as thyself thy neighbour love."

শ্রীরামকৃষ্ণ—কে?

মাষ্টার—পূর্ণ,—তার বাড়ির দরজার কাছে বোধ হয় দাঁড়িয়ে আছে। আমরা কেউ গেলে দৌড়ে আসবে, এসে আমাদের নমস্কার ক'রে যাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আহা! আহা!

ঠাকুর তাকিয়ায় হেলান দিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। মাষ্টারের সঙ্গে একটি দ্বাদশবর্ষীয় বালক আসিয়াছে, মাষ্টারের স্কুলে পড়ে, নাম ক্ষীরোদ।

মাষ্টার বলিতেছেন, এই ছেলেটি বেশ! ঈশ্বরের কথায় খুব আনন্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—চোখ দুটি যেন হরিণের মত।

ছেলেটি ঠাকুরের পায়ে হাত দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল ও অতি ভক্তিভাবে ঠাকুরের পদসেবা করিতে লাগিল। ঠাকুর ভক্তদের কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারকে)—রাখাল বাড়িতে আছে। তারও শরীর ভাল নয়, ফোঁড়া হয়েছে। একটি ছেলে বুঝি তার হবে শুনলাম।

পল্টু ও বিনোদ সম্মুখে বসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (পল্টুর প্রতি সহাস্যে)—তুই তোর বাবাকে কি বললি! (মাষ্টারের প্রতি)—ওর বাবাকে ও নাকি জবাব করেছে, এখানে আসবার কথায়। (পল্টুর প্রতি)—তুই কি বললি?

পল্টু—বললুম, হাঁ আমি তাঁর কাছে যাই, এ কি অন্যায়? (ঠাকুর ও মাষ্টারের হাস্য)। যদি দরকার হয় আরো বেশী বলব।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে, মাষ্টারের প্রতি)—না, কিগো অত দূর!

মাষ্টার—আজ্ঞা, না, অত দূর ভাল নয়! (ঠাকুরের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিনোদের প্রতি)—তুই কেমন আছিস্? সেখানে গেলি না?

বিনোদ—আজ্ঞা, যাচ্ছিলাম—আবার ভয়ে গেলাম না! একটু অসুখ করেছে, শরীর ভাল নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—চ না সেইখানে, বেশ হাওয়া, সেরে যাবি।

ছোট নরেন আসিয়াছেন। ঠাকুর মুখ ধুইতে যাইতেছেন। ছোট নরেন গামছা লইয়া ঠাকুরকে জল দিতে গেলেন। মাষ্টারও সঙ্গে সঙ্গে আছেন।

ছোট নরেন পশ্চিমের বারান্দার উত্তর কোণে ঠাকুরের পা ধুইয়া দিতেছেন, কাছে মাষ্টার দাঁড়াইয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ভারী ধুপ।

মাষ্টার—আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি কেমন ক'রে ঐটুকুর ভিতর থাকো? উপরের ঘরে গরম হয় না?

মাষ্টার—আজ্ঞা, হাঁ। খুব গরম হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাতে পরিবারের মাথার অসুখ, ঠাণ্ডায় রাখবে।

মাষ্টার—আজ্ঞা, হাঁ। ব'লে দিয়েছি, নীচের ঘরে শুতে।

ঠাকুর বৈঠকখানা ঘরে আবার আসিয়া বসিয়াছেন ও মাষ্টারকে বলিতেছেন, তুমি এ রবিবারে যাও নাই কেন?

মাষ্টার—আজ্ঞা, বাড়িতে ত আর কেউ নাই। তাতে আবার (পরিবারের মাথার) ব্যারাম। কেউ দেখবার নাই।

ঠাকুর গাড়ি করিয়া নিমু গোস্বামীর গলিতে দেবেন্দ্রের বাড়িতে যাইতেছেন। সঙ্গে ছোট নরেন, মাষ্টার, আরও দুই-একটি ভক্ত। পূর্ণর কথা কহিতেছেন। পূর্ণর জন্য ব্যাকুল হইয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—খুব আধার! তা না হ'লে ওর জন্য জপ করিয়ে নিলে! ও তো এ সব কথা জানে না।

মাষ্টার ও ভক্তেরা অবাক হইয়া শুনিতেছেন যে, ঠাকুর পূর্ণর জন্য বীজ মন্ত্র জপ করিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আজ তাকে আনলেই হ'ত। আনলে না কেন?

ছোট নরেনের হাসি দেখিয়া ঠাকুর ও ভক্তেরা সকলে হাসিতেছেন। ঠাকুর আনন্দে তাঁহাকে দেখাইয়া মাষ্টারকে বলিতেছেন—দ্যাখো দ্যাখো, ন্যাকা ন্যাকা হাসে। যেন কিছু জানে না। কিন্তু মনের ভিতর কিছুই নাই,—তিনটেই মনে নাই—জমীন, জরু, রুপেয়া। কামিনীকাঞ্চন মন থেকে একেবারে না গেলে ভগবান লাভ হয় না।

ঠাকুর দেবেন্দ্রের বাড়িতে যাইতেছেন। দক্ষিণেশ্বরে দেবেন্দ্রকে একদিন বলিতেছিলেন, একদিন মনে করেছি, তোমার বাড়িতে যাব। দেবেন্দ্র বলিয়াছিলেন, আমিও তাই বল্‌বার জন্য আজ এসেছি, এই রবিবারে যেতে হবে। ঠাকুর বলিলেন, কিন্তু তোমার আয় কম, বেশী লোক ব'লো না। আর গাড়ি ভাড়া বড় বেশী! দেবেন্দ্র হাসিয়া বলিয়াছিলেন, তা আয় কম হ'লেই বা, 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ' (ধার ক'রে ঘৃত খাবে, ঘি খাওয়া চাই)। ঠাকুর এই কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন, হাসি আর থামে না।

কিয়ৎ পরে বাড়িতে পোঁছিয়া বলিতেছেন, দেবেন্দ্র আমার জন্য খাবার কিছু ক'রো না, অমনি সামান্য,—শরীর তত ভাল নয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দেবেন্দ্রের বাড়িতে ভক্তসঙ্গে

শ্রীরামকৃষ্ণ দেবেন্দ্রের বাড়িতে বৈঠকখানায় ভক্তের মজলিস করিয়া বসিয়া আছেন। বৈঠকখানার ঘরটি এক তলায়। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। ঘরে আলো জ্বলিতেছে। ছোট নরেন, রাম, মাষ্টার, গিরিশ, দেবেন্দ্র, অক্ষয়, উপেন্দ্র ইত্যাদি অনেক ভক্তেরা কাছে বসিয়া আছেন। ঠাকুর একটি ছোকরা ভক্তকে দেখিতেছেন ও আনন্দে ভাসিতেছেন। তাহাকে উদ্দেশ করিয়া ভক্তদের বলিতেছেন, 'তিনটে এর একেবারেই নাই! যাতে সংসারে বন্ধ করে। জমি, টাকা আর স্ত্রী। ঐ তিনটি জিনিসের উপর মন রাখতে গেলে ভগবানের উপর মনের যোগ হয় না। এ কি আবার দেখেছিল?' (ভক্তটির প্রতি) বলত রে, কি দেখেছিলি?

[কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ ও ব্রহ্মানন্দ]

ভক্ত (সহাস্যে)—দেখলাম, কতকগুলো গুয়ের ভাঁড়,—কেউ ভাঁড়ের উপরে ব'সে আছে, কেউ কিছু তফাতে ব'সে আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সংসারী লোক যারা ঈশ্বরকে ভুলে আছে, তাদের ঐ দশা এ দেখেছে, তাই মন থেকে এর সব ত্যাগ হ'য়ে যাচ্ছে। কামিনীকাঞ্চনের উপর থেকে যদি মন চলে যায়, আর ভাবনা কি!

"উঃ! কি আশ্চর্য! আমার ত কত জপ-ধ্যান ক'রে তবে গিয়েছিল! এর একেবারে এত শীঘ্র কেমন ক'রে মন থেকে ত্যাগ হ'লো! কাম চলে যাওয়া কি সহজ ব্যাপার! আমারই ছয় মাস পরে বুক কি ক'রে এসেছিল! তখন গাছতলায় প'ড়ে কাঁদতে লাগলাম! বললাম, মা! যদি তা হয়, তা'হলে গলায় ছুরি দিব!

(ভক্তদের প্রতি) "কামিনী-কাঞ্চন যদি মন থেকে গেল, তবে আর বাকী কি রইল? তখন কেবল **ব্রহ্মানন্দ**।"

শশী তখন সবে ঠাকুরের কাছে যাওয়া-আসা করিতেছেন। তিনি তখন বিদ্যাসাগরের কলেজে বি,এ, প্রথম বৎসর পড়েন। ঠাকুর এইবার তাঁহার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—সেই যে ছেলেটি যায়, কিছু দিন তার টাকায় মন এক-একবার উঠবে দেখেছি। কিন্তু কয়েকটির দেখেছি আদৌ উঠবে না। কয়েকটি ছোকরা বিয়ে করবে না।

ভক্তেরা নিঃশব্দে শুনিতেছেন।

[অবতারকে কে চিনতে পারে ?]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—মন থেকে কামিনী-কাঞ্চন সব না গেলে অবতারকে চিনতে পারা কঠিন। বেগুনওয়ালাকে হীরার দাম জিজ্ঞাসা করেছিল, সে বললে, আমি এর বদলে নয় সের বেগুন দিতে পারি, এর একটাও বেশী দিতে পারি না। (সকলের হাস্য ও ছোট নরেনের উচ্চহাস্য)।

ঠাকুর দেখিলেন, ছোট নরেন কথার মর্ম ফস্ করিয়া বুঝিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এর কি সূক্ষ্মবুদ্ধি! ন্যাংটা এই রকম ফস্ ক'রে বুঝে নিতো—গীতা, ভাগবত, যেখানে যা, সে বুঝে নিতো।

[কৌমার বৈরাগ্য আশ্চর্য—বেশ্যার উদ্ধার কিরূপে হয়]

শ্রীরামকৃষ্ণ—ছেলেবেলা থেকে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ, এটি খুব আশ্চর্য। খুব কম লোকের হয়! তা না হ'লে যেমন শিল-খেকো আম—ঠাকুরের সেবায় লাগে না—নিজে খেতে ভয় হয়।

"আগে অনেক পাপ করেছে, তারপর বুড়ো বয়সে হরিনাম কচ্চে; এ মন্দের ভাল।

"অমুক মল্লিকের মা, খুব বড় মানুষের ঘরের মেয়ে! বেশ্যাদের কথায় জিজ্ঞাসা করলে, ওদের কি কোন মতে উদ্ধার হবে না? নিজে আগে আগে অনেক রকম করেছে কিনা! তাই জিজ্ঞাসা করলে। আমি বললুম,—হাঁ, হবে—যদি আন্তরিক ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে, আর বলে আর করবো না। শুধু হরিনাম করলে কি হবে, আন্তরিক কাঁদতে হবে!"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দেবেন্দ্রভবনে ঠাকুর কীর্ত্তনানন্দে ও সমাধিমন্দিরে

এইবার খোল করতালি লইয়া সংকীর্ত্তন হইতেছে। কীর্ত্তনিয়া গাহিতেছেন-

কি দেখিলাম রে, কেশব ভারতীর কুটিরে,
অপরূপ জ্যোতি, শ্রীগৌরাঙ্গ মূরতি,
দু'নয়নে প্রেম বহে শতধারে॥
গৌর, মত্ত মাতঙ্গের প্রায়, প্রেমাবেশে নাচে গায়,
কভু ধূলাতে লুটায়, নয়ন জলে ভাসে রে।
কাঁদে আর বলে হরি, স্বর্গ মর্ত্ত্য ভেদ করি, সিংহ রবে রে,
আবার দন্তে তৃণ লয়ে, কৃতাঞ্জলি হয়ে,

দাস্য মুক্তি যাচেন দ্বারে দ্বারে॥
কিবা মুড়ায়ে চাঁচর কেশ, ধরেছেন যোগীর বেশ,
দেখে ভক্তি প্রেমাবেশ, প্রাণ কেঁদে উঠে রে।
জীবের দুঃখে কাতর হয়ে, এলেন সর্বস্ব ত্যজিয়ে,
প্রেম বিলাতে রে,
প্রেমদাসের বাঞ্ছা মনে, শ্রীচৈতন্য চরণে দাস হয়ে,
বেড়াই দ্বারে দ্বারে॥

গান শুনিতে শুনিতে ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন। কীর্ত্তনিয়া শ্রীকৃষ্ণবিরহবিধুরা ব্রজগোপীর অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন।

ব্রজগোপী মাধবীকুঞ্জে মাধবের অন্বেষণ করিতেছেন—

রে মাধবী! আমার মাধব দে!
(দে দে দে, মাধব দে!)
আমার মাধব আমায় দে, বিনা মূলে কিনে নে।
মীনের জীবন, জীবন যেমন, আমার জীবন মাধব তেমন।
(তুই লুকাইয়ে রেখেছিস, ও মাধবী!)
(অবলা সরলা পেয়ে!) (আমি বাঁচি না বাঁচি না)
(মাধবী ও মাধবী, মাধব বিনে) (মাধব অদর্শনে)।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মাঝে মাঝে আখর দিতেছেন,—

(সে মথুরা কতদূর! যেখানে আমার প্রাণবল্লভ!)

ঠাকুর **সমাধিস্থ**! স্পন্দহীন দেহ! অনেকক্ষণ স্থির রহিয়াছেন।

ঠাকুর কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ; কিন্তু এখনও ভাবাবিষ্ট। এই অবস্থায় ভক্তদের কথা বলিতেছেন। মাঝে মাঝে মার সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভাবস্থ)—**মা!** তাকে টেনে নিও, আমি আর ভাবতে পারি না! (মাষ্টারের প্রতি) তোমার সম্বন্ধী—তার দিকে একটু মন আছে।

(গিরিশের প্রতি) "তুমি গালাগাল, খারাপ কথা, অনেক বলো; তা হউক, ওসব বেরিয়ে যাওয়াই ভাল। • বদরক্ত রোগ কারু কারুর আছে। যত বেরিয়ে যায় ততই ভাল।

"উপাধি নাশের সময়ই শব্দ হয়। কাঠ পোড়বার সময় চড়্ চড়্ শব্দ করে। সব পুড়ে গেলে আর শব্দ থাকে না।

"তুমি দিন দিন শুদ্ধ হবে। তোমার দিন দিন খুব উন্নতি হবে। লোকে দেখে অবাক হবে। আমি বেশী আসতে পারবো না,—তা হউক, তোমার এমনিই হবে।"

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব আবার ঘনীভূত হইতেছে। আবার মার সঙ্গে কথা কহিতেছেন, "মা! যে ভাল আছে তাকে ভাল করতে যাওয়া কি বাহাদুরী? মা! মরাকে মেরে কি হবে? যে খাড়া হ'য়ে রয়েছে তাকে মারলে তবে ত তোমার মহিমা!"

ঠাকুর কিঞ্চিৎ স্থির হইয়া হঠাৎ একটু উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন—"আমি দক্ষিণেশ্বর থেকে এসেছি। **যাচ্ছি গো মা!**"

যেন একটি ছোট ছেলে দূর হইতে মার ডাক শুনিয়া উত্তর দিতেছে! ঠাকুর আবার নিস্পন্দ দেহ, সমাধিস্থ বসিয়া আছেন। ভক্তেরা অনিমেষলোচনে নিঃশব্দে দেখিতেছেন।

ঠাকুর ভাবে আবার বলছেন, "আমি লুচি আর খাব নাই।"

পাড়া হইতে দুই-একটি গোস্বামী আসিয়াছিলেন—তাঁহারা উঠিয়া গেলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দেবেন্দ্রের বাটীতে ভক্তসঙ্গে

ঠাকুর ভক্তসঙ্গে আনন্দে কথাবার্তা কহিতেছেন। চৈত্র মাস, বড় গরম! দেবেন্দ্র কুলপি বঁরফ তৈয়ার করিয়াছেন। ঠাকুরকে ও ভক্তদের খাওয়াইতেছেন। ভক্তরাও কুলপি খাইয়া আনন্দ করিতেছেন। মণি আস্তে আস্তে বলিতেছেন, 'এন্‌কোর! এন্‌কোর!' (অর্থাৎ আরও কুলপি দাও) ও সকলে হাসিতেছেন। কুলপি দেখিয়া ঠাকুরের ঠিক বালকের ন্যায় আনন্দ হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বেশ কীর্ত্তন হ'লো। গোপীদের অবস্থা বেশ বল্‌লে—'রে মাধবী, আমার মাধব দে।' গোপীদের প্রেমোন্মাদের অবস্থা। কি আশ্চর্য! কৃষ্ণের জন্য পাগল!

একজন ভক্ত আর একজনকে দেখাইয়া বলিতেছেন—এ'র সখী ভাব—গোপীভাব।

রাম—এ'র ভিতর দুইই আছে। মধুর ভাব আবার জ্ঞানের কঠোর ভাবও আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি গা?

ঠাকুর এইবার সুরেন্দ্রের কথা কহিতেছেন।

রাম—আমি খবর দিছলাম, কই এলো না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কর্ম থেকে এসে আর পারে না।

একজন ভক্ত—রামবাবু আপনার কথা লিখ্‌ছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—কি লিখেছে?

ভক্ত—পরমহংসের ভক্তি—এই ব'লে একটি বিষয় লিখ্‌ছেন—।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তবে আর কি, রামের খুব নাম হবে।

গিরিশ (সহাস্যে)—সে আপনার চেলা ব'লে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমার চেলা-টেলা নাই। আমি রামের দাসানুদাস।

পাড়ার লোকেরা কেহ কেহ আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের দেখিয়া ঠাকুরের আনন্দ হয় নাই। ঠাকুর একবার বলিলেন, "এ কি পাড়া! এখানে দেখ্‌ছি কেউ নাই।"

দেবেন্দ্র এইবার ঠাকুরকে বাড়ির ভিতর লইয়া যাইতেছেন। সেখানে ঠাকুরকে জল খাওয়াইবার আয়োজন হইয়াছে। ঠাকুর ভিতরে গেলেন। ঠাকুর সহাস্যবদনে বাড়ির ভিতর হইতে ফিরিয়া আসিলেন ও আবার বৈঠকখানায় উপবিষ্ট হইলেন। ভক্তেরা কাছে বসিয়া আছেন। উপেন্দ্র* ও অক্ষয়† ঠাকুরের দুই পার্শ্বে বসিয়া পদসেবা করিতেছেন। ঠাকুর দেবেন্দ্রের বাড়ির মেয়েদের কথা বলিতেছেন—"বেশ মেয়েরা, পাড়াগেঁয়ে মেয়ে কি না। খুব ভক্তি!"

ঠাকুর আত্মারাম? নিজের আনন্দে গান গাহিতেছেন! কি ভাবে গান গাহিতেছেন? নিজের অবস্থা স্মরণ করিয়া তাঁহার কি ভাবোল্লাস হইল? তাই কি গান কয়টি গাহিতেছেন?

গান—সহজ মানুষ না হ'লে সহজকে না যায় চেনা।

গান—দরবেশ দাঁড়ারে, সাধের করওয়া কিস্তিধারী।
দাঁড়ারে, ও তোর ভাব (রূপ) নেহারি॥

গান—এসেছেন এক ভাবের ফকির।
(ও সে) হিঁদুর ঠাকুর, মুসলমানের পীর॥

গিরিশ ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। ঠাকুরও গিরিশকে নমস্কার করিলেন।

দেবেন্দ্রাদি ভক্তেরা ঠাকুরকে গাড়িতে তুলিয়া দিলেন।

দেবেন্দ্র বৈঠকখানার দক্ষিণ উঠানে আসিয়া দেখেন যে, তক্তপোশের উপর তাঁহার পাড়ার একটি লোক এখনও নিদ্রিত রহিয়াছেন। তিনি বলিলেন, "উঠ, উঠ"। লোকটি চক্ষু মুছিতে মুছিতে উঠিয়া বলিতেছেন, "পরমহংসদেব

* উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ঠাকুরের ভক্ত ও "বসুমতীর" স্বত্বাধিকারী।

† শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন, ঠাকুরের ভক্ত কবি। ইনিই "শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি" লিখিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। বাঁকুড়া জেলার অন্তঃপাতী ময়নাপুর গ্রাম ইঁহার জন্মভূমি।

কি এসেছেন?" সকলে হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন। লোকটি ঠাকুরের আসিবার আগে আসিয়াছিলেন, ঠাকুরকে দেখিবার জন্য। গরম বোধ হওয়াতে উঠানের তক্তাপোশে মাদুর পাতিয়া নিদ্রাভিভূত হইয়াছিলেন। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে যাইতেছেন। গাড়িতে মাষ্টারকে আনন্দে বলিতেছেন—"খুব কুলপি খেয়েছি! তুমি (আমার জন্য) নিয়ে যেও গোটা চার-পাঁচ।' ঠাকুর আবার বলছেন, "এখন এই কটি ছোক্‌রার উপর মন টানছে,—ছোট নরেন, পূর্ণ আর তোমার সম্বন্ধী।"

মাষ্টার—দ্বিজ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—না, দ্বিজ তো আছে। তার বড়টির উপর মন যাচ্ছে।

মাষ্টার—ওঃ!

ঠাকুর আনন্দে গাড়িতে যাইতেছেন।

চতুর্দশ খণ্ড

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলরাম মন্দিরে ভক্তসঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঠাকুরের নিজ মুখে কথিত সাধনা বিবরণ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতায় শ্রীযুক্ত বলরামের বৈঠকখানায় ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। গিরিশ, মাষ্টার, বলরাম—ক্রমে ছোট নরেন, পল্টু, দ্বিজ, পূর্ণ. মহেন্দ্র মুখুয্যে ইত্যাদি—অনেক ভক্ত উপস্থিত আছেন। ক্রমে ব্রাহ্মসমাজের শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য সান্যাল, জয়গোপাল সেন প্রভৃতি অনেক ভক্ত আসিলেন। মেয়ে ভক্তেরা অনেকেই আসিয়াছেন। তাঁহারা চিকের আড়ালে বসিয়া ঠাকুরকে দর্শন করিতেছেন। মোহিনীর পরিবারও আসিয়াছেন—পুত্রশোকে উন্মাদের ন্যায়—তিনি ও তাঁহার ন্যায় সন্তপ্ত অনেকেই আসিয়াছেন, এই বিশ্বাস যে ঠাকুরের কাছে নিশ্চয়ই শান্তিলাভ হইবে।

আজ ১লা বৈশাখ, চৈত্র কৃষ্ণা ত্রয়োদশী, ১২ই এপ্রিল, রবিবার ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ, বেলা ৩টা হইবে।

মাষ্টার আসিয়া দেখিলেন, ঠাকুর ভক্তের মজলিস্ করিয়া বসিয়া আছেন ও নিজের সাধনা বিবরণ ও নানাবিধ আধ্যাত্মিক অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন। মাষ্টার আসিয়া ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন ও তাঁহার আদেশে তাঁহার কাছে আসিয়া বসিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—সে সময়ে (সাধনার সময়ে) ধ্যানে দেখতে পেতাম, সত্য সত্য একজন কাছে শূল হাতে ক'রে বসে আছে। ভয় দেখাচ্ছে—যদি ঈশ্বরের পাদপদ্মে মন না রাখি শূলের বাড়ি আমায় মারবে। ঠিক মন না হ'লে বুক যাবে।

[নিত্য-লীলাযোগ—পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেকযোগ]

"কখনও মা এমন অবস্থা ক'রে দিতেন যে, নিত্য থেকে মন লীলায় নেমে আস'তো। আবার কখনও লীলা থেকে নিত্যে মন উঠে যেতো।

"যখন লীলায় মন নেমে আসতো কখনও সীতারামকে রাতদিন চিন্তা করতাম। আর সীতারামের রূপ সর্বদা দর্শন হ'তো—রামলালাকে (রামের অষ্টধাতু নির্মিত ছোট বিগ্রহ) নিয়ে সর্বদা বেড়াতাম, কখনও নাওয়াতাম, কখনও খাওয়াতাম। আবার কখনও রাধাকৃষ্ণের ভাবে থাকতাম। ঐ রূপ সর্বদা দর্শন হ'তো। আবার কখনও গৌরাঙ্গের ভাবে থাকতাম, দুই ভাবের মিলন

—পুরুষ ও প্রকৃতি ভাবের মিলন। এ অবস্থায় সর্বদাই গৌরাঙ্গের রূপ দর্শন হতো। আবার অবস্থা বদলে গেল!—তখন লীলা ত্যাগ ক'রে নিত্যতে মন উঠে গেল! সজনে তুলসী সব এক বোধ হ'তে লাগলো। ঈশ্বরীয় রূপ আর ভাল লাগলো না। বললাম, 'কিন্তু তোমাদের বিচ্ছেদ আছে।' তখন তাদের তলায় রাখলাম। ঘরে যত ঈশ্বরীয় পট বা ছবি ছিল সব খুলে ফেল্লাম। কেবল সেই **অখণ্ড সচ্চিদানন্দ** সেই আদি পুরুষকে চিন্তা করতে লাগলাম। নিজে দাসীভাবে রইলুম—**পুরুষের দাসী**।

"আমি সব রকম সাধন করেছি। সাধনা তিন প্রকার—সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক। সাত্ত্বিক সাধনায় তাঁকে ব্যাকুল হ'য়ে ডাকে বা তাঁর শুদ্ধ নামটি নিয়ে থাকে। আর কোন ফলাকাঙ্ক্ষা নাই। রাজসিক সাধনে নানা রকম প্রক্রিয়া—এতোবার পুরশ্চরণ করতে হবে, এত তীর্থ করতে হবে, পঞ্চতপা করতে হবে; ষোড়শোপচারে পূজা করতে হবে ইত্যাদি। তামসিক সাধন —তমোগুণ আশ্রয় ক'রে সাধন। **জয় কালী!** কি, তুই দেখা দিবিনি! এই গলায় ছুরি দেব যদি দেখা না দিস্। এ সাধনায় শুদ্ধাচার নাই—যেমন তন্ত্রের সাধন।

"সে অবস্থায় (সাধনার অবস্থায়) অদ্ভুত সব দর্শন হ'তো, **আত্মার রমণ** প্রত্যক্ষ দেখলাম। আমার মত রূপ একজন আমার শরীরের ভিতর প্রবেশ করলে! আর ষটপদ্মের প্রত্যেক পদ্মের সঙ্গে রমণ করতে লাগল। ষটপদ্ম মুদিত হ'য়েছিল—টক টক ক'রে রমণ করে আর একটি পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়—আর ঊর্ধ্বমুখ হ'য়ে যায়! এইরূপে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞাপদ্ম, সহস্রার; সকল পদ্মগুলি ফুটে উঠলো। আর নীচে মুখ ছিল ঊর্ধ্বমুখ হ'লো, প্রত্যক্ষ দেখলাম।

[ধ্যানযোগ সাধনা—'নিবাত নিষ্কম্পমিবপ্রদীপম্']

"সাধনার সময় আমি ধ্যান করতে করতে আরোপ করতাম প্রদীপের শিখা —যখন হাওয়া নাই, একটুও নড়ে না—তার আরোপ করতাম।

"গভীর ধ্যানে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়। একজন ব্যাধ পাখী মারবার জন্য তাগ্ করছে। কাছ দিয়ে বর চলে যাচ্ছে, সঙ্গে বরযাত্রীরা, কত রোশনাই বাজনা, গাড়ি, ঘোড়া—কতক্ষণ ধ'রে কাছ দিয়ে চলে গেল। ব্যাধের কিন্তু হুঁশ নাই। সে জানতে পারলে না যে কাছ দিয়ে বর চলে গেল।

"একজন একলা একটি পুকুরের ধারে মাছ ধরছে। অনেকক্ষণ পরে ফাতনাটা নড়্তে লাগল, মাঝে মাঝে কাত হ'তে লাগল। সে তখন ছিপ হাতে করে টান মারবার উদ্যোগ করছে। এমন সময় একজন পথিক কাছে এসে

জিজ্ঞাসা করছে, মহাশয়, অমুক বাঁড়ুয্যেদের বাড়ি কোথায় বলতে পারেন? কোন উত্তর নাই। এ ব্যক্তি তখন ছিপ হাতে ক'রে টান মারবার উদ্যোগ করছে। পথিক বার বার উচ্চৈঃস্বরে বল্‌তে লাগল, মহাশয়, অমুক বাঁড়ুয্যেদের বাড়ি কোথায় বলতে পারেন? সে ব্যক্তির হুঁশ নাই। তাঁর হাত কাঁপছে, কেবল ফাতনার দিকে দৃষ্টি। তখন পথিক বিরক্ত হ'য়ে চলে গেল। সে অনেক দূরে চলে গেছে, এমন সময় ফাতনাটা ডুবে গেল, আর ও ব্যক্তি টান মেরে মাছটাকে আড়ায় তুললে। তখন গামছা দিয়ে মুখ পুঁছে, চীৎকার ক'রে পথিককে ডাকছে—ওহে—শোনো-শোনো! পথিক ফিরতে চায় না, অনেক ডাকাডাকির পর ফিরল। এসে বল্‌ছে, কেন মহাশয়, আবার ডাক্‌ছ কেন? তখন সে বল্‌লে, তুমি আমায় কি বলছিলে? পথিক বল্‌লে, তখন অতবার করে জিজ্ঞাসা করলুম—আর এখন বলছো কি বল্‌লে! সে বল্‌লে, তখন যে ফাতনা ডুবছিল, তাই আমি কিছুই শুনতে পাই নাই।

"ধ্যানে এইরূপ একাগ্রতা হয়, অন্য কিছু দেখা যায় না, শোনাও যায় না। স্পর্শবোধ পর্যন্ত হয় না। সাপ গায়ের উপর দিয়ে চলে যায়, জানতে পারে না। যে ধ্যান করে সেও বুঝ্‌তে পারে না—সাপটাও জান্‌তে পারে না।

"গভীর ধ্যানে ইন্দ্রিয়ের সব কাজ বন্ধ হয়ে যায়। মন বহির্মুখ থাকে না—যেন বার-বাড়িতে কপাট পড়লো। ইন্দ্রিয়ের পাঁচটি বিষয়! রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ—বাহিরে পড়ে থাক্‌বে।

"ধ্যানের সময় প্রথম প্রথম ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল সামনে আসে—গভীর ধ্যানে সে সকল আর আসে না—বাহিরে পড়ে থাকে। ধ্যান করতে করতে আমার কত কি দর্শন হ'তো। প্রত্যক্ষ দেখলাম—সামনে টাকার কাঁড়ি, শাল, একথালা সন্দেশ, দুটো মেয়ে, তাদের ফাঁদী নথ। মনকে জিজ্ঞাসা করলাম আবার—মন তুই কি চাস? কিছু ভোগ করতে কি চাস? মন বললে, 'না, কিছুই চাই না। ঈশ্বরের পাদপদ্ম ছাড়া আর কিছুই চাই না।' **মেয়েদের** ভিতর-বার সমস্ত দেখতে পেলাম—যেমন, কাচের ঘরে সমস্ত জিনিস বার থেকে দেখা যায়! তাদের ভিতরে দেখলাম—নাড়ীভুঁড়ি, রক্ত, বিষ্ঠা, কৃমি, কফ, নাল, প্রস্রাব এই সব!"

[অষ্টসিদ্ধি ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ—গুরুগিরি ও বেশ্যাবৃত্তি]

শ্রীযুক্ত গিরিশ ঠাকুরের নাম করিয়া ব্যারাম ভাল করিব—এই কথা মাঝে মাঝে বলিতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশ প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি)—**যারা হীনবুদ্ধি তারা সিদ্ধাই চায়।** ব্যারাম ভাল করা, মোকদ্দমা জিতানো, জলে হেঁটে চলে যাওয়া—এই

সব। যারা শুদ্ধ ভক্ত তারা ঈশ্বরের পাদপদ্ম ছাড়া আর কিছুই চায় না। হৃদে একদিন বল্‌লে, 'মামা! মার কাছে কিছু শক্তি চাও, কিছু সিদ্ধাই চাও।' আমার বালকের স্বভাব—কালীঘরে জপ করবার সময় মাকে বল্‌লাম, মা হৃদে বল্‌ছে কিছু শক্তি চাইতে, কিছু সিদ্ধাই চাইতে। অমনি দেখিয়ে দিলে সামনে এসে পেছন ফিরে উবু হ'য়ে বসলো—একজন বুড়ো বেশ্যা, চল্লিশ বছর বয়স—ধামা পোঁদ—কালাপেড়ে কাপড় পড়া—পড়্—পড়্ ক'রে হাগছে! মা দেখিয়ে দিলেন যে, সিদ্ধাই এই বুড়ো বেশ্যার বিষ্ঠা! তখন হৃদেকে গিয়ে বক্‌লাম আর বল্‌লাম, তুই কেন আমায় এরূপ কথা শিখিয়ে দিলি। তোর জন্যই তো আমার এরূপ হলো!

"যাদের একটু সিদ্ধাই থাকে তাদের প্রতিষ্ঠা, লোকমান্য এই সব হয়। অনেকের ইচ্ছা হয় গুরুগিরি করি—পাঁচজনে গনে মানে—শিষ্য সেবক হয়, লোকে বলবে, গুরুচরণের ভাইয়ের আজকাল বেশ সময়—কত লোক আসছে যাচ্ছে—শিষ্য-সেবক অনেক হ'য়েছে—ঘরে জিনিসপত্র থৈ থৈ করছে!—কত জিনিস কত লোক এনে দিচ্ছে—সে যদি মনে করে—তার এমন শক্তি হ'য়েছে যে, কত লোককে খাওয়াতে পারে।

"গুরুগিরি বেশ্যাগিরির মত।—ছার টাকা কড়ি, লোকমান্য হওয়া, শরীরের সেবা, এই সবের জন্য আপনাকে বিক্রি করা। যে শরীর মন আত্মার দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করা যায় সেই শরীর মন আত্মাকে সামান্য জিনিসের জন্য এরূপ ক'রে রাখা ভাল নয়।* একজন বলেছিল, সাবির এখন খুব সময়—এখন তার বেশ হয়েছে—একখানা ঘর ভাড়া নিয়েছে—ঘুঁটে রে, গোবর রে, তক্তাপোশ, দু'খানা বাসন হয়েছে, বিছানা, মাদুর, তাকিয়া—কতলোক বশীভূত, যাচ্ছে আসছে! অর্থাৎ সাবি এখন বেশ্যা হয়েছে তাই সুখ ধরে না! আগে সে ভদ্রলোকের বাড়ির দাসী ছিল, এখন বেশ্যা হয়েছে! সামান্য জিনিসের জন্য নিজের সর্বনাশ!

[শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনায় প্রলোভন (*Temptation*)—ব্রহ্মজ্ঞান ও অভেদবুদ্ধি]

শ্রীরামকৃষ্ণ ও মুসলমান ধর্ম

"সাধনার সময় ধ্যান করতে করতে আমি আরও কত কি দেখতাম। বেলতলায় ধ্যান করছি, পাপ পুরুষ এসে কত রকম লোভ দেখাতে লাগল। লড়ায়ে গোরার রূপ ধরে এসেছিল। টাকা, মান, রমণ সুখ, নানা রকম শক্তি, এই দিতে চাইলে। আমি মাকে ডাক্‌তে লাগলাম। বড় **গুহ্যকথা।** মা দেখা

* আত্মানম্ নাবসাদয়েৎ—গীতা

দিলেন, তখন আমি বল্‌লাম, মা ওকে কেটে ফেলো! মার সেই রূপ—সেই ভুবনমোহন রূপ—মনে পড়ছে! কৃষ্ণময়ীর* রূপ!—কিন্তু চাউনীতে যেন জগৎটা নড়ছে!

ঠাকুর চুপ করিলেন। ঠাকুর আবার বলিতেছেন—“আরও কত কি বলতে দেয় না!—মুখ যেন কে আট্‌কে দেয়!

“সজনে তুলসী এক বোধ হ'তো! ভেদ-বুদ্ধি দূর ক'রে দিলেন। বটতলায় ধ্যান করছি, দেখালে একজন দেড়ে মুসলমান (**মোহম্মদ**) সান্‌কি ক'রে ভাত নিয়ে সামনে এলো। সান্‌কি থেকে স্লেচ্ছদের খাইয়ে আমাকে দুটি দিয়ে গেল। মা দেখালেন, **এক বই দুই নাই**। সচ্চিদানন্দই নানারূপ ধ'রে রয়েছেন। তিনিই জীব জগৎ সমস্তই হয়েছেন। তিনিই অন্ন হয়েছেন।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বালক-ভাব ও ভাবাবেশ]

(গিরিশ, মাষ্টার প্রভৃতির প্রতি)—“আমার বালক স্বভাব। হৃদে বল্‌লে, মামা, মাকে কিছু শক্তির কথা বলো,—অমনি মাকে বল্‌তে চল্‌লাম! এমনি অবস্থায় রেখেছে যে, যে ব্যক্তি কাছে থাক্‌বে তার কথা শুন্‌তে হয়। ছোট ছেলের যেমন কাছে লোক না থাক'লে অন্ধকার দেখে—আমারও সেইরূপ হ'ত! হৃদে কাছে না থাক্‌লে প্রাণ যায় যায় হ'তো! ঐ দেখো ঐ ভাবটা আস্‌ছে!—কথা কইতে কইতে উদ্দীপন হয়।”

এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইতেছেন। দেশ কাল বোধ চলিয়া যাইতেছে। অতি কষ্টে ভাব সম্বরণ করিতে চেটা করিতেছেন। ভাবে বলিতেছেন, “এখনও তোমাদের দেখছি,—কিন্তু বোধ হ'চ্ছে যেন চিরকাল তোমরা ব'সে আছ, কখন এসেছ, কোথায় এসেছ এসব কিছু মনে নাই।”

ঠাকুর কিয়ৎকাল স্থির হইয়া রহিলেন।

কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিতেছেন. “জল খাব।” সমাধি ভঙ্গের পর মন নামাইবার জন্য ঠাকুর এই কথা প্রায় বলিয়া থাকেন। গিরিশ নূতন আসিতেছেন, জানেন না তাই জল আনিতে উদ্যত হইলেন। ঠাকুর বারণ করিতেছেন আর বলিতেছেন, “না বাপু, এখন খেতে পারবো না।” ঠাকুর ও ভক্তগণ ক্ষণকাল চুপ করিয়া আছেন। এইবার ঠাকুর কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—হ্যাঁগা, আমার কি অপরাধ হ'লো? এ সব (গুহ্য) কথা বলা?

* বলরামের বালিকা কন্যা।

মাষ্টার কি বলিবেন চুপ করিয়া আছেন। তখন ঠাকুর আবার বলিতেছেন, "না অপরাধ কেন হবে, আমি লোকের **বিশ্বাসের জন্য বলেছি।**" কিয়ৎপরে যেন কত অনুনয় করিয়া বলিতেছেন, "ওদের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবে?" (অর্থাৎ পূর্ণের সঙ্গে)।

মাষ্টার (সঙ্কুচিতভাবে)—আজ্ঞে, এক্ষণই খবর পাঠাব।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সাগ্রহে)—ঐখানে খুঁটে মিল্‌ছে।

ঠাকুর কি বলিতেছিলেন যে অন্তরঙ্গ ভক্তদের ভিতর পূর্ণ শেষ ভক্ত, তাঁহার পর প্রায় কেহ নাই?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পূর্বকথা শ্রীরামকৃষ্ণের মহাভাব—ব্রাহ্মণীর সেবা

গিরিশ, মাটার প্রভৃতিকে সম্বোধন করিয়া ঠাকুর নিজের **মহাভাবের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন।**...

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—সে অবস্থার পরে আনন্দও যেমন, আগে যন্ত্রণাও তেমনি। মহাভাব ঈশ্বরের ভাব—এই দেহ মনকে তোলপাড় ক'রে দেয়! যেন ঐকটা বড় হাতী কুঁড়ে ঘরে ঢুকেছে। ঘর তোলপাড়! হয়তো ভেঙ্গে-চুরে যায়!

"ঈশ্বরের বিরহ-অগ্নি সামান্য নয়। রূপসনাতন যে গাছের তলায় ব'সে থাকতেন ঐ অবস্থা হ'লে এইরকম আছে যে, গাছের পাতা ঝল্‌সা-পোড়া হ'য়ে যেত! আমি এই অবস্থায় তিনদিন অজ্ঞান হ'য়ে ছিলাম। নড়্‌তে-চড়্‌তে পারতাম না, এক জায়গায় পড়েছিলাম। হুঁশ হ'লে বামনী আমায় ধ'রে স্নান করাতে নিয়ে গেল। কিন্তু হাত দিয়ে গা ছোঁবার জো ছিল না। গা মোটা চাদর দিয়ে ঢাকা। বামনী সেই চাদরের উপরে হাত দিয়ে আমায় ধ'রে নিয়ে গিছল। গায়ে যে সব মাটি লেগেছিল, পুড়ে গিছ্‌ল!

"যখন সেই অবস্থা আসতো শিরদাঁড়ার ভিতর দিয়ে ফাল্‌ চালিয়ে যেত! 'প্রাণ যায়, প্রাণ যায়' এই করতাম। কিন্তু তারপরে খুব আনন্দ।"

ভক্তেরা এই **মহাভাবের অবস্থা** বর্ণনা অবাক হইয়া শুনিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশের প্রতি)—এতদূর তোমাদের দরকার নাই। আমার ভাব কেবল নজিরের জন্য। তোমরা পাঁচটা নিয়ে আছ, আমি একটা নিয়ে আছি। **আমার ঈশ্বর বই কিছু ভাল লাগে না।** তাঁর ইচ্ছে। (সহাস্যে)। একডেলে গাছও আছে আবার পাঁচডেলে গাছও আছে। (সকলের হাস্য)।

"আমার অবস্থা নজিরের জন্য। তোমরা সংসার করো, অনাসক্ত হ'য়ে। গায়ে কাদা লাগবে কিন্তু ঝেড়ে ফেল্‌বে, পাঁকাল মাছের মত। কলঙ্ক সাগরে সাঁতার দেবে—তবু গায়ে কলঙ্ক লাগবে না।"

গিরিশ (সহাস্যে)—আপনারও তো বিয়ে আছে। (হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—সংস্কারের জন্য বিয়ে করতে হয়, কিন্তু সংসার আর কেমন ক'রে হবে! গলায় পৈতে পরিয়ে দেয় আবার খুলে খুলে পড়ে যায়—সাম্‌লাতে পারি নাই। একমতে আছে, শুকদেবের বিয়ে হয়েছিল—সংস্কারের জন্য। একটি কন্যাও নাকি হয়েছিল। (সকলের হাস্য)।

"**কামিনী-কাঞ্চনই সংসার**—ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়।"

গিরিশ—কামিনী-কাঞ্চন ছাড়ে কই?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁকে ব্যাকুল হ'য়ে প্রার্থনা কর, বিবেকের জন্য প্রার্থনা কর। **ঈশ্বরই সত্য আর সব অনিত্য**—এরই নাম বিবেক! জল-ছাঁকা দিয়ে জল ছেঁকে নিতে হয়। ময়লাটা একদিকে পড়ে—ভাল জল একদিকে পড়ে, বিবেকরূপ জল-ছাঁকা আরোপ করো। তোমরা তাঁকে জেনে সংসার করো। **এরই নাম বিদ্যার সংসার।**

'দেখ না মেয়েমানুষের কি মোহিনী শক্তি, অবিদ্যারূপিনী মেয়েদের! পুরুষগুলোকে যেন বোকা অপদার্থ ক'রে রেখে দেয়। যখনই দেখি স্ত্রী-পুরুষ একসঙ্গে ব'সে আছে, তখন বলি, আহা! এরা গেছে! (মাষ্টারের দিকে তাকাইয়া)—হারু এমন সুন্দর ছেলে, তাকে পেতনীতে পেয়েছে!—'ওরে হারু কোথা গেল, ওরে হারু কোথা গেল, আর হারু কোথা গেল।' সব্বাই গিয়ে দেখে হারু বটতলায় চুপ ক'রে বসে আছে। সে রূপ নাই, সে তেজ নাই, সে আনন্দ নাই! বটগাছের পেতনীতে হারুকে পেয়েছে।

"স্ত্রী যদি বলে 'যাও তো একবার'—অমনি উঠে দাঁড়ায়, 'বসো তো—অমনি ব'সে পড়ে।

"একজন উমেদার বড়বাবুর কাছে আনাগোনা ক'রে হায়রান হ'য়েছে। কর্ম আর হয় না। আফিসের বড়বাবু। তিনি বলেন, এখন খালি নাই, মাঝে মাঝে এসে দেখা ক'রো। এইরূপে কতকাল কেটে গেল—উমেদার হতাশ হ'য়ে গেল। সে একজন বন্ধুর কাছে দুঃখ করছে। বন্ধু বল্‌লে তোর যেমন বুদ্ধি।—ওটার কাছে আনাগোনা ক'রে পায়ের বাঁধন ছেঁড়া কেন? তুই গোলাপকে ধর, কালই তোর কর্ম হবে। উমেদার বল্‌লে, বটে!—আমি এক্ষণি চললুম। গোলাপ বড়বাবুর রাঁড়। উমেদার দেখা ক'রে বল্‌লে, মা, তুমি এটি না করলে হবে না—আমি মহা বিপদে পড়েছি। ব্রাহ্মণের ছেলে আর কোথায় যাই! মা, অনেকদিন কাজকর্ম নাই, ছেলেপুলে না খেতে পেয়ে মারা যায়। তুমি একটি

কথা ব'লে দিলেই আমার একটি কাজ হয়। গোলাপ ব্রাহ্মণের ছেলেকে বল্‌লে, বাছা, কাকে বল্‌লে হয়? আর ভাবতে লাগলো, আহা, ব্রাহ্মণের ছেলে বড় কষ্ট পাচ্ছে! উমেদার বল্‌লে, বড়বাবুকে একটি কথা বল্‌লে আমার নিশ্চয় একটি কর্ম হয়। গোলাপ বল্‌লে, আমি আজই বড়বাবুকে বলে ঠিক ক'রে রাখ্‌বো। তারপর দিন সকালে উমেদারের কাছে একটি লোক গিয়ে উপস্থিত; সে বল্‌লে, তুমি আজ থেকেই বড়বাবুর আফিসে বেরুবে। বড়বাবু সাহেবকে বল্‌লে, 'এ ব্যক্তি বড় উপযুক্ত লোক। একে নিযুক্ত করা হ'য়েছে, এর দ্বারা আফিসের বিশেষ উপকার হবে।'

"এই কামিনী-কাঞ্চন নিয়ে সকলে ভুলে আছে। আমার কিন্তু ও সব কিছু ভাল লাগে না—মাইরি বল্‌ছি, **ঈশ্বর বই আর কিছুই জানি না।**"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সত্য কথা কলির তপস্যা—ঈশ্বর কোটি ও জীব কোটি

একজন ভক্ত—মহাশয়, নব-হুল্লোল ব'লে এক মত বেরিয়েছে। শ্রীযুক্ত ললিত চাটুয্যে তার ভিতর আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—নানা মত আছে। মত পথ। কিন্তু সব্বাই মনে করে, আমার মতই ঠিক—আমার ঘড়ি ঠিক চল্‌ছে।

গিরিশ (মাষ্টারের প্রতি)—পোপ্‌ কি বলেন? It is with our judgements ইত্যাদি*।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—এর মানে কি গা।

মাষ্টার—সব্বাই মনে করে, আমার ঘড়ি ঠিক যাচ্ছে, কিন্তু ঘড়িগুলো পরস্পর মেলে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তবে অন্য ঘড়ি যত ভুল হউক না, সূর্য কিন্তু ঠিক যাচ্ছে। সেই সূর্যের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হয়।

একজন ভক্ত—অমুকবাবু বড় মিথ্যা কথা কয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—**সত্য কথা কলির তপস্যা।** কলিতে অন্য তপস্যা কঠিন। সত্যে থাক্‌লে ভগবানকে পাওয়া যায়। **তুলসীদাস** বলেছে, 'সত্যকথা, অধীনতা, পরস্ত্রী মাতৃসমান—এইসে হরি না মিলে তুলসী ঝুট জবান্‌।'

"কেশব সেন বাপের ধার মেনেছিল, অন্য লোক হ'লে কখনও মানতো না, একে লেখাপড়া নাই। জোড়াসাঁকোর দেবেন্দ্রের সমাজে গিয়ে দেখলাম, কেশব

* It is with our judgements as with our watches,
None goes just alike, yet each believes his own.

সেন বেদীতে ব'সে ধ্যান করছে। তখন ছোকরা বয়স। আমি সেজোবাবুকে বল্লাম, যতগুলি ধ্যান ক'রছে এই ছোকরার ফতা (ফাত্না) ডুবেছে,—বড়শীর কাছে মাছ এসে ঘুরছে।

"একজন—তার নাম ক'রবো না—সে দশ হাজার টাকার জন্য আদালতে মিথ্যা কথা কয়েছিল। জিতবে ব'লে আমাকে দিয়ে মা কালীকে অর্ঘ্য দেওয়ালে। আমি বালকবুদ্ধিতে অর্ঘ্য দিলুম! বলে, বাবা এই অর্ঘ্যটি মাকে দাও তো!"

ভক্ত—আচ্ছা লোক!

শ্রীরামকৃষ্ণ—কিন্তু এমনি বিশ্বাস আমি দিলেই মা শুনবেন!

ললিতবাবুর কথায় ঠাকুর বলিতেছেন—

"অহঙ্কার কি যায় গা! দুই-এক জনের দেখতে পাওয়া যায় না। বলরামের অহঙ্কার নাই। আর এঁর নাই!—অন্য লোক হ'লে কত টেরী, তমো হ'তো—বিদ্যার অহঙ্কার হ'তো। মোটা বামুনের এখনও একটু একটু আছে! (মাষ্টারের প্রতি) মহিম চক্রবর্তী অনেক পড়েছে, না?"

মাষ্টার—আজ্ঞা হাঁ, অনেক বই পড়েছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—তার সঙ্গে গিরিশ ঘোষের একবার আলাপ হয়। তাহ'লে একটু বিচার হয়।

গিরিশ (সহাস্যে)—তিনি বুঝি বলেন সাধনা করলে শ্রীকৃষ্ণের মত সব্বাই হতে পারে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঠিক তা নয়,—তবে আভাসটা ঐ রকম।

ভক্ত—আজ্ঞা, শ্রীকৃষ্ণের মত সব্বাই কি হ'তে পারে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—অবতার বা অবতারের অংশ, এদের বলে ঈশ্বরকোটি আর সাধারণ লোকেদের বলে জীব বা জীবকোটি। যারা জীবকোটি তারা সাধনা ক'রে ঈশ্বর লাভ করতে পারে; তারা সমাধিস্থ হ'য়ে আর ফেরে না।

"যারা ঈশ্বরকোটি—তারা যেন রাজার বেটা; সাত তলার চাবি তাদের হাতে। তারা সাত তলায় উঠে যায়, আবার ইচ্ছামতো নেমে আসতে পারে। জীবকোটি যেমন ছোট কর্মচারী, সাততলা বাড়ির খানিকটা যেতে পারে ঐ পর্যন্ত।

[জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়]

"জনক জ্ঞানী, সাধন ক'রে জ্ঞান লাভ করেছিল; শুকদেব জ্ঞানের মূর্তি।"

গিরিশ—আহা!

শ্রীরামকৃষ্ণ—সাধন ক'রে শুকদেবের জ্ঞান লাভ করতে হয় নাই। নারদেরও

শুকদেবের মত ব্রহ্মজ্ঞান ছিল, কিন্তু ভক্তি নিয়ে ছিলেন—লোক শিক্ষার জন্য। প্রহ্লাদ কখনও সোঽহং ভাবে থাকতেন, কখনও দাস ভাবে—সন্তান ভাবে। হনুমানেরও ঐ অবস্থা।

"মনে করলে সকলেরই এই অবস্থা হয় না। কোনও বাঁশের বেশী খোল, কোনও বাঁশের ফুটো ছোট।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কামিনী-কাঞ্চন ও তীব্র বৈরাগ্য

একজন ভক্ত—আপনার এ সব ভাব নজিরের জন্য, তা হ'লে আমাদের কি করতে হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—ভগবান লাভ করতে হ'লে **তীব্র বৈরাগ্য দরকার।** যা ঈশ্বরের পথে বিরুদ্ধ ব'লে বোধ হবে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করতে হয়। পরে হবে ব'লে ফেলে রাখা উচিত নয়। কামিনী-কাঞ্চন ঈশ্বরের পথে বিরোধী; ও থেকে মন সরিয়ে নিতে হবে।

"ঢিমে তেতালা হ'লে হবে না। একজন গামছা কাঁধে স্নান করতে যাচ্ছে। পরিবার বললে, তুমি কোনও কাজের নও, বয়স বাড়ছে, এখন এসব ত্যাগ করতে পারলে না। আমাকে ছেড়ে তুমি একদিনও থাকতে পার না। কিন্তু অমুক কেমন ত্যাগী!

স্বামী—কেন, সে কি করেছে?

পরিবার—তার ষোলজন মাগ, সে এক-এক জন ক'রে তাদের ত্যাগ করছে। তুমি কখনও ত্যাগ করতে পারবে না।

স্বামী—এক-একজন ক'রে ত্যাগ! ওরে খেপী, সে ত্যাগ করতে পারবে না। যে ত্যাগ করে সে কি একটু একটু ক'রে ত্যাগ করে!

পরিবার (সহাস্যে)—তবু তোমার চেয়ে ভাল।

স্বামী—খেপী, তুই বুঝিস্ না। তার কর্ম নয়, আমিই ত্যাগ করতে পারব, এই দ্যাখ্ আমি চললুম!

"এর নাম তীব্র বৈরাগ্য। যাই বিবেক এলো তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করলে। গামছা কাঁধেই চলে গেল। সংসার গোছগাছ করতে এল না। বাড়ির দিকে একবার পেছন ফিরে চাইলেও না।

"যে ত্যাগ করবে তার খুব মনের বল চাই। ডাকাত পড়ার ভাব। অ্যায়!!!—ডাকাতি করবার আগে যেমন ডাকাতেরা বলে—**মারো! লোটো! কাটো!**

"কি আর তোমরা করবে? তাঁতে ভক্তি, প্রেম লাভ ক'রে দিন কাটানো।

কৃষ্ণের অদর্শনে যশোদা পাগলের ন্যায় শ্রীমতীর কাছে গেলেন। শ্রীমতী তাঁর শোক দেখে আদ্যাশক্তিরূপে দেখা দিলেন। বললেন, মা, আমার কাছে বর নাও। যশোদা বললেন, মা, আর কি ল'ব? তবে এই বল, যেন কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণেরই সেবা করতে পারি। এই চক্ষে তার ভক্ত দর্শন,—যেখানে যেখানে তার লীলা, এই পা দিয়ে যেন সেখানে যেতে পারি,—এই হাতে তার সেবা আর তার ভক্ত সেবা,—সব ইন্দ্রিয়, যেন তারই কাজ করে।"

এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আবার ভাবাবেশের উপক্রম হইতেছে। হঠাৎ আপনা-আপনি বলিতেছেন, **"সংহার মূর্তি কালী!—না নিত্যকালী!"**

ঠাকুর অতি কষ্টে ভাব সম্বরণ করিলেন। এইবার একটু জল পান করিলেন। যশোদার কথা আবার বলিতে যাইতেছেন, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র মুখুয্যে আসিয়া উপস্থিত। ইনি ও ইঁহার কনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত প্রিয় মুখুয্যে ঠাকুরের কাছে নূতন যাওয়া-আসা করিতেছেন। মহেন্দ্রের ময়দার কল ও অন্যান্য ব্যবসা আছে। তাঁহার ভ্রাতা ইঞ্জিনীয়ারের কাজ করিতেন। ইঁহাদের কাজকর্ম লোকজনে দেখে, নিজেদের খুব অবসর আছে। মহেন্দ্রের বয়স ৩৬।৩৭ হইবে, ভ্রাতার বয়স আন্দাজ ৩৪।৩৫। ইঁহাদের বাটী কেদেটি গ্রামে। কলিকাতা বাগ-বাজারেও একটি বসত বাটী আছে। তাঁদের সঙ্গে একটি ছোকরা ভক্ত আসা-যাওয়া করেন, তাঁহার নাম হরি। তাঁহার বিবাহ হইয়াছে; কিন্তু ঠাকুরের উপর বড় ভক্তি। মহেন্দ্র অনেকদিন দক্ষিণেশ্বরে যান নাই। হরিও যান নাই,—আজ আসিয়াছেন। মহেন্দ্র গৌরবর্ণ ও সদা হাস্যমুখ, শরীর দোহারা। মহেন্দ্র ভূমিষ্ঠ হইয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। হরিও প্রণাম করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেন এতদিন দক্ষিণেশ্বরে যাওনি গো?

মহেন্দ্র—আজ্ঞা, কেদেটিতে গিছ্‌লাম, কলকাতায় ছিলাম না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কিগো ছেলেপুলে নাই;—কারু চাকরি করতে হয় না,—তবুও অবসর নাই! ভাল জ্বালা!

ভক্তেরা সকলে চুপ করিয়া আছেন। মহেন্দ্র একটু অপ্রস্তুত।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহেন্দ্রের প্রতি),—তোমায় বলি কেন,—তুমি সরল, উদার—তোমার ঈশ্বরে ভক্তি আছে।

মহেন্দ্র—আজ্ঞে, আপনি আমার ভালোর জন্যই বলেছেন।

[বিষয়ী ও টাকাওয়ালা সাধু—সন্তানের মায়া]

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—আর এখানকার যাত্রায় প্যালা দিতে হয় না। যদুর মা তাই বলে, 'অন্য সাধু কেবল দাও দাও করে; বাবা, তোমার উটি নাই'। বিষয়ী লোকের টাকা খরচ হ'লে বিরক্ত হয়।

"এক জায়গায় যাত্রা হচ্ছিল। একজন লোকের ব'সে শোনবার ভারী ইচ্ছা। কিন্তু সে উঁকি মেরে দেখলে যে আসরে প্যালা পড়্‌ছে, তখন সেখান থেকে আস্তে আস্তে পালিয়ে গেল। আর এক জায়গায় যাত্রা হচ্ছিল, সেই জায়গায় গেল। সন্ধান ক'রে জান্‌তে পারলে যে এখানে কেউ প্যালা দেবে না। ভারী ভিড় হয়েছে। সে দুই হাতে কুনুই দিয়ে ভিড় ঠেলে ঠেলে আসরে গিয়ে উপস্থিত। আসরে ভাল ক'রে বসে গোঁপে চাড়া দিয়ে শুনতে লাগল। (হাস্য)।

"আর তোমার তো ছেলেপুলে নাই যে মন অন্যমনস্ক হবে। একজন ডেপুটি, আটশো টাকা মাইনে, কেশব সেনের বাড়িতে (নববৃন্দাবন) নাটক দেখতে গিছ্‌লো। আমিও গিছ্‌লাম, আমার সঙ্গে রাখাল আরও কেউ কেউ গিছ্‌লো। নাটক শুনবার জন্য আমি—যেখানে বসেছি তারা আমার পাশে বসেছে। রাখাল তখন একটু উঠে গিছ্‌লো। ডেপুটি এসে ঐখানে বসলো। আর তার ছোট ছেলেটিকে রাখালের জায়গায় বসালে। আমি বললুম, এখানে বসা হবে না,—আমার এমনি অবস্থা যে, কাছে যে বসবে সে যা বলবে তাই করতে হবে, তাই রাখালকে কাছে বসিয়েছিলাম। যতক্ষণ নাটক হলো ডেপুটির কেবল ছেলের সঙ্গে কথা। শালা একবারও কি থিয়েটার দেখলে না! আবার শুনেছি নাকি মাগের দাস—ওঠ বল্‌লে ওঠে, বোস বললে বসে,—আবার একটা খাঁদা বানুরে ছেলের জন্য এই......তুমি ধ্যান-ট্যান ত কর?"

মহেন্দ্র—আজ্ঞে, একটু একটু হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—যাবে এক এক বার?

মহেন্দ্র (সহাস্যে)—আজ্ঞে, কোথায় গাঁট-টাঁট আছে আপনি জানেন,—আপনি দেখবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—আগে যেও।—তবে তো টিপে-টুপে দেখবো, কোথায় কি গাঁট আছে! যাও না কেন?

মহেন্দ্র—কাজকর্মের ভিড়ে আসতে পারি না,—আবার কেদেটির বাড়ি মাঝে মাঝে দেখতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া, মহেন্দ্রের প্রতি)—এদের কি বাড়ি ঘর-দোর নাই—আর কাজকর্ম নাই? এরা আসে কেমন করে?

[পরিবারের বন্ধন]

শ্রীরামকৃষ্ণ (হরির প্রতি)—তুই কেন আসিস নাই? তোর পরিবার এসেছে বুঝি?

হরি—আজ্ঞা, না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তবে কেন ভুলে গেলি?

হরি—আজ্ঞা, অসুখ করেছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের)—কাহিল হয়ে গেছে,—ওর ভক্তি ত কম নয়, ভক্তির চোট দ্যাখে কে! উৎপেতে ভক্তি। (হাস্য)।

ঠাকুর একটি ভক্তের পরিবারকে 'হাবীর মা' বল্‌তেন। হাবীর মার ভাই আসিয়াছে, কলেজে পড়ে, বয়স আন্দাজ কুড়ি। তিনি ব্যাট খেলিতে যাইবেন,—গাত্রোত্থান করিলেন। ছোট ভাইও ঠাকুরের ভক্ত, সেই সঙ্গে গমন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে দ্বিজ ফিরিয়া আসিলে ঠাকুর বলিলেন, "তুই গেলিনি?"

একজন ভক্ত বলিলেন, "উনি গান শুনিবেন তাই বুঝি ফিরে এলেন।"

আজ ব্রাহ্মভক্ত শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যের গান হইবে। পল্টু আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুর বলিতেছেন, কে রে,—পল্টু যে রে!

আর একটি ছোকরা ভক্ত (পূর্ণ) আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর তাঁহাকে অনেক কষ্টে ড‌াকাইয়া আনিয়াছেন, বাড়ির লোকেরা কোনও মতে আসিতে দিবেন না। মাষ্টার যে বিদ্যালয়ে পড়ান সেই বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণীতে এই ছেলেটি পড়েন। ছেলেটি আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুর নিজের কাছে তাহাকে বসাইয়া আস্তে আস্তে কথা কহিতেছেন—মাষ্টার শুধু কাছে বসিয়া আছেন, অন্যান্য ভক্তেরা অন্যমনস্ক হইয়া আছেন। গিরিশ এক পাশে বসিয়া কেশবচরিত পড়িতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ছোকরা ভক্তটির প্রতি)—এখানে এস।

গিরিশ (মাষ্টারের প্রতি)—কে এ ছেলেটি?

মাষ্টার (বিরক্ত হইয়া)—ছেলে আর কে?

গিরিশ (সহাস্যে)—It needs no ghost to tell me that.

মাষ্টারের ভয় হইয়াছে পাছে পাঁচ জনে জানিতে পারিলে ছেলের বাড়িতে গোলযোগ হয় আর তাঁহার নামে দোষ হয়। ছেলেটির সঙ্গে ঠাকুরও সেইজন্য আস্তে আস্তে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সে সব করো?—যা ব'লে দিছিলাম?

ছেলেটি—আজ্ঞা, হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—স্বপনে কিছু দেখো?—আগুন-শিখা, মশালের আলো? সধবা মেয়ে—শ্মশান-মশান? এ সব দেখা বড় ভাল।

ছেলেটি—আপনাকে দেখেছি—ব'সে আছেন—কি বল্‌ছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি—উপদেশ?—কই, একটা বল দেখি।

ছেলেটি—মনে নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তা হোক,—ও খুব ভাল!—তোমার উন্নতি হবে—আমার উপর ত টান আছে?

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর বলিতেছেন—"কই সেখানে যাবে না?"—অর্থাৎ দক্ষিণেশ্বরে। ছেলেটি বলিতেছেন, "তা বলতে পারি না।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেন, সেখানে তোমার আত্মীয় কে আছে না?

ছেলেটি—আজ্ঞা হাঁ, কিন্তু সেখানে যাবার সুবিধা হবে না।

গিরিশ কেশবচরিত পড়িতেছেন। ব্রাহ্মসমাজের শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য শ্রীযুক্ত কেশব সেনের ঐ জীবনচরিত লিখিয়াছেন। ঐ পুস্তকে লেখা আছে যে, পরমহংসদেব আগে সংসারের উপর বড় বিরক্ত ছিলেন, কিন্তু কেশবের সহিত দেখাশুনা হবার পরে তিনি মত বদলাইয়াছেন—এখন পরমহংসদেব বলেন যে, সংসারেও ধর্ম হয়। এই কথা পড়িয়া কোনও কোনও ভক্তেরা ঠাকুরকে বলিয়াছেন। ভক্তদের ইচ্ছা যে, ত্রৈলোক্যের সঙ্গে আজ এই বিষয় লইয়া কথা হয়। ঠাকুরকে বই পড়িয়া ঐ সকল কথা শোনান হইয়াছিল।

[ঠাকুরের অবস্থা—ভক্তসঙ্গ ত্যাগ]

গিরিশের হাতে বই দেখিয়া ঠাকুর গিরিশ, মাষ্টার, রাম ও অন্যান্য ভক্তদের বলিতেছেন—"ওরা ঐ নিয়ে আছে, তাই 'সংসার সংসার' করছে!—কামিনী-কাঞ্চনের ভিতর রয়েছে। তাঁকে লাভ করলে ও কথা বলে না। ঈশ্বরের আনন্দ পেলে সংসার কাকবিষ্ঠা হ'য়ে যায়!—আমি আগে সব ছি ক'রে দিছ্‌লাম। বিষয়ীসঙ্গ তো ত্যাগ করলাম,—আবার মাঝে ভক্তসঙ্গ-ফঙ্গও ত্যাগ করেছিলাম! দেখলুম পট্‌ পট্‌ মরে যায়, শুনে ছট্‌ফট্‌ করি! এখন তবু একটু লোক নিয়ে থাকি।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সংকীর্ত্তনানন্দে ভক্তসঙ্গে

গিরিশ বাড়ি চলিয়া গেলেন। আবার আসিবেন।

শ্রীযুক্ত জয়গোপাল সেনের সহিত ত্রৈলোক্য আসিয়া উপস্থিত। তাঁহারা ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন ও আসন গ্রহণ করিলেন। ঠাকুর তাঁহাদের কুশল প্রশ্ন করিতেছেন। ছোট নরেন আসিয়া ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুর বলিলেন,—কই তুই শনিবারে এলিনি? এইবার ত্রৈলোক্য গান গাইবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আহা, তুমি আনন্দময়ীর গান সেদিন করলে,—কি গান! আর সব লোকের গান আলুনি লাগে! সেদিন নরেন্দ্রের গানও ভাল লাগলো না। সেইটি অমনি অমনি হোক না।

ত্রৈলোক্য গাইতেছেন—**'জয় শচীনন্দন'**।

ঠাকুর মুখ ধুইতে যাইতেছেন। মেয়ে ভক্তেরা চিকের পার্শ্বে ব্যাকুল হইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহাদের কাছে গিয়া একবার দর্শন দিবেন। ত্রৈলোক্যের গান চলিতেছে।

ঠাকুর ঘরের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া ত্রৈলোক্যকে বলিতেছেন,—একটু আনন্দময়ীর গান,—ত্রৈলোক্য গাইতেছেন,—

কত ভালবাসা গো মা মানব সন্তানে,
মনে হলে প্রেমধারা বহে দুনয়নে (গো মা)
তব পদে অপরাধী, আছি আমি জন্মাবধি,
তবু চেয়ে মুখ পানে প্রেমনয়নে, ডাকিছ মধুর বচনে,
মনে হলে প্রেমধারা বহে দুনয়নে।
তোমার প্রেমের ভার, বহিতে পারি না গো আর,
প্রাণ উঠিছে কাঁদিয়া, হৃদয় ভেদিয়া, তব স্নেহ দরশনে,
লইনু শরণ মা গো তব শ্রীচরণে (গো মা)॥

গান শুনিতে শুনিতে ছোট নরেন গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়াছেন, যেন কাষ্ঠবৎ! ঠাকুর মাষ্টারকে বলিতেছেন, "দেখ, দেখ, কি গভীর ধ্যান! একেবারে বাহ্যশূন্য!"

গান সমাপ্ত হইল। ঠাকুর ত্রৈলোক্যকে এই গানটি গাইতে বলিলেন। 'দে মা পাগল করে, আর কাজ নাই জ্ঞান বিচারে।'

রাম বলিতেছেন, কিছু হরিনাম হোক! ত্রৈলোক্য গাইতেছেন—

মন একবার হরি বল হরি বল হরি বল।
হরি হরি হরি বলে, ভবসিন্ধু পারে চল।

মাষ্টার আস্তে আস্তে বলিতেছেন, 'গৌর-নিতাই তোমরা দুভাই।'

ঠাকুরও ঐ গানটি গাইতে বলিতেছেন। ত্রৈলোক্য ও ভক্তেরা সকলে মিলিয়া গাইতেছেন,—

গৌর-নিতাই তোমরা দু'ভাই পরম দয়াল হে প্রভু!

ঠাকুরও যোগদান করিলেন। সমাপ্ত হইলে আর একটি ধরিলেন—

যাদের হরি বলতে নয়ন ঝরে তারা দু'ভাই এসেছে রে।
যারা মার খেয়ে প্রেম যাচে তারা তারা দু'ভাই এসেছে রে।
যারা ব্রজের কানাই বলাই তারা তারা দু'ভাই এসেছে রে।
যারা আচণ্ডালে কোল দেয় তারা তারা দু'ভাই এসেছে রে।

ঐ গানের সঙ্গে ঠাকুর আর একটা গান গাইতেছেন—

নদে টলমল করে গৌরপ্রেমের হিল্লোলে রে।

ঠাকুর আবার ধরিলেন,—

কে হরি বোল হরি বোল বলিয়ে যায়?
যা রে মাধাই জেনে আয়।
বুঝি গৌর যায় আর নিতাই যায় রে।
যাদের সোনার নূপুর রাঙ্গা পায়।
যাদের ন্যাড়া মাথা ছেড়া কাঁথা রে।
যেন দেখি পাগলের প্রায়।

ছোট নরেন বিদায় লইতেছেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুই বাপ-মাকে খুব ভক্তি করবি।—কিন্তু ঈশ্বরের পথে বাধা দিলে মানবিনি। খুব রোক আনবি—শালার বাপ!

ছোট নরেন—কে জানে, আমার কিছু ভয় হয় না।

গিরিশ বাড়ি হইতে আবার আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুর ত্রৈলোক্যের সহিত আলাপ করিয়া দিতেছেন; আর বলিতেছেন, 'একটু আলাপ তোমরা কর।' একটু আলাপের পর ত্রৈলোক্যকে বলিতেছেন, 'সেই গানটি আর একবার,'—ত্রৈলোক্য গাইতেছেন,—

[ঝিঁঝিট খাম্বাজ—ঠুংরী]

জয় শচীনন্দন, গৌর গুণাকর, প্রেম-পরশমণি, ভাব-রস-সাগর।
কিবা সুন্দর মুরতিমোহন আঁখিরঞ্জন কনকবরণ,
কিবা মৃণালনিন্দিত, আজানুলম্বিত, প্রেম প্রসারিত, কোমল যুগল কর
কিবা রুচির বদন-কমল, প্রেমরসে ঢল ঢল,
চিকুর কুন্তল, চারু গণ্ডস্থল, হরিপ্রেমে বিহ্বল, অপরূপ মনোহর।
মহাভাবে মণ্ডিত, হরি রসে রঞ্জিত, আনন্দে পুলকিত অঙ্গ,
প্রমত্ত মাতঙ্গ, সোনার গৌরাঙ্গ,
আবেশে বিভোর অঙ্গ, অনুরাগে গর গর।
হরিগুণগায়ক, প্রেমরস নায়ক,
সাধু-হৃদিরঞ্জক, আলোকসামান্য, ভক্তিসিন্ধু শ্রীচৈতন্য,
আহা! 'ভাই' বলি চণ্ডালে, প্রেমভরে ল'ন কোলে,
নাচেন দু'বাহু তুলে, হরি বোল হরি বলে,
অবিরল ঝরে জল নয়নে নিরন্তর।
'কোথা হরি প্রাণধন'—ব'লে করে রোদন,
মহাস্বেদ কম্পন, হুঙ্কার গর্জন,
পুলকে রোমাঞ্চিত, শরীর কদম্বিত,

ধূলায় বিলুণ্ঠিত সুন্দর কলেবর।
হরি-লীলা-রস-নিকেতন, ভক্তিরস-প্রস্রবণ
দীনজনবান্ধব, বঙ্গের গৌরব, ধন্য ধন্য শ্রীচৈতন্য প্রেম শশধর।

'গৌর হাসে কাঁদে নাচে গায়'—এই কথা শুনিয়া ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন,—একেবারে বাহ্যশূন্য!

কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া—ত্রৈলোক্যকে অনুনয় বিনয় করিয়া বলিতেছেন, "একবার সেই গানটি!—কি দেখিলাম রে।"

ত্রৈলোক্য গাইতেছেন,—

কি দেখিলাম রে, কেশব ভারতীর কুটিরে,
অপরূপ জ্যোতি, গৌরাঙ্গ মূরতি, দুনয়নে প্রেম বহে শত ধারে।

গান সমাপ্ত হইল। সন্ধ্যা হয়। ঠাকুর এখনও ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (রামের প্রতি)—বাজনা নাই! ভাল বাজনা থাকলে গান খুব জমে। (সহাস্যে) বলরামের আয়োজন কি জান,—বামুনের গোড্ডি (গরুটি) খাবে কম,—দুধ দেবে হুড় হুড় ক'রে! (সকলের হাস্য)। বলরামের ভাব,—আপনারা গাও আপনারা বাজাও! (সকলের হাস্য)।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিদ্যার সংসার—ঈশ্বরলাভের পর সংসার

সন্ধ্যা হইল। বলরামের বৈঠকখানায় ও বারান্দায় আলো জ্বালা হইল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ জগতের মাতাকে প্রণাম করিয়া করে মূলমন্ত্র জপ করিয়া নাম করিতেছেন। ভক্তেরা চারিপার্শ্বে বসিয়া আছেন ও সেই মধুর নাম শুনিতেছেন। গিরিশ, মাষ্টার, বলরাম, ত্রৈলোক্য ও অন্যান্য অনেক ভক্তেরা এখনও আছেন। কেশবচরিত গ্রন্থে ঠাকুরের সংসার সম্বন্ধে মত পরিবর্তনের কথা যাহা লেখা আছে, ত্রৈলোক্যের সামনে সেই কথা উত্থাপন করিবেন, ভক্তেরা ঠিক করিয়াছেন। গিরিশ কথা আরম্ভ করিলেন।

তিনি ত্রৈলোক্যকে বলিতেছেন, "আপনি যা লিখেছেন—যে সংসার সম্বন্ধে এঁর মত পরিবর্তন হয়েছে, তা বস্তুতঃ হয় নাই।"

শ্রীরামকৃষ্ণ (ত্রৈলোক্য ও অন্যান্য ভক্তদের প্রতি)—এ দিকের আনন্দ পেলে ওটা ভাল লাগে না,—ভগবানের আনন্দ লাভ করলে সংসার আলুনি বোধ হয়। শাল পেলে আর বনাত ভাল লাগে না!

ত্রৈলোক্য—সংসার যারা করবে তাদের কথা আমি বলছি,—যারা ত্যাগী তাদের কথা বলছি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ও সব তোমাদের কি কথা!—যারা 'সংসারে ধর্ম' 'সংসারে ধর্ম' করছে, তারা একবার যদি ভগবানের আনন্দ পায় তাদের আর কিছু ভাল লাগে না, কাজের সব আঁট কমে যায়, ক্রমে যত আনন্দ বাড়ে কাজ আর করতে পারে না,—কেবল সেই আনন্দ খুঁজে খুঁজে বেড়ায়! **ভগবানের আনন্দের কাছে বিষয়ানন্দ আর রমণানন্দ!** একবার ভগবানের আনন্দের আস্বাদ পেলে সেই আনন্দের জন্য ছুটোছুটি করে বেড়ায়, তখন সংসার থাকে আর যায়।

"চাতক তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, সাত সমুদ্র যত নদী পুষ্করিণী সব ভরপুর! তবু সে জল খাবে না। ছাতি ফেটে যাচ্ছে তবু খাবে না! স্বাতী নক্ষত্রের বৃষ্টির জলের জন্য হাঁ ক'রে আছে! 'বিনা স্বাতীকি জল সব ধূর!

[দু' আনা মদ ও দুদিক রাখা]

"বলে দু'দিক রাখ্‌বো। দু'আনা মদ খেলে মানুষ দুদিক রাখতে চায়, আর খুব মদ খেলে কি আর দু'দিক রাখা যায়!

ঈশ্বরের আনন্দ পেলে আর কিছু ভাল লাগে না। তখন কামিনী-কাঞ্চনের কথা যেন বুকে বাজে। (ঠাকুর কীর্ত্তনের সুরে বলিতেছেন) 'আন্ লোকের আন্ কথা, কিছু ভাল ত লাগে না!' তখন ঈশ্বরের জন্য পাগল হয়, টাকা-ফাকা কিছুই ভাল লাগে না!"

ত্রৈলোক্য—সংসারে থাকতে গেলে টাকাও ত চাই, সঞ্চয়ও চাই। পাঁচটা দান ধ্যান—

শ্রীরামকৃষ্ণ—**কি, আগে টাকা সঞ্চয় ক'রে তবে ঈশ্বর!** আর দান-ধ্যান-দয়া কত! নিজের মেয়ের বিয়েতে হাজার হাজার টাকা খরচ—আর পাশের বাড়িতে খেতে পাচ্ছে না। তাদের দুটি চাল দিতে কষ্ট হয়—অনেক হিসেব ক'রে দিতে হয়। খেতে পাচ্ছে না লোকে,—তা আর কি হবে, ও শালারা মরুক আর বাঁচুক,—আমি আর আমার বাড়ির সকলে ভাল থাকলেই হলো। মুখে বলে সর্বজীবে দয়া!

ত্রৈলোক্য—সংসারে ত ভাল লোক আছে,—পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, চৈতন্য-দেবের ভক্ত। তিনি ত সংসারে ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তার গলা পর্যন্ত মদ খাওয়া ছিল, যদি আর একটু খেত তা হ'লে আর সংসার করতে পারত না।

ত্রৈলোক্য চুপ করিয়া রইলেন। মাষ্টার গিরিশকে জনান্তিকে বলিতেছেন, 'তা হ'লে উনি যা লিখেছেন ঠিক নয়।'

গিরিশ—তা হ'লে আপনি যা লিখেছেন ওকথা ঠিক না?

ত্রৈলোক্য—কেন, সংসারে ধর্ম হয় উনি কি মানেন না?

শ্রীরামকৃষ্ণ—হয়,—কিন্তু জ্ঞান লাভ ক'রে থাকতে হয়,—**ভগবানকে লাভ ক'রে থাকতে হয়।** তখন 'কলঙ্ক সাগরে ভাসে, তবু কলঙ্ক না লাগে গায়।' তখন পাঁকাল মাছের মত থাকতে পারে। ঈশ্বর লাভের পর যে সংসার সে বিদ্যার সংসার। কামিনী-কাঞ্চন তাতে নাই, কেবল ভক্তি ভক্ত আর ভগবান। আমারও মাগ আছে,—ঘরে ঘটি বাটিও আছে,—হরে প্যালাদের খাইয়ে দিই, আবার যখন হাবীর মা এরা আসে এদের জন্যও ভাবি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও অবতার তত্ত্ব

একজন ভক্ত (ত্রৈলোক্যের প্রতি)—আপনার বইয়েতে দেখলাম আপনি অবতার মানেন না। চৈতন্যদেবের কথায় দেখলাম।

ত্রৈলোক্য—তিনি নিজেই প্রতিবাদ করেছেন—পুরীতে যখন অদ্বৈত ও অন্যান্য ভক্তেরা 'তিনিই ভগবান' এই ব'লে গান করেছিলেন, গান শুনে চৈতন্যদেব ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন; ঈশ্বরের অনন্ত ঐশ্বর্য। ইনি যেমন বলেন, ভক্ত ঈশ্বরের বৈঠকখানা। তা বৈঠকখানা খুব সাজান বলে কি আর কিছু ঐশ্বর্য নাই?

গিরিশ—**ইনি বলেন, প্রেমই ঈশ্বরের সারাংশ**—যে মানুষ দিয়ে ঈশ্বরের প্রেম আসে তাকেই আমাদের দরকার। ইনি বলেন, গরুর দুধ বাঁট দিয়ে আসে, আমাদের বাঁটের দরকার। গরুর শরীরের অন্য কিছু দরকার নাই; হাত, পা কি শিং।

ত্রৈলোক্য—তাঁর প্রেমদুগ্ধ অনন্ত প্রণালী দিয়ে পড়ছে! তিনি যে অনন্তশক্তি!

গিরিশ—ঐ প্রেমের কাছে আর কোন শক্তি দাঁড়ায়?

ত্রৈলোক্য—যাঁর শক্তি তিনি মনে করলে হয়! সবই ঈশ্বরের শক্তি।

গিরিশ—আর সব তাঁর শক্তি বটে,—কিন্তু অবিদ্যা শক্তি।

ত্রৈলোক্য—অবিদ্যা কি জিনিস! অবিদ্যা ব'লে একটা জিনিস আছে না কি? অবিদ্যা একটি অভাব। যেমন অন্ধকার আলোর অভাব। তাঁর প্রেম আমাদের পক্ষে খুব বটে। তাঁর বিন্দুতে আমাদের সিন্ধু! কিন্তু ঐটি যে শেষ, একথা বললে তাঁর সীমা করা হ'ল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ত্রৈলোক্য ও অন্যান্য ভক্তদের প্রতি)—হাঁ হাঁ, তা বটে। কিন্তু একটু মদ খেলেই আমাদের নেশা হয়। শুঁড়ির দোকানে কত মদ আছে সে হিসাবে আমাদের কাজ কি! অনন্ত শক্তির খপরে আমাদের কাজ কি?

গিরিশ (ত্রৈলোক্যের প্রতি)—আপনি অবতার মানেন?

ত্রৈলোক্য—ভক্ততেই ভগবান অবতীর্ণ। অনন্ত শক্তির manifestation হয় না,—হ'তে পারে না!—কোন মানুষেই হ'তে পারে না।

গিরিশ —ছেলেদের 'ব্রহ্মগোপাল' ব'লে সেবা করতে পারেন, মহাপুরুষকে ঈশ্বর ব'লে কি পূজা করতে পারা যায় না?

শ্রীরামকৃষ্ণ (ত্রৈলোক্যের প্রতি)—অনন্ত ঢুকুতে চাও কেন? তোমাকে ছুঁলে কি তোমার সব শরীরটা ছুঁতে হবে? যদি গঙ্গাস্নান করি তা হ'লে হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত কি ছুঁয়ে যেতে হবে? **'আমি গেলে ঘুচিবে জঞ্জাল,'** যতক্ষণ 'আমি' টুকু থাকে ততক্ষণ ভেদ বুদ্ধি। 'আমি' গেলে কি রইল তা কেউ জান্‌তে পারে না,—মুখে বল্‌তে পারে না। যা আছে তাই আছে! তখন খানিকটা এঁতে প্রকাশ হয়েছে আর বাদ বাকিটা ওখানে প্রকাশ হয়েছে,—এ সব মুখে বলা যায় না। **সচ্চিদানন্দ সাগর!**—তার ভিতর 'আমি' ঘট। যতক্ষণ ঘট ততক্ষণ যেন দুভাগ জল,—ঘটের ভিতরে এক ভাগ, বাহিরে এক ভাগ। ঘট ভেঙ্গে গেলে—এক জল—তাও বলবার যো নাই!—কে বলবে?

বিচারান্তে ঠাকুর ত্রৈলোক্যের সঙ্গে মিষ্টালাপ করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি ত আনন্দে আছ?

ত্রৈলোক্য—কৈ এখান থেকে উঠ্‌লেই আবার যেমন তেমনি হ'য়ে যাব! এখন বেশ ঈশ্বরের উদ্দীপনা হচ্ছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—জুতো পরা থাকলে, কাঁটা বনে আর ভয় নাই। 'ঈশ্বর সত্য আর সব অনিত্য' এই বোধ থাকলে কামিনী-কাঞ্চনে আর ভয় নাই।

ত্রৈলোক্যকে মিষ্টমুখ করাইতে বলরাম কক্ষান্তরে লইয়া গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ত্রৈলোক্যের ও তাঁহার মতাবলম্বী লোকদিগের অবস্থা, ভক্তদের নিকট বর্ণনা করিতেছেন। রাত নয়টা হইল।

[অবতারকে কে চিনিতে পারে?]

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশ, মণি ও অন্যান্য ভক্তদের প্রতি)—এরা কি জানো! একটা পাতকুয়ার ব্যাঙ কখনও পৃথিবী দেখে নাই; পাতকুয়াটি জানে; তাই বিশ্বাস করবে না যে, একটা পৃথিবী আছে। ভগবানের আনন্দের সন্ধান পায় নাই, তাই 'সংসার, সংসার' করছে।

(গিরিশের প্রতি) "ওদের সঙ্গে বক্‌চো কেন? দুইই নিয়ে আছে। ভগবানের আনন্দের আস্বাদ না পেলে, সে আনন্দের কথা বুঝতে পারে না। পাঁচ বছরের বালককে কি রমণ-সুখ বোঝান যায়? বিষয়ীরা যে ঈশ্বর ঈশ্বর করে, সে শোনা কথা। যেমন খুড়ী জেঠীরা কোঁদল করে, তাদের কাছ থেকে বালকেরা শুনে শেখে আর বলে, 'আমার ঈশ্বর আছেন', 'তোর ঈশ্বরের দিব্য।'

"তা হোক্। ওদের দোষ নাই। সকলে কি সেই **অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে** ধরতে পারে? রামচন্দ্রকে বারজন ঋষি কেবল জানতে পেরেছিল। সকলে ধরতে পারে না। কেউ সাধারণ মানুষ ভাবে;—কেউ সাধু ভাবে;—দুচার জন অবতার ব'লে ধরতে পারে।

"যার যেমন পুঁজি—জিনিসের সেই রকম দর দেয়। একজন বাবু তাঁর চাকরকে বললে, তুই এই হীরেটি বাজারে নিয়ে যা। আমায় বলবি, কে কি রকম দর দেয়। আগে বেগুনওয়ালার কাছে নিয়ে যা। চাকরটি প্রথমে বেগুনওয়ালার কাছে গেল। সে নেড়ে চেড়ে দেখে বললে—ভাই, নয় সের বেগুন আমি দিতে পারি! চাকরটি বললে, ভাই আর একটু ওঠ, না হয় দশ সের দাও। সে বললে, আমি বাজার দরের চেয়ে বেশী ব'লে ফেলেছি; এতে তোমার পোষায় ত দিয়ে যাও। চাকর তখন হাস্তে হাস্তে হীরেটি ফিরিয়ে নিয়ে বাবুর কাছে বললে, মহাশয় বেগুনওয়ালা নয় সের বেগুনের বেশী একটিও দেবে না। সে বললে, আমি বাজার দরের চেয়ে বেশী ব'লে ফেলেছি।

"বাবু হেসে বললে, আচ্ছা এবার কাপড়ওয়ালার কাছে নিয়ে যা। ও বেগুন নিয়ে থাকে, ও আর কতদূর বুঝবে! কাপড়ওয়ালার পুঁজি একটু বেশী,—দেখি ও কি বলে। চাকরটি কাপড়ওয়ালার কাছে বললে, ওহে এটি নেবে? কত দর দিতে পার? কাপড়ওয়ালা বললে, হাঁ জিনিসটা ভাল, এতে বেশ গয়না হ'তে পারে;—তা ভাই আমি নয়শো টাকা দিতে পারি। চাকরটি বললে, ভাই আর একটু ওঠ, তা হ'লে ছেড়ে দিয়ে যাই; না হয় হাজার টাকাই দাও। কাপড়ওয়ালা বললে, ভাই, আর কিছু ব'লো না; আমি বাজার দরের চেয়ে বেশী ব'লে ফেলেছি; নয়শো টাকার বেশী একটি টাকাও আমি দিতে পারব না। চাকর ফিরিয়ে নিয়ে মনিবের কাছে হাসতে হাসতে ফিরে গেল আর বললে যে, কাপড়ওয়ালা বলেছে ন'শো টাকার বেশী একটি টাকাও সে দিতে পারবে না! আরও সে বলেছে, আমি বাজার দরের চেয়ে বেশী ব'লে ফেলেছি। তখন তার মনিব হাসতে হাসতে বললে, এইবার জহুরীর কাছে যাও—সে কি বলে দেখা যাক্। চাকরটি জহুরীর কাছে এল। জহুরী একটু দেখেই একবারে বললে, এক লাখ টাকা দেবো।

[ঈশ্বরকোটি ও জীবকোটি]

"সংসারে ধর্ম ধর্ম এরা করছে। যেমন একজন ঘরে আছে,—সব বন্ধ,—ছাদের ফুটো দিয়ে একটু আলো আস্ছে। মাথার উপর ছাদ থাকলে কি সূর্যকে দেখা যায়? একটু আলো এলে কি হবে? কামিনী-কাঞ্চন ছাদ!

ছাদ তুলে না ফেললে কি সূর্যকে দেখা যায়! সংসারী লোক যেন ঘরের ভিতর বন্দী হয়ে আছে!

"অবতারাদি ঈশ্বরকোটি। তারা ফাঁকা জায়গায় বেড়াচ্চে। তারা কখনও সংসারে বদ্ধ হয় না,—বন্দী হয় না। তাদের 'আমি' মোটা 'আমি' নয়—সংসারী লোকদের মত। সংসারী লোকদের অহংকার, সংসারী লোকদের 'আমি'—যেন চতুর্দিকে পাঁচিল, মাথার উপর ছাদ;—বাহিরে কোন জিনিস দেখা যায় না। অবতারাদির 'আমি' পাতলা 'আমি'। এ 'আমি'র ভিতর দিয়ে ঈশ্বরকে সর্বদা দেখা যায়। যেমন একজন লোক পাঁচিলের একপাশে দাঁড়িয়ে আছে,—পাঁচিলের দুদিকেই অনন্ত মাঠ। সেই পাঁচিলের গায়ে যদি ফোকর থাকে পাঁচিলের 'ওধারে সব দেখা যায়। বড় ফোকর হ'লে আনাগোনাও হয়। অবতারাদির 'আমি' ঐ ফোকরওয়ালা পাঁচিল । পাঁচিলের এধারে থাকলেও অনন্ত মাঠ দেখা যায়;—এর মানে, দেহধারণ করলেও তারা সর্বদা যোগেতেই থাকে! আবার ইচ্ছে হ'লে বড় ফোকরের ওধারে গিয়ে সমাধিস্থ হয়। আবার বড় ফোকর হ'লে আনাগোনা করতে পারে; সমাধিস্থ হ'লেও আবার নেমে আসতে পারে।"

ভক্তেরা অবাক্ হইয়া **অবতারতত্ত্ব শুনিতে লাগিলেন।**

পঞ্চদশ খণ্ড

শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতার বসু-বলরাম মন্দিরে

প্রথম পরিচ্ছেদ

নরেন্দ্র ও হাজরা মহাশয়

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলরামের দ্বিতলের বৈঠকখানায় ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। সহাস্য বদন। ভক্তদের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। নরেন্দ্র, মাষ্টার, ভবনাথ, পূর্ণ, পল্টু, ছোট নরেন, গিরিশ, রামবাবু, দ্বিজ, বিনোদ ইত্যাদি অনেক ভক্ত চতুর্দিকে বসিয়া আছেন।

আজ শনিবার—বেলা ৩টা—বৈশাখ কৃষ্ণাদশমী ৯ই মে, ১৮৮৫।

বলরাম বাড়িতে নাই, শরীর অসুস্থ থাকাতে, মুঙ্গেরে জলবায়ু পরিবর্তন করিতে গিয়াছেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা (এখন স্বর্গগতা) ঠাকুর ও ভক্তদের নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া মহোৎসব করিয়াছেন। ঠাকুর খাওয়া-দাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করিতেছেন।

ঠাকুর মাষ্টারকে বার বার জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তুমি বল, আমি কি উদার? ভবনাথ সহাস্যে বলিতেছেন, "উনি আর কি বলবেন, চুপ ক'রে থাকবেন!"

একজন হিন্দুস্থানী ভিখারী গান গাইতে আসিয়াছেন। ভক্তেরা দুই-একটি গান শুনিলেন। গান নরেন্দ্রের ভাল লাগিয়াছে। তিনি গায়ককে বলিলেন, 'আবার গাও।'

শ্রীরামকৃষ্ণ—থাক্ থাক্, আর কাজ নাই, পয়সা কোথায়? (নরেন্দ্রের প্রতি) তুই ত বল্লি!

ভক্ত (সহাস্যে)—মহাশয়, আপনাকে আমীর ঠাওরেছে; আপনি তাকিয়া ঠেসান দিয়া বসিয়া আছেন—(সকলে হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিয়া)—ব্যারাম হয়েছে, ভাবতে পারে।

হাজরার অহঙ্কারের কথা পড়িল। কোনও কারণে দক্ষিণেশ্বরের কালী-বাটী ত্যাগ করিয়া হাজরার চলিয়া আসিতে হইয়াছিল।

নরেন্দ্র—হাজরা এখন মান্‌ছে, তাঁর অহঙ্কার হয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ও কথা বিশ্বাস ক'রো না। দক্ষিণেশ্বরে আবার আসবার জন্য ওরূপ কথা বলছে। (ভক্তদিগকে) নরেন্দ্র কেবল বলে 'হাজরা খুব লোক।'

নরেন্দ্র—এখনও বলি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেন? এত সব শুনলি।

নরেন্দ্র—দোষ একটু,—কিন্তু গুণ অনেকটা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—নিষ্ঠা আছে বটে।

"সে আমায় বলে, এখন তোমার আমাকে ভাল লাগছে না,—কিন্তু পরে আমাকে তোমায় খুঁজতে হবে। শ্রীরামপুর থেকে একটি গোঁসাই এসেছিল, অদ্বৈত বংশ। ইচ্ছা, ওখানে একরাত্রি দুরাত্রি থাকে। আমি যত্ন ক'রে তাকে থাকতে বললুম। হাজরা বলে কি, 'খাজাঞ্চির কাছে ওকে পাঠাও'। এ কথার মানে এই যে, দুধটুধ পাছে চায়, তা হ'লে হাজবার ভাগ থেকে কিছু দিতে হয়। আমি বললুম,—তবে রে শালা! গোঁসাই ব'লে আমি ওর কাছে সাষ্টাঙ্গ হই, আর তুই সংসারে থেকে কামিনী-কাঞ্চন লয়ে নানা কাণ্ড ক'রে—এখন একটু জপ ক'রে এত অহংকার হয়েছে! লজ্জা করে না!

"সত্ত্বগুণে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়; রজঃ, তমোগুণে ঈশ্বর থেকে তফাৎ করে। সত্ত্বগুণকে সাদা রঙের সঙ্গে উপমা দিয়েছে, রজোগুণকে লাল রঙের সঙ্গে, আর তমোগুণকে কাল রঙের সঙ্গে। আমি একদিন হাজরাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি বলো কার কত সত্ত্বগুণ হয়েছে। সে বল্লে, 'নরেন্দ্রের যোল আনা; আর আমার একটাকা দুই আনা।' জিজ্ঞাসা করলাম, আমার কত হয়েছে? তা বললে, তোমার এখনও লাল্‌চে মারছে,—তোমার বার আনা। (সকলে হাস্য)।

"দক্ষিণেশ্বরে ব'সে হাজরা জপ করতো। আবার ওরই ভিতর থেকে দালালীর চেষ্টা করতো! বাড়িতে কয় হাজার টাকা দেনা আছে—সেই দেনা শুধ্‌তে হবে। রাঁধুনী বামুনদের কথায় বলেছিল, ও সব লোকের সঙ্গে আমরা কি কথা কই!"

[কামনা ঈশ্বর লাভের বিঘ্ন—ঈশ্বর বালক স্বভাব]

"কি জান, একটু কামনা থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। ধর্মের সুক্ষ্ম গতি! ছুঁচে সুতা পরাচ্ছ—কিন্তু সুতার ভিতর একটু আঁস থাকলে ছুঁচের ভিতর প্রবেশ করবে না।

"ত্রিশ বছর মালা জপে, তবু কেন কিছু হয় না? ডাকুর ঘা হ'লে ঘুটের ভাবরা দিতে হয়। না হ'লে শুধু ঔষধে আরাম হয় না।

"কামনা থাকতে, যত সাধনা কর না কেন, সিদ্ধিলাভ হয় না। তবে একটি কথা আছে—ঈশ্বরের কৃপা হ'লে, ঈশ্বরে দয়া হ'লে একক্ষণে সিদ্ধিলাভ করতে পারে। যেমন হাজার বছরের অন্ধকার ঘর, হঠাৎ কেউ যদি প্রদীপ আনে, তা হ'লে একক্ষণে আলো হয়ে যায়!

"গরীবের ছেলে বড় মানুষের চোখে পড়ে গেছে। তার মেয়ের সঙ্গে

তাকে বিয়ে দিলে। অমনি গাড়িঘোড়া, দাসদাসী, পোষাক, আসবাব, বাড়ি সব হয়ে গেল !"

একজন ভক্ত—মহাশয়, কৃপা কিরূপে হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঈশ্বর বালকস্বভাব। যেমন কোন ছেলে কোঁচড়ে রত্ন লয়ে ব'সে আছে। কত লোক রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছে। অনেকে তার কাছে রত্ন চাচ্ছে। কিন্তু সে কাপড়ে হাত চেপে মুখ ফিরিয়ে বলে, না আমি দেবো না। আবার হয়ত যে চায়নি, চলে যাচ্ছে, পেছনে পেছনে দৌড়ে গিয়ে সেধে তাকে দিয়ে ফেলে!

[ত্যাগ—তবে ঈশ্বর লাভ—পূর্বকথা—সেজোবাবুর ভাব]

শ্রীরামকৃষ্ণ—ত্যাগ না হ'লে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।

"আমার কথা লবে কে? আমি সঙ্গী খুঁজছি,—আমার ভাবের লোক। খুব ভক্ত দেখলে মনে হয়, এই বুঝি আমার ভাব নিতে পারবে। আবার দেখি, সে আর একরকম হয়ে যায়!

"একটা ভূত সঙ্গী খুঁজছিল। শনি মঙ্গলবারে অপঘাতে মৃত্যু হ'লে ভূত হয়। ভূতটা, যেই দ্যাখে কেউ শনি মঙ্গলবারে ঐ রকম ক'রে মরছে, অমনি দৌড়ে যায়। মনে করে, এইবার বুঝি আমার সঙ্গী হ'ল। কিন্তু কাছেও যাওয়া, আর সে লোকটা দাঁড়িয়ে উঠেছে। হয় তো ছাদ থেকে প'ড়ে অজ্ঞান হয়েছে, আবার বেঁচে উঠেছে।

"সেজো বাবুর ভাব হ'ল। সর্বদাই মাতালের মত থাকে— কোনও কাজ করতে পারে না। তখন সবাই বলে, এ রকম হ'লে বিষয় দেখবে কে? ছোট ভটচার্জি নিশ্চয় কোনও তুক্ করেছে!

[নরেন্দ্রের বেহুঁশ হওয়া—গুরুশিষ্যের দুটি গল্প]

"নরেন্দ্র যখন প্রথম প্রথম আসে, ওর বুকে হাত দিতে বেহুঁশ হ'য়ে গেল। তারপর চৈতন্য হ'লে কেঁদে বলতে লাগল, ওগো আমায় এমন করলে কেন? আমার যে বাবা আছে, আমার যে মা আছে গো! 'আমার', 'আমার' করা, এটি অজ্ঞান থেকে হয়।

"গুরু শিষ্যকে বললেন, সংসার মিথ্যা; তুই আমার সঙ্গে চ'লে আয়। শিষ্য বললে, ঠাকুর এরা আমায় এত সব ভালবাসে—আমার বাপ, আমার মা, আমার স্ত্রী—এদের ছেড়ে কেমন ক'রে যাব। গুরু বল্লেন, তুই 'আমার' 'আমার' করছিস বটে, আর বলছিস ওরা ভালবাসে, কিন্তু ও সব ভুল। আমি তোকে একটা ফন্দি শিখিয়ে দিচ্ছি, সেইটি করিস্, তাহ'লে বুঝ্বি সত্য

ভালবাসে কি না! এই ব'লে একটা ঔষধের বড়ি তার হাতে দিয়ে বললেন, এইটি খাস, মড়ার মতন হ'য়ে যাবি! তোর জ্ঞান যাবে না, সব দেখতে শুনতে পাবি। তার পর আমি গেলে তোর ক্রমে ক্রমে পূর্বাবস্থা হবে।

"শিষ্যটি ঠিক ঐইরূপ করলে। বাড়িতে কান্নাকাটি প'ড়ে গেল। মা, স্ত্রী, সকলে আছড়া-পিছড়ি ক'রে কাঁদছে। এমন সময় একটি ব্রাহ্মণ এসে বল্‌লে, কি হয়েছে গা? তারা সকলে বল্‌লে, এ ছেলেটি মারা গেছে। ব্রাহ্মণ মরা মানুষের হাত দেখে বল্‌লেন, সে কি, এ ত মরে নাই। আমি একটি ঔষধ দিচ্ছি, খেলেই সব সেরে যাবে! বাড়ির সকলে তখন যেন হাতে স্বর্গ পেলে। তখন ব্রাহ্মণ বল্‌লেন, তবে একটি কথা আছে। ঔষধটি আগে একজনের খেতে হবে, তার পর ওর খেতে হবে। যিনি আগে খাবেন, তাঁর কিন্তু মৃত্যু হবে। এর ত অনেক আপনার লোক আছে দেখছি, কেউ না কেউ অবশ্য খেতে পারে। মা কি স্ত্রী এঁরা খুব কাঁদছেন, এঁরা অবশ্য পারেন।

"তখন তারা সব কান্না থামিয়ে চুপ করে রইল। মা বল্‌লেন, তাই ত এই বৃহৎ সংসার, আমি গেলে, কে এই সব দেখবে শুনবে, এই ব'লে ভাবতে লাগলেন। স্ত্রী এইমাত্র এই ব'লে কাঁদছিল—'দিদি গো আমার কি হ'লো গো!' সে বললে, তাই ত, ওঁর যা হবার হ'য়ে গেছে। আমার দুটি তিনটি নাবালক ছেলেমেয়ে—আমি যদি যাই এদের কে দেখ্‌বে।

"শিষ্য সব দেখ্‌ছিল শুন্‌ছিল। সে তখন দাঁড়িয়ে উঠে পড়ল; আর বল্‌লে, গুরুদেব চলুন, আপনার সঙ্গে যাই। (সকলের হাস্য)।

"আর একজন শিষ্য গুরুকে বলেছিল, আমার স্ত্রী বড় যত্ন করে, ওর জন্য গুরুদেব যেতে পারছি না। শিষ্যটি হঠযোগ করতো। গুরু তাকেও একটি ফন্দি শিখিয়ে দিলেন। একদিন তার বাড়িতে খুব কান্নাকাটি পড়েছে। পাড়ার লোকেরা এসে দেখে হঠযোগী ঘরে আসনে বসে আছে—এঁকে বেঁকে, আড়ষ্ট হ'য়ে। সব্বাই বুঝতে পারলে, তার প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে। স্ত্রী আছড়ে কাঁদছে, 'ওগো আমাদের কি হ'লো গো—ওগো তুমি আমাদের কি ক'রে গেলে গো—ওগো দিদি গো, এমন হবে তা জানতাম না গো!' এ দিকে আত্মীয় বন্ধুরা খাট এনেছে, ওকে ঘর থেকে বার করছে।

"এখন একটি গোল হ'ল। এঁকে বেঁকে আড়ষ্ট হ'য়ে থাকাতে সে দ্বার দিয়ে বেরুচ্ছে না। তখন একজন প্রতিবেশী দৌড়ে একটি কাটারি লয়ে দ্বারের চৌকাঠ কাটতে লাগলো। স্ত্রী অস্থির হ'য়ে কাঁদছিল, সে দুম্ দুম্ শব্দ শুনে দৌড়ে এল। এসে কাঁদতে কাঁদতে জিজ্ঞাসা করলে, ওগো কি হ'য়েছে গো! তারা বললে, ইনি বেরুচ্ছেন না, তাই চৌকাঠ কাটছি। তখন স্ত্রী বললে, ওগো, অমন কর্ম করো না গো!—আমি এখন রাঁড় বেওয়া হলুম।

আমার আর দেখবার লোক কেউ নাই, কটি নাবালক ছেলেকে মানুষ করতে হবে! এ দোয়ার গেলে আর ত হবে না। ওগো, ওর যা হবার তা তো হয়ে গেছে—হাত পা ওঁর কেটে দাও! তখন হঠযোগী দাঁড়িয়ে পড়ল। তার তখন ঔষধের ঝোক চলে গেছে। দাঁড়িয়ে বলছে, 'তবে রে শালী, আমার হাত পা কাটবে।' এই বলে বাড়ি ত্যাগ ক'রে গুরুর সঙ্গে চলে গেল। (সকলের হাস্য)।

"অনেকে ঢং ক'রে শোক করে। কাঁদতে হবে জেনে আগে নৎ খোলে আর গহনা সব খোলে; খুলে বাক্সের ভিতর চাবি দিয়ে রেখে দেয়। তার পর আছড়ে এসে প'ড়ে, আর কাঁদে, 'ওগো দিদিগো, আমার কি হ'লো গো!"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অবতার সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের সম্মুখে নরেন্দ্রাদির বিচার

নরেন্দ্র—Proof (প্রমাণ) না হ'লে কেমন করে বিশ্বাস করি যে, ঈশ্বর মানুষ হ'য়ে আসেন।

গিরিশ—বিশ্বাসই sufficient Proof (যথেষ্ট প্রমাণ)। এই জিনিসটা এখানে আছে, এর প্রমাণ কি? বিশ্বাসই প্রমাণ।

একজন ভক্ত—External world (বহির্জগৎ) বাহিরে আছে ফিলসফার (দার্শনিকরা) কেউ Prove করতে পেরেছে? তবে বলেছে irresistible belief (বিশ্বাস)।

গিরিশ (নরেন্দ্রের প্রতি)—তোমার সম্মুখে এলেও তো বিশ্বাস করবে না! হয়ত বলবে, ও বলছে আমি ঈশ্বর, মানুষ হয়ে এসেছি, ও মিথ্যাবাদী ভণ্ড।

দেবতারা অমর এই কথা পড়িল।

নরেন্দ্র—তার প্রমাণ কই?

গিরিশ—তোমার সামনে এলেও তো বিশ্বাস করবে না!

নরেন্দ্র—অমর, past ages-এতে ছিল প্রুফ চাই।

মণি পল্টুকে কি বলিতেছেন।

পল্টু (নরেন্দ্রের প্রতি, সহাস্যে)—অনাদি কি দরকার? অমর হ'তে গেলে অনন্ত হওয়া দরকার।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—নরেন্দ্র উকিলের ছেলে, পল্টু ডেপুটির ছেলে। (সকলের হাস্য)।

সকলে একটু চুপ করিয়া আছেন।

যোগীন (গিরিশাদি ভক্তদের প্রতি সহাস্যে)—নরেন্দ্রের কথা ইনি (ঠাকুর) আর লন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—আমি একদিন বলছিলাম, চাতক আকাশের জল ছাড়া আর কিছু খায় না। নরেন্দ্র বললে, চাতক এ জলও খায়। তখন মাকে বললুম, মা এসব কথা কি মিথ্যা হয়ে গেল! ভারী ভাবনা হ'ল। একদিন আবার নরেন্দ্র এসেছে। ঘরের ভিতর কতকগুলি পাখী উড়ছিল দেখে ব'লে উঠ্‌ল, 'ঐ! ঐ!' আমি বললাম কি? ও বললে, 'ঐ চাতক! ঐ চাতক!' দেখি কতকগুলো চামচিকে? সেই থেকে ওর কথা আর লই না। (সকলে হাস্য)।

[ঈশ্বর-রূপ দর্শন কি মনের ভুল?]

শ্রীরামকৃষ্ণ—যদু মল্লিকের বাগানে নরেন্দ্র বললে, তুমি ঈশ্বরের রূপ-টুপ যা দেখ, ও মনের ভুল। তখন অবাক্ হ'য়ে ওকে বললাম, কথা কয় যে রে? নরেন্দ্র বললে, ও অমন হয়। তখন মার কাছে এসে কাঁদতে লাগলাম! বললাম, মা, এ কি হলো! এ সব কি মিছে? নরেন্দ্র এমন কথা বললে! তখন দেখিয়ে দিলে—**চৈতন্য—অখণ্ড চৈতন্য**—চৈতন্যময় রূপ। আর বললে, 'এ সব কথা মেলে কেমন ক'রে যদি মিথ্যা হবে!' তখন বলেছিলাম, 'শালা, তুই আমায় অবিশ্বাস ক'রে দিছলি! তুই আর আসিস্ নাই!'

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ—শাস্ত্র ও ঈশ্বরের বাণী Revelation]

আবার বিচার হইতে লাগিল। নরেন্দ্র বিচার করিতেছেন! নরেন্দ্রের বয়স এখন ২২ বৎসর চার মাস হইবে।

নরেন্দ্র (গিরিশ, মাষ্টার প্রভৃতিকে)—শাস্ত্রই বা বিশ্বাস কেমন ক'রে করি! মহানির্বাণতন্ত্র একবার বলছেন, ব্রহ্মজ্ঞান না হ'লে নরক হবে। আবার বলে, পার্বতীর উপাসনা ব্যতীত আর উপায় নাই। মনুসংহিতায় মনু লিখছেন মনুরই কথা। মোজেস লিখছেন পেণ্ট্যাটিউক্, তাঁরই নিজের মৃত্যুর কথা বর্ণনা!

"সাংখ্য দর্শন বলছেন, **'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ'**। ঈশ্বর আছেন, এ প্রমাণ করবার যো নাই। আবার বলে, বেদ মানতে হয়, বেদ নিত্য।

"তা ব'লে এ সব নাই, বলছি না! বুঝতে পারছি না, বুঝিয়ে দাও! শাস্ত্রের অর্থ যার যা মনে এসেছে তাই করেছে। এখন কোন্‌টা লব? হোয়াইট্ লাইট্ (শ্বেত আলো) রেড মীডিয়ম্-এর (লাল কাচের) মধ্য দিয়ে এলে লাল দেখায়। গ্রীন্ মীডিয়ম্-এর মধ্য দিয়ে এলে গ্রীন্ দেখায়"।

একজন ভক্ত—গীতা ভগবান বলেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—গীতা সব শাস্ত্রের সার। সন্ন্যাসীর কাছে আর কিছু না থাকে গীতা একখানি ছোট থাকবে।

একজন ভক্ত—গীতা শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন!

নরেন্দ্র—শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, না ইয়ে বলেছেন!—

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অবাক হইয়া নরেন্দ্রের এই কথা শুনিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এ সব বেশ কথা হচ্ছে।

"শাস্ত্রের দুই রকম অর্থ—শব্দার্থ ও মর্মার্থ। মর্মার্থটুকু লতে হয়; যে অর্থ ঈশ্বরের বাণীর সঙ্গে মিলে। চিঠির কথা, আর যে ব্যক্তি চিঠি লিখেছে তার মুখের কথা, অনেক তফাত। শাস্ত্র হচ্ছে চিঠির কথা; ঈশ্বরের বাণী মুখের কথা। আমি মার মুখের কথার সঙ্গে না মিললে কিছুই লই না।"

আবার অবতারের কথা পড়িল।

নরেন্দ্র—ঈশ্বরে, বিশ্বাস থাকলেই হ'ল! তারপর তিনি কোথায় ঝুলছেন বা কি করছেন এ আমার দরকার নাই। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড! অনন্ত অবতার!

'অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড', 'অনন্ত অবতার' শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ হাতজোড় করিয়া নমস্কার করিলেন ও বলিতেছেন, 'আহা!'

মণি ভবনাথকে কি বলিতেছেন।

ভবনাথ—ইনি বলেন, 'হাতী যখন দেখি নাই, তখন সে ছুঁচের ভিতর যেতে পারে কিনা কেমন ক'রে জানব? ঈশ্বরকে জানি না, অথচ তিনি মানুষ হ'য়ে অবতার হ'তে পারেন কি না, কেমন ক'রে বিচারের দ্বারা বুঝব!

শ্রীরামকৃষ্ণ—সবই সম্ভব। তিনি ভেল্কি লাগিয়ে দেন! বাজীকর গলার ভিতর ছুরি লাগিয়ে দেয়, আবার বার করে। ইট-পাটকেল খেয়ে ফেলে!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ ও কর্ম—তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা

ভক্ত—ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা বলেন, সংসারের কর্ম কর্তব্য। এ কর্ম ত্যাগ করলে হবে না।

গিরিশ—সুলভ সমাচারে ঐ রকম লিখেছে, দেখলাম। কিন্তু ঈশ্বরকে জানবার জন্য যে সব কর্ম—তাই ক'রে উঠতে পারা যায় না আবার অন্য কর্ম!

শ্রীরামকৃষ্ণ ঈষৎ হাসিয়া মাষ্টারের দিকে তাকাইয়া নয়নের দ্বারা ইঙ্গিত করিলেন, 'ও যা বলছে তাই ঠিক'।

মাষ্টার বুঝিলেন, **কর্মকাণ্ড বড় কঠিন**।

পূর্ণ আসিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কে তোমাকে খবর দিলে!

পূর্ণ—সারদা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (উপস্থিত মেয়ে ভক্তদের প্রতি)—ওগো একে (পূর্ণকে) একটু জলখাবার দাও ত।

এইবার নরেন্দ্র গান গাইবেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভক্তেরা শুনিবেন। নরেন্দ্র গাইতেছেন—

গান—পরবত পাথার।

ব্যোমে জাগো রুদ্র উদ্যত বাজ।
দেব দেব মহাদেব, কাল কাল মহাকাল,
ধর্মরাজ শঙ্কর শিব তার হর পাপ।

গান—সুন্দর তোমার নাম, দীনশরণ হে,
বহিছে অমৃতধার, জুড়ায় শ্রবণ, প্রাণরমণ হে।

গান—বিপদভয় বারণ, যে করে ওরে মন, তাঁরে কেন ডাক না;
মিছে ভ্রমে ভুলে সদা, রয়েছ ভাবঘোরে মজি, একি বিড়ম্বনা।
এ ধন জন, না রবে হেন তাঁরে যেন ভুল না,
ছাড়ি অসার, ভজহ সার, যাবে ভব যাতনা।
এখন হিত বচন শোন, যতনে করি ধারণা;
বদন ভরি, নাম হরি, সতত কর ঘোষণা।
যদি এ ভবে পার হবে, ছাড় বিষয় বাসনা;
সঁপিয়ে তনু, হৃদয় মন, তাঁর কর সাধনা।

পল্টু- এই গানটি গাইবেন?

নরেন্দ্র—কোন্‌টি?

পল্টু—দেখিলে তোমার সেই অতুল প্রেম আননে,
কি ভয় সংসার শোক ঘোর বিপদ শাসনে।

নরেন্দ্র সেই গানটি গাহিতেছেন—

দেখিলে তোমার সেই অতুল প্রেম-আননে,
কি ভয় সংসার শোক ঘোর বিপদ শাসনে।
অরুণ উদয়ে আঁধার যেমন যায় জগৎ ছাড়িয়ে,
তেমনি দেব তোমার জ্যোতি মঙ্গলময় বিরাজিলে,
ভকত হৃদয় বীতশোক তোমার মধুর সান্ত্বনে।
তোমার করুণা, তোমার প্রেম, হৃদয়ে প্রভু ভাবিলে,
উথলে হৃদয় নয়ন বারি রাখে কে নিবারিয়ে?
জয় করুণাময়, জয় করুণাময় তোমার প্রেম গাইয়ে,
যায় যদি যাক্ প্রাণ তোমার কর্ম সাধনে।

মাষ্টারের অনুরোধে আবার গাইতেছেন। মাষ্টার ও ভক্তেরা অনেকে হাত জোড় করিয়া গান শুনিতেছেন।

গান—হরি-রস-মদিরা পিয়ে মম মানস মাতরে।
একবার লুটায়ে অবনীতল, হরি হরি বলি কাঁদ রে।
(গতি কর কর বলে)
গভীর নিনাদে হরিনামে গগন ছাও রে,
নাচ হরি বলে দু বাহু তুলে, হরিনাম বিলাও রে।
(লোকের দ্বারে দ্বারে)।
হরি প্রেমানন্দরসে অনুদিন ভাস রে,
গাও হরিনাম, হও পূর্ণকাম, নীচ বাসনা নাশ রে॥

গান—চিন্তয় মম মানস হরি চিদঘন নিরঞ্জন।

গান—চমৎকার অপার জগৎ রচনা তোমার।

গান—গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জবলে,
তারকামণ্ডল চমকে মোতি রে।
ধূপ মলয়ানিল,পবন চামর করে,
সকল বনরাজি ফুটন্ত জ্যোতি রে।
কেমন আরতি হে ভবখণ্ডন তব আরতি,
অনাহত শব্দ বাজত ভেরী রে॥

গান- সেই এক পুরাতন, পুরুষ নিরঞ্জনে, চিত্ত সমাধান কর রে।

নারাণের অনুরোধে আবার নরেন্দ্র গাইতেছেন—
এস মা এস মা, ও হৃদয়-রমা, পরাণ-পুতলী গো।
হৃদয় আসনে, হও মা আসীন, নিরখি তোরে গো॥
আছি জন্মাবধি তোর মুখ চেয়ে,
জান মা জননী কি দুখ পেয়ে,
একবার হৃদয়কমল বিকাশ করিয়ে,
প্রকাশ তাহে আনন্দময়ী॥

[**শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধি মন্দিরে—তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা**]

নরেন্দ্র নিজের মনে গান গাইতেছেন—
নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি।
তাই যোগী ধ্যান ধরে হ'য়ে গিরিগুহাবাসী॥

সমাধির এই গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর **সমাধিস্থ হইতেছেন।**

নরেন্দ্র আর একবার সেই গানটি গাইতেছেন—
হরি-রস-মদিরা পিয়ে মম মানস মাতরে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট। উত্তরাস্য হইয়া দেওয়ালে ঠেসান দিয়া পা ঝুলাইয়া তাকিয়ার উপর বসিয়া আছেন। ভক্তেরা চতুর্দিকে উপবিষ্ট।

ভাবাবিষ্ট হইয়া ঠাকুর মার সঙ্গে একাকী কথা কহিতেছেন। ঠাকুর বলিতেছেন—"এই বেলা খেয়ে যাব। তুই এলি। তুই কি গাঁট্‌রি বেঁধে বাসা পাকড়ে সব ঠিক করে এলি?"

ঠাকুর কি বলিতেছেন, মা তুই কি এলি? ঠাকুর আর মা কি অভেদ?

"এখন আমার কারুকে ভাল লাগ্‌ছে না।

"মা, গান কেন শুনব? ওতে ত মন খানিকটা বাইরে চলে যাবে!"

ঠাকুর ক্রমে ক্রমে আরও বাহ্যজ্ঞান লাভ করিতেছেন। ভক্তদের দিকে তাকাইয়া বলিতেছেন, "আগে কই.মাছ জাইয়ে রাখা দেখে আশ্চর্য হতুম; মনে করতুম এরা কি নিষ্ঠুর, এদের শেষকালে হত্যা করবে! অবস্থা যখন বদলাতে লাগল তখন দেখি যে, শরীরগুলো খোল মাত্র! থাকলেও এসে যায় না, গেলেও এসে যায় না।"

ভবনাথ—তবে মানুষ হিংসা করা যায়!—মেরে ফেলা যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, এ অবস্থায় হতে পারে*। সে অবস্থা সকলের হয় না। —ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা।

"দুই-এক গাম নেমে এলে তবে ভক্তি, ভক্ত ভাল লাগে!

"ঈশ্বরেতে বিদ্যা-অবিদ্যা দুই আছে। এই বিদ্যা মায়া ঈশ্বরের দিকে লয়ে যায়, অবিদ্যা মায়া ঈশ্বর থেকে মানুষকে তফাত ক'রে লয়ে যায়। বিদ্যার খেলা—জ্ঞান, ভক্তি, দয়া, বৈরাগ্য। এই সব আশ্রয় করলে ঈশ্বরের কাছে পোঁছান যায়।

"আর এক ধাপ উঠলেই ঈশ্বর—ব্রহ্মজ্ঞান! এ অবস্থায় ঠিক বোধ হচ্চে —ঠিক দেখছি—তিনিই সব হয়েছেন! ত্যাজ্য গ্রাহ্য থাকে না! কারু উপর রাগ করবার যো থাকে না।

"গাড়ি করে যাচ্চি—বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখলাম দুই বেশ্যা। দেখলাম **সাক্ষাৎ ভগবতী**—দেখে প্রণাম করলাম!

"যখন এই অবস্থা প্রথম হ'ল, তখন মা কালীকে পূজা করতে বা ভোগ দিতে আর পারলাম না। হলধারী আর হৃদে বললে, খাজাঞ্চী বলেছে, ভট্‌চাজ্জি ভোগ দিবেন না তো কি করবেন? আমি কুবাক্য বলেছে শুনে কেবল হাসতে লাগলাম, একটুও রাগ হ'ল না।

* ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে। [গীতা—২।২০

এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ক'রে তারপর লীলা আস্বাদন ক'রে বেড়াও। সাধু-একটি সহরে এসে রং দেখে বেড়াচ্চে। এমন সময়ে তার এক আলাপী সাধুর সঙ্গে দেখা হ'ল। সে বল্‌লে, 'তুমি যে ঘুরে ঘুরে আমোদ ক'রে বেড়াচ্চো, তল্পিতল্পা কই? সেগুলি তো চুরি ক'রে লয়ে যায় নাই? প্রথম সাধু বল্‌লে, 'না মহারাজ. আগে বাসা পাক্‌ড়ে গাঁট্‌রি-ওঠ্‌রি ঠিকঠাক ক'রে ঘরে রেখে, তালা লাগিয়ে তবে সহরের রং দেখে বেড়াচ্চি।" (সকলের হাস্য)।

ভবনাথ—এ খুব উঁচু কথা।

মণি (স্বগত)—ব্রহ্মজ্ঞানের পর লীলা-আস্বাদন! সমাধির পর নীচে নামা!

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারাদির প্রতি)—ব্রহ্মজ্ঞান কি সহজে হয় গা? মনের নাশ না হ'লে হয় না। গুরু শিষ্যকে বলেছিল. তুমি আমায় মন দাও. আমি তোমায় জ্ঞান দিচ্ছি। ন্যাংটা বলতো, 'আরে মন বিলাতে নাহি'!

[Biology—'Natural law' in the Spiritual world]

"এ অবস্থায় কেবল হরিকথা ভাল লাগে; আর ভক্তসঙ্গ।

(রামের প্রতি)—"তুমি ত ডাক্তার,—যখন রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে এক হয়ে যাবে তখনই তো কাজ হবে। তেমনি এ অবস্থায় অন্তরে-বাহিরে ঈশ্বর। সে দেখবে, তিনিই দেহ মন প্রাণ আত্মা!

মণি (স্বগত)—Assimilation!

শ্রীরামকৃষ্ণ—ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা! মনের নাশ হ'লেই হয়। মনের নাশ হ'লেই 'অহং'নাশ,—যেটা 'আমি' 'আমি' করছে। এটি ভক্তি পথেও হয়, আবার জ্ঞান-পথে অর্থাৎ বিচারপথেও হয়। 'নেতি' 'নেতি' অর্থাৎ 'এ সব মায়া. স্বপ্নবৎ' এই বিচার জ্ঞানীরা করে। এই জগৎ 'নেতি' 'নেতি'—মায়া। জগৎ যখন উড়ে গেল, বাকী রইল কতকগুলি জীব 'আমি ঘট মধ্যে রয়েছে!

"মনে কর দশটা জলপূর্ণ ঘট আছে, তার মধ্যে সূর্যের প্রতিবিম্ব হয়েছে। ক'টা সূর্য দেখা যাচ্ছে?"

ভক্ত—দশটা প্রতিবিম্ব। আর একটা সত্য সূর্য তো আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—মনে কর, একটা ঘট ভেঙ্গে দিলে. এখন ক'টা সূর্য দেখা যায়?

ভক্ত—নয়টা; একটা সত্য সূর্য তো আছেই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, নয়টা ঘট ভেঙ্গে দেওয়া গেল, ক'টা সূর্য দেখা যাবে?

ভক্ত—একটা প্রতিবিম্ব সূর্য। একটা সত্য সূর্য তো আছেই।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশের প্রতি)—শেষ ঘট ভাঙ্গলে কি থাকে?

গিরিশ—আজ্ঞা, ঐ সত্য সূর্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না। কি থাকে তা মুখে বলা যায় না। যা আছে তাই আছে। প্রতিবিম্ব সূর্য না থাকলে সত্যসূর্য আছে কি ক'রে জানবে! সমাধিস্থ হ'লে অহং তত্ত্ব নাশ হয়। সমাধিস্থ ব্যক্তি নেমে এলে কি দেখেছে মুখে বলতে পারে না!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তদিগকে আশ্বাস প্রদান ও অংগীকার

অনেকক্ষণ সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। বলরামের বৈঠকখানায় দীপালোক জ্বলিতেছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এখনও ভাবস্থ, ভক্তজন পরিবৃত হইয়া আছেন। ভাবে বলিতেছেন—

"এখানে আর কেউ নাই, তাই তোমাদের বলছি,—**আন্তরিক ঈশ্বরকে যে জানতে চাইবে তারই হবে, হবেই হবে! যে ব্যাকুল, ঈশ্বর বই আর কিছু চায় না, তারই হবে।**

"এখনকার যারা লোক (অন্তরংগ ভক্তেরা) তারা সব জুটে গেছে। আর সব—এখন যারা যাবে তারা বাহিরের লোক। তারাও এখন মাঝে মাঝে যাবে। (মা) তাদের বলে দেবে, 'এই ক'রো, এই রকম ক'রে ঈশ্বরকে ডাকো।'

[ঈশ্বরই গুরু—জীবের একমাত্র মুক্তির উপায়]

"কেন ঈশ্বরের দিকে (জীবের) মন যায় না? ঈশ্বরের চেয়ে তাঁর (**মহামায়ার**) আবার জোর বেশী। জজের চেয়ে প্যায়দার ক্ষমতা বেশী (সকলের হাস্য)।

"নারদকে **রাম** বললেন, নারদ, আমি তোমার স্তবে বড় প্রসন্ন হয়েছি; আমার কাছে কিছু বর লও! নারদ বল্লেন, রাম! তোমার পাদপদ্মে যেন আমার শুদ্ধা ভক্তি হয়, আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই। রাম বললেন, তথাস্তু, আর কিছু বর লও! নারদ বললেন, রাম আর কিছু বর চাই না।

"এই ভুবনমোহিনী মায়ায় সকলে মুগ্ধ। ঈশ্বর দেহ ধারণ করেছেন—তিনিও মুগ্ধ হন। রাম সীতার জন্য কেঁদে কেঁদে বেড়িয়েছিলেন। **'পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে।'**

"তবে একটি কথা আছে,—ঈশ্বর মনে করলেই মুক্ত হন!"

ভবনাথ—গার্ড্ (রেলের গাড়ির) নিজে ইচ্ছা ক'রে রেলের গাড়ির ভিতর আপনাকে রুদ্ধ করে; আবার মনে করলেই নেমে প'ড়তে পারে!

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঈশ্বরকোটি—যেমন অবতারাদি—মনে করলেই মুক্ত হ'তে পারে। যারা জীবকোটি তারা পারে না। জীবেরা কামিনীকাঞ্চনে বন্ধ। ঘরের দ্বার-জানালা, ইস্‌কুরু দিয়ে আঁটা. বেরুবে কেমন করে?

ভবনাথ (সহাস্যে)- যেমন রেলের থার্ড ক্লাস্ প্যাসেঞ্জার-রা (তৃতীয় শ্রেণীর আরোহীরা) চাবিবন্ধ, বেরুবার যো নাই!

গিরিশ—জীব যদি এরূপ আষ্টে-পিষ্ঠে বন্ধ, তার এখন উপায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তবে গুরুরূপ হ'য়ে ঈশ্বর স্বয়ং যদি মায়াপাশ ছেদন করেন তাহ'লে আর ভয় নাই।

ঠাকুর কি ইঙ্গিত করিতেছেন যে, তিনি নিজে জীবের মায়াপাশ ছেদন করতে দেহ ধারণ ক'রে, গুরুরূপ হ'য়ে এসেছেন?

ষোড়শ খণ্ড

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে ভক্তমন্দিরে

প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ রামের বাটীতে

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ রামের বাটীতে আসিয়াছেন। তাহার নীচের বৈঠকখানার ঘরে ঠাকুর ভক্ত পরিবৃত হইয়া বসিয়া আছেন। সহাস্য বদন। ঠাকুর ভক্তদের সহিত আনন্দে কথা কহিতেছেন।

আজ শনিবার জ্যৈষ্ঠ শুক্লাদশমী তিথি। ২৩শে মে, ১৮৮৫, বেলা প্রায় ৫টা। ঠাকুরের সম্মুখে শ্রীযুক্ত মহিমা বসিয়া আছেন। বামপার্শ্বে মাষ্টার, চারিপার্শ্বে—পল্টু, ভবনাথ, নিত্যগোপাল, হরমোহন। শ্রীরামকৃষ্ণ আসিয়াই ভক্তগণের খবর লইতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—ছোট নরেন আসে নাই?

ছোট নরেন কিয়ৎক্ষণ পরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সে আসে নাই?

মাষ্টার—আজ্ঞা?

শ্রীরামকৃষ্ণ—কিশোরী?—গিরিশ ঘোষ আসবে না?—নরেন্দ্র আসবে না?

নরেন্দ্র কিয়ৎ পরে আসিয়া প্রণাম করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—কেদার (চাটুয্যে) থাকলে বেশ হতো! গিরিশ ঘোষের সঙ্গে খুব মিল। (মহিমার প্রতি, সহাস্যে) সেও ঐ বলে (**অবতার** বলে)।

ঘরে কীর্ত্তন গাহিবার আয়োজন হইয়াছে। কীর্ত্তনিয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া ঠাকুরকে বলিতেছেন, আজ্ঞা করেন ত গান আরম্ভ হয়।

ঠাকুর বলিতেছেন, একটু জল খাবো।

জল পান করিয়া মশলার বেটুয়া হইতে কিছু মশলা লইলেন। মাষ্টারকে বেটুয়াটি বন্ধ করিতে বলিলেন।

কীর্ত্তন হইতেছে। খোলের আওয়াজে ঠাকুরের ভাব হইতেছে। গৌরচন্দ্রিকা শুনিতে শুনিতে একেবারে **সমাধিস্থ**। কাছে নিত্যগোপাল ছিলেন, তাঁহার কোলে পা ছড়াইয়া দিলেন। নিত্যগোপালও ভাবে কাঁদিতেছেন। ভক্তেরা সকলে অবাক হইয়া সেই সমাধি অবস্থা একদৃষ্টে দেখিতেছেন।

[Yoga, Subjective and Objective, Identity of God (the Absolute) the soul and the Cosmos (জগৎ)]

ঠাকুর একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া কথা কহিতেছেন—"নিত্য থেকে লীলা, লীলা থেকে নিত্য। (নিত্যগোপালের প্রতি) তোর কি?"

নিত্য (বিনীত ভাবে)—দুইই ভালো।

শ্রীরামকৃষ্ণ চোখ বুজিয়া বলিতেছেন,—কেবল এমনটা কি? চোখ বুজিয়া তিনি আছেন, আর চোখ চাইলেই নাই! যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা; যাঁরই লীলা তাঁরই নিত্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি)—তোমায় বাপু একবার বলি—

মহিমাচরণ—আজ্ঞা, দুইই ঈশ্বরের ইচ্ছা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেউ সাত তলার উপরে উঠে আর নামতে পারে না, আবার কেউ উঠে নীচে আনাগোনা করতে পারে।

"উদ্ধব গোপীদের বলেছিলেন, তোমরা যাকে তোমাদের **কৃষ্ণ** বলছ, তিনি সর্বভূতে আছেন, তিনিই জীব জগৎ হয়ে রয়েছেন।

"তাই বলি চোখ বুজলেই ধ্যান, চোখ খুললে আর কিছু নাই?"

মহিমা—একটা জিজ্ঞাস্য আছে।

ভক্ত—এর এক কালে ত নির্বাণ চাই?

[**পূর্বকথা—তোতার ক্রন্দন**—Is Nirvana the End of Life?]

শ্রীরামকৃষ্ণ—নির্বাণ যে চাই এমন কিছু না। এই রকম আছে যে, নিত্যকৃষ্ণ তাঁর নিত্যভক্ত! **চিন্ময় শ্যাম, চিন্ময় ধাম!**

"যেমন চন্দ্র যেখানে, তারাগণও সেখানে। নিত্য কৃষ্ণ, নিত্য ভক্ত! তুমিই ত বল গো, অন্তর্বহির্যদিহরি-স্তপসা ততঃ কিম্*—আর তোমায় ত বলেছি যে, বিষ্ণু অংশে ভক্তির বীজ যায় না। আমি এক জ্ঞানীর পাল্লায় পড়েছিলুম, এগার মাস বেদান্ত শুনালে। কিন্তু ভক্তির বীজ আর যায় না। ফিরে ঘুরে সেই 'মা মা'! যখন গান করতুম ন্যাংটা কাঁদতো—বলতো, 'আরে কেয়া রে!' দেখ, অত বড় জ্ঞানী কেঁদে ফেলতো! (ছোট নরেন ইত্যাদির প্রতি) এইটে জেনে রেখো—আলেখ লতার জল পেটে গেলে গাছ হয়। **ভক্তির বীজ একবার** পড়লে অব্যর্থ হয়, ক্রমে গাছ, ফল, ফুল, দেখা দিবে।

* অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্, নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥
আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্, নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥
বিরম বিরম ব্রহ্মন্ কিং তপস্যাসু বৎস, ব্রজ ব্রজ দ্বিজ শীঘ্রং শঙ্করং জ্ঞানসিন্ধুম্॥
লভ লভ হরিভক্তিং বৈষ্ণবোক্তাং সুপক্কাম, ভব নিগড়নিবন্ধচ্ছেদনীং কর্ত্তরীঞ্চ॥

"মুষলং কুলনাশনম্"। মুষল যত ঘষেছিল, ক্ষয় হ'য়ে হ'য়ে একটু সামান্য ছিল। সেই সামান্যতেই যদুবংশ ধ্বংস হয়েছিল। হাজার জ্ঞান বিচার করো, ভিতরে ভক্তির বীজ থাকলে, আবার ফিরে ঘুরে—**হরি হরি হরিবোল।"**

ভক্তেরা চুপ করিয়া শুনিতেছেন। ঠাকুর হাসিতে হাসিতে মহিমাচরণকে বলিতেছেন,—আপনার কি ভাল লাগে?

মহিমা (সহাস্যে)—কিছুই না, আম ভাল লাগে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—কি একলা একলা? না, আপনিও খাবে সব্বাইকে একটু একটু দিবে?

মহিমা (সহাস্যে)—এতো দেবার ইচ্ছা নাই, একলা হ'লেও হয়।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঠিক ভাব]

শ্রীরামকৃষ্ণ—কিন্তু আমার ভাব কি জানো? চোখ চাইলেই কি তিনি আর নাই? আমি নিত্য লীলা দুইই লই।

"তাঁকে লাভ করলে জানতে পারা যায়; তিনিই স্বরাট, তিনিই বিরাট। তিনিই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, তিনিই আবার জীব জগৎ হয়েছেন।

[শুধু শাস্ত্রজ্ঞান মিথ্যা—সাধন করিলে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়]

"সাধনা চাই—শুধু শাস্ত্র পড়লে হয় না। দেখলাম **বিদ্যাসাগরকে**—অনেক পড়া আছে, কিন্তু অন্তরে কি আছে দেখে নাই। ছেলেদের লেখাপড়া শিখিয়ে আনন্দ। ভগবানের আনন্দের আস্বাদ পায় নাই। শুধু পড়লে কি হবে? ধারণা কই? পাঁজিতে লিখেছে, বিশ আড়া জল, কিন্তু পাঁজি টিপ্‌লে এক ফোঁটাও পড়ে না!"

মহিমা—সংসারে অনেক কাজ, সাধনার অবসর কৈ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেন তুমি ত বল সব স্বপ্নবৎ?

"সম্মুখে সমুদ্র দেখে লক্ষ্মণ ধনুর্বাণ হাতে ক'রে ক্রুদ্ধ হ'য়ে বলেছিলেন, আমি বরুণকে বধ করবো, এই সমুদ্র আমাদের লঙ্কায় যেতে দিচ্ছে না; রাম বুঝালেন, লক্ষ্মণ, এ যা-কিছু দেখছো এসব ত স্বপ্নবৎ, অনিত্য—সমুদ্রও অনিত্য—তোমার রাগও অনিত্য। মিথ্যাকে মিথ্যা দ্বারা বধ করা সেটাও মিথ্যা।"

মহিমাচরণ চুপ করিয়া রহিলেন।

[কর্মযোগ না ভক্তিযোগ—সৎগুরু কে?]

মহিমাচরণের সংসারে অনেক কাজ। আর তিনি একটি নতুন স্কুল করিয়াছেন,—পরোপকারের জন্য।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আবার কথা কহিতেছেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি)—শম্ভু বললে—আমার ইচ্ছা যে এই টাকাগুলো সৎকর্মে ব্যয় করি, স্কুল ডিস্পেন্সারী ক'রে দি, রাস্তাঘাট ক'রে দি। আমি বললাম, নিষ্কামভাবে করতে পার সে ভাল, কিন্তু নিষ্কাম কর্ম করা বড় কঠিন,—কোন্ দিক দিয়া কামনা এসে পড়ে! আর একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি, যদি ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হন, তা হ'লে তাঁর কাছে তুমি কি কতকগুলি স্কুল, ডিস্পেন্সারী, হাসপাতাল এই সব চাইবে?

একজন ভক্ত—মহাশয়! সংসারীদের উপায় কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ—**সাধুসঙ্গ**; ঈশ্বরীয় কথা শোনা।

"সংসারীরা মাতাল হ'য়ে আছে, কামিনী-কাঞ্চনে মত্ত। মাতালকে চালুনির জল একটু একটু খাওয়াতে খাওয়াতে ক্রমে ক্রমে হুঁশ হয়।

"আর সৎগুরুর কাছে উপদেশ ল'তে হয়। সৎগুরুর লক্ষণ আছে। যে **কাশী** গিয়েছে আর দেখেছে, তার কাছে কাশীর কথা শুনতে হয়। শুধু পণ্ডিত হ'লে হয় না। যার সংসার অনিত্য বলে বোধ হয় নাই, সে পণ্ডিতের কাছে উপদেশ লওয়া উচিত নয়। পণ্ডিতের বিবেক-বৈরাগ্য থাকলে তবে উপদেশ দিতে পারে।

"সামাধ্যায়ী বলেছিল, ঈশ্বর নীরস। যিনি রসস্বরূপ, তাঁকে নীরস বলেছিল! যেমন একজন বলেছিল, আমার মামার বাটীতে এক-গোয়াল ঘোড়া আছে! (সকলের হাস্য)।

[অজ্ঞান—আমি ও আমার—জ্ঞান ও বিজ্ঞান]

"সংসারীরা মাতাল হ'য়ে আছে। সর্বদাই মনে করে, আমিই এই সব করছি। আর গৃহ, পরিবার এসব আমার। দাঁত ছরকুটে বলে, 'এদের (মাগ-ছেলেদের) কি হবে! আমি না থাকলে এদের কি ক'রে চলবে?' 'আমার' স্ত্রী, পরিবার কে দেখবে? রাখাল বললে, আমার স্ত্রীর কি হবে!"

হরমোহন—রাখাল এই কথা বললে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তা বলবে না তো কি করবে? যার আছে জ্ঞান তার আছে অজ্ঞান। লক্ষ্মণ রামকে বল্‌লেন, রাম, একি আশ্চর্য! সাক্ষাৎ বশিষ্ঠদেব—তাঁর পুত্রশোক হ'লো? রাম বল্‌লেন, ভাই, যার আছে জ্ঞান, তার আছে অজ্ঞান। ভাই! জ্ঞান-অজ্ঞানের পারে যাও।

"যেমন কারু পায়ে একটি কাঁটা ফুটেছে, সে ঐ কাঁটাটি তোলবার জন্য আর একটি কাঁটা যোগাড় ক'রে আনে। তারপর কাঁটা দিয়ে কাঁটাটি তুলবার পর, দুটি কাঁটাই ফেলে দেয়! অজ্ঞান-কাঁটা তুলবার জন্য জ্ঞান-কাঁটা আহরণ

করতে হয়। তারপর জ্ঞান-অজ্ঞান দুই কাঁটা ফেলে দিলে হয় **বিজ্ঞান। ঈশ্বর** আছেন এইটি বোধে বোধ ক'রে তাঁকে বিশেষরূপে জানতে হয়, তাঁর সঙ্গে বিশেষরূপে আলাপ করতে হয়,—এরই নাম **বিজ্ঞান।** তাই ঠাকুর (শ্রীকৃষ্ণ) অর্জুনকে বলেছিলেন—তুমি **ত্রিগুণাতীত** হও।

"এই বিজ্ঞান লাভ করবার জন্য বিদ্যামায়া আশ্রয় করতে হয়। ঈশ্বর সত্য, জগৎ অনিত্য, এই বিচার,—**অর্থাৎ** বিবেক বৈরাগ্য। আবার তাঁর নাম গুণ কীর্ত্তন, ধ্যান, সাধুসঙ্গ, প্রার্থনা এ সব বিদ্যামায়ার ভিতর। বিদ্যামায়া যেন ছাদে উঠবার শেষ কয় পৈঠা, আর এক ধাপ উঠলেই ছাদ।

[**ছাদে উঠা অর্থাৎ ঈশ্বর লাভ।**

[সংসারী লোক ও কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগী ছোকরা]

"বিষয়ীরা মাতাল হ'য়ে আছে,—কামিনী-কাঞ্চনে মত্ত, হুঁশ নাই,—তাইতো ছোকরাদের ভালবাসি। তাদের ভিতর কামিনী-কাঞ্চন এখনও ঢোকে নাই। আধার ভাল, ঈশ্বরের কাজে আসতে পারে। সংসারীদের ভিতর কাঁটা বাছ্‌তে বাছ্‌তে সব যায়,—মাছ পাওয়া যায় না!

"যেমন শিলে খেকো আম—গঙ্গাজল দিয়ে ল'তে হয়। ঠাকুর সেবায় প্রায় দেওয়া হয় না; ব্রহ্ম জ্ঞান ক'রে তবে কাটতে হয়,—অর্থাৎ তিনি সব হয়েছেন এইরূপ মনকে বুঝিয়ে।"

শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত ও শ্রীযুক্ত বিহারী ভাদুড়ীর পুত্রের সঙ্গে একটি থিয়জফিস্ট্ আসিয়াছেন। মথুর্যেরা আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। উঠানে সংকীর্ত্তনের আয়োজন হইয়াছে। যাই খোল বাজিল ঠাকুর ঘর ত্যাগ করিয়া উঠানে গিয়া বসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভক্তেরা গিয়া উঠানে বসিলেন।

ভবনাথ অশ্বিনীর পরিচয় দিতেছেন। ঠাকুর মাষ্টারকে অশ্বিনীকে দেখাইয়া দিলেন। দুইজনে কথা কহিতেছেন, নরেন্দ্র উঠানে আসিলেন। ঠাকুর অশ্বিনীকে বলিতেছেন, "এরই নাম **নরেন্দ্র।**"

সপ্তদশ খণ্ড

শ্রীরামকৃষ্ণ কাপ্তেন, নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঠাকুরের গলার অসুখের সূত্রপাত

শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দিরে সেই পূর্বপরিচিত ঘরে বিশ্রাম করিতেছেন। আজ শনিবার, ১৩ই জুন, ১৮৮৫, জ্যৈষ্ঠ শুক্লা প্রতিপদ, জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তি। বেলা তিনটা। ঠাকুর খাওয়া-দাওয়ার পর ছোট খাটটিতে একটু বিশ্রাম করিতেছেন।

পণ্ডিতজী মেঝের উপর মাদুরে বসিয়া আছেন। একটি শোকাতুরা ব্রাহ্মণী ঘরের উত্তরের দরজার পাশে দাঁড়াইয়া আছেন। কিশোরীও আছেন। মাষ্টার আসিয়া প্রণাম করিলেন। সঙ্গে দ্বিজ ইত্যাদি। অখিল বাবুর প্রতিবেশীও বসিয়া আছেন। তাঁহার সঙ্গে একটি আসামী ছোক্‌রা।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একটু অসুস্থ আছেন। গলায় বীচি হইয়া সর্দির ভাব। গলার অসুখের এই প্রথম সূত্রপাত।

বড় গরম পড়াতে মাষ্টারেরও শরীর অসুস্থ। ঠাকুরকে সর্বদা দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বরে আসিতে পারেন নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এই যে তুমি এসেছ। বেশ বেলটি! তুমি কেমন আছ?

মাষ্টার—আজ্ঞা, আগেকার চেয়ে একটু ভাল আছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বড় গরম পড়েছে! একটু একটু বরফ খেয়ো। আমারও বাপু বড় গরম পড়ে কষ্ট হয়েছে। গরমেতে কুলপি বরফ—এই সব বেশী খাওয়া হয়েছিল। তাই গলায় বীচি হয়েছে। গয়ারে এমন বিশ্রী গন্ধ দেখি নাই।

"মাকে বলেছি, মা! ভাল ক'রে দাও, আর কুলপি খাব না।

"তারপর আবার বলেছি, বরফও খাব না।

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও সত্য কথা—তাঁহার জ্ঞানী ও ভক্তের অবস্থা]

"মাকে যেকালে বলেছি 'খাব না' আর খাওয়া হবে না। তবে এমন হঠাৎ ভুল হয়ে যায়। বলেছিলাম, রবিবারে মাছ খাব না। এখন একদিন ভুলে খেয়ে ফেলেছি।

"কিন্তু জেনে শুনে হবার যো নাই। সেদিন গাড়ু নিয়ে একজনকে ঝাউতলার দিকে আসতে বললুম। এখন সে বাহ্যে গিছল, তাই আর একজন

নিয়ে এসেছিল। আমি বাহ্যে ক'রে এসে দেখি যে, আর একজন গাড়ু নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে গাড়ুর জল নিতে পারলুম না। কি করি? মাটি দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম—যতক্ষণ না সে এসে জল দিলে।

"মার পাদপদ্মে ফুল দিয়ে যখন সব ত্যাগ করতে লাগলাম, তখন বলতে লাগলাম, 'মা! এই লও তোমার শুচি, এই লও তোমার অশুচি; এই লও তোমার ধর্ম, এই লও তোমার অধর্ম; এই লও তোমার পাপ, এই লও তোমার পুণ্য; এই লও তোমার ভাল, এই লও তোমার মন্দ;—আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও।' কিন্তু এই লও তোমার সত্য, এই লও তোমার মিথ্যা—এ কথা বলতে পারলাম না।"

একজন ভক্ত বরফ আনিয়াছেন। ঠাকুর পুনঃ পুনঃ মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "হাঁগা, খাব কি?"

মাষ্টার বিনীতভাবে বলিতেছেন, "আজ্ঞা, তবে মার সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে খাবেন না।"

ঠাকুর অবশেষে বরফ খাইলেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—শুচি অশুচি—এটি ভক্তি ভক্তের পক্ষে। জ্ঞানীর পক্ষে নয়। বিজয়ের শাশুড়ী বললে, 'কই আমার কি হয়েছে? এখনও সকলের খেতে পারি না!' আমি বল্‌লাম সকলের খেলেই কি জ্ঞান হয়? কুকুর যা তা খায়, তাই ব'লে কি কুকুর জ্ঞানী?'

(মাষ্টারের প্রতি)—"আমি পাঁচ ব্যান্নন দিয়ে খাই কেন? পাছে একঘেয়ে হ'লে এদের (ভক্তদের) ছেড়ে দিতে হয়।

"কেশব সেনকে বললাম, 'আরও এগিয়ে কথা বল্‌লে তোমার দলটল থাকে না!'

"জ্ঞানীর অবস্থায় দলটল মিথ্যা—**স্বপ্নবৎ**।...

"মাছ ছেড়ে দিলাম। প্রথম প্রথম কষ্ট হ'তো, পরে তত কষ্ট হ'তো না। পাখীর বাসা যদি কেউ পুড়িয়ে দেয়, সে উড়ে উড়ে বেড়ায়; আকাশ আশ্রয় করে। দেহ, জগৎ—যদি ঠিক মিথ্যা বোধ হয়, তা হ'লে আত্মা **সমাধিস্থ** হয়।

"আগে ঐ জ্ঞানীর অবস্থা ছিল। লোক ভাল লাগতো না। হাটখোলায় অমুক একটি জ্ঞানী আছে, কি একটি ভক্ত আছে, এই শুনলাম; আবার কিছুদিন পরে শুনলাম, ঐ সে মরে গেছে! তাই আর লোক ভাল লাগতো না। তার পর তিনি (মা) মনকে নামালেন, ভক্তি-ভক্তেতে মন রাখিয়ে দিলেন!"

মাষ্টার অবাক, ঠাকুরের অবস্থা পরিবর্তনের বিষয় শুনিতেছেন। এইবার ঈশ্বর মানুষ হ'য়ে কেন অবতার হন, তাই ঠাকুর বলিতেছেন।

[অবতার বা নরলীলার গুহ্য অর্থ—দ্বিজ ও পূর্বসংস্কার]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—**মনুষ্যলীলা কেন জান? এর ভিতর তাঁর কথা শুনতে পাওয়া যায়?** এর ভিতর তাঁর বিলাস, এর ভিতর তিনি রসাস্বাদন করেন।

"আর সব ভক্তদের ভিতর তাঁরই একটু একটু প্রকাশ! যেমন জিনিস অনেক চুস্‌তে চুস্‌তে একটু রস, ফুল চুস্‌তে চুস্‌তে একটু মধু। (মাষ্টারের প্রতি) তুমি এটা বুঝেছ?"

মাষ্টার—আজ্ঞা হাঁ, বেশ বুঝেছি।

ঠাকুর দ্বিজের সহিত কথা কহিতেছেন। দ্বিজের বয়স ১৫।১৬, বাপ দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিয়াছেন। দ্বিজ প্রায় মাষ্টারের সঙ্গে আসেন। ঠাকুর তাঁহাকে স্নেহ করেন। দ্বিজ বলিতেছিলেন, বাবা তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে আসিতে দেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (দ্বিজের প্রতি)—তোর ভাইরাও? আমাকে কি অবজ্ঞা করে?

দ্বিজ চুপ করিয়া আছেন।

মাষ্টার—সংসারের আর দু'চার ঠোক্কর খেলে যাদের একটু-আধটু যা অবজ্ঞা আছে, চলে যাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বিমাতা আছে, ঘা (Blow) ত খাচ্চে।

সকলে একটু চুপ করিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—একে (দ্বিজ) পূর্ণের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিও না।

মাষ্টার—যে আজ্ঞা। (দ্বিজের প্রতি)—পেনেটিতে যেও।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, তাই সব্বাইকে বলছি—একে পাঠিয়ে দিও; ওকে পাঠিয়ে দিও। (মাষ্টারের প্রতি) তুমি যাবে না?

ঠাকুর পেনেটির মহোৎসবে যাইবেন। তাই ভক্তদের সেখানে যাবার কথা বলিতেছেন।

মাষ্টার—আজ্ঞা, ইচ্ছা আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বড় নৌকা হবে, টলটল করবে না। গিরিশ ঘোষ যাবে না?

["হাঁ" "না" "Everlasting Yea—Everlasting Nay"]

ঠাকুর দ্বিজকে একদৃষ্টে দেখিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা এত ছোকরা আছে, এই বা আসে কেন? তুমি বলো,—অবশ্য আগেকার কিছু ছিল!

মাষ্টার—আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—**সংস্কার**। আগের জন্মে কর্ম করা আছে। সরল হয় শেষ জন্মে। শেষ জন্মে খ্যাপাটে ভাব থাকে।

"তবে কি জান?—তাঁর ইচ্ছা। তাঁর 'হাঁ'তে জগতের সব হচ্চে; তাঁর 'না'তে হওয়া বন্ধ হচ্চে। মান্নষের আশীর্বাদ করতে নাই কেন?

"মান্নষের ইচ্ছায় কিছ্ন হয় না, তাঁরই ইচ্ছাতে হয়—যায়!

"সেদিন কাপ্তেনের ওখানে গেলাম। রাস্তা দিয়ে ছোকরারা যাচ্ছে দেখলাম। তারা এক রকমের। একটা ছোকরাকে দেখলাম, ঊনিশ কুড়ি বছর বয়স, বাঁকা সিঁতে কাটা, শিস দিতে দিতে যাচ্ছে! কেউ যাচ্চে বলতে বলতে, 'নগেন্দ্র! ক্ষীরোদ!'

"কেউ দেখি ঘোর তমো;—বাঁশী বাজাচ্ছে,—তাতেই একটু অহঙ্কার হয়েছে। (দ্বিজের প্রতি) যার জ্ঞান হয়েছে, তার নিন্দার ভয় কি? তার কূটস্থ বুদ্ধি—কামারের নেয়াই, তার উপর কত হাতুড়ির ঘা পড়ছে, কিছ্নতেই কিছ্ন হয় না।

"আমি (অমুকের) বাপকে দেখলাম রাস্তা দিয়ে যাচ্চে।"

মাষ্টার লোকটি বেশ সরল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কিন্তু চোখ রাঙা।

[কাপ্তেনের চরিত্র ও শ্রীরামকৃষ্ণ—পুরুষ-প্রকৃতি যোগ]

ঠাকুর কাপ্তেনের বাড়ি গিয়াছিলেন—সেই গল্প করিতেছেন। যে সব ছেলেরা ঠাকুরের কাছে আসে, কাপ্তেন তাহাদের নিন্দা করিয়াছিলেন। হাজরা মহাশয়ের কাছে বোধ হয় তাদের নিন্দা শুনিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কাপ্তেনের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। আমি বললাম **পুরুষ** আর **প্রকৃতি** ছাড়া আর কিছুই নাই। নারদ বলেছিলেন, **হে রাম,** যত পুরুষ দেখতে পাও, সব তোমার অংশ; আর যত **স্ত্রী** দেখতে পাও, সব সীতার অংশ।

"কাপ্তেন খুব খুশি। বললে 'আপনারই ঠিক বোধ হয়েছে, সব পুরুষ রামের অংশে রাম, সব স্ত্রী সীতার অংশে সীতা!'

"এই কথা এই বললে, আবার তারই পর ছোকরাদের নিন্দা আরম্ভ কর্‌লে! বলে, 'ওরা ইংরাজী পড়ে,—যা তা খায়, ওরা তোমার কাছে সর্বদা যায়,—সে ভাল নয়। ওতে তোমার খারাপ হ'তে পারে। হাজরা যা একটি লোক, খুব লোক। ওদের অত যেতে দেবেন না।' আমি প্রথমে বললাম, যায় তা কি করি?

"তার পর প্যাণ্ (প্রাণ) থেঁতলে দিলাম। ওর মেয়ে হাসতে লাগল। বললাম, যে লোকের বিষয়বুদ্ধি আছে, সে লোক থেকে ঈশ্বর অনেক দূর।

বিষয়বুদ্ধি যদি না থাকে, সে ব্যক্তির তিনি হাতের ভিতর—অতি নিকটে। কাপ্তেন রাখালের কথায় বলে যে, ও সকলের বাড়িতে খায়। বুঝি হাজরার কাছে শুনেছে। তখন বললাম, লোকে হাজার তপ জপ করুক, যদি বিষয়-বুদ্ধি থাকে, তা হ'লে কিছুই হবে না; আর শূকর মাংস খেয়ে যদি ঈশ্বরে মন থাকে, সে ব্যক্তি ধন্য! তার ক্রমে ঈশ্বর লাভ হবেই। হাজরা এত তপ জপ করে, কিন্তু ওর মধ্যে দালালি করবে—এই চেষ্টায় থাকে।

"তখন কাপ্তেন বলে, হাঁ, তা ও বাৎ ঠিক হ্যায়। তার পরে আমি বললাম, এই তুমি বললে, সব পুরুষ রামের অংশে রাম, সব স্ত্রী সীতার অংশে সীতা, আবার এখন এমন কথা বলছ!

"কাপ্তেন বললে, তা তো, কিন্তু তুমি সকলকে তো ভালবাস না!

"আমি বললাম, 'আপো নারায়ণঃ' সবই জল, কিন্তু কোনও জল খাওয়া যায়, কোন্‌টিতে নাওয়া যায়, কোনও জলে শৌচ করা যায়। এই যে তোমার মাগ মেয়ে ব'সে আছে, আমি দেখছি সাক্ষাৎ **আনন্দময়ী**! কাপ্তেন তখন বল্‌তে লাগল 'হাঁ, হাঁ, ও ঠিক হ্যায়'! তখন আবার আমার পায়ে ধরতে যায়।"

এই বলিয়া ঠাকুর হাসিতে লাগিলেন। এইবার ঠাকুর কাপ্তেনের কত গুণ, তাহা বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কাপ্তেনের অনেক গুণ। রোজ নিত্যকর্ম,—নিজে ঠাকুর পূজা,—স্নানের মন্ত্রই কত! কাপ্তেন খুব একজন কর্মী,—পূজা, জপ, আরতি, পাঠ, স্তব এ সব নিত্যকর্ম করে।

[কাপ্তেন ও পাণ্ডিত্য—কাপ্তেন ও ঠাকুরের অবস্থা]

"আমি কাপ্তেনকে বক্‌তে লাগলাম; বললাম, তুমি পড়েই সব খারাপ করেছ। আর পোড়ো না!

"আমার অবস্থা কাপ্তেন বললে, উড্ডীয়মান ভাব! জীবাত্মা আর পরমাত্মা; জীবাত্মা যেন একটা পাখী, আর পরমাত্মা যেন আকাশ—**চিদাকাশ**। কাপ্তেন বললে, 'তোমার জীবাত্মা চিদাকাশে উড়ে যায়,—তাই সমাধি'; (সহাস্যে) কাপ্তেন বাঙ্গালীদের নিন্দা করলে। বললে, বাঙ্গালীরা নির্বোধ! কাছে মাণিক রয়েছে চিন্‌লে না!

[গৃহস্থ ভক্ত ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ—কর্ম কত দিন]

"কাপ্তেনের বাপ খুব ভক্ত ছিল। ইংরেজের ফৌজে সুবেদারের কাজ করত। যুদ্ধক্ষেত্রে পূজার সময় পূজা করত,—এক হাতে শিবপূজা, এক হাতে তরবার-বন্দুক!

(মাষ্টারের প্রতি) "তবে কি জান, রাতদিন বিষয়কর্ম!—মাগ ছেলে ঘিরে

রয়েছে, যখনই যাই দেখি! আবার লোকজন হিসাবের খাতা মাঝে মাঝে আনে। এক একবার ঈশ্বরেও মন যায়। যেমন বিকারের রোগী; বিকারের ঘোর লেগেই আছে, এক একবার চট্‌কা ভাঙে! তখন 'জল খাব' 'জল খাব' বলে চেঁচিয়ে উঠে; আবার জল দিতে দিতে অজ্ঞান হয়ে যায়,—কোন হুঁশ থাকে না! আমি তাই ওকে বললাম,—তুমি কর্মী। কাপ্তেন বললে, 'আজ্ঞা, আমার পূজা এই সব করতে আনন্দ হয়—জীবের কর্ম বই আর উপায় নাই।

"আমি বললাম, কিন্তু কর্ম কি চিরকাল করতে হবে? মৌমাছি ভন্ ভন্ কতক্ষণ করে, যতক্ষণ না ফুলে বসে। মধুপানের সময় ভনভনানি চলে যায়। কাপ্তেন বললে, 'আপনার মত আমরা কি পূজা আর কর্ম ত্যাগ করতে পারি?' তার কিন্তু কথার ঠিক নাই,—কখনও বলে, 'এ সব জড়।' কখনও বলে, 'এ সব চৈতন্য।' আমি বলি, জড় আবার কি? **সবই চৈতন্য!**"

[পূর্ণ ও মাষ্টার—জোর ক'রে বিবাহ ও শ্রীরামকৃষ্ণ]

পূর্ণর কথা ঠাকুর মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—পূর্ণকে আর একবার দেখলে আমার ব্যাকুলতা একটু কম পড়্‌বে!—কি চতুর!—আমার উপর খুব টান; সে বলে, আমারও বুক কেমন করে আপনাকে দেখবার জন্য। (মাষ্টারের প্রতি) তোমার স্কুল থেকে ওকে ছাড়িয়ে নিয়েছে, তাতে তোমার কি কিছু ক্ষতি হবে?

মাষ্টার—যদি তাঁরা (বিদ্যাসাগর) বলেন, তোমার জন্য ওকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিলে,—তা হ'লে আমার জবাব দিবার পথ আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি বলবে?

মাষ্টার—এই কথা ব'লব, সাধু-সঙ্গে ঈশ্বর চিন্তা হয়, সে আর মন্দ কাজ নয়; আর আপনারা যে বই পড়াতে দিয়েছেন, তাতেই আছে—ঈশ্বরকে প্রাণের সহিত ভালবাসবে।

ঠাকুর হাসিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কাপ্তেনের বাড়িতে ছোট নরেনকে ডাক্‌লুম। বল্‌লাম, তোর বাড়িটা কোথায়? চল যাই।—সে বল্‌লে 'আসুন'। কিন্তু ভয়ে ভয়ে চল্‌তে লাগল সঙ্গে,—পাছে বাপ জানতে পারে! (সকলের হাস্য)।

(অখিলবাবুর প্রতিবেশীকে)—'হ্যাগা, তুমি অনেক কাল আস নাই। সাত আট মাস হবে।"

প্রতিবেশী—আজ্ঞা, এক বৎসর হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমার সঙ্গে আর একটি বাবু আসতেন।

প্রতিবেশী—আজ্ঞা হাঁ, নীলমণিবাবু।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তিনি কেন আসেন না?—একবার তাঁকে আসতে ব'লো, তাঁর

সঙ্গে দেখা করিয়ে দিও। (প্রতিবেশীর সঙ্গী বালক দৃষ্টে) এ ছেলেটি কে?

প্রতিবেশী—এ ছেলেটির বাড়ি আসামে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আসাম কোথা? কোন্ দিকে?

দ্বিজ আশুর কথা বলিতেছেন। আশুর বাবা তার বিবাহ দিবেন। আশুর ইচ্ছা নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—দেখ দেখ, তার ইচ্ছা নাই, জোর ক'রে বিবাহ দিচ্ছে।

ঠাকুর একটি ভক্তকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ভক্তি করিতে বলিতেছেন,—"জ্যেষ্ঠ ভাই, পিতা সম, খুব মান্‌বি।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকাতত্ত্ব—জন্ম-মৃত্যুতত্ত্ব

পণ্ডিতজী বসিয়া আছেন, তিনি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লোক।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে, মাষ্টারের প্রতি)—খুব ভাগবতের পণ্ডিত।

মাষ্টার ও ভক্তেরা পণ্ডিতজীকে এক দৃষ্টে দেখিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (পণ্ডিতের প্রতি)—আচ্ছা জী! যোগমায়া কি?

পণ্ডিতজী যোগমায়ার এক রকম ব্যাখ্যা করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—রাধিকাকে কেন যোগমায়া বলে না?

পণ্ডিতজী এই প্রশ্নের উত্তর এক রকম দিলেন। তখন ঠাকুর নিজেই বলিতেছেন, রাধিকা বিশুদ্ধসত্ত্ব, প্রেমময়ী! যোগমায়ার ভিতর তিন গুণই আছে, সত্ত্ব রজঃ তমঃ। শ্রীমতীর ভিতর বিশুদ্ধ সত্ত্ব বই আর কিছুই নাই। (মাষ্টারের প্রতি) নরেন্দ্র এখন শ্রীমতীকে খুব মানে, সে বলে, সচ্চিদানন্দকে যদি ভালবাসতে শিখতে হয় ত রাধিকার কাছে শেখা যায়।

"সচ্চিদানন্দ নিজে রসাস্বাদন করতে রাধিকার সৃষ্টি করেছেন। সচ্চিদানন্দকৃষ্ণের অঙ্গ থেকে রাধা বেরিয়েছেন। সচ্চিদানন্দকৃষ্ণই 'আধার' আর নিজেই শ্রীমতীরূপে 'আধেয়',—নিজের রস আস্বাদন করতে—অর্থাৎ সচ্চিদানন্দকে ভালবেসে আনন্দ সম্ভোগ করতে।

"তাই বৈষ্ণবদের গ্রন্থে আছে, রাধা জন্মগ্রহণ ক'রে চোখ খুলেন নাই; অর্থাৎ এই ভাব যে—এ চক্ষে আর কাকে দেখব! রাধিকাকে দেখতে যশোদা যখন কৃষ্ণকে কোলে ক'রে গেলেন, তখন কৃষ্ণকে দেখবার জন্য রাধা চোখ খুল্‌লেন। কৃষ্ণ খেলার ছলে রাধার চক্ষে হাত দিছলেন। (আসামী বালকের প্রতি) একি দেখেছ, ছোট ছেলে চোখে হাত দেয়?

[সংসারী ব্যক্তি ও শুদ্ধাত্মা ছোকরার প্রভেদ]

পণ্ডিতজী ঠাকুরের কাছে বিদায় লইতেছেন।

পণ্ডিতজী—আমি বাড়ি যাচ্ছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সস্নেহে)—কিছু হাতে হয়েছে।

পণ্ডিতজী—বাজার বড় মন্দা হ্যায়। রোজগার নেহি!—

পণ্ডিতজী কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—দ্যাখো,—বিষয়ী আর ছোকরাদের কত তফাত। এই পণ্ডিত রাত দিন টাকা টাকা করছে! কলকাতায় এসেছে, পেটের জন্য,—তা না হ'লে বাড়ির সেগুলির পেট চলে না। তাই এর দ্বারে ওর দ্বারে যেতে হয়! মন একাগ্র ক'রে ঈশ্বরচিন্তা করবে কখন! কিন্তু ছোকরাদের ভিতর কামিনী-কাঞ্চন নাই। ইচ্ছা করলেই ঈশ্বরেতে মন দিতে পারে।

"ছোক্‌রারা বিষয়ীর সঙ্গ ভালবাসবে না। রাখাল মাঝে মাঝে বলত, বিষয়ী লোক আসতে দেখলে ভয় হয়।

"আমার যখন প্রথম এই অবস্থা হ'ল, তখন বিষয়ী লোক আসতে দেখলে ঘরের দরজা বন্ধ করতাম।

[পুত্র-কন্যা বিয়োগ জন্য শোক ও শ্রীরামকৃষ্ণ—পূর্বকথা]

"দেশে শ্রীরাম মল্লিককে অত ভালবাসতাম, কিন্তু এখানে যখন এলো তখন ছুঁতে পারলাম না।

শ্রীরামের সঙ্গে ছেলেবেলায় খুব প্রণয় ছিল। রাতদিন একসঙ্গে থাকতাম। একসঙ্গে শুয়ে থাকতাম। তখন ষোল-সতের বৎসর বয়স। লোকে বলতো, এদের ভিতর একজন মেয়েমানুষ হ'লে দুজনের বিয়ে হ'ত। তাদের বাড়িতে দুজনে খেলা করতাম, তখনকার সব কথা মনে পড়ছে। তাদের কুটুম্বেরা পাল্‌কি চড়ে আসতো, বেয়ারাগুলো 'হিঙ্গোড়া হিঙ্গোড়া' বলতে থাকতো।

"শ্রীরামকে দেখবো বলে কতবার লোক পাঠিয়েছি; এখন চানকে দোকান করেছে! সেদিন এসেছিল, দু'দিন এখানে ছিল।

"শ্রীরাম বললে, ছেলেপিলে হয় নাই। ভাইপোটিকে মানুষ করছিলাম, সেটি মরে গেছে। বল্‌তে বল্‌তে শ্রীরাম দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌লে, চক্ষে জল এল, ভাইপোর জন্য খুব শোক হয়েছে।

"আবার বল্‌লে, ছেলে হয় নাই ব'লে স্ত্রীর যত স্নেহ ঐ ভাইপোর উপর পড়েছিল; এখন সে শোকে অধীর হয়েছে। আমি তাকে বলি, ক্ষেপী! আর শোক করলে কি হবে? তুই কাশী যাবি?

"বলে 'ক্ষেপী'—একেবারে ডাইলিউট (dilute) হয়ে গেছে! তাকে ছুঁতে পারলাম না। দেখ্‌লাম তাতে আর কিছু নাই।"

ঠাকুর শোক সম্বন্ধে এই সকল কথা বলিতেছেন, এদিকে ঘরের উত্তরের দরজার কাছে সেই শোকাতুরা ব্রাহ্মণীটি দাঁড়াইয়া আছেন। ব্রাহ্মণী বিধবা। তার একমাত্র কন্যার খুব বড় ঘরে বিবাহ হইয়াছিল। মেয়েটির স্বামী রাজা উপাধিধারী,—কলিকাতানিবাসী,—জমিদার। মেয়েটি যখন বাপের বাড়ি আসিতেন, তখন সঙ্গে সেপাই-শান্ত্রী আসিত,—মায়ের বুক যেন দশ হাত হইত। সেই একমাত্র কন্যা কয়দিন হইল ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছে!

ব্রাহ্মণী দাঁড়াইয়া ভাইপোর বিয়োগ জন্য শ্রীরাম মল্লিকের শোকের কথা শুনিলেন। তিনি কয়দিন ধরিয়া বাগবাজার হইতে পাগলের ন্যায় ছুটে ছুটে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে আসিতেছেন, যদি কোনও উপায় হয়; যদি তিনি এই দুর্জয় শোক নিবারণের কোনও ব্যবস্থা করিতে পারেন! ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্রাহ্মণী ও ভক্তদের প্রতি)—একজন এসেছিল। খানিকক্ষণ ব'সে বল্‌ছে, যাই একবার ছেলের চাঁদমুখটি দেখিগে।'

"আমি আর থাকতে পারলাম না। বল্‌লাম, তবে রে শালা! ওঠ্‌ এখান থেকে?—ঈশ্বরের চাঁদমুখের চেয়ে ছেলের চাঁদমুখ?

[জন্ম মৃত্যুতত্ত্ব—বাজীকরের ভেলকি]

(মাষ্টারের প্রতি)—"কি জান, ঈশ্বরই সত্য আর সব অনিত্য! জীব, জগৎ, বাড়ি-ঘর-দ্বার, ছেলেপিলে, এ সব বাজীকরের ভেল্‌কি! বাজীকর কাঠি দিয়ে বাজনা বাজাচ্ছে, আর বলছে, লাগ্‌ লাগ্‌ লাগ! ঢাকা খুলে দেখ, কতকগুলো পাখী আকাশে উড়ে গেল! কিন্তু বাজীকরই সত্য, আর সব অনিত্য! এই আছে, এই নাই!

"কৈলাসে শিব বসে আছেন, **নন্দী** কাছে আছেন। এমন সময় একটা ভারী শব্দ হ'লো। নন্দী জিজ্ঞাসা করলে, ঠাকুর! এ কিসের শব্দ হলো? শিব বল্‌লেন, '**রাবণ** জন্মগ্রহণ করলে, তাই শব্দ।' খানিক পরে আবার একটি ভয়ানক শব্দ হ'লো! নন্দী জিজ্ঞাসা করলে—'এবার কিসের শব্দ?' শিব হেসে বললেন, 'এবার রাবণ বধ হলো!' **জন্ম-মৃত্যু**—এ সব ভেলকির মতো! এই আছে, এই নাই! ঈশ্বর সত্য আর সব অনিত্য। জলই সত্য, জলের ভুড়ভুড়ি, এই আছে, এই নাই; ভুড়ভুড়ি জলে মিশিয়ে যায়,—যে জলে উৎপত্তি, সেই জলেই লয়।

"ঈশ্বর যেন মহাসমুদ্র, জীবেরা যেন ভুড়ভুড়ি; তাঁতেই জন্ম, তাঁতেই লয়।

"ছেলেমেয়ে,—যেমন একটা বড় ভুড়ভুড়ির সঙ্গে ৫টা ৬টা ছোট ভুড়ভুড়ি।

"ঈশ্বরই সত্য। তাঁর উপরে কিরূপে ভক্তি হয়, তাঁকে কেমন ক'রে লাভ করা যায়, এখন এই চেষ্টা করো। শোক ক'রে কি হবে?"

সকলে চুপ করিয়া আছেন। ব্রাহ্মণী বলিলেন, 'তবে আমি আসি।'

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্রাহ্মণীর প্রতি সস্নেহে)—তুমি এখন যাবে? বড় ধূপ!—কেন, এদের সঙ্গে গাড়ি ক'রে যাবে।

আজ জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তি, বেলা প্রায় তিনটা-চারটা। ভারী গ্রীষ্ম। একটি ভক্ত ঠাকুরকে একখানি নূতন চন্দনের পাখা আনিয়া দিলেন। ঠাকুর পাখা পাইয়া আনন্দিত হইলেন ও বলিলেন, "বা! বা!" "ওঁ তৎসৎ! কালী!" এই বলিয়া প্রথমেই ঠাকুরদের হাওয়া করিতেছেন। তাহার পরে মাষ্টারকে বলিতেছেন, "দেখ দেখ, কেমন হাওয়া।" মাষ্টারও আনন্দিত হইয়া দেখিতেছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পাকা-আমি বা দাস-আমি

কাপ্তেন ছেলেদের সঙ্গে করিয়া আসিয়াছেন।

ঠাকুর কিশোরীকে বলিলেন, "এদের সব দেখিয়ে এস তো,—ঠাকুরবাড়ি!" ঠাকুর কাপ্তেনের সহিত কথা কহিতেছেন।

মাষ্টার, দ্বিজ ইত্যাদি ভক্তেরা মেঝেতে বসিয়া আছেন। দমদমার মাষ্টারও আসিয়াছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছোট খাটটিতে উত্তরাস্য হইয়া বসিয়া আছেন; তিনি কাপ্তেনকে ছোট খাটটির এক পার্শ্বে তাঁহার সম্মুখে বসিতে বলিলেন!

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমার কথা এদের বল্‌ছিলাম,—কত ভক্তি, কত পূজা, কত রকম আরতি!

কাপ্তেন (সলজ্জভাবে)—আমি কি পূজা—আরতি করবো? আমি কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ—যে 'আমি' কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত, সেই আমিতেই দোষ। আমি ঈশ্বরের দাস, এ আমিতে দোষ নাই। আর বালকের আমি,—বালক কোনও গুণের বশ নয়। এই ঝগড়া করছে, আবার ভাব! এই খেলাঘর করলে কত যত্ন ক'রে, আবার তৎক্ষণাৎ ভেঙ্গে ফেল্‌লে! দাস আমি—বালকের আমি, এতে কোনও দোষ নাই। এ আমি আমির মধ্যে নয়, যেমন মিছরি মিষ্টের মধ্যে নয়। অন্য মিষ্টতে অসুখ করে, কিন্তু মিছরিতে বরং অম্লনাশ হয়। আর যেমন ওঁকার শব্দের মধ্যে নয়।

"এই অহং দিয়ে সচ্চিদানন্দকে ভালবাসা যায়। অহং তো যাবে না—তাই 'দাস আমি', 'ভক্তের আমি'। তা না হ'লে মানুষ কি লয়ে থাকে।

গোপীদের কি ভালবাসা! (কাপ্তেনের প্রতি) তুমি গোপীদের কথা কিছু বল।
তুমি অত ভাগবত পড়ো।”

কাপ্তেন—যখন শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে আছেন, কোন ঐশ্বর্য নাই, তখনও গোপীরা তাঁকে প্রাণাপেক্ষা ভালবেসেছিলেন। তাই কৃষ্ণ বলেছিলেন, আমি তাদের ঋণ কেমন ক'রে শুধ্‌বো? যে গোপীরা আমার প্রতি সব সমর্পণ করেছে,—দেহ,—মন,—চিত্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবে বিভোর হইতেছেন। 'গোবিন্দ!' 'গোবিন্দ!' 'গোবিন্দ!' এই কথা বলিতে বলিতে আবিষ্ট হইতেছেন! প্রায় বাহ্যশূন্য। কাপ্তেন সবিস্ময়ে বলিতেছেন, 'ধন্য!' 'ধন্য!'

কাপ্তেন ও সমবেত ভক্তগণ ঠাকুরের এই অদ্ভুত প্রেমাবস্থা দেখিতেছেন। যতক্ষণ না তিনি প্রকৃতিস্থ হন, ততক্ষণ তাঁহারা চুপ করিয়া একদৃষ্টে দেখিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তার পর?

কাপ্তেন—তিনি যোগীদিগের অগম্য—'যোগিভিরগম্যম্'—আপনার ন্যায় যোগীদের অগম্য; কিন্তু গোপীদিগের গম্য। যোগীরা কত বৎসর যোগ করে যাঁকে পায় নাই; কিন্তু গোপীরা অনায়াসে তাঁকে পেয়েছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—গোপীদের কাছে খাওয়া, খেলা, কাঁদা, আব্দার করা, এ সব হয়েছে।

[শ্রীযুক্ত বঙ্কিম ও শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র—অবতারবাদ]

একজন ভক্ত বলিলেন, 'শ্রীযুক্ত বঙ্কিম কৃষ্ণ-চরিত্র লিখেছেন।”

শ্রীরামকৃষ্ণ—বঙ্কিম শ্রীকৃষ্ণ মানে, শ্রীমতী মানে না।

কাপ্তেন—বুঝি লীলা মানেন না?

শ্রীরামকৃষ্ণ—আবার বলে নাকি কামাদি—এ সব দরকার।

দম্‌দম্ মাষ্টার—নবজীবনে বঙ্কিম লিখেছেন—ধর্মের প্রয়োজন এই যে, শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক প্রভৃতি সব বৃত্তির স্ফূর্তি হয়।

কাপ্তেন—'কামাদি দরকার', তবে লীলা মানেন না। ঈশ্বর মানুষ হয়ে বৃন্দাবনে এসেছিলেন রাধাকৃষ্ণলীলা, তা মানেন না—

[পূর্ণব্রহ্মের অবতার—শুধু পাণ্ডিত্য ও প্রত্যক্ষের প্রভেদ—
Mere Booklearning and Realisation]

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—ও সব কথা যে খবরের কাগজে নাই, কেমন করে মানা যায়!

“একজন তার বন্ধুকে এসে বললে, 'ওহে! কাল ওপাড়া দিয়ে যাচ্ছি, এমন

সময় দেখলাম, সে বাড়িটা হুড়মুড় করে পড়ে গেল।' বন্ধু বললে, দাঁড়াও হে, একবার খবরের কাগজখানা দেখি। এখন বাড়ি হুড়মুড় করে পড়ার কথা খবরের কাগজে কিছুই নাই। তখন সে ব্যক্তি বললে, 'কই খবরের কাগজে ত কিছুই নাই।—ও সব কাজের কথা নয়।' সে লোকটা বললে, আমি যে দেখে এলাম। ও বললে, 'তা হোক্, যেকালে খবরের কাগজে নাই, সেকালে ওকথা বিশ্বাস করলুম না।' ঈশ্বর মানুষ হয়ে লীলা করেন, একথা কেমন ক'রে বিশ্বাস করবো? একথা যে ওদের ইংরেজী লেখাপড়ার ভিতর নাই! পূর্ণ অবতার বোঝান বড় শক্ত, কি বল? চৌদ্দ পোয়ার ভিতর অনন্ত আসা!"

কাপ্তেন—'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।' বলবার সময় পূর্ণ ও অংশ বলতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—পূর্ণ ও অংশ,—যেমন অগ্নি ও তার স্ফুলিঙ্গ। অবতার ভক্তের জন্য,—জ্ঞানীর জন্য নয়। অধ্যাত্মরামায়ণে আছে—হে রাম! তুমিই ব্যাপ্য, তুমিই ব্যাপক 'বাচ্যবাচকভেদেন ত্বমেব পরমেশ্বর।'

কাপ্তেন—'বাচ্যবাচক' অর্থাৎ ব্যাপ্য-ব্যাপক।

শ্রীরামকৃষ্ণ—'ব্যাপক' অর্থাৎ যেমন ছোট একটি রূপ, যেমন অবতার মানুষরূপ হয়েছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অহংকারই বিনাশের কারণ ও ঈশ্বরলাভের বিঘ্ন

সকলে বসিয়া আছেন। কাপ্তেন ও ভক্তদের সহিত ঠাকুর কথা কহিতেছেন। এমন সময় ব্রাহ্মসমাজের জয়গোপাল সেন ও ত্রৈলোক্য আসিয়া প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। ঠাকুর সহাস্যে ত্রৈলোক্যের দিকে তাকাইয়া কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—অহংকার আছে ব'লে ঈশ্বর দর্শন হয় না। ঈশ্বরের বাড়ির দরজার সামনে এই অহংকাররূপ গাছের গুঁড়ি পড়ে আছে। এই গুঁড়ি উল্লঙ্ঘন না করলে তাঁর ঘরে প্রবেশ করা যায় না।

"একজন ভূতসিদ্ধ হয়েছিল। সিদ্ধ হ'য়ে যাই ডেকেছে, অমনি ভূতটি এসেছে। এসে বললে, কি কাজ করতে হবে বলো। কাজ যাই দিতে পারবে না, অমনি তোমার ঘাড় ভাঙব।' সে ব্যক্তি যত কাজ দরকার ছিল, সব ক্রমে ক্রমে করিয়ে নিল। তারপর আর কাজ পায় না। ভূতটি বল্লে, 'এইবার তোমার ঘাড় ভাঙি?' সে বল্লে 'একটু দাঁড়াও, আমি আসছি।' এই বলে

গুরুদেবের কাছে গিয়ে বল্‌লে, 'মহাশয়! ভারী বিপদে পড়েছি, এই এই বিবরণ, এখন কি করি?' গুরু তখন বল্‌লেন, তুই এক কর্ম কর, তাকে এই চুলগাছটি সোজা করতে বল। ভূতটি দিনরাত ঐ করতে লাগল। চুল কি সোজা হয়? যেমন বাঁকা, তেমনি রহিল! অহংকারও এই যায়, আবার আসে।

"অহংকার ত্যাগ না করলে ঈশ্বরের কৃপা হয় না।

"কর্মের বাড়িতে যদি একজনকে ভাঁড়ারী করা যায়, যতক্ষণ ভাঁড়ারে সে থাকে ততক্ষণ কর্ত্তা আসে না। যখন সে নিজে ইচ্ছা ক'রে ভাঁড়ার ছেড়ে চলে যায়, তখনই কর্ত্তা ঘরে চাবি দেয় ও নিজে ভাঁড়ারের বন্দোবস্ত করে।

"নাবালকেরই অছি। ছেলেমানুষ নিজে বিষয় রক্ষা করতে পারে না, রাজা ভার ল'ন। অহংকার ত্যাগ না করলে ঈশ্বর ভার লন না।

"বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীনারায়ণ ব'সে আছেন, হঠাৎ নারায়ণ উঠে দাঁড়ালেন। লক্ষ্মী পদসেবা করছিলেন; বললেন, 'ঠাকুর কোথা যাও?' নারায়ণ বললেন, 'আমার একটি ভক্ত বড় বিপদে পড়েছে তাই তাকে রক্ষা করতে যাচ্ছি!' এই ব'লে নারায়ণ বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার ফিরলেন। লক্ষ্মী বললেন, ঠাকুর এত শীঘ্র ফিরলেন যে?' নারায়ণ হেসে বললেন, 'ভক্তটি প্রেমে বিহবল হয়ে পথে চলে যাচ্ছিল, ধোপারা কাপড় শুকাতে দিছ্‌ল, ভক্তটি মাড়িয়ে যাচ্ছিল। দেখে ধোপারা লাঠি লয়ে তাকে মারতে যাচ্ছিল। তাই আমি তাকে রক্ষা করতে গিয়েছিলাম।' লক্ষ্মী আবার বললেন, 'ফিরে এলেন কেন?' নারায়ণ হাস্‌তে হাস্‌তে বললেন, 'সে ভক্তটি নিজে ধোপাদের মারবার জন্য ইট তুলেছে দেখলাম। (সকলের হাস্য)। তাই আর আমি গেলাম না।'

[পূর্বকথা—কেশব ও গৌরী—সোঽহং অবস্থার পর দাসভাব]

"কেশব সেনকে বলেছিলাম, 'অহং ত্যাগ করতে হবে।' তাতে কেশব বললে,—তা হলে মহাশয়, দল কেমন ক'রে থাকে?

"আমি বললাম, 'তোমার এ কি বুদ্ধি!—তুমি কাঁচা-আমি ত্যাগ কর,—যে আমিতে কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত করে, কিন্তু পাকা-আমি, দাস-আমি, ভক্তের আমি,—ত্যাগ করতে বলছি না। আমি ঈশ্বরের দাস, আমি **ঈশ্বরের সন্তান,**—এর নাম পাকা-আমি। এতে কোনও দোষ নাই।"

ত্রৈলোক্য—অহঙ্কার যাওয়া বড় শক্ত। লোকে মনে করে, বুঝি গেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—পাছে অহংকার হয় ব'লে গৌরী 'আমি' বলত না—বলত 'ইনি'। আমিও তার দেখাদেখি বলতাম 'ইনি'; 'আমি খেয়েছি, না ব'লে, বলতাম 'ইনি খেয়েছেন।' সেজোবাবু তাই দেখে একদিন বললে, সে কি বাবা,

তুমি ওসব কেন বলবে? ওসব ওরা বলুক, ওদের অহঙ্কার আছে। তোমার ত আর অহঙ্কার নাই। তোমার ওসব বলার কিছুই দরকার নাই।'

"কেশবকে বললাম, 'আমি'টা তো যাবে না, অতএব সে দাসভাবে থাক্;—যেমন দাস। প্রহ্লাদ দুই ভাবে থাকতেন, কখনও বোধ করতেন 'তুমিই আমি' 'আমিই তুমি'—সোঽহং। আবার যখন অহং বুদ্ধি আসত, তখন দেখ্তেন, আমি দাস তুমি প্রভু! একবার পাকা 'সোঽহং' হলে পরে, তারপর দাস-ভাবে থাকা। যেমন আমি দাস।

[ব্রহ্মজ্ঞানের লক্ষণ—ভক্তের আমি—কর্মত্যাগ]

(কাপ্তেনের প্রতি)—'ব্রহ্মজ্ঞান হ'লে কতকগুলি লক্ষণ বুঝা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে জ্ঞানীর চারটি অবস্থার কথা আছে—(১) বালকবৎ, (২) জড়বৎ, (৩) উন্মাদবৎ, (৪) পিশাচবৎ। পাঁচ বছরের বালকের অবস্থা হয়। আবার কখনও পাগলের মতন ব্যবহার করে।

"কখনও জড়ের ন্যায় থাকে। এ অবস্থায় কর্ম করতে পারে না, কর্মত্যাগ হয়। তবে যদি বলো জনকাদি কর্ম করেছিলেন; তা কি জান, তখনকার লোক কর্মচারীদের উপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'ত। আর তখনকার লোকও খুব বিশ্বাসী ছিল।"

শ্রীরামকৃষ্ণ কর্মত্যাগের কথা বলিতেছেন, আবার যাহাদের কর্মে আসক্তি আছে, তাঁহাদের অনাসক্ত হ'য়ে কর্ম করতে বলেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—জ্ঞান হ'লে বেশী কর্ম করতে পারে না।

ত্রৈলোক্য—কেন? পওহারি বাবা এমন যোগী কিন্তু লোকের ঝগড়া বিবাদ মিটিয়ে দেন—এমন কি মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, হাঁ—তা বটে। দুর্গাচরণ ডাক্তার এতো মাতাল, চব্বিশ ঘণ্টা মদ খেয়ে থাকত, কিন্তু কাজের বেলা ঠিক,—চিকিৎসা করবার সময় কোনওরূপ ভুল হবে না। ভক্তি লাভ ক'রে কর্ম করলে দোষ নাই। কিন্তু বড় কঠিন, খুব তপস্যা চাই!

'ঈশ্বরই সব ক'রছেন, আমরা যন্ত্রস্বরূপ।' কালী ঘরের সামনে শিখরা বলেছিল 'ঈশ্বর দয়াময়'। আমি বললাম, দয়া কাদের উপর? শিখরা বললে, 'কেন মহারাজ? আমাদের উপর।' আমি বললাম, আমরা সকলে তাঁর ছেলে; ছেলের উপর আবার দয়া কি? তিনি ছেলেদের দেখ্ছেন; তা তিনি দেখবেন না তো বামুনপাড়ার লোকে এসে দেখবে? আচ্ছা, যারা 'দয়াময়' বলে, তারা এটি ভাবে না যে, আমরা কি পরের ছেলে?"

কাপ্তেন—আজ্ঞা হাঁ, আপনার ব'লে বোধ থাকে না।

[ভক্ত ও পূজাদি—ঈশ্বর ভক্তবৎসল—পূর্ণজ্ঞানী]

শ্রীরামকৃষ্ণ—তবে কি দয়াময় বলবে না? যতক্ষণ সাধনার অবস্থা, ততক্ষণ বলবে। তাঁকে লাভ হ'লে তবে ঠিক আপনার বাপ কি আপনার মা ব'লে বোধ হয়। যতক্ষণ না ঈশ্বর লাভ হয় ততক্ষণ বোধ হয়—আমরা সব দূরের লোক,—পরের ছেলে।

"সাধনাবস্থায় তাঁকে সবই বলতে হয়। হাজরা নরেন্দ্রকে একদিন বলেছিল 'ঈশ্বর অনন্ত, তাঁর ঐশ্বর্য অনন্ত। তিনি কি আর সন্দেশ কলা খাবেন? না গান শুনবেন? ও সব মনের ভুল।'

"নরেন্দ্র অমনি দশ হাত নেবে গেল। তখন হাজরাকে বললাম, তুমি কি পাজী! ওদের অমন কথা বললে ওরা দাঁড়ায় কোথা? ভক্তি গেলে মানুষ কি লয়ে থাকে? তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্য, তবুও তিনি ভক্তাধীন! বড় মানুষের দ্বারবান এসে বাবুর সভায় একধারে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে কি একটি জিনিস আছে. কাপড়ে ঢাকা! অতি সঙ্কোচভাবে! বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, কি দ্বারবান, হাতে কি আছে? দ্বারবান সঙ্কোচভাবে একটি আতা বার ক'রে বাবুর সম্মুখে রাখলে--ইচ্ছা বাবু ওটি খাবেন। বাবু দ্বারবানের ভক্তিভাব দেখে আতাটি খুব আদর ক'রে নিলেন, আর বললেন, আহা বেশ আতা! তুমি এটি কোথা থেকে কষ্ট ক'রে আন্‌লে?

"তিনি ভক্তাধীন! দুর্যোধন অত যত্ন দেখালে, আর বললে, এখানে খাওয়া-দাওয়া করুন, ঠাকুর (শ্রীকৃষ্ণ) কিন্তু বিদুরের কুটিরে গেলেন। তিনি ভক্তবৎসল, বিদুরের শাকান্ন সুধার ন্যায় খেলেন!

"পূর্ণজ্ঞানীর আর একটি লক্ষণ—'পিশাচবৎ'! খাওয়া-দাওয়ার বিচার নাই—শুচি-অশুচির বিচার নাই! পূর্ণজ্ঞানী ও পূর্ণমূর্খ. দুজনেরই বাহিরের লক্ষণ এক রকম! পূর্ণজ্ঞানী হয় ত গঙ্গাস্নানে মন্ত্র পাঠ করলে না, ঠাকুরপূজা করবার সময় ফুলগুলি হয় ত এক সঙ্গে ঠাকুরের চরণে দিয়ে চলে এল, কোনও তন্ত্র-মন্ত্র নাই!

[কর্মী ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ—কর্ম কতক্ষণ?]

"যতদিন সংসারে ভোগ করবার ইচ্ছা থাকে, ততদিন কর্মত্যাগ করতে পারে না। যতক্ষণ ভোগের আশা ততক্ষণ কর্ম।

"একটি পাখী জাহাজের মাস্তুলে অন্যমনস্কে বসে ছিল। জাহাজ গঙ্গার ভিতর ছিল, ক্রমে মহাসমুদ্রে এসে পড়ল। তখন পাখীর চটকা ভাঙলো, সে দেখলে চতুর্দিকে কূল-কিনারা নাই। তখন ডাঙায় ফিরে যাবার জন্য উত্তর

দিকে উড়ে গেল। অনেক দূরে গিয়ে শ্রান্ত হ'য়ে গেল, তবু কূল-কিনারা দেখ্‌তে পেলে না। তখন কি করে, ফিরে এসে আবার মাস্তুলে বস্‌ল।

"অনেকক্ষণ পরে পাখীটা আবার উড়ে গেল—এবার পূর্ব দিকে গেল। সেদিকে কিছুই দেখতে পেলে না, চারিদিকে কেবল অকূল পাথার! তখন ভারী পরিশ্রান্ত হ'য়ে আবার জাহাজে ফিরে এসে মাস্তুলের উপর বসল। অনেকক্ষণ জিরিয়ে একবার দক্ষিণ দিকে গেল এইরূপে আবার পশ্চিম দিকে গেল। যখন দেখলে কোথাও কূল-কিনারা নাই, তখন সেই মাস্তুলের উপর বসল, আর উঠল না। নিশ্চেষ্ট হ'য়ে বসে রইল। তখন মনে আর কোনও ব্যস্তভাব বা অশান্তি রইল না। নিশ্চিন্ত হয়েছে আর কোনও চেষ্টাও নাই।"

কাপ্তেন—আহা কেয়া দৃষ্টান্ত!

[ভোগান্তে ব্যাকুলতা ও ঈশ্বর লাভ]

শ্রীরামকৃষ্ণ—সংসারী লোকেরা যখন সুখের জন্য চারিদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, আর পায় না, আর শেষে পরিশ্রান্ত হয়; যখন কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত হ'য়ে কেবল দুঃখ পায়, তখন বৈরাগ্য আসে, ত্যাগ আসে। ভোগ না করলে অনেকের ত্যাগ হয় না। কুটিচক আর বহূদক। সাধকদের ভিতরও কেউ কেউ অনেক তীর্থে ঘোরে। এক জায়গায় স্থির হ'য়ে বসতে পারে না; অনেক তীর্থের উদক—কিনা জল খায়! যখন ঘুরে ঘুরে ক্ষোভ মিটে যায়, তখন এক জায়গায় কুটির বেঁধে বসে। আর নিশ্চিন্ত ও চেষ্টাশূন্য হ'য়ে ভগবানকে চিন্তা করে।

"কিন্তু কি ভোগ সংসারে করবে? কামিনী-কাঞ্চন ভোগ? সে ত ক্ষণিক আনন্দ! এই আছে, এই নাই!

"প্রায় মেঘ ও বর্ষা লেগে আছে, সূর্য দেখা যায় না! দুঃখের ভাগই বেশী! আর কামিনী-কাঞ্চন-মেঘ সূর্যকে দেখতে দেয় না।

"কেউ কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করে, 'মশায়, ঈশ্বর কেন এমন সংসার করলেন? আমাদের কি কোনও উপায় নাই?

[উপায়—ব্যাকুলতা—ত্যাগ]

"আমি বলি, উপায় থাকবে না কেন? তাঁর শরণাগত হও, আর ব্যাকুল হ'য়ে প্রার্থনা কর, যাতে অনুকূল হাওয়া বয়,—যাতে শুভযোগ ঘটে। ব্যাকুল হ'য়ে ডাকলে তিনি শুনবেনই শুনবেন।

"একজনের ছেলেটি যায় যায় হয়েছিল। সে ব্যক্তি ব্যাকুল হ'য়ে এর কাছে ওর কাছে উপায় জিজ্ঞাসা ক'রে বেড়াচ্ছে। একজন বললে, তুমি যদি এইটি যোগাড় করতে পারো তো ভাল হয়,—স্বাতী নক্ষত্রের জল পড়বে মড়ার মাথার

খুলির উপর। সেই জল একটি ব্যাঙ খেতে যাবে। সেই ব্যাঙকে একটি সাপে তাড়া করবে। ব্যাঙকে কামড়াতে গিয়ে সাপের বিষ ঐ মড়ার মাথার খুলিতে পড়বে, আর সেই ব্যাঙটি পালিয়ে যাবে। সেই বিষজল একটু লয়ে রোগীকে খাওয়াতে হবে।

"লোকটি অমনি ব্যাকুল হ'য়ে সেই ঔষধ খুঁজতে স্বাতী নক্ষত্রে বেরুল! এমন সময়ে বৃষ্টি হচ্ছে। তখন ব্যাকুল হ'য়ে ঈশ্বরকে বলছে, ঠাকুর! এইবার মড়ার মাথা জুটিয়ে দাও। খুঁজতে খুঁজতে দেখে, একটি মড়ার খুলি, তাতে স্বাতী নক্ষত্রের জল পড়েছে; তখন সে আবার প্রার্থনা ক'রে বল্‌তে লাগল, দোহাই ঠাকুর! এইবার আর কটি জুটিয়ে দাও—ব্যাঙ ও সাপ! তার যেমন ব্যাকুলতা তেমনি সব জুটে গেল। দেখতে দেখতে একটি সাপ ব্যাঙকে তাড়া ক'রে আসছে, আর কামড়াতে গিয়ে তার বিষ, ঐ খুলির ভিতর পড়ে গেল।

"ঈশ্বরের শরণাগত হ'য়ে, তাঁকে ব্যাকুল হ'য়ে ডাকলে, তিনি শুন্‌বেনই শুন্‌বেন—সব সুযোগ ক'রে দেবেন।"

কাপ্তেন—কেয়া দৃষ্টান্ত!

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, তিনি সুযোগ ক'রে দেন। হয় ত,—বিয়ে হ'ল না, সব মন ঈশ্বরকে দিতে পারলে। হয়ত ভায়েরা রোজগার করতে লাগল বা একটি ছেলে মানুষ হ'য়ে গেল, তা হ'লে তোমায় আর সংসার দেখতে হ'ল না। তখন তুমি অনায়াসে ষোল আনা মন ঈশ্বরকে দিতে পার। তবে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ না হ'লে হবে না। ত্যাগ হ'লে তবে অজ্ঞান অবিদ্যা নাশ হয়। আতস কাঁচের উপর সূর্যের কিরণ পড়লে কত জিনিস পুড়ে যায়। কিন্তু ঘরের ভিতর ছায়া, সেখানে আতস কাঁচ লয়ে গেলে ওটি হয় না। ঘর ত্যাগ ক'রে বাহিরে এসে দাঁড়াতে হয়।

[ঈশ্বর লাভের পর সংসার—জনকাদির]

"তবে জ্ঞান লাভের পর কেউ সংসারে থাকে। তারা ঘর-বার দুইই দেখতে পায়। জ্ঞানের আলো সংসারের ভিতর পড়ে, তাই তারা ভাল, মন্দ, নিত্য, অনিত্য,—এ সব সে আলোতে দেখতে পায়।

"যাঁরা অজ্ঞান, ঈশ্বরকে মানে না, অথচ সংসারে আছে, তারা যেন মাটির ঘরের ভিতর বাস করে। ক্ষীণ আলোতে শুধু ঘরের ভিতরটি দেখতে পায়! কিন্তু যারা জ্ঞান লাভ করেছে, ঈশ্বরকে জেনেছে, তারপর সংসারে আছে, তারা যেন শার্সির ঘরের ভিতর বাস করে। ঘরের ভিতরও দেখতে পায়, ঘরের বাহিরের জিনিসও দেখতে পায়। জ্ঞান-সূর্যের আলো ঘরের ভিতরে খুব

প্রবেশ করে। সে ব্যক্তি ঘরের ভিতরের জিনিস খুব স্পষ্টরূপে দেখতে পায়,— কোন্‌টি ভাল, কোন্‌টি মন্দ, কোন্‌টি নিত্য, কোন্‌টি অনিত্য।

"ঈশ্বরই কর্ত্তা আর সব তাঁর যন্ত্রস্বরূপ।

"তাই জ্ঞানীরও অহঙ্কার করবার যো নাই। মহিম্নস্তব যে লিখেছিল, তার অহঙ্কার হয়েছিল। শিবের ষাঁড় যখন দাঁত বার ক'রে দেখালে, তখন তার অহঙ্কার চূর্ণ হ'য়ে গেল। দেখলে, এক একটি দাঁত এক এক মন্ত্র! তার মানে কি জান? এ সব মন্ত্র অনাদিকাল ছিল। তুমি কেবল উদ্ধার করলে।

"**গুরুগিরি করা ভাল নয়।** ঈশ্বরের আদেশ না পেলে আচার্য হওয়া যায় না। যে নিজে বলে, আমি গুরু' সে হীনবুদ্ধি। দাঁড়িপাল্লা দেখ নাই? হাল্‌কা দিকটা উঁচু হয়, যে ব্যক্তি নিজে উঁচু হয়, সে হালকা। সকলেই গুরু হ'তে যায়!—শিষ্য পাওয়া যায় না!"

ত্রৈলোক্য ছোট খাটটির উত্তর ধারে মেঝেতে বসিয়াছেন। ত্রৈলোক্য গান গাইবেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, "আহা! তোমার কি গান!" ত্রৈলোক্য তানপুরা লইয়া গান করিতেছেন—

তুঝ্‌সে হাম্‌নে দিল্‌কো লগায়া, যো কুচ হৈ সো তুঁহি হ্যায়॥

গান—তুমি সর্বস্ব আমার (হে নাথ!) প্রাণাধার সারাৎসার।
নাহি তোমা বিনে কেহ ত্রিভুবনে আপনার বলিবার॥

গান শুনিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবে বিভোর হইতেছেন। আর বলিতেছেন, "আহা! **তুমিই সব**! আহা! আহা!"

গান সমাপ্ত হইল। ছয়টা বাজিয়া গিয়াছে। ঠাকুর মুখ ধুইতে ঝাউতলার দিকে যাইতেছেন। সঙ্গে মাষ্টার।

ঠাকুর হাসিতে হাসিতে গল্প করিতে করিতে যাইতেছেন। মাষ্টারকে হঠাৎ বলিলেন, "কই তোমরা খেলে না? আর ওরা খেলো না?"

ঠাকুর ভক্তদের প্রসাদ দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন।

[নরেন্দ্র ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ]

আজ সন্ধ্যার পর ঠাকুরের কলিকাতায় যাইবার কথা আছে। ঝাউতলা থেকে ফিরিবার সময় মাষ্টারকে বলিতেছেন, "তাই ত কার গাড়িতে যাই?"

সন্ধ্যা হইয়াছে। ঠাকুরের ঘরে প্রদীপ জ্বালা হইল ও ধুনা দেওয়া হইতেছে। ঠাকুরবাড়িতে সব স্থানে ফরাস আলো জ্বালিয়া দিল! রোশনচৌকি বাজিতেছে। এবার দ্বাদশ শিব-মন্দিরে, বিষ্ণুঘরে ও কালীঘরে আরতি হইবে।

ছোট খাটটিতে বসিয়া ঠাকুরদের নাম কীর্ত্তনান্তর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মা'র ধ্যান করিতেছেন। আরতি হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর এদিক ওদিক ঘরে পায়চারি করিতেছেন ও ভক্তদের সঙ্গে মাঝে মাঝে কথা কহিতেছেন। আর কলিকাতায় যাইবার জন্য মাষ্টারের সঙ্গে পরামর্শ করিতেছেন।

এমন সময় নরেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত। সঙ্গে শরৎ ও আরও দুই একটি ছোকরা। তাঁহারা আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন।

নরেন্দ্রকে দেখিয়া ঠাকুরের স্নেহ উথলিয়া পড়িল। যেমন কচি ছেলেকে আদর করে, ঠাকুর নরেন্দ্রের মুখে হাত দিয়া আদর করিতে লাগিলেন ও স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "তুমি এসেছ!"

ঘরের মধ্যে পশ্চিমাস্য হইয়া ঠাকুর দাঁড়াইয়া আছেন। নরেন্দ্র ও আর কয়টি ছোকরা ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া পূর্বাস্য হইয়া তাঁহার সম্মুখে কথা কহিতেছেন। ঠাকুর মাষ্টারের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিতেছেন, "নরেন্দ্র এসেছে, আর যাওয়া যায়? লোক দিয়ে নরেন্দ্রদের ডেকে পাঠিয়েছিলাম; আর যাওয়া যায়? কি বল?"

মাষ্টার—যে আজ্ঞা, আজ তবে থাক্।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা কাল যাব, হয় নৌকায় নয় গাড়িতে। (অন্যান্য ভক্তদের প্রতি) তোমরা তবে এস আজ, রাত হ'ল।

ভক্তেরা সকলে একে একে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

অষ্টাদশ খণ্ড

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতানগরে ভক্তমন্দিরে

প্রথম পরিচ্ছেদ

বলরাম-মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে বলরামের বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। সহাস্যবদন। এখন বেলা প্রায় তিনটা; বিনোদ, রাখাল, মাষ্টার ইত্যাদি কাছে বসিয়া। ছোট নরেনও আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

আজ মঙ্গলবার, ২৮শে জুলাই, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ, আষাঢ় কৃষ্ণা প্রতিপদ। ঠাকুর বলরামের বাটীতে সকালে আসিয়াছেন ও ভক্তসঙ্গে আহারাদি করিয়াছেন। বলরামের বাড়িতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবা আছে। তাই ঠাকুর বলেন, "বড় শুদ্ধ অন্ন।"

নারাণ প্রভৃতি ভক্তেরা বলিয়াছিলেন, নন্দ বসুর বাটীতে অনেক ঈশ্বরীয় ছবি আছে। আজ তাই ঠাকুর তাদের বাটী গিয়া অপরাহ্নে ছবি দেখিবেন। একটি ভক্ত ব্রাহ্মণীর বাটী নন্দ বসুর বাটীর নিকটে, সেখানেও যাইবেন। ব্রাহ্মণী কন্যা-শোকে সন্তপ্তা, প্রায় দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে যান। তিনি অতিশয় ব্যাকুলা হইয়া ঠাকুরকে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। তাঁহার বাটীতে যাইতে হইবে ও আর একটি স্ত্রী ভক্ত গণুর মার বাটীতেও যাইতে হইবে।

ঠাকুর বলরামের বাটীতে আসিয়াই ছোকরা ভক্তদের ডাকিয়া পাঠান। ছোট নরেন মাঝে বলিয়াছিলেন, "আমার কাজ আছে বলিয়া সর্বদা আসিতে পারি না, পরীক্ষার জন্য পড়া"—ইত্যাদি; ছোট নরেন আসিলে ঠাকুর তাহার সহিত কথা কহিতেছেন :--

শ্রীরামকৃষ্ণ (ছোট নরেনকে)—তোকে ডাক্‌তে পাঠাই নাই।

ছোট নরেন (হাসিতে হাসিতে)—তা আর কি হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তা বাপু তোমার অনিষ্ট হবে, অবসর হ'লে আসবে!

ঠাকুর যেন অভিমান করিয়া এই কথাগুলি বলিলেন।

পালকি আসিয়াছে। ঠাকুর শ্রীযুক্ত নন্দ বসুর বাটীতে যাইবেন।

ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে ঠাকুর পালকিতে উঠিতেছেন। পায়ে কালো বার্ণিশ করা চটি জুতা, পরনে লাল ফিতাপাড় ধুতি, উত্তরীয় নাই। জুতা-

জোড়াটি পাল্কির এক পাশে মণি রাখিলেন। পাল্কির সঙ্গে সঙ্গে মাষ্টার যাইতেছেন। ক্রমে পরেশ আসিয়া জুটিলেন।

নন্দ বসুর গেটের ভিতর পাল্কি প্রবেশ করিল। ক্রমে বাটীর সম্মুখে প্রশস্ত ভূমি পার হইয়া পাল্‌কি বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

গৃহস্বামীর আত্মীয়গণ আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। ঠাকুর মাষ্টারকে চটি জুতাজোড়াটি দিতে বলিলেন। পাল্কি হইতে অবতরণ করিয়া উপরের হলঘরে উপস্থিত হইলেন। অতি দীর্ঘ ও প্রশস্ত হলঘর। দেব দেবীর ছবি ঘরের চতুর্দিকে।

গৃহস্বামী ও তাঁহার ভ্রাতা পশুপতি ঠাকুরকে সম্ভাষণ করিলেন। ক্রমে পাল্কির পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া ভক্তেরা এই হল-ঘরে জুটিলেন। গিরিশের ভাই অতুল আসিয়াছেন। প্রসন্নের পিতা শ্রীযুক্ত নন্দ বসুর বাটীতে সদা সর্বদা যাতায়াত করেন। তিনিও উপস্থিত আছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীযুক্ত নন্দ বসুর বাটীতে শুভাগমন

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এইবার ছবি দেখিতে গাত্রোত্থান করিলেন। সঙ্গে মাষ্টার ও আরও কয়েকজন ভক্ত। গৃহস্বামীর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত পশুপতিও সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া ছবিগুলি দেখাইতেছেন।

ঠাকুর প্রথমেই চতুর্ভুজ বিষ্ণু-মূর্তি দর্শন করিতেছেন। দেখিয়াই ভাবে বিভোর হইলেন। দাঁড়াইয়াছিলেন, বসিয়া পড়িলেন। কিয়ৎকাল ভাবে আবিষ্ট হইয়া রহিলেন।

হনুমানের মাথায় হাত দিয়া শ্রীরাম আশীর্বাদ করিতেছেন। হনুমানের দৃষ্টি শ্রীরামের পাদপদ্মে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অনেকক্ষণ ধরিয়া এই ছবি দেখিতেছেন। ভাবে বলিতেছেন, "আহা! আহা!"

তৃতীয় ছবি, বংশীবদন শ্রীকৃষ্ণ কদমতলায় দাঁড়াইয়া আছেন।

চতুর্থ—বামনাবতার। ছাতি মাথায় বলির যজ্ঞে যাইতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, "বামন!" এবং একদৃষ্টে দেখিতেছেন।

এইবার নৃসিংহমূর্তি দর্শন করিয়া ঠাকুর গোষ্ঠের ছবি দর্শন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ রাখালদের সহিত বৎসগণ চরাইতেছেন। শ্রীবৃন্দাবন ও যমুনাপুলিন!

মণি বলিয়া উঠিলেন—চমৎকার ছবি।

সপ্তম ছবি দেখিয়া ঠাকুর বলিতেছেন,—"ধূমাবতী" অষ্টম—ষোড়শী: নবম—ভুবনেশ্বরী: দশম—তারা: একাদশ—কালী। এই সকল মূর্তি দেখিয়া

ঠাকুর বলিতেছেন—"এ সব উগ্রমূর্তি! এ সব মূর্তি বাড়িতে রাখতে নাই। এ মূর্তি বাড়িতে রাখলে পূজো দিতে হয়। তবে আপনাদের অদৃষ্টের জোর আছে, আপনারা রেখেছেন।"

শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা দর্শন করিয়া ঠাকুর ভাবে বলিতেছেন, "বা! বা!"

তারপর রাই রাজা! নিকুঞ্জবনে সখীপরিবৃতা সিংহাসনে বসিয়া আছেন। শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জের দ্বারে কোটাল সাজিয়া বসিয়া আছেন। তারপর দোলের ছবি। ঠাকুর অনেকক্ষণ ধরিয়া এর পরের মূর্তি দেখিতেছেন। গ্লাসকেসের ভিতর বীণাপাণির মূর্তি; দেবী বীণাহস্তে মাতোয়ারা হইয়া রাগ-রাগিনী আলাপ করিতেছেন।

ছবি দেখা সমাপ্ত হইল। ঠাকুর আবার গৃহস্বামীর কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গৃহস্বামীকে বলিতেছেন,—"আজ খুব আনন্দ হ'ল। বা! আপনি ত খুব হিন্দু! ইংরাজী ছবি না রেখে যে এই ছবি রেখেছেন —খুব আশ্চর্য!"

শ্রীযুক্ত নন্দ বসু বসিয়া আছেন। তিনি ঠাকুরকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন, "বসুন! দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?"

শ্রীরামকৃষ্ণ (বসিয়া)—এ পটগুলো খুব বড় বড়। তুমি বেশ হিন্দু।

নন্দ বসু—ইংরাজী ছবিও আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—সে সব অমন নয়। ইংরাজীর দিকে তোমার তেমন নজর নাই।

ঘরের দেওয়ালের উপর শ্রীযুক্ত কেশব সেনের নববিধানের ছবি টাঙ্গান ছিল। শ্রীযুক্ত সুরেশ মিত্র ঐ ছবি করাইয়াছিলেন! তিনি ঠাকুরের একজন প্রিয় ভক্ত। ঐ ছবিতে পরমহংসদেব কেশবকে দেখাইয়া দিতেছেন, ভিন্ন পথ দিয়া সব ধর্মাবলম্বীরা ঈশ্বরের দিকে যাইতেছেন। গন্তব্য স্থান এক, শুধু পথ আলাদা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ও যে সুরেন্দ্রের পট!

প্রসন্নের পিতা (সহাস্যে)—আপনিও ওর ভিতর আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—ওই এক রকম, ওর ভিতর সবই আছে। **—ইদানীং ভাব!**

এই কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ ঠাকুর ভাবে বিভোর হইতেছেন। ঠাকুর জগন্মাতার সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে মাতালের ন্যায় বলিতেছেন,—"আমি বেহুঁশ হই নাই।" বাড়ির দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিতেছেন, "বড় বাড়ি! এতে কি আছে? ইট, কাঠ, মাটি!'

কিয়ৎ পরে বলিতেছেন, "ঈশ্বরীয় মূর্তি সকল দেখে বড় আনন্দ হ'ল।' আবার বলিতেছেন, "উগ্রমূর্তি, কালী, তারা (শব শিবা মধ্যে শ্মশানবাসিনী) রাখা ভাল নয়, রাখলে পূজা দিতে হয়।"

পশুপতি (সহাস্যে)—তা তিনি যতদিন চালাবেন, ততদিন চলবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তা বটে, কিন্তু ঈশ্বরেতে মন রাখা ভাল; তাঁকে ভুলে থাকা ভাল নয়।

নন্দ বসু—তাঁতে মতি কই হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁর কৃপা হ'লে হয়।

নন্দ বসু—তাঁর কৃপা কই হয়? তাঁর কি কৃপা করবার শক্তি আছে?

[ঈশ্বর কর্ত্তা—না কর্মই ঈশ্বর]

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—বুঝেছি, তোমার পণ্ডিতদের মত, 'যে যেমন কর্ম করবে সেরূপ ফল পাবে'; ওগুলো ছেড়ে দাও! ঈশ্বরের শরণাগত হ'লে কর্ম ক্ষয় হয়। আমি মার কাছে ফুল হাতে ক'রে বলেছিলাম,—'মা! এই লও তোমার পাপ, এই লও তোমার পুণ্য; আমি কিছুই চাই না, তুমি আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই লও তোমার ভাল, এই লও তোমার মন্দ; আমি ভাল-মন্দ কিছুই চাই না, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই লও তোমার ধর্ম, এই লও তোমার অধর্ম; আমি ধর্মাধর্ম কিছুই চাই না, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই লও তোমার জ্ঞান, এই লও তোমার অজ্ঞান; আমি জ্ঞান-অজ্ঞান কিছুই চাই না, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই লও তোমার শুচি, এই লও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও।'

নন্দ বসু—আইন তিনি ছাড়াতে পারেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—সে কি! তিনি ঈশ্বর, তিনি সব পারেন; যিনি আইন করেছেন, তিনি আইন বদলাতে পারেন।

[চৈতন্যলাভ ভোগান্তে—না তাঁর কৃপায়]

"তবে ওকথা বলতে পার তুমি। তোমার নাকি ভোগ করবার ইচ্ছা আছে, তাই তুমি অমন কথা বলছ। ও এক মত আছে বটে, ভোগ শান্তি না হ'লে চৈতন্য হয় না! তবে ভোগেই বা কি করবে? কামিনী-কাঞ্চনের সুখ—এই আছে, এই নাই, ক্ষণিক! কামিনী-কাঞ্চনের ভিতর আছে কি? আমড়া, আঁটি আর চামড়া; খেলে অম্লশূল হয়। সন্দেশ, যাই গিলে ফেললে আর নাই!"

[ঈশ্বর কি পক্ষপাতী—অবিদ্যা কেন—তাঁর খুশি]

নন্দ বসু একটু চুপ করিয়া আছেন, তারপর বলিতেছেন,—ওসব ত বলে বটে! ঈশ্বর কি পক্ষাপাতী? তাঁর কৃপাতে যদি হয়, তা হ'লে বল্‌তে হবে ঈশ্বর পক্ষপাতী?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তিনি নিজেই সব, ঈশ্বর নিজেই জীব, জগৎ সব হয়েছেন। যখন পূর্ণ জ্ঞান হবে, তখন ঐ বোধ। তিনি মন, বুদ্ধি, দেহ—চতুর্বিংশতি তত্ত্ব সব হয়েছেন। তিনি আর পক্ষপাত কার উপর করবেন?

নন্দ বসু—তিনি নানা রূপ কেন হয়েছেন? কোন খানে জ্ঞান, কোন খানে অজ্ঞান?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁর খুশি।

অতুল—কেদারবাবু (চাটুয্যে) বেশ বলেছেন। একজন জিজ্ঞাসা করেছিল, ঈশ্বর সৃষ্টি কেন করলেন? তাতে বলেছিলেন যে, যে মিটিং-এ তিনি সৃষ্টির মতলব করেছিলেন, সে মিটিং-এ আমি ছিলাম না। (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁর খুশি।

এই বলিয়া ঠাকুর গান গাইতেছেন—

> সকলি তোমারি ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।
> তোমার কর্ম তুমি কর মা লোকে বলে করি আমি।
> পঙ্কে বদ্ধ কর করী, পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গিরি,
> কারে দাও মা! ব্রহ্মপদ, কারে কর অধোগামী॥
> আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, আমি ঘর তুমি ঘরণী।
> আমি রথ তুমি রথী, যেমন চালাও তেমনি চলি॥

"তিনি **আনন্দময়ী!** এই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের লীলা করছেন। অসংখ্য জীব, তার মধ্যে দুই-একটি মুক্ত হ'য়ে যাচ্ছে,—তাতেও আনন্দ। "ঘুড়ির লক্ষের দুটো-একটা কাটে, হেসে দাও মা হাত চাপড়ি' কেউ সংসারে বদ্ধ হ'চ্ছে, কেউ মুক্ত হ'চ্ছে।

> "ভবসিন্ধু মাঝে মন উঠছে ডুবছে কত তরী!"

নন্দ বসু—তার খুশি! আমরা যে মরি!

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমরা কোথায়? তিনিই সব হয়েছেন। যতক্ষণ না তাঁকে জানতে পাচ্ছ, ততক্ষণ 'আমি' 'আমি' করছ!

"সকলে তাঁকে জানতে পারবে—সকলেই উদ্ধার হবে, তবে কেহ সকাল সকাল খেতে পায়, কেহ দুপুর বেলা, কেউ বা সন্ধ্যার সময়: কিন্তু কেহ অভুক্ত থাকবে না! **সকলেই আপনার স্বরূপকে জানতে পারবে।**"

পশুপতি—আজ্ঞা হাঁ, তিনিই সব হয়েছেন বোধ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি কি, এটা খোঁজো দেখি। আমি কি হাড়, না মাংস, না রক্ত, না নাড়িভুঁড়ি? আমি খুঁজতে খুঁজতে 'তুমি' এসে পড়ে, অর্থাৎ অন্তরে সেই ঈশ্বরের শক্তি বই আর কিছুই নাই। 'আমি' নাই!—তিনি। তোমার অভিমান নাই! এত ঐশ্বর্য। 'আমি' একেবারে ত্যাগ হয় না; তাই যদি যাবে না তবে থাক শ্যালা ঈশ্বরের দাস হ'য়ে। (সকলের হাস্য)। ঈশ্বরের ভক্ত ঈশ্বরের ছেলে, ঈশ্বরের দাস, এ অভিমান ভাল। যে 'আমি' কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত হয়, সেই 'আমি' কাঁচা আমি, সে 'আমি' ত্যাগ করতে হয়।

অহঙ্কারের এইরূপ ব্যাখ্যা শুনিয়া গৃহস্বামী ও অন্যান্য সকলে সাতিশয় প্রীতিলাভ করিলেন।

[ঐশ্বর্যের অহঙ্কার ও মত্ততা]

শ্রীরামকৃষ্ণ—জ্ঞানের দুটি লক্ষণ, প্রথম অভিমান থাকবে না; দ্বিতীয় শান্ত স্বভাব। তোমার দুই লক্ষণই আছে। অতএব তোমার উপর ঈশ্বরের অনুগ্রহ আছে।

"বেশী ঐশ্বর্য হলে, ঈশ্বরকে ভুল হ'য়ে যায়; ঐশ্বর্যের স্বভাবই ঐ। যদু মল্লিকের বেশী ঐশ্বর্য হয়েছে, সে আজকাল ঈশ্বরীয় কথা কয় না। আগে আগে বেশ ঈশ্বরের কথা কইত।

"কামিনী-কাঞ্চন এক প্রকার মদ। অনেক মদ খেলে খুড়া-জ্যাঠা বোধ থাকে না, তাদেরই ব'লে ফেলে তোর গুষ্টির; মাতালের গুরু-লঘু বোধ থাকে না।"

নন্দ বসু—তা বটে।

[Theosophy—ক্ষণকাল যোগে মুক্তি—শুদ্ধাভক্তিসাধন]

পশুপতি—মহাশয়! এগুলো কি সত্য-Spiritualism, Theosophy? সূর্যলোক, চন্দ্রলোক? নক্ষত্রলোক?

শ্রীরামকৃষ্ণ—জানি না বাপু! অত হিসাব কেন? আম খাও; কত আমগাছ, কত লক্ষ ডাল, কত কোটি পাতা, এ হিসাব করা আমার দরকার কি? আমি বাগানে আম খেতে এসেছি, খেয়ে যাই।

"চৈতন্য যদি একবার হয়, যদি একবার ঈশ্বরকে কেউ জানতে পারে তা হ'লে ওসব হাবজা-গোবজা বিষয় জানতে ইচ্ছাও হয় না। বিকার থাকলে কত কি বলে,—'আমি পাঁচ সের চালের ভাত খাবো রে!'—'আমি এক জালা জল খাবো রে।'—বৈদ্য বলে, 'খাবি? আচ্ছা খাবি!' এই বলে বৈদ্য তামাক খায়। বিকার সেরে, যা বলবে তাই শুনতে হয়।"

পশুপতি—আমাদের বিকার চিরকাল বুঝি থাকবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেন, ঈশ্বরেতে মন রাখো, চৈতন্য হবে।

পশুপতি (সহাস্যে)—আমাদের ঈশ্বরের যোগ ক্ষণিক। তামাক খেতে যতক্ষণ লাগে। (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তা হোক; ক্ষণকাল তার সঙ্গে যোগ হইলেই মুক্তি।

"অহল্যা বললে, 'রাম! শূকরযোনিতেই জন্ম হউক আর যেখানেই হউক যেন তোমার পাদপদ্মে মন থাকে, যেন শুদ্ধা ভক্তি হয়।

"নারদ বললে, রাম! তোমার কাছে আর কোনও বর চাই না, আমাকে শুদ্ধা ভক্তি দাও, আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই, এই আশীর্বাদ করো। আন্তরিক তাঁর কাছে প্রার্থনা করলে, তাঁতে মন হয়,—ঈশ্বরের পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি হয়।

[পাপ ও পরলোক—মৃত্যুকালে ঈশ্বরচিন্তা—ভরত রাজা]

"আমাদের কি বিকার যাবে!'—'আমাদের আর কি হবে'—'আমরা পাপী' —এ সব বুদ্ধি ত্যাগ করো। (নন্দ বসুর প্রতি) আর এই চাই—একবার রাম বলেছি, আমার আবার পাপ!"

নন্দ বসু—পরলোক কি আছে? পাপের শাস্তি?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি আম খাও না! তোমার ও সব হিসাবে দরকার কি? পরলোক আছে কিনা—তা'তে কি হয়—এ সব খবর!

"আম খাও। 'আম' প্রয়োজন,—তাঁ'তে ভক্তি—"

নন্দ বসু—আমগাছ কোথা? আম পাই কোথা?

শ্রীরামকৃষ্ণ—গাছ? তিনি অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম! তিনি আছেনই, তিনি নিত্য! তবে একটি কথা আছে—তিনি 'কল্পতরু—'

"কালী কল্পতরু মূলে রে মন, চারি ফল কুড়ায়ে পাবি!

"কল্পতরুর কাছে গিয়ে প্রার্থনা করতে হয়, তবে ফল পাওয়া যায়,—তবে ফল তরুর মূলে পড়ে,—তখন কুড়িয়ে লওয়া যায়। চারি ফল,—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ।

"জ্ঞানীরা মুক্তি (মোক্ষফল) চায়, ভক্তেরা ভক্তি চায়,—অহেতুকী ভক্তি। তারা ধর্ম, অর্থ, কাম চায় না।

"পরলোকের কথা বলছ? গীতার মত,—মৃত্যুকালে যা ভাববে তাই হবে। ভরত রাজা 'হরিণ' 'হরিণ' ক'রে শোকে প্রাণত্যাগ করেছিল। তাই তার হরিণ হ'য়ে জন্মাতে হল। তাই জপ, ধ্যান, পূজা এ সব রাত দিন অভ্যাস করতে হয়,—তা হ'লে মৃত্যুকালে ঈশ্বর চিন্তা আসে—অভ্যাসের গুণে। এরূপে মৃত্যু হ'লে ঈশ্বরের স্বরূপ পায়।

"কেশব সেনও পরলোকের কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। আমি কেশবকেও বললুম, 'এ সব হিসাবে তোমার কি দরকার?' তারপর আবার বললুম, 'যতক্ষণ না ঈশ্বর লাভ হয়, ততক্ষণ পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতায়াত করতে হবে। কুমোরেরা হাঁড়ি সরা রৌদ্রে শুকুতে দেয়; ছাগল-গরুতে মাড়িয়ে যদি ভেঙ্গে দেয় তা হ'লে তৈরি লাল হাঁড়িগুলো ফেলে দেয়। কাঁচাগুলো কিন্তু আবার নিয়ে কাদা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে ফেলে ও আবার চাকে দেয়!"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ ও গৃহস্থের মঙ্গল কামনা—রজোগুণের চিহ্ন

এ পর্যন্ত গৃহস্বামী ঠাকুরের মিষ্ট মুখ করাইবার কোনও চেষ্টা করেন নাই। ঠাকুর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গৃহস্বামীকে বলিতেছেন;—

"কিছু খেতে হয়। যদুর মাকে তাই সেদিন বললুম—'ওগো কিছু (খেতে) দাও'! তা না হ'লে পাছে গৃহস্থের অমঙ্গল হয়!"

গৃহস্বামী কিছু মিষ্টান্ন আনাইয়া দিলেন। ঠাকুর খাইতেছেন। নন্দ বসু ও অন্যান্য সকলে ঠাকুরের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন। দেখিতেছেন তিনি কি কি করেন।

ঠাকুর হাত ধুইবেন, চাদরের উপর রেকাবি করিয়া মিষ্টান্ন দেওয়া হইয়াছিল, সেখানে হাত ধোয়া হইবে না। হাত ধুইবার জন্য একজন ভৃত্য পিকদানি আনিয়া উপস্থিত করিল।

পিকদানি রজোগুণের চিহ্ন। ঠাকুর দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "নিয়ে যাও, নিয়ে যাও।" গৃহস্বামী বলিতেছেন, "হাত ধুন।"

ঠাকুর অন্যমনস্ক। বলিলেন, "কি?—হাত ধোবো?"

ঠাকুর দক্ষিণে বারান্দার দিকে উঠিয়া গেলেন। মণিকে আজ্ঞা করিলেন, "আমার হাতে জল দাও।" মণি ভৃঙ্গার হইতে জল ঢালিয়া দিলেন। ঠাকুর নিজের কাপড়ে হাত পুঁছিয়া আবার বসিবার স্থানে ফিরিয়া আসিলেন। ভদ্রলোকদের জন্য রেকাবি করিয়া পান আনা হইয়াছিল। সেই রেকাবির পান ঠাকুরের কাছে লইয়া যাওয়া হইল; তিনি সে পান গ্রহণ করিলেন না।

ইষ্টদেবতাকে নিবেদন—জ্ঞানভক্তি ও শুদ্ধাভক্তি

নন্দ বসু (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)—একটা কথা বলব?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—কি?

নন্দ বসু—পান খেলেন না কেন? সব ঠিক হ'ল, ঐটি অন্যায় হয়েছে!

শ্রীরামকৃষ্ণ—ইণ্টকে দিয়ে খাই' ঐ একটা ভাব আছে।

নন্দ বসু—ও ত ইণ্টতেই পড়্‌ত।

শ্রীরামকৃষ্ণ—জ্ঞান-পথ একটা আছে; আর ভক্তি-পথ একটা আছে। জ্ঞানীর মতে সব জিনিসই ব্রহ্মজ্ঞান ক'রে লওয়া যায়! ভক্তি-পথে একটু ভেদবুদ্ধি হয়।

নন্দ—ওটা দোষ হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—ও আমার একটা ভাব আছে। তুমি যা বলছ ও ঠিক বটে—ও-ও আছে।

ঠাকুর গৃহস্বামীকে মোসাহেব হইতে সাবধান করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আর একটা সাবধান! মোসাহেবরা স্বার্থের জন্য বেড়ায়। (প্রসন্নের পিতাকে) আপনার কি এখানে থাকা হয়?

প্রসন্নের পিতা—আজ্ঞে না, এই পাড়াতেই থাকা হয়। তামাক ইচ্ছা করুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (অতি বিনীতভাবে)—না থাক্, আপনি খান,—আমার এখন ইচ্ছা নাই।

নন্দ বসুর বাড়িটি খুব বড় তাই ঠাকুর বলিতেছেন—যদুর বাড়ি এত বড় নয়; তাই তা'কে সেদিন বললাম।

নন্দ—হাঁ, তিনি জোড়াসাঁকোতে নূতন বাড়ি করেছেন।

ঠাকুর নন্দ বসুকে উৎসাহ দিতেছেন

শ্রীরামকৃষ্ণ (নন্দ বসুর প্রতি)—তুমি সংসারে থেকে ঈশ্বরের প্রতি মন রেখেছ, এ কি কম কথা? যে সংসার ত্যাগী সে ত ঈশ্বরকে ডাক্‌বেই। তাতে আর বাহাদুরি কি? সংসারে থেকে যে ডাকে, সেই ধন্য! সে ব্যক্তি বিশ মণ পাথর সরিয়ে তবে দেখে।

"একটা ভাব আশ্রয় ক'রে তাঁকে ডাক্‌তে হয়। হনুমানের জ্ঞানভক্তি, নারদের শুদ্ধাভক্তি।

"রাম জিজ্ঞাসা করলেন, 'হনুমান! তুমি আমাকে কি ভাবে আর্চ্চনা কর?' হনুমান বললেন, 'কখনও দেখি, তুমি পূর্ণ আমি অংশ; কখনও দেখি তুমি প্রভু আমি দাস; আর রাম যখন তত্ত্বজ্ঞান হয়, তখন দেখি, তুমিই আমি, —আমিই তুমি।'—

"রাম নারদকে বললেন, 'তুমি বর লও।' নারদ বল্‌লেন, 'রাম! এই বর দাও, যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি হয়, আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই!"

এইবার ঠাকুর গাত্রোত্থান করিবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নন্দ বসুর প্রতি)—গীতার মত—অনেকে যাকে গনে মানে, তাতে ঈশ্বরের বিশেষ শক্তি আছে। তোমাতে ঈশ্বরের শক্তি আছে।

নন্দ বসু—শক্তি সকল মানুষেরই সমান।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়া)—ঐ এক তোমাদের কথা;—সকল লোকের শক্তি কি সমান হ'তে পারে? বিভুরূপে তিনি সর্বভূতে এক হ'য়ে আছেন বটে, কিন্তু শক্তিবিশেষ!

"বিদ্যাসাগরও ঐ কথা বলেছিল,—'তিনি কি কারুকে বেশী শক্তি কারুকে কত শক্তি দিয়েছেন?' তখন আমি বললাম—'যদি শক্তি ভিন্ন না হয়, তা হ'লে তোমাকে আমরা কেন দেখতে এসেছি? তোমার মাথায় কি দুটো শিং বেরিয়েছে?"

ঠাকুর গাত্রোত্থান করিলেন। ভক্তেরাও সঙ্গে সঙ্গে উঠিলেন। পশুপতি সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যুদ্গমন করিয়া দ্বারদেশে পৌঁছাইয়া দিলেন।

ঊনবিংশ খণ্ড

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতা নগরে ভক্তমন্দিরে

প্রথম পরিচ্ছেদ

শোকাতুরা ব্রাহ্মণীর বাটীতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

ঠাকুর বাগবাজারের একটি শোকাতুরা ব্রাহ্মণীর বাড়ি আসিয়াছেন। বাড়িটি পুরাতন, ইষ্টকনির্মিত। বাড়ি প্রবেশ করিয়াই বাম দিকে গোয়ালঘর। ছাদের উপর বসিবার স্থান হইয়াছে। ছাদে লোক কাতার দিয়া, কেহ দাঁড়াইয়া কেহ বসিয়া আছেন। সকলেই উৎসুক—কখন ঠাকুরকে দেখিবেন।

ব্রাহ্মণীরা দুই ভগ্নী, দুই জনেই বিধবা। বাড়িতে এঁদের ভায়েরাও সপরিবারে থাকেন। ব্রাহ্মণীর একমাত্র কন্যা দেহত্যাগ করাতে তিনি যারপরনাই শোকাতুরা। আজ ঠাকুর গৃহে পদার্পণ করিবেন বলিয়া সমস্ত দিন উদ্যোগ করিতেছেন। যতক্ষণ ঠাকুর শ্রীযুক্ত নন্দ বসুর বাড়িতে ছিলেন, ততক্ষণ ব্রাহ্মণী ঘর বাহির করিতেছিলেন,—কখন তিনি আসেন। ঠাকুর বলিয়া দিয়াছিলেন যে, নন্দ বসুর বাড়ি হইতে আসিয়া তাঁহার বাড়িতে আসিবেন। বিলম্ব হওয়াতে তিনি ভাবিতেছিলেন, তবে বুঝি ঠাকুর আসিবেন না।

ঠাকুর ভক্তসঙ্গে আসিয়া ছাদের উপর বসিবার স্থানে আসন গ্রহণ করিলেন। কাছে মাদুরের উপর মাষ্টার, নারাণ, যোগীন সেন, দেবেন্দ্র, যোগীন। কিয়ৎক্ষণ পরে ছোট নরেন প্রভৃতি অনেক ভক্তেরা আসিয়া জুটিলেন। ব্রাহ্মণীর ভগ্নী ছাদের উপর আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বলিতেছেন—"দিদি এই গেলেন নন্দ বোসের বাড়ি খবর নিতে, কেন এত দেরি হচ্ছে;—এতক্ষণে ফিরবেন।"

নীচে একটি শব্দ হওয়াতে তিনি আবার বলিতেছেন—"ঐ দিদি আসছেন।" এই বলিয়া তিনি দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি এখনও আসিয়া পোঁছেন নাই।

ঠাকুর সহাস্যবদন, ভক্তপরিবৃত হইয়া বসিয়া আছেন।

মাষ্টার (দেবেন্দ্রের প্রতি)—কি চমৎকার দৃশ্য। ছেলে-বুড়ো, পুরুষ-মেয়ে কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে! সকলে কত উৎসুক—এঁকে দেখ্‌বার জন্য! আর এঁর কথা শোন্‌বার জন্য!

দেবেন্দ্র (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)—মাষ্টার মশাই বল্‌ছেন যে, এ জায়গাটি নন্দ বোসের চেয়ে ভাল জায়গা;—এদের কি ভক্তি!

ঠাকুর হাসিতেছেন।

এইবার ব্রাহ্মণীর ভগ্নী বলিতেছেন, "ঐ দিদি আসছেন।"

ব্রাহ্মণী আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া কি বলিবেন, কি করিবেন কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছেন না।

ব্রাহ্মণী অধীর হইয়া বলিতেছেন, "ওগো, আমি যে আহ্লাদে আর বাঁচি না, গো!—তোমরা সব বল গো আমি কেমন ক'রে বাঁচি! ওগো, আমার চণ্ডী যখন এসেছিল,—সেপাই শান্ত্রী, সঙ্গে ক'রে আর রাস্তায় তারা পাহারা দিচ্ছিল—তখন যে এত আহ্লাদ হয়নি গো!—ওগো চণ্ডীর শোক এখন একটুও আমার নাই! মনে করেছিলাম, তিনি যেকালে এলেন না, যা আয়োজন করলুম, সব গঙ্গার জলে ফেলে দেব;—আর ওঁর (ঠাকুরের) সঙ্গে আলাপ করবো না। যেখানে আস্‌বেন একবার যাব, অন্তর থেকে দেখব,—দেখে চলে আস্‌ব।

"যাই—সকলকে বলি, আয়রে আমার সুখ দেখে যা!—যাই,—যোগীনকে বলিগে, আমার ভাগ্যি দেখে যা!"

ব্রাহ্মণী আবার আনন্দে অধীর হইয়া বলিতেছেন,—"ওগো খেলাতে (লটারী-তে) একটা টাকা দিয়ে মুটে এক লাখ টাকা পেয়েছিল, —সে যেই শুনলে এক লাখ টাকা পেয়েছি, অমনি আহ্লাদে মরে গিছল—সত্য সত্য মরে গিছল!—ওগো আমার যে তাই হ'ল গো! তোমরা সকলে আশীর্বাদ কর, না হ'লে আমি সত্য সত্য মরে যাব।"

মণি ব্রাহ্মণীর আর্ত্তি ও ভাবের অবস্থা দেখিয়া মোহিত হইয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার পায়ের ধূলা লইতে গেলেন। ব্রাহ্মণী বলিতেছেন, 'সে কি গো! —তিনি মণিকে প্রতি-প্রণাম করিলেন।

ব্রাহ্মণী, ভক্তেরা আসিয়াছেন দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছেন আর বলিতেছেন, —"তোমরা সব এসেছ,—ছোট নরেনকে এনেছি,—বলি তা না হ'লে হাস্‌বে কে!" ব্রাহ্মণী এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতেছেন,—উহার ভগ্নী আসিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিতেছেন, "দিদি এসো না! তুমি এখানে দাঁড়ায়ে থাক্‌লে কি হয়? নীচে এসো! আমরা কি একলা পারি।"

ব্রাহ্মণী আনন্দে বিভোর! ঠাকুর ও ভক্তদের দেখিতেছেন। তাঁদের ছেড়ে যেতে আর পারেন না।

এইরূপ কথাবার্তার পর ব্রাহ্মণী অতিশয় ভক্তিসহকারে ঠাকুরকে অন্য ঘরে লইয়া গিয়া মিষ্টান্নাদি নিবেদন করিলেন। ভক্তেরাও ছাদে বসিয়া সকলে মিষ্টমুখ করিলেন।

রাত প্রায় ৮টা হইল, ঠাকুর বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। নীচের তলায় ঘরের কোলে বারান্দা, বারান্দা দিয়ে পশ্চিমাস্য হইয়া উঠানে আসিতে হয়।

তাহার পর গোয়ালঘর ডান দিকে রাখিয়া সদর দরজায় আসিতে হয়। ঠাকুর যখন বারান্দা দিয়া ভক্তসঙ্গে সদর দরজার দিকে আসিতেছেন, তখন ব্রাহ্মণী উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছেন, "ও বৌ, শীঘ্র পায়ের ধুলা নিবি আয়!" বৌ ঠাকুরাণী প্রণাম করিলেন। ব্রাহ্মণীর একটি ভাইও আসিয়া প্রণাম করিলেন।

ব্রাহ্মণী ঠাকুরকে বলিতেছেন, "এই আর একটি ভাই; মুখ্যু।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—না, না, সব ভাল মানুষ।

একজন সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপ ধরিয়া আসিতেছেন, আসিতে আসিতে এক জায়গায় তেমন আলো হইল না।

ছোট নরেন উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন, "পিদ্দিম ধর, পিদ্দিম ধর! মনে ক'রো না যে, পিদ্দিম ধরা ফুরিয়ে গেল!" (সকলের হাস্য)।

এইবার গোয়াল-ঘর। ব্রাহ্মণী ঠাকুরকে বলিতেছেন, এই আমার গোয়াল-ঘর। গোয়াল ঘরের সাম্নে একবার দাঁড়াইলেন, চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ। মণি ভূমিষ্ঠ হইয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিতেছেন ও পায়ের ধুলা লইতেছেন।

এইবার ঠাকুর গণুর মার বাড়ি যাইবেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গণুর মার বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণ

গণুর মার বাড়িতে বৈঠকখানায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বসিয়া আছেন। ঘরটি একতলায়, ঠিক রাস্তার উপর। ঘরের ভিতর ঐক্যতান বাদ্যের (concert) আখড়া আছে। ছোকরারা বাদ্যযন্ত্র লইয়া ঠাকুরের প্রীত্যর্থে মাঝে মাঝে বাজাইতেছিল।

রাত সাড়ে আটটা। আজ আষাঢ় মাসের কৃষ্ণা প্রতিপদ। চাঁদের আলোতে আকাশ, গৃহ, রাজপথ সব যেন প্লাবিত হইয়াছে। ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তেরা আসিয়া ঐ ঘরে বসিয়াছেন।

ব্রাহ্মণীও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছেন। তিনি একবার বাড়ির ভিতর যাইতেছেন, একবার বাহিরে আসিয়া বৈঠকখানার দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেছেন। পাড়ার কতকগুলি ছোক্‌রা বৈঠকখানার জানলার উপর উঠিয়া ঠাকুরকে দেখিতেছে। পাড়ার ছেলে-বুড়ো সকলেই ঠাকুরের আগমন সংবাদ শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া মহাপুরুষ দর্শন করিতে আসিয়াছেন।

জানলার উপর ছেলেরা উঠিয়াছে দেখিয়া ছোট নরেন বলিতেছেন,—'ওরে

তোরা এখানে কেন? যা, যা বাড়ি যা। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সস্নেহে বলিতেছেন, "না, থাক্ না, থাক্ না।"

ঠাকুর মাঝে মাঝে বলিতেছেন, **"হরি ওঁ! হরি ওঁ!"**

শতরঞ্জির উপর একখানি আসন দেওয়া হইয়াছে, তাহার উপর শ্রীরামকৃষ্ণ বসিয়াছেন। ঐক্যতান বাদ্যের ছোকরাদের গান গাহিতে বলা হইল। তাহাদের বসিবার সুবিধা হইতেছে না, ঠাকুর তাঁহার নিকটে শতরঞ্জিতে বসিবার জন্য তাহাদের আহ্বান করিলেন।

ঠাকুর বলিতেছেন, "এর উপরেই বস না। এই আমি নিচ্ছি।" এই বলিয়া আসন গুটাইয়া লইলেন। ছোক্‌রারা গান গাহিতেছে—

কেশব কুরু করুণাদীনে কুঞ্জকাননচারী।
মাধব-মনোমোহন মোহন-মুরলীধারী।
(হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, মন আমার)॥
ব্রজকিশোর কালীয়হর কাতরভয়ভঞ্জন,
নয়ন-বাঁকা, বাঁকা-শিখিপাখা, রাধিকা-হৃদিরঞ্জন;
গোবর্ধনধারণ, বনকুসুমভূষণ, দামোদর কংসদর্পহারী।
শ্যাম রাস-রসবিহারী।
(হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, মন আমার)॥

গান—এস মা জীবন উমা—ইত্যাদি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আহা কি গান!—কেমন বেহালা!—কেমন বাজনা!

একটি ছোক্‌রা ফ্লুট বাজাইতেছিলেন। তাঁহার দিকে ও অপর আর একটি ছোকরার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিতেছেন, "ইনি ওঁর যেন জোড়।"

এইবার কেবল কনসার্ট বাজনা হইতে লাগিল। বাজনার পর ঠাকুর আনন্দিত হইয়া বলিতেছেন,—"বা! কি চমৎকার!"

একটি ছোকরাকে নির্দেশ করিয়া বলিতেছেন, "এঁর সব (সব রকম বাজনা) জানা আছে।"

মাষ্টারকে বলিতেছেন,—"এঁরা সব বেশ লোক।"

ছোকরাদের গান-বাজনার পর তাহারা ভক্তদের বলিতেছেন—"আপনারা কিছু গান!" ব্রাহ্মণী দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি দ্বারের কাছ থেকে বলিলেন, গান এরা কেউ জানে না, এক মহিনবাবু বুঝি জানেন, তা ওঁর সামনে উনি গাইবেন না।

একজন ছোকরা—কেন? আমি বাবার সুমুখে গাইতে পারি।

ছোট নরেন (উচ্চহাস্য করিয়া)—অতদূর উনি এগোন নি!

সকলে হাসিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ব্রাহ্মণী আসিয়া বলিতেছেন, —"আপনি ভিতরে আসুন।" শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, "কেন গো!"

ব্রাহ্মণী—সেখানে জলখাবার দেওয়া হয়েছে' যাবেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—এইখানেই এনে দাও না।

ব্রাহ্মণী—গণুর মা বলেছে, ঘরটায় একবার পায়ের ধুলা দিন, তা হ'লে **ঘর কাশী হ'য়ে থাকবে,**—ঘরে মরে গেলে আর কোনও গোল থাকবে না।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, ব্রাহ্মণী ও বাড়ির ছেলেদের সঙ্গে অন্তঃপুরে গমন করিলেন। ভক্তেরা চাঁদের আলোতে বেড়াইতে লাগিলেন। মাষ্টার ও বিনোদ বাড়ির দক্ষিণ দিকে সদর রাস্তার উপর গল্প করিতে করিতে পাদচারণ করিতেছেন!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গুহ্য কথা—"তিজনই এক"

বলরামের বাড়ির বৈঠকখানার পশ্চিম পার্শ্বের ঘরে ঠাকুর বিশ্রাম করিতেছেন, নিদ্রা যাইবেন। গণুর মার বাড়ি হইতে ফিরিতে অনেক রাত হইয়া গিয়াছে। রাত পৌনে এগারটা হইবে।

ঠাকুর বলিতেছেন, "যোগীন একটু পায়ে হাতটা বুলিয়ে দাও ত।"

কাছে মণি বসিয়া আছেন।

যোগীন পায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছেন এমন সময় ঠাকুর বলিতেছেন, আমার ক্ষিদে পেয়েছে, একটু সুজি খাবো।

ব্রাহ্মণী সঙ্গে সঙ্গে এখানেও আসিয়াছেন। ব্রাহ্মণীর ভাইটি বেশ বাঁয়া তবলা বাজাইতে পারেন। ঠাকুর ব্রাহ্মণীকে আবার দেখিয়া বলিতেছেন, "এবার নরেন্দ্র এলে, কি আর কোনও গাইয়ে লোক এলে ওঁর ভাইকে ডেকে আনলেই হবে।"

ঠাকুর একটু সুজি খাইলেন। ক্রমে যোগীন ইত্যাদি ভক্তেরা ঘর হইতে চলিয়া গেলেন। মণি ঠাকুরের পায়ে হাত বুলাইতেছেন, ঠাকুর তাঁহার সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আহা, এদের (ব্রাহ্মণীদের) কি আহ্লাদ।

মণি—কি আশ্চর্য, যীশুখৃষ্টের সময় ঠিক এই রকম হয়েছিল! তারাও দুটি মেয়েমানুষ ভক্ত দুই ভগ্নী। মার্থা আর মেরী।

শ্রীরামকৃষ্ণ (উৎসুক হইয়া)—তাদের গল্প কি বল ত।

মণি—যীশুখৃষ্ট তাঁদের বাড়িতে ভক্তসঙ্গে ঠিক এই রকম ক'রে গিয়েছিলেন। একজন ভগ্নী তাঁকে দেখে ভাবোল্লাসে পরিপূর্ণ হয়েছিলেন। যেমন গৌরের গানে আছে,—

'ডুবলো নয়ন ফিরে না এলো।

গৌর রূপসাগরে সাঁতার ভুলে, তলিয়ে গেল আমার মন।'

"আর একটি বোন একলা খাবার দাবার উদ্যোগ কর্‌ছিল। সে ব্যতিব্যস্ত হয়ে যীশুর কাছে নালিশ কর্‌লে, 'প্রভু, দেখুন দেখি—দিদির কি অন্যায়! উনি এখানে একলা চুপ ক'রে বসে আছেন, আর আমি একলা এই সব উদ্যোগ করছি?"

"তখন যীশু বললেন, তোমার দিদিই ধন্য, কেন না মানুষ জীবনের যা প্রয়োজন (অর্থাৎ ঈশ্বরকে ভালবাসা—প্রেম) তা ওঁর হয়েছে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা তোমার এ সব দেখে কি বোধ হয়?

মণি—আমার বোধ হয়, তিনজনেই এক বস্তু!—**যীশুখৃষ্ট, চৈতন্যদেব আর আপনি—একব্যক্তি!**

শ্রীরামকৃষ্ণ—**এক এক!** এক বই কি। তিনি (ঈশ্বর),—দেখ্‌ছ না,—যেন এর উপর এমন ক'রে রয়েছে!

এই বলিয়া ঠাকুর নিজের শরীরের উপর অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন—যেন বল্‌ছেন, ঈশ্বর তাঁরই শরীর ধারণ ক'রে অবতীর্ণ হয়েই রয়েছেন।

মণি—সেদিন আপনি এই অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারটি বেশ বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি বল দেখি।

মণি—যেন দিগ্‌ দিগন্তব্যাপী মাঠ পড়ে রয়েছে! ধু ধু ক'রছে! সম্মুখে পাঁচিল রয়েছে বলে আমি দেখতে পাচ্ছি না;—সেই পাঁচিলে কেবল একটি গোল ফাঁক!—সেই ফাঁক দিয়ে অনন্ত মাঠের খানিকটা দেখা যায়!

শ্রীরামকৃষ্ণ—বল দেখি সে ফাঁকটি কি?

মণি—সে ফাঁকটি **আপনি।** আপনার ভিতর দিয়ে সব দেখা যায়;—সেই **দিগ্‌দিগন্তব্যাপী মাঠ দেখা যায়!**

শ্রীরামকৃষ্ণ অতিশয় সন্তুষ্ট, মণির গা চাপ্‌ড়াইতে লাগিলেন। আর বলিলেন, "তুমি যে ঐটে বুঝে ফেলেছ।—বেশ হয়েছে।"

মণি—ঐটি শক্ত কিনা; পূর্ণব্রহ্ম হ'য়ে ঐটুকুর ভিতর কেমন ক'রে থাকেন, ঐটি বুঝা যায় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—'তারে কেউ চিনলি না রে! ও সে পাগলের বেশে (দীনহীন কাঙ্গালের বেশে) ফিরছে জীবের ঘরে ঘরে।'

মণি—আর আপনি বলেছিলেন যীশুর কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি, কি?

মণি—যদু মল্লিকের বাগানে যীশুর ছবি দেখে ভাবসমাধি হয়েছিল। আপনি দেখেছিলেন যে যীশুর মূর্ত্তি ছবি থেকে এসে আপনার ভিতর মিশে গেল।

ঠাকুর কিয়ৎকাল চুপ করিয়া আছেন। তারপর আবার মণিকে বলিতেছেন —"এই যে গলায় এইটে হয়েছে, ওর হয় ত মানে আছে—সব লোকের কাছে পাছে হালকামী করি।—না হ'লে যেখানে সেখানে নাচা গাওয়া তো হ'য়ে যেত।"

ঠাকুর দ্বিজর কথা কহিতেছেন। বলিতেছেন, "দ্বিজ এল না?"

মণি—বলেছিলাম আসতে! আজ আসবার কথা ছিল; কিন্তু কেন এল না, বলতে পারি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তার খুব অনুরাগ। আচ্ছা, ও এখানকার একটা কেউ হবে (অর্থাৎ সাঙ্গোপাঙ্গের মধ্যে একজন হবে), না?

মণি—আজ্ঞা হাঁ, তাই হবে, তা না হ'লে এত অনুরাগ।

মণি মশারির ভিতর গিয়া ঠাকুরকে বাতাস করিতেছেন।

ঠাকুর একটু পাশ ফেরার পর আবার কথা কহিতেছেন। মানুষের ভিতর তিনি অবতীর্ণ হইয়া লীলা করেন, এই কথা হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমার ঐ ঘর। আমার আগে রূপ দর্শন হ'ত না, এমন অবস্থা গিয়েছে। এখনও দেখছ না, আবার রূপ কম পড়ছে।

মণি—লীলার মধ্যে নরলীলা বেশ ভাল লাগে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তা হ'লেই হ'ল;—আর আমাকে দেখছো!

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কি বলিতেছেন যে, আমার ভিতর ঈশ্বর নররূপে অবতীর্ণ হইয়া লীলা করিতেছেন?

বিংশ খণ্ড

শ্রীশ্রীবিজয়া দশমী দিবসে ভক্তসঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্যামপুকুরের বাটীতে ভক্তসঙ্গে

শ্রীশ্রীবিজয়া দশমী! ১৮ই অক্টোবর, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্যামপুকুরের বাটীতে আছেন। শরীর অসুস্থ—কলিকাতায় চিকিৎসা করিতে আসিয়াছেন। ভক্তেরা সর্বদাই থাকেন, ঠাকুরের সেবা করেন। ভক্তদের মধ্যে এখন কেহ সংসার ত্যাগ করেন নাই—তাঁহারা নিজেদের বাটী হইতে যাতায়াত করেন।

[সুরেন্দ্রের ভক্তি—'মা হৃদয়ে থাকুন']

শীতকাল সকাল বেলা ৮টা। ঠাকুর অসুস্থ, বিছানায় বসিয়া আছেন। কিন্তু পঞ্চমবর্ষীয় বালকের মত, মা বই কিছু জানেন না। সুরেন্দ্র আসিয়া বসিলেন। নবগোপাল, মাষ্টার ও আরও কেহ কেহ উপস্থিত আছেন। সুরেন্দ্রের বাটীতে *দুর্গাপূজা হইয়াছিল। ঠাকুর যাইতে পারেন নাই, ভক্তদের প্রতিমা দর্শন করিতে পাঠাইয়াছিলেন। আজ বিজয়া, তাই সুরেন্দ্রের মন খারাপ হইয়াছে।

সুরেন্দ্র—বাড়ি থেকে পালিয়ে এলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারকে)—তা হ'লেই বা। **মা হৃদয়ে থাকুন!**

সুরেন্দ্র মা মা করিয়া পরমেশ্বরীর উদ্দেশে কত কথা কহিতে লাগিলেন।

ঠাকুর সুরেন্দ্রকে দেখিতে দেখিতে অশ্রু বিসর্জন করিতেছেন। মাষ্টারের দিকে তাকাইয়া গদগদস্বরে বলিতেছেন, কি ভক্তি! আহা, এর যা ভক্তি আছে!

শ্রীরামকৃষ্ণ—কাল ৭টা ৭৷৷টার সময় ভাবে দেখ্‌লাম, তোমাদের দালান। ঠাকুর প্রতিমা রহিয়াছেন, দেখলাম সব জ্যোতির্ময়। এখানে ওখানে এক হ'য়ে আছে। যেন একটা আলোর স্রোত দু' জায়গার মাঝে বইছে!—এবাড়ি আর তোমাদের সেই বাড়ি!

সুরেন্দ্র—আমি তখন ঠাকুর দালানে মা মা ব'লে ডাকছি, দাদারা ত্যাগ ক'রে উপরে চলে গেছে। মনে উঠলো মা বললেন, 'আমি আবার আসবো।'

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভগবদ্‌গীতা]

বেলা এগারটা বাজিবে। ঠাকুর পথ্য পাইলেন। মণি হাতে আঁচাবার জল দিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)—ছোলার ডাল খেয়ে রাখালের অসুখ হয়েছে। সাত্ত্বিক আহার করা ভাল। তুমি গীতা দেখ নাই? তুমি গীতা পড় না?

মণি—আজ্ঞা হাঁ, যুক্তাহারের কথা আছে। সাত্ত্বিক আহার, রাজসিক আহার, তামসিক আহার। আবার সাত্ত্বিক দয়া, রাজসিক দয়া, তামসিক দয়া। সাত্ত্বিক অহং ইত্যাদি সব আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—গীতা তোমার আছে?

মণি—আজ্ঞা, আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ওতে সর্বশাস্ত্রের সার আছে।

মণি—আজ্ঞা, ঈশ্বরকে নানা রকমে দেখার কথা আছে; আপনি যেমন বলেন, নানা পথ দিয়ে তাঁর কাছে যাওয়া—জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম, ধ্যান।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কর্মযোগ মানে কি জান? সকল কর্মের ফল ভগবানে সমর্পণ করা।

মণি—আজ্ঞা, দেখেছি, ওতে আছে। কর্ম আবার তিন রকমে করা যেতে পারে, আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি কি রকম?

মণি—প্রথম—জ্ঞানের জন্য। দ্বিতীয়—লোকশিক্ষার জন্য। তৃতীয়—স্বভাবে।

ঠাকুর, আচমনান্তে পান খাইতেছেন! মণিকে মুখ হইতে পানপ্রসাদ দিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ Sri Humphrey Davy ও অবতারবাদ

ঠকুর মাষ্টারের সহিত ডাক্তার সরকারের কথা কহিতেছেন। পূর্বদিনে ঠাকুরের সংবাদ লইয়া মাষ্টার ডাক্তারের কাছে গিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমার সঙ্গে কি কি কথা হ'লো?

মাষ্টার—ডাক্তারের ঘরে অনেক বই আছে। আমি একখানা বই সেখানে ব'সে ব'সে পড়্‌ছিলাম। সেই সব প'ড়ে আবার ডাক্তারকে শোনাতে লাগলাম। Sir Humphrey Davy-র বই। তাতে অবতারের প্রয়োজন এ কথা আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বটে? তুমি কি কথা বলেছিলে?

মাষ্টার—একটি কথা আছে, ঈশ্বরের বাণী মানুষের ভিতর দিয়ে না এলে মানুষ বুঝতে পারে না (Divine Truth must be made human Truth to be appreciated by us) তাই অবতারাদির প্রয়োজন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বাঃ, এ সব ত বেশ কথা!

মাষ্টার—সাহেব উপমা দিয়েছে, যেমন সূর্যের দিকে চাওয়া যায় না, কিন্তু সূর্যের আলো যেখানে পড়ে, (Reflected rays) সে দিকে চাওয়া যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বেশ কথা, আর কিছু আছে?

মাষ্টার—আর এক জায়গায় ছিল, যথার্থ জ্ঞান হচ্ছে **বিশ্বাস**।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এ তো খুব ভাল কথা। বিশ্বাস হ'লো ত সবই হ'য়ে গেল।

মাষ্টার—সাহেব আবার স্বপন দেখেছিলেন রোমানদের দেবদেবী।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এমন সব বই হয়েছে? তিনিই (ঈশ্বর) সেখানে কাজ করছেন। আর কিছু কথা হ'লো?

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও 'জগতের উপকার' বা কর্মযোগ]

মাষ্টার—ওরা বলে জগতের উপকার করবো। তাই আমি আপনার কথা বল্লাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—কি কথা?

মাষ্টার—শম্ভু মল্লিকের কথা। সে আপনাকে বলেছিলো, 'আমার ইচ্ছা যে, টাকা দিয়ে কতকগুলি হাসপাতাল, ডিস্‌পেন্সারী, স্কুল, এই সব ক'রে দিই; হ'লে অনেকের উপকার হবে। আপনি তাকে যা বলেছিলেন, তাই বললুম, 'যদি ঈশ্বর সম্মুখে আসেন, তবে তুমি কি বলবে, আমাকে কতকগুলি হসাপাতাল, ডিস্‌পেন্সারী, স্কুল ক'রে দাও।' আর একটি কথা বললাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, থাক আলাদা আছে, যারা কর্ম করতে আসে। আর কি কথা?

মাষ্টার—বললাম, কালী দর্শন যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে রাস্তায় কেবল কাঙ্গালী বিদায় করলে কি হবে? বরং যো সো ক'রে একবার কালী দর্শন ক'রে লও;—তার পর যত কাঙ্গালী বিদায় করতে ইচ্ছা হয় ক'রো।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আর কিছু কথা হ'লো?

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত ও কামজয়]

মাষ্টার—আপনার কাছে যারা আসে তাদের অনেকে কাম জয় করেছেন, এই কথা হ'লো। ডাক্তার তখন বললে, 'আমারও কামটাম উঠে গেছে, জানো?' আমি বললাম, আপনি তো বড় লোক। আপনি যে কাম জয় করেছেন বলছেন তাতো আশ্চর্য নয়। ক্ষুদ্র প্রাণীদের পর্যন্ত তাঁর কাছে থেকে ইন্দ্রিয় জয় হচ্ছে, এই আশ্চর্য! তার পর আমি বললাম, আপনি যা গিরিশ ঘোষকে বলেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—কি বলেছিলাম?

মাষ্টার—আপনি গিরিশ ঘোষকে বলেছিলেন, 'ডাক্তার তোমাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে নাই।' সেই অবতারের কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি অবতারের কথা তাকে (ডাক্তারকে) বলবে। **অবতার—যিনি তারণ করেন**। তা দশ অবতার আছে, চব্বিশ অবতার আছে, আবার অসংখ্য অবতার আছে।

[মদ্যপান ক্রমে ক্রমে একেবারে ত্যাগ]

মাষ্টার—গিরিশ ঘোষের ভারী খবর নেয়। কেবল জিজ্ঞাসা করেন, গিরিশ ঘোষ কি সব মদ ছেড়েছে? তার উপর বড় চোখ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি গিরিশ ঘোষকে ও কথা বলেছিলে?

মাষ্টার—আজ্ঞা হাঁ, বলেছিলাম। আর সব মদ ছাড়বার কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সে কি বললে?

মাষ্টার—তিনি বললেন, তোমরা যে কালে বলছো সেকালে ঠাকুরের কথা ব'লে মানি—কিন্তু আর জোর ক'রে কোনও কথা বলবো না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—(আনন্দের সহিত)—কালীপদ বলেছে, সে একেবারে সব ছেড়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নিত্যলীলা যোগ

[Identity of the Absolute or the Universal Ego and the Phenomenal World]

বৈকাল হইয়াছে, ডাক্তার আসিয়াছেন। অমৃত (ডাক্তারের ছেলে) ও হেম, ডাক্তারের সঙ্গে আসিয়াছেন। নরেন্দ্রাদি ভক্তেরাও উপস্থিত আছেন। ঠাকুর নিভৃতে অমৃতের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তোমার কি ধ্যান হয়?" আর বলিতেছেন,—"ধ্যানের অবস্থা কি রকম জান? মনটি হ'য়ে যায় তৈল ধারার ন্যায়। এক চিন্তা, ঈশ্বরের; অন্য কোন্ চিন্তা তার ভিতর আসবে না।" এইবার ঠাকুর সকলের সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)—তোমার ছেলে **অবতার** মানে না। তা বেশ। নাই বা মান্‌লে।

"তোমার ছেলেটি বেশ। তা হবে না? বোম্বাই আমের গাছে কি টোকো আম হয়? তার ঈশ্বরে কেমন বিশ্বাস! যার ঈশ্বরে মন সেই তো

মানুষ। মানুষ—আর মানহুঁশ। যার হুঁশ আছে, চৈতন্য আছে, সে নিশ্চিত জানে, ঈশ্বর সত্য আর সব অনিত্য—সেই মানহুঁশ। তা অবতার মানে না, তাতে দোষ কি?

"ঈশ্বর; আর এ সব জীব জগৎ, তাঁর ঐশ্বর্য। এ মানলেই হ'লো। যেমন বড় মানুষ আর তার বাগান।

"এ রকম আছে, দশ অবতার—চব্বিশ অবতার,—আবার অসংখ্য অবতার। যেখানে তাঁর বিশেষ শক্তি প্রকাশ, সেখানেই অবতার! তাই ত আমার মত।

"আর এক আছে, যা কিছু দেখছো এ সব তিনি হয়েছেন। যেমন বেল,—বিচি, খোলা, শাঁস তিন জড়িয়ে এক। **যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা**; যাঁরই লীলা তাঁরই নিত্য। নিত্যকে ছেড়ে শুধু লীলা বুঝা যায় না। লীলা আছে ব'লেই, ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে নিত্যে পেঁছান যায়।

"অহং বুদ্ধি যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ লীলা ছাড়িয়ে যাবার যো নাই। নেতি নেতি ক'রে ধ্যানযোগের ভিতর দিয়ে নিত্যে পেঁছান যেতে পারে। কিন্তু কিছু ছাড়বার যো নাই। যেমন বললাম,—বেল।"

ডাক্তার—ঠিক কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কচ নির্বিকল্প সমাধিতে রয়েছেন। যখন সমাধি ভঙ্গ হচ্ছে, একজন জিজ্ঞাসা করলে, তুমি এখন কি দেখছো? কচ বললেন, দেখছি যে, জগৎ যেন তাঁতে জ'ড়ে রয়েছে! তিনিই পরিপূর্ণ! যা কিছু দেখছি সব তিনিই হয়েছেন। এর ভিতর কোন্‌টা ফেল্‌বো, কোন্‌টা লব, ঠিক পাচ্ছি না।

"কি জানো—নিত্য আর লীলা দর্শন ক'রে, দাস ভাবে থাকা। হনুমান সাকার নিরাকার সাক্ষাৎকার করেছিলেন। তার পরে, দাস ভাবে—ভক্তের ভাবে—ছিলেন।"

মণি (স্বগতঃ)—নিত্য আর লীলা দুই নিতে হবে। জার্মানিতে বেদান্ত যাওয়া অবধি ইউরোপীয় পণ্ডিতদের কাহারও কাহারও এই মত। কিন্তু ঠাকুর বলেছেন, সব ত্যাগ—কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ—না হ'লে নিত্য লীলার সাক্ষাৎকার হয় না। ঠিক ত্যাগী। সম্পূর্ণ অনাসক্তি। এইটুকু হেগেল প্রভৃতি পণ্ডিতদের সঙ্গে বিশেষ তফাত দেখেছি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও অবতারবাদ

[Reconciliation of free Will and Predestination]

ডাক্তার বলছেন, ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন, আর আমাদের সকলের আত্মা (Soul) অনন্ত উন্নতি করবে। একজন আর একজনের চেয়ে বড়, একথা তিনি মানতে চাহিতেছেন না। তাই অবতার মানছেন না।

ডাক্তার— 'Infinite Progress! তা যদি না হ'লো তা হ'লে পাঁচ বছর সাত বছর আর বেঁচেই বা কি হবে! গলায় দাঁড়ি দেবো!

"অবতার আবার কি! যে মানুষ হাগে মোতে তার পদানত হব! হাঁ তবে Reflection of God's light (ঈশ্বরের জ্যোতি মানুষে প্রকাশ হ'য়ে থাকে) তা মানি।

গিরিশ (সহাস্যে)—আপনি God's Light দেখেন নি—

ডাক্তার উত্তর দিবার পূর্বে একটু ইতস্ততঃ করিতেছেন। কাছে একজন বন্ধু বসিয়াছিলেন—আস্তে আস্তে কি বলিলেন।

ডাক্তার—আপনি ও ত প্রতিবিম্ব বই কিছু দেখেন নাই।

গিরিশ— I see it! I see the Light! শ্রীকৃষ্ণ যে অবতার Prove (প্রমাণ) করবো—তা না হ'লে জিব কেটে ফেলবো।

[বিকারী রোগীরই বিচার—পূর্ণজ্ঞানে বিচার বন্ধ হয়]

শ্রীরামকৃষ্ণ—এ সব যা কথা হচ্ছে, এ কিছুই নয়।

"এ সব বিকারের রোগীর খেয়াল। বিকারের রোগী বলেছিল,—এক জালা জল খাব, এক হাঁড়ি ভাত খাব! বদ্যি বললে, আচ্ছা আচ্ছা খাবি। পথ্য পেয়ে যা বলবি তখন করা যাবে।

"যতক্ষণ কাঁচা ঘি, ততক্ষণই কলকলানি শোনা যায়। পাকা হ'লে আর শব্দ থাকে না। যার যেমন মন, ঈশ্বরকে সেইরূপ দেখে। আমি দেখেছি, বড়মানুষের বাড়ির ছবি—কুয়ীন্-এর ছবি—এই সব আছে। আবার ভক্তের বাড়ি—ঠাকুরদের ছবি!

"লক্ষ্মণ বলেছিলেন, রাম, যিনি স্বয়ং বশিষ্ঠদেব, তাঁর আবার পুত্রশোক! রাম বললেন, ভাই যার জ্ঞান আছে তার অজ্ঞানও আছে। যার আলো বোধ আছে, তাঁর অন্ধকার বোধও আছে। তাই জ্ঞান অজ্ঞানের পার হও। ঈশ্বরকে বিশেষরূপে জানলে সেই অবস্থা হয়। এরই নাম **বিজ্ঞান**।

"পায়ে কাঁটা ফুটলে আর একটি কাঁটা যোগাড় করে আনতে হয়। এনে সেই কাঁটাটি তুলতে হয়। তোলার পর দুইটি কাঁটাই ফেলে দেয়। জ্ঞান কাঁটা দিয়ে অজ্ঞান কাঁটা তুলে, জ্ঞান অজ্ঞান দুই কাঁটাই ফেলে দিতে হয়।

"পূর্ণজ্ঞানের লক্ষণ আছে। বিচার বন্ধ হ'য়ে যায়। যা বললুম, কাঁচা থাকলেই ঘিয়ের কলকলানি।"

ডাক্তার—পূর্ণ জ্ঞান থাকে কই? সব ঈশ্বর! তবে তুমি পরমহংসগিরি কচ্চ কেন? আর এরাই বা এসে তোমার সেবা কচ্চে কেন? চুপ ক'রে থাক না কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—জল স্থির থাকলেও জল, হেল্‌লে দুল্‌লেও জল, তরংগ হ'লেও জল।

[*Voice of God or Conscience*— **মাহুত নারায়ণ**]

"আর একটি কথা। মাহুত নারায়ণের কথাই বা না শুনি কেন? গুরু শিষ্যকে ব'লে দিছলেন, সব নারায়ণ। পাগলা হাতী আসছিল। শিষ্য গুরুবাক্য বিশ্বাস ক'রে সেখান থেকে সরে নাই। হাতীও নারায়ণ। মাহুত কিন্তু চেঁচিয়ে বলছিলো, সব সরে যাও, সব সরে যাও; শিষ্যটি সরে নাই। হাতী তাকে আছাড় দিয়ে চলে গেল। প্রাণ যায় নাই। মুখে জল দিতে দিতে জ্ঞান হয়েছিল। যখন জিজ্ঞাসা করলে কেন তুমি সরে যাও নাই, সে বললে, 'কেন, গুরুদেব যে, বলেছেন—সব নারায়ণ!' গুরু বললেন, বাবা, মাহুত নারায়ণের কথা তবে শুন নাই কেন? তিনিই শুদ্ধ-মন শুদ্ধ-বুদ্ধি হ'য়ে ভিতরে আছেন। আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী। আমি ঘর, তিনি ঘরণী। তিনিই মাহুত নারায়ণ।"

ডাক্তার—আর একটা বলি; তবে কেন বল, এটা সারিয়ে দাও?

শ্রীরামকৃষ্ণ—যতক্ষণ আমি ঘট রয়েছে, ততক্ষণ এইরূপ হচ্ছে। মনে করো মহাসমুদ্র—অধঃ ঊর্ধ্ব পরিপূর্ণ। তার ভিতর একটি ঘট রয়েছে। ঘটের অন্তরে বাহিরে জল। কিন্তু না ভাঙ্গলে ঠিক একাকার হচ্ছে না। তিনিই এই আমি-ঘট রেখে দিয়েছেন।

[**আমি কে?**]

ডাক্তার—তবে এই 'আমি' যা বলছ, এগুলো কি? এর ত মানে বলতে হবে। তিনি কি আমাদের সঙ্গে চালাকি খেলছেন?

গিরিশ—মহাশয়, কেমন ক'রে জানলেন, চালাকি নয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—এই 'আমি' তিনিই রেখে দিয়েছেন। তাঁর খেলা—

তাঁর লীলা! এক রাজার চার বেটা। রাজার ছেলে।—কিন্তু খেলা করছে—কেউ মন্ত্রী, কেউ কোটাল হয়েছে, এই সব। রাজার বেটা হ'য়ে কোটাল কোটাল খেলছে!

(ডাক্তারের প্রতি)—"শোনো! তোমার যদি আত্মার সাক্ষাৎকার হয়, তবে এই সব মনাতে হবে। তাঁর দর্শন হ'লে সব সংশয় যায়।"

[Sonship and the Father—জ্ঞানযোগ ও শ্রীরামকৃষ্ণ]

ডাক্তার—সব সন্দেহ যায় কই?

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমার কাছে এই পর্যন্ত শুনে যাও। তারপর বেশী কিছু শুনতে চাও, তাঁর কাছে একলা..একলা বলবে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করবে, কেন তিনি এমন করেছেন।

"ছেলে ভিখারীকে এক কুনকে চাল দিতে পারে। রেল ভাড়া যদি দিতে হয় ত কর্ত্তাকে জানাতে হয়। [ডাক্তার চুপ করিয়া আছেন।

"আচ্ছা, তুমি বিচার ভালবাস। কিছু বিচার করি, শোনো। জ্ঞানীর মতে অবতার নাই। কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন,—তুমি আমাকে অবতার অবতার বলছ, তোমাকে একটা জিনিস দেখাই,—দেখবে এস। অর্জুন সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। খানিক দূরে গিয়ে অর্জুনকে বললেন, 'কি দেখতে পাচ্ছ?' অর্জুন বললেন, 'একটি বৃহৎ গাছ, কালো জাম থোলো থোলো হ'য়ে আছে।' শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'ও কাল জাম নয়। আর একটু এগিয়ে দেখ।' তখন অর্জুন দেখলেন. থোলো থোলো কৃষ্ণ ফলে আছে।' কৃষ্ণ বললেন, 'এখন দেখ্‌লে? আমার মতো কত কৃষ্ণ ফলে রয়েছে!

"কবীর দাস শ্রীকৃষ্ণের কথায় বলেছিলো, তুমি গোপীদের হাততালিতে বানর নাচ নেচেছিলে!

"যত এগিয়ে যাবে ততই ভগবানের উপাধি কম দেখতে পাবে! ভক্ত প্রথমে দর্শন করলে দশভূজা। আরও এগিয়ে গিয়ে দেখলে ষড়ভূজ। আরও এগিয়ে গিয়ে দেখছে দ্বিভূজ গোপাল! যত এগুচ্ছে ততই ঐশ্বর্য কমে যাচ্ছে। আরও এগিয়ে গেল, তখন জ্যোতিদর্শন কল্লে—কোন উপাধি নাই।

"একটু বেদান্তের বিচার শোন। এক রাজার সামনে একজন ভেলকি দেখাতে এসেছিল। একটু সরে যাওয়ার পর রাজা দেখলে, একজন সওয়ার আসছে। ঘোড়ার উপর চড়ে, খুব সাজগোজ—হাতে অস্ত্রশস্ত্র। সভাসুদ্ধ লোক আর রাজা বিচার কচ্ছে, এর ভিতর সত্য কি? ঘোড়া ত সত্য নয়, সাজগোজ, অস্ত্রশস্ত্রও সত্য নয়। শেষে সত্য সত্য দেখলে যে সওয়ার একলা

দাঁড়িয়ে রয়েছে! কিনা, **ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা**—বিচার করতে গেলে কিছুই টেকে না।”

ডাক্তার—এতে আমার আপত্তি নাই।

[The World (সংসার) and the Scare-Crow]

শ্রীরামকৃষ্ণ—তবে এ ভ্রম সহজে যায় না। জ্ঞানের পরও থাকে। স্বপনে বাঘকে দেখেছে, স্বপন ভেঙেগ গেল, তবু বুক দুড়় দুড়় করছে!

“ক্ষেতে চুরি করতে চোর এসেছে। খড়ের ছবি মানুষের আকার ক'রে রেখে দিয়েছে—ভয় দেখাবার জন্য। চোরেরা কোনও মতে ঢুকতে পারছে না। একজন কাছে গিয়ে দেখলে—খড়ের ছবি। এসে ওদের বললে,—ভয় নাই। তবু ওরা আসতে চায় না—বলে বুক দুড়় দুড়় করছে! তখন ভুঁয়ে ছবিটাকে শুইয়ে দিলে, আর বলতে লাগলো এ কিছ নয়, এ কিছু নয়, ‘নেতি’ ‘নেতি’।”

ডাক্তার—এ সব বেশ কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—হাঁ! কেমন কথা?

ডাক্তার—বেশ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—একটা ‘Thank you’ দাও।

ডাক্তার—তুমি কি বুঝছো না, মনের ভাব? আর কত কষ্ট ক'রে তোমায় এখানে দেখতে আসছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—না গো, মুর্খের জন্য কিছু বল। বিভীষণ লঙ্কার রাজা হ'তে চায় নাই—বলেছিলো, রাম তোমাকে পেয়েছি আবার রাজা হ'য়ে কি হবে! রাম বললেন, বিভীষণ! তুমি মুর্খদের জন্য রাজা হও। যারা বলছে, তুমি এত রামের সেবা করলে, তোমার কি ঐশ্বর্য হলো? তাদের শিক্ষার জন্য রাজা হও।

ডাক্তার—এখানে তেমন মুর্খ কই?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—না গো, শাঁকও আছে আবার গেঁড়ি গুগ্‌লিও আছে। (সকলের হাস্য)।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পুরুষ-প্রকৃতি—অধিকারী

ডাক্তার ঠাকুরের জন্য ঔষধ দিলেন দুটি Globule; বলিতেছেন, এই দুইটি গুলি দিলাম—পুরুষ আর প্রকৃতি। (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—হাঁ, ওরা এক সঙ্গেই থাকে। পায়রাদের দেখ নাই, তফাতে থাকতে পারে না। যেখানে পুরুষ সেখানেই প্রকৃতি, যেখানে প্রকৃতি সেখানেই পুরুষ।

আজ বিজয়া। ঠাকুর ডাক্তারকে মিষ্টমুখ করিতে বলিলেন। ভক্তেরা মিষ্টান্ন আনিয়া দিতেছেন।

ডাক্তার (খাইতে খাইতে)—খাবার জন্য 'Thank you' দিচ্ছি। তুমি যে অমন উপদেশ দিলে, তার জন্য নয়। সে 'Thank you' মুখে বলবো কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—তাঁতে মন রাখা। আর কি বলবো? আর একটু একটু ধ্যান করা। (ছোট নরেনকে দেখাইয়া) দেখ দেখ এর মন ঈশ্বরে একেবারে লীন হ'য়ে যায়। যে সব কথা তোমায় বলছিলাম—

ডাক্তার—এদের সব বলো।

শ্রীরামকৃষ্ণ—যার যা পেটে সয়। ওসব কথা কি সব্বাই লতে পারে? তোমাকে বললাম, সে এক। মা বাড়িতে মাছ এনেছে। সকলের পেট সমান নয়। কারুকে পোলোয়া ক'রে দিলে, কারুকে আবার মাছের ঝোল। পেট ভাল নয়। (সকলের হাস্য)।

ডাক্তার চলিয়া গেলেন। আজ বিজয়া। ভক্তেরা সকলে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। তৎপরে পরস্পর কোলাকুলি করিতে লাগিলেন। আনন্দের সীমা নাই। ঠাকুরের অত অসুখ, সব ভুলাইয়া দিয়াছেন! প্রেমালিঙ্গন ও মিষ্টমুখ অনেকক্ষণ ধরিয়া হইতেছে। ঠাকুরের কাছে ছোট নরেন, মাষ্টার ও আরও দু'চারিটি ভক্ত বসিয়া আছেন। ঠাকুর আনন্দে কথা কহিতেছেন। ডাক্তারের কথা পড়িল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ডাক্তারকে আর বেশী কিছু বলতে হবে না।

"গাছটা কাটা শেষ হ'য়ে এলে, যে ব্যক্তি কাটে সে একটু সরে দাঁড়ায়। খানিকক্ষণ পরে গাছটা আপনিই পড়ে যায়।"

ছোট নরেন (সহাস্যে)—সবই Principle!

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারকে)—ডাক্তার অনেক বদলে গেছে না?

মাষ্টার—আজ্ঞা হাঁ। এখানে এলে হতবুদ্ধি হ'য়ে পড়েন। কি ওষুধ দিতে হবে আদপেই সে কথা তোলেন না। আমরা মনে ক'রে দিলে তবে বলেন, হাঁ হাঁ ঔষধ দিতে হবে।

বৈঠকখানা ঘরে ভক্তেরা কেহ কেহ গান গাহিতেছিলেন।

ঠাকুর যে ঘরে আছেন, সেই ঘরে তাঁহারা ফিরিয়া আসিলে পর ঠাকুর বলিতেছেন,—"তোমরা গান গাচ্ছিলে,—তাল হয় না কেন? কে একজন বেতালাসিদ্ধ ছিল—এ তাই!" (সকলের হাস্য)

ছোট নরেনের আত্মীয় ছোকরা আসিয়াছেন। খুব সাজগোজ, আর চক্ষে চশমা। ঠাকুর ছোট নরেনের সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—দেখ, এই রাস্তা দিয়ে একজন ছোকরা যাচ্ছিল, প্লেটওলা জামা পরা। চলবার যে ঢং। প্লেটটা সামনে রেখে সেইখানটা চাদর খুলে দেয়—আবার এদিক-ওদিক চায়,—কেউ দেখছে কি না। চলবার সময় কাঁকাল ভাঙ্গা। (সকলের হাস্য)। একবার দেখিস্ না।

"ময়ূর পাখা দেখায়। কিন্তু পা-গুলো বড় নোংরা! (সকলের হাস্য)। উট বড় কুৎসিত,—তার সব কুৎসিত।"

নরেনের আত্মীয়—কিন্তু আচরণ ভাল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ভাল। তবে কাঁটা ঘাস খায়—মুখদে রক্ত পড়ে, তবুও খাবে! সংসারী, এই ছেলে মরে, আবার ছেলে ছেলে করে!

একবিংশ খণ্ড

শ্যামপুকুরের বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতায় শ্যামপুকুর বাটীতে ভক্তসঙ্গে

শুক্রবার, আশ্বিনের কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী; ১৫ই কার্তিক; ৩০শে অক্টোবর ১৮৮৫। শ্রীরামকৃষ্ণ শ্যামপুকুরে চিকিৎসার্থ আসিয়াছেন। দোতলার ঘরে আছেন; বেলা ৯টা; মাষ্টারের সহিত একাকী কথা কহিতেছেন; মাষ্টার ডাক্তার সরকারের কাছে গিয়া পীড়ার খবর দিবেন ও তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আনিবেন। ঠাকুরের শরীর এত অসুস্থ;—কিন্তু কেবল ভক্তদের জন্য চিন্তা!

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি, সহাস্যে)—আজ সকালে পূর্ণ এসেছিল। বেশ স্বভাব। মণীন্দ্রের প্রকৃতি ভাব! কি আশ্চর্য! চৈতন্যচরিত পড়ে এটি মনে ধারণা হয়েছে,—গোপীভাব, সখীভাব; ঈশ্বর পুরুষ আর আমি যেন প্রকৃতি।

মাষ্টার—আজ্ঞা হাঁ।

পূর্ণচন্দ্র স্কুলের ছেলে, বয়স ১৫-১৬। পূর্ণকে দেখিবার জন্য ঠাকুর বড় ব্যাকুল হন, কিন্তু বাড়িতে তাহাকে আসিতে দেয় না। দেখিবার জন্য প্রথম প্রথম এত ব্যাকুল হইয়াছিলেন যে, একদিন রাত্রে তিনি দক্ষিণেশ্বর হইতে হঠাৎ মাষ্টারের বাড়িতে উপস্থিত। মাষ্টার পূর্ণকে বাড়ি হইতে সঙ্গে করিয়া আনিয়া দেখা করাইয়া দিয়াছিলেন। ঈশ্বরকে কিরূপে ডাকিতে হয়,—তাহার সহিত এইরূপ অনেক কথা-বার্তার পর—ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া যান।

মণীন্দ্রের বয়সও ১৫।১৬ হইবে। ভক্তেরা তাঁহাকে খোকা বলিয়া ডাকিতেন, এখনও ডাকেন। ছেলেটি ভগবানের নাম গুণগান শুনিলে ভাবে বিভোর হইয়া নৃত্য করিত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ডাক্তার ও মাষ্টার

বেলা ১০টা-১০৷৷টা। ডাক্তার সরকারের বাড়ি মাষ্টার গিয়াছেন। রাস্তার উপর দোতলার বৈঠকখানার ঘরের বারান্দা, সেইখানে ডাক্তারের সঙ্গে কাষ্ঠাসনে বসিয়া কথা কহিতেছেন। ডাক্তারের সম্মুখে কাঁচের আধারে জল, তাহাতে লাল মাছ খেলা করিতেছে। ডাক্তার মাঝে মাঝে এলাচের খোসা জলে ফেলিয়া দিতেছেন। এক-একবার ময়দার গুলি পাকাইয়া খোলা ছাদের দিকে চড়ুই পাখীদের আহারের জন্য ফেলিয়া দিতেছেন। মাষ্টার দেখিতেছেন।

ডাক্তার (মাষ্টারের প্রতি সহাস্যে)—এই দেখ, এরা (লাল মাছ) আমার দিকে চেয়ে আছে, কিন্তু উদিকে যে এলাচের খোসা ফেলে দিইছি তা দেখে নাই। তাই বলি, শুধু ভক্তিতে কি হবে, জ্ঞান চাই। (মাষ্টারের হাস্য)। ঐ দেখ চড়ুই পাখী উড়ে গেল; ময়দার গুলি ফেললুম, ওর দেখে ভয় হ'লো। ওর ভক্তি হলো না, জ্ঞান নাই বলে। জানে না যে খাবার জিনিস।

ডাক্তার বৈঠকখানার মধ্যে আসিয়া বসিলেন। চতুর্দিকে আলমারীতে স্তূপাকার বই। ডাক্তার একটু বিশ্রাম করিতেছেন। মাষ্টার বই দেখিতেছেন ও এক-একখানি লইয়া পড়িতেছেন। শেষে কিয়ৎক্ষণ পড়িতেছেন—Canon Farrar's Life of Jesus.

ডাক্তার মাঝে মাঝে গল্প করিতেছেন। কত কষ্টে হোমিওপ্যাথিক হস্পিট্যাল্ হইয়াছিল, সেই সকল ব্যাপার সম্বন্ধীয় চিঠিপত্র পড়িতে বলিলেন আর বলিলেন যে, "ঐ সকল চিঠিপত্র ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের 'ক্যালকাটা জার্ণাল্ অব মেডিসিন'-এ পাওয়া যাইবে।" ডাক্তারের হোমিওপ্যাথির উপর খুব অনুরাগ।

মাষ্টার আর একখানি বই বাহির করিয়াছেন, Mungers New Theology। ডাক্তার দেখিলেন।

ডাক্তার—Munger বেশ যুক্তি বিচারের উপর সিদ্ধান্ত করেছে। এ তোমার **চৈতন্য** অমুক কথা বলেছে, কি **বুদ্ধ** বলেছে, কি **যীশুখৃষ্ট** বলেছে,—তাই বিশ্বাস করতে হবে,—তা নয়।

মাষ্টার (সহাস্যে)—চৈতন্য, বুদ্ধ, নয়; তবে ইনি (Munger)।

ডাক্তার—তা তুমি যা বল।

মাষ্টার—একজন ত কেউ বলছে। তা হ'লে দাঁড়ালো ইনি। (ডাক্তারের হাস্য)।

ডাক্তার গাড়িতে উঠিয়াছেন, মাষ্টার সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়াছেন। গাড়ি শ্যামপুকুর অভিমুখে যাইতেছে, বেলা দুই প্রহর হইয়াছে। দুইজনে গল্প

করিতে করিতে যাইতেছেন। ডাক্তার ভাদুড়ীও মাঝে মাঝে ঠাকুরকে দেখিতে আসেন; তাঁহারই কথা পড়িল।

মাষ্টার (সহাস্যে)—আপনাকে ভাদুড়ী বলেছেন, ইটপাটকেল থেকে আরম্ভ করতে হবে।

ডাক্তার—সে কি রকম?

মাষ্টার—মহাত্মা, সূক্ষ্ম শরীর, এসব আপনি মানেন না। ভাদুড়ী মহাশয় বোধ হয় 'থিয়সফিস্ট্'। তা ছাড়া, আপনি অবতার লীলা মানেন না। তাই তিনি বুঝি ঠাট্টা ক'রে বলেছেন, এবার ম'লে মানুষ জন্ম ত হবেই না: কোনও জীব, জন্তু, গাছপালা কিছুই হ'তে পারবেন না! ইটপাটকেল থেকে আরম্ভ করতে হবে, তারপর অনেক জন্মের পর যদি কখনও মানুষ হন!

ডাক্তার—ও বাবা!

মাষ্টার—আর বলেছেন, আপনাদের যে Science নিয়ে জ্ঞান সে মিথ্যা জ্ঞান। এই আছে, এই নাই। তিনি উপমাও দিয়েছেন। যেমন দুটি পাতকুয়া আছে। একটি পাতকুয়ার জল নীচের Spring থেকে আসছে; দ্বিতীয় পাতকুয়ার Spring নাই, তবে বর্ষার জলে পরিপূর্ণ হয়েছে। সে জল কিন্তু বেশীদিন থাকবার নয়। আপনার Science-এর জ্ঞানও, বর্ষার পাতকুয়ার জলের মতো শুকিয়ে যাবে।

ডাক্তার (ঈষৎ হাসিয়া)—বটে।

গাড়ি কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীটে আসিয়া উপস্থিত হইল। ডাক্তার সরকার শ্রীযুক্ত প্রতাপ ডাক্তারকে তুলিয়া লইলেন। তিনি গতকল্য ঠাকুরকে দেখিতে গিয়াছিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ডাক্তার সরকারের প্রতি উপদেশ—জ্ঞানীর ধ্যান

ঠাকুর সেই দোতলার ঘরে বসিয়া আছেন,—কয়েকটি ভক্তসঙ্গে। ডাক্তার সরকার এবং প্রতাপের সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

ডাক্তার (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)—আবার কাশি হয়েছে? (সহাস্যে) তা কাশীতে যাওয়া ত ভাল (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—তাতে ত মুক্তি গো! আমি মুক্তি চাই না, ভক্তি চাই। (ডাক্তার ও ভক্তেরা হাসিতেছেন)।

শ্রীযুক্ত প্রতাপ, ডাক্তার ভাদুড়ীর জামাতা। ঠাকুর প্রতাপকে দেখিয়া ভাদুড়ীর গুণগান করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রতাপকে)—আহা, তিনি কি লোক হয়েছেন! ঈশ্বর-চিন্তা, শুদ্ধাচার, আর নিরাকার-সাকার সব ভাব নিয়েছেন।

মাষ্টারের বড় ইচ্ছা যে ইটপাটকেলের কথাটি আর একবার হয়। তিনি ছোট নরেনকে আস্তে আস্তে—অথচ ঠাকুর যাহাতে শুনিতে পান—এমন ভাবে বলিতেছেন, "ইটপাটকেলের কথাটি ভাদুড়ী কি বলেছেন মনে আছে?"

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে, ডাক্তারের প্রতি)—আর তোমায় কি বলেছেন জান? তুমি এ সব বিশ্বাস করো না, মন্বন্তরের পর তোমার ইটপাটকেল থেকে আরম্ভ করতে হবে। (সকলের হাস্য)।

ডাক্তার (সহাস্যে)—ইটপাটকেল থেকে আরম্ভ ক'রে অনেক জন্মের পর যদি মানুষ হই, আবার এখানে এলেই ত ইটপাটকেল থেকে আবার আরম্ভ। (ডাক্তার ও সকলের হাস্য)।

ঠাকুর এত অসুস্থ, তবুও তাঁহার ঈশ্বরীয় ভাব হয় ও তিনি ঈশ্বরের কথা সর্বদা কন, এই কথা হইতেছে।

প্রতাপ—কাল দেখে গেলাম **ভাবাবস্থা।**

শ্রীরামকৃষ্ণ—সে আপনি আপনি হ'য়ে গিয়েছিল; বেশী নয়।

ডাক্তার—কথা আর ভাব এখন ভাল নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)—কাল যে ভাবাবস্থা হয়েছিল, তাতে তোমাকে দেখলাম। দেখলাম, জ্ঞানের আকর—কিন্তু মজক একেবারে শুষ্ক, আনন্দরস পায় নাই। (প্রতাপের প্রতি) ইনি (ডাক্তার) যদি একবার আনন্দ পান, অধঃ ঊর্ধ্ব পরিপূর্ণ দেখেন। আর আমি যা বলছি তাই ঠিক, আর অন্যেরা যা বলে তা ঠিক নয়, এ সব কথা তা হ'লে আর বলেন না—আর হাঁক ম্যাঁক লাঠিমারা কথাগুলো আর ওঁর মুখ দিয়ে বেরোয় না!

[জীবনের উদ্দেশ্য—পূর্বকথা—ন্যাংটার উপদেশ]

ভক্তেরা সকলে চুপ করিয়া আছেন, হঠাৎ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হইয়া ডাক্তার সরকারকে বলিতেছেন—

"মহীন্দ্রবাবু—কি টাকা টাকা করছো! মাগ, মাগ!—মান, মান! করছো! ওসব এখন ছেড়ে দিয়ে, একচিত্ত হ'য়ে ঈশ্বরেতে মন দাও!—ঐ আনন্দ ভোগ করো।

ডাক্তার সরকার চুপ করিয়া আছেন। সকলেই চুপ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—জ্ঞানীর ধ্যানের কথা ন্যাংটা বলতো। জলে জল, অধঃ ঊর্ধ্ব পরিপূর্ণ! জীব যেন মীন, জলে আনন্দে সে সাঁতার দিচ্ছে। ঠিক ধ্যান হ'লে এইটি সত্য সত্য দেখবে।

"অনন্ত সমুদ্র, জলেরও অবধি নাই। তার ভিতরে যেন একটি ঘট রয়েছে। বাহিরে ভিতরে জল। জ্ঞানী দেখে—অন্তরে বাহিরে সেই পরমাত্মা। তবে ঘটটি কি? ঘট আছে ব'লে জল দুই ভাগ দেখাচ্ছে, অন্তরে বাহিরে বোধ হচ্ছে। 'আমি' ঘট থাকলে এই বোধ হয়। ঐ 'আমিটি' যদি যায়, তা হ'লে যা আছে তাই, মুখে বলবার কিছু নাই।

"জ্ঞানীর ধ্যান আর কি রকম জান? **অনন্ত আকাশ,** তাতে পাখী আনন্দে উড়ছে, পাখা বিস্তার ক'রে! **চিদাকাশ,** আত্মা পাখী। পাখী খাঁচায় নাই, **চিদাকাশে উড়ছে! আনন্দ ধরে না।**"*

ভক্তেরা অবাক হইয়া এই ধ্যান-যোগ কথা শুনিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রতাপ আবার কথা আরম্ভ করিলেন।

প্রতাপ (সরকারের প্রতি)—ভাবতে গেলে সব ছায়া।

ডাক্তার—ছায়া যদি বললে, তবে তিনটি চাই। সূর্য, বস্তু, আর ছায়া। বস্তু না হ'লে ছায়া কি! এদিকে বলছো God real আবার Creation unreal! Creation ও real.

প্রতাপ—আচ্ছা, আরশিতে যেমন প্রতিবিম্ব, তেমনি মনরূপ আরশিতে এই জগৎ দেখা যাচ্ছে।

ডাক্তার—একটা বস্তু না থাকলে কি প্রতিবিম্ব?

নরেন—কেন, ঈশ্বর বস্তু! [ডাক্তার চুপ করিয়া রহিলেন।

[জগৎ চৈতন্য ও Science —ঈশ্বরই কর্ত্তা]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)—একটা কথা তুমি বেশ বলেছো। ভাবাবস্থা যে মনের যোগে হয় এটি আর কেউ বলেনি। তুমিই বলেছো।

"শিবনাথ বলেছিল, বেশী ঈশ্বর-চিন্তা করলে বেহেড হ'য়ে যায়। বলে জগৎ চৈতন্যকে চিন্তা ক'রে অচৈতন্য হয়! **বোধস্বরূপ,** যাঁর বোধে জগৎ বোধ করছে, তাঁকে চিন্তা করে অবোধ!

"আর তোমার Science— এটা মিশলে ওটা হয়, ওটা মিশলে এটা হয়; ওগুলো চিন্তা করলে বরং বোধশূন্য হ'তে পারে, কেবল জড়গুলো ঘেঁটে!"

ডাক্তার—ওতে ঈশ্বরকে দেখা যায়।

মণি—তবে মানুষে আরও স্পষ্ট দেখা যায়। আর মহাপুরুষে আরও বেশী দেখা যায়। মহাপুরুষে বেশী প্রকাশ।

ডাক্তার—হাঁ, মানুষেতে বটে।

* CF. Shelley's Skylark

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁকে চিন্তা করলে অচৈতন্য! যে চৈতন্যে জড় পর্যন্ত চেতন হয়েছে, হাত-পা-শরীর নড়ছে! বলে শরীর নড়ছে, কিন্তু তিনি নড়ছেন জানে না। বলে, জলে হাত পুড়ে গেল! জলে কিছু পোড়ে না। জলের ভিতরে যে উত্তাপ, জলের ভিতর যে অগ্নি তাতেই হাত পুড়ে গেল!

"হাঁড়িতে ভাত ফুটছে। আলু-বেগুন লাফাচ্ছে। ছোট ছেলে বলে আলু-বেগুনগুলো আপনি নাচ্ছে জানে না যে, নীচে আগুন আছে! মানুষ বলে, ইন্দ্রিয়েরা আপনা-আপনি কাজ করছে! ভিতরে যে সেই চৈতন্যস্বরূপ আছে তা ভাবে না!

ডাক্তার সরকার গাত্রোত্থান করিলেন। এইবার বিদায় গ্রহণ করিবেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও দাঁড়াইলেন।

ডাক্তার—বিপদে মধুসূদন। সাধে 'তুঁহু তুঁহু' বলায়। গলায় ঐটি হয়েছে তাই। তুমি নিজে যেমন বলো, এখন ধন্বন্তরীর হাতে পড়েছো, ধন্বন্তরীকে বলো। তোমারই কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি আর বলবো।

ডাক্তার—কেন বলবে না? তাঁর কোলে রয়েছি, কোলে হাগছি আর ব্যায়রাম হ'লে তাঁকে বলবো না তবে কাকে বলবো?

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঠিক ঠিক। এক একবার বলি। তা—হয় না।

ডাক্তার—আর বলতেই বা হবে কেন, তিনি কি জানছেন না?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—একজন মুসলমান নমাজ করতে করতে 'হো আল্লা' 'হো আল্লা' ব'লে চীৎকার ক'রে ডাকছিল। তাকে একজন লোক বললে, তুই আল্লাকে ডাক্‌ছিস তা অতো চেঁচাচ্ছিস কেন? তিনি যে পিঁপড়ের পায়ের নূপুর শুনতে পান!

[যোগীর লক্ষণ—যোগী অন্তর্মুখ—বিল্বমঙ্গল ঠাকুর]

শ্রীরামকৃষ্ণ–তাঁতে যখন মনের যোগ হয়, তখন ঈশ্বরকে খুব কাছে দেখে। হৃদয়ের মধ্যে দেখে।

"কিন্তু একটি কথা আছে, যত এই যোগ হবে ততই বাহিরের জিনিস থেকে মন সরে আসবে। ভক্তমালে এক ভক্তের (বিল্বমঙ্গলের) কথা আছে। সে বেশ্যালয়ে যেতো। একদিন অনেক রাত্রে যাচ্ছে। বাড়িতে বাপ-মায়ের শ্রাদ্ধ হয়েছিল তাই দেরি হয়েছে। শ্রাদ্ধের খাবার বেশ্যাকে দেবে ব'লে হাতে ক'রে লয়ে যাচ্ছে। তার বেশ্যার দিকে এত একাগ্র মন যে কিসের উপর দিয়ে যাচ্ছে, কোনখান দিয়ে যাচ্ছে, এ সব কিছু হুঁশ নাই। পথে এক যোগী চক্ষু বুজে ঈশ্বর-চিন্তা কচ্ছিল, তাঁর গায়ে পা দিয়ে চলে যাচ্ছে। যোগী রাগ ক'রে ব'লে উঠলো, 'কি তুই দেখতে পাচ্ছিস না? আমি ঈশ্বরকে চিন্তা

করছি, তুই গায়ের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছিস?' তখন সে লোকটি বললে, আমায় মাপ করবেন, কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বেশ্যাকে চিন্তা ক'রে আমার হুঁশ নাই, আর আপনি ঈশ্বর-চিন্তা কচ্ছেন, আপনার সব বাহিরের হুঁশ আছে! এ কি রকম ঈশ্বর-চিন্তা! সে ভক্ত শেষে সংসার ত্যাগ ক'রে ঈশ্বরের আরাধনায় চলে গিয়েছিল। বেশ্যাকে বলেছিল, তুমি আমার গুরু, তুমি শিখিয়েছ কি রকম ঈশ্বরে অনুরাগ করতে হয়। বেশ্যাকে মা বলে ত্যাগ করেছিল।”

ডাক্তার—এ তান্ত্রিক উপাসনা। জননী রমণী।

[লোকশিক্ষা দিবার সংসারীর অনধিকার]

শ্রীরামকৃষ্ণ—দেখ, একটা গল্প শোনো। একজন রাজা ছিল। একটি পণ্ডিতের কাছে রাজা রোজ ভাগবত শুনতো। প্রত্যহ ভাগবত পড়ার পর পণ্ডিত রাজাকে বলতো রাজা, বুঝেছ? রাজাও রোজ বলতো, তুমি আগে বোঝো! ভাগবতের পণ্ডিত বাড়ি গিয়ে রোজ ভাবে যে, রাজা রোজ এমন কথা বলে কেন! আমি রোজ এত ক'রে বোঝাই আর রাজা উল্‌টে বলে, তুমি আগে বোঝো! একি হলো! পণ্ডিতটি সাধন-ভজনও করতো। কিছুদিন পরে তার হুঁশ হলো যে ঈশ্বরই বস্তু, আর সব—গৃহ, পরিবার, ধন, জন, মান-সম্ভ্রম সব অবস্তু। সংসারে সব মিথ্যা বোধ হওয়াতে সে সংসার ত্যাগ করলে। যাবার সময় কেবল একজনকে ব'লে গেল যে, রাজাকে ব'লো যে এখন আমি বুঝেছি।

আর একটি গল্প শোনো। একজনের একটি ভাগবতের পণ্ডিত দরকার হয়েছিল,—'পণ্ডিত এসে রোজ শ্রীমদ্ভাগবতের কথা বলবে। এখন ভাগবতের পণ্ডিত পাওয়া যাচ্ছে না। অনেক খোঁজার পর একটি লোক এসে বললে, মহাশয়, একটি উৎকৃষ্ট ভাগবতের পণ্ডিত পেয়েছি। সে বললে, তবে বেশ হয়েছে,—তাঁকে আনো! লোকটি বললে, একটু কিন্তু গোল আছে। তার কয়খানা লাঙ্গল আর কয়টা হেলে গরু আছে—তাদের নিয়ে সমস্ত দিন থাকতে হয়, চাষ দেখতে হয়, একটুও অবসর নাই। তখন যার ভাগবতের পণ্ডিত দরকার সে বললে, ওহে, যার লাঙ্গল আর হেলে গরু আছে, এমন ভাগবতের পণ্ডিত আমি চাচ্ছি না,—আমি চাচ্ছি এমন লোক যার অবসর আছে, আর আমাকে হরি-কথা শুনাতে পারেন। (ডাক্তারের প্রতি) বুঝলে?

ডাক্তার চুপ করিয়া রহিলেন।

[শুধু পাণ্ডিত্য ও ডাক্তার]

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি জান, শুধু পাণ্ডিত্যে কি হবে? পণ্ডিতেরা অনেক জানে-শোনে—বেদ, পুরাণ, তন্ত্র। কিন্তু শুধু পাণ্ডিত্যে কি হবে? বিবেক

বৈরাগ্য চাই। বিবেক বৈরাগ্য যদি থাকে, তবে তার কথা শুনতে পারা যায়। যারা সংসারকে সার করেছে, তাদের কথা নিয়ে কি হবে!

"গীতা পড়লে কি হয়? দশবার 'গীতা গীতা' বললে যা হয়। 'গীতা গীতা' বলতে বলতে 'ত্যাগী' হয়ে যায়! সংসারে কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি যার ত্যাগ হ'য়ে গেছে, যে ঈশ্বরেতে ষোল আনা ভক্তি দিতে পেরেছে, সেই গীতার মর্ম বুঝেছে। গীতা সব বইটা পড়বার দরকার নাই। 'ত্যাগী' 'ত্যাগী' বলতে পারলেই হলো।"

ডাক্তার—'ত্যাগী' বলতে গেলেই একটা য-ফলা আনতে হয়।

মণি—তা য-ফলা না আনলেও হয়, নবদ্বীপ গোস্বামী ঠাকুরকে বলেছিলেন। ঠাকুর পেনিটিতে মহোৎসব দেখতে গিয়েছিলেন, সেখানে নবদ্বীপ গোস্বামীকে এই গীতার কথা বলছিলেন। তখন গোস্বামী বললেন, তগ্ ধাতু ঘঙ্ 'তাগ' হয়, তার উত্তর ইন্ প্রত্যয় করলে তাগী হয়, ত্যাগী ও তাগী এক মানে।

ডাক্তার—আমায় একজন রাধা মানে বলেছিল। বললে, রাধা মানে কি জানো? কথাটা উল্টে নাও অর্থাৎ 'ধারা, ধারা'। (সকলে হাস্য)। (সহাস্যে) আজ 'ধারা' পর্যন্তই রহিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ঐহিক জ্ঞান বা Science

ডাক্তার চলিয়া গেলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে মাষ্টার বসিয়া আছেন ও একান্তে কথা হইতেছে। মাষ্টার ডাক্তারের বাড়িতে গিয়াছিলেন, সেই সব কথা হইতেছিল।

মাষ্টার (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)—লাল মাছকে এলাচের খোসা দেওয়া হচ্ছিল, আর চড়ুই পাখীদের ময়দার গুলি। তা বলেন, 'দেখলে, ওরা এলাচের খোসা দেখেনি তাই চলে গেল! আগে জ্ঞান চাই তবে ভক্তি। দুই-একটা চড়ুইও ময়দার ডেলা ছোড়া দেখে পালিয়ে গেল। ওদের জ্ঞান নাই তাই ভক্তি হলো না।'

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—ও জ্ঞানের মানে ঐহিক জ্ঞান—ওদের Science-এর জ্ঞান।

মাষ্টার—আবার বললেন, 'চৈতন্য ব'লে গেছে কি বুদ্ধ ব'লে গেছে কি যীশুখৃষ্ট ব'লে গেছে তবে বিশ্বাস করবো! তা নয়!'

"এক নাতি হয়েছে,—তা বৌমার সুখ্যাতি করলেন। বললেন একদিনও বাড়িতে দেখতে পাই না, এমনি শান্ত আর লজ্জাশীলা—"

শ্রীরামকৃষ্ণ—এখানকার কথা ভাবছে। ক্রমে শ্রদ্ধা হচ্ছে। একেবারে অহঙ্কার কি যায় গা! অত বিদ্যা, মান! টাকা হয়েছে! কিন্তু এখানকার কথাতে অশ্রদ্ধা নেই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অবতীর্ণ শক্তি বা সদানন্দ

বেলা ৫টা। শ্রীরামকৃষ্ণ সেই দোতলার ঘরে বসিয়া আছেন। চতুর্দিকে ভক্তেরা চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। তন্মধ্যে অনেকগুলি বাহিরের লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছেন। কোনও কথা নাই।

মাষ্টার কাছে বসিয়া আছেন। তাঁহার সঙ্গে নিভৃতে এক একটি কথা হইতেছে। ঠাকুর জামা পরিবেন—মাষ্টার জামা পরাইয়া দিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—দ্যাখো, এখন আর বড় ধ্যান-ট্যান করতে হয় না। **অখণ্ড একবারে বোধ হ'য়ে যায়। এখন কেবল দর্শন।**

মাষ্টার চুপ করিয়া আছেন। ঘরও নিস্তব্ধ।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর তাহাকে আবার একটি কথা বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, এরা যে সব একাসনে চুপ ক'রে বসে আছে, আর আমায় দ্যাখে--কথা নাই, গান নাই; এতে কি দ্যাখে?

ঠাকুর কি ইঙ্গিত করিতেছেন যে, সাক্ষাৎ ঈশ্বরের শক্তি অবতীর্ণ তাই এত লোকের আকর্ষণ, তাই ভক্তেরা অবাক্ হইয়া তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকে!

মাষ্টার উত্তর করিলেন—আজ্ঞে, এরা সব আপনার কথা অনেক আগে শুনেছে, আর দ্যাখে—যা কখনও ওরা দেখতে পায় না—সদানন্দ বালক-স্বভাব, নিরহঙ্কার, ঈশ্বরের প্রেমে মাতোয়ারা! সেদিন ঈশান মুখুয্যের বাড়ি আপনি গিয়েছিলেন; সেই বাহিরের ঘরে পায়চারি কচ্ছিলেন; আমরাও ছিলাম, একজন আপনাকে এসে বললে, এমন **'সদানন্দ পুরুষ'** কোথাও দেখি নাই।

মাষ্টার আবার চুপ করিয়া রহিলেন। ঘর আবাব নিস্তব্ধ! কিয়ৎকাল পরে ঠাকুর আবার মৃদুস্বরে মাষ্টারকে কি বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, ডাক্তারের কি রকম হচ্ছে? এখানকার কথা সব কি বেশ নিচ্ছে?

মাষ্টার—এ অমোঘ বীজ কোথায় যাবে, একবার না একবার একদিক দিয়ে বেরোবে। সেদিনকার একটা কথায় হাসি পাচ্ছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি কথা?

মাষ্টার—সেদিন বলেছিলেন, যদু মল্লিকের খাবার সময় কোন্ ব্যঞ্জনে নুন হ'য়েছে, কোন্ ব্যঞ্জনে হয়নি এ বুঝতে পারে না; এত অন্যমনস্ক! কেউ যদি বলে দেয় এ ব্যঞ্জনে নুন হয় নাই' তখন এ্যাঁ এ্যাঁ করে বলে, 'নুন হয় নাই? ডাক্তারকে এই কথাটি শোনাচ্ছিলেন। তিনি বলছিলেন কিনা যে, আমি এত অন্যমনস্ক হ'য়ে যাই। আপনি বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন যে, সে বিষয় চিন্তা করে অন্যমনস্ক, ঈশ্বর-চিন্তা ক'রে নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ওগুলো কি ভাববে না?

মাষ্টার—ভাববেন বই কি। তবে নানা কাজ, অনেক কথা ভুলে যায়। আজকেও বেশ বললেন, তিনি যখন বললেন, 'ও তান্ত্রিকের উপাসনা।—জননী রমণী।'

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি কি বললুম?

মাষ্টার—আপনি বললেন, ছেলে গরুওয়ালা ভাগবত পণ্ডিতের কথা। (শ্রীরামকৃষ্ণের হাস্য)। আর বললেন, সেই রাজার কথা যে বলেছিল, 'তুমি আগে বোঝ!' (শ্রীরামকৃষ্ণের হাস্য)

"আর বললেন, গীতার কথা। গীতার সার কথা কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ,—কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি ত্যাগ। ডাক্তারকে আপনি বললেন যে সংসারী হ'য়ে (ত্যাগী না হ'য়ে) ও আবার কি শিক্ষা দেবে? তা তিনি বুঝতে বোধ হয় পারেন নাই। শেষে 'ধারা' 'ধারা' ব'লে চাপা দিয়ে গেলেন।"

ঠাকুর ভক্তের জন্য চিন্তা করিতেছেন;—পূর্ণ বালক ভক্ত, তাঁহার জন্য। মণীন্দ্রও বালক ভক্ত; ঠাকুর তাঁহাকে পূর্ণের সঙ্গে আলাপ করিতে পাঠাইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শ্রীরাধাকৃষ্ণতত্ত্বপ্রসঙ্গে—'সব সম্ভবে' নিত্যলীলা

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে আলো জ্বলিতেছে। কয়েকটি ভক্ত ও যাঁহারা ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়াছেন, তাঁহারা সেই ঘরে একটু দূরে বসিয়া আছেন। ঠাকুর অন্তর্মুখ—কথা কহিতেছেন না। ঘরের মধ্যে যাঁহারা আছেন, তাঁহারাও ঈশ্বরকে চিন্তা করিতে করিতে মৌনাবলম্বন করিয়া আছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে নরেন্দ্র একটি বন্ধুকে সঙ্গে করিয়া আনিলেন। নরেন্দ্র বলিলেন, ইনি আমার বন্ধু, ইনি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, ইনি 'কিরণ্ময়ী' লিখেন। 'কিরণ্ময়ী' লেখক প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। ঠাকুরের সঙ্গে কথা কহিবেন।

নরেন্দ্র—ইনি রাধাকৃষ্ণের বিষয় লিখেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (লেখকের প্রতি)—কি লিখেছো গো, বল দেখি।

লেখক—রাধাকৃষ্ণই **পরব্রহ্ম**, ওঁকারের বিন্দুস্বরূপ। সেই রাধাকৃষ্ণ পরব্রহ্ম থেকে মহাবিষ্ণু; মহাবিষ্ণু থেকে পুরুষ-প্রকৃতি,—শিব-দুর্গা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বেশ! নিত্যরাধা নন্দ ঘোষ দেখেছিলেন। প্রেম-রাধা বৃন্দাবনে লীলা করেছিলেন, কাম-রাধা চন্দ্রাবলী।

"কামরাধা, প্রেমরাধা। আরও এগিয়ে গেলে নিত্যরাধা। প্যাঁজ ছাড়িয়ে গেলে প্রথমে লাল খোসা, তারপরে ঈষৎ লাল. তারপরে সাদা, তারপরে আর খোসা পাওয়া যায় না। ঐটি নিত্যরাধার স্বরূপ—যেখানে নেতি নেতি বিচার বন্ধ হ'য়ে যায়!

"নিত্য রাধাকৃষ্ণ, আর লীলা রাধাকৃষ্ণ। যেমন সূর্য আর রশ্মি। নিত্য সূর্যের স্বরূপ, লীলা রশ্মির স্বরূপ।

"শুদ্ধ ভক্ত কখনও নিত্যে থাকে, কখন লীলায়।

"যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা। দুই কিংবা বহু নয়।"

লেখক—আজ্ঞে, 'বৃন্দাবনের কৃষ্ণ' আর 'মথুরার কৃষ্ণ' বলে কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—ও গোস্বামীদের মত। পশ্চিমে পণ্ডিতেরা তা বলে না। তাদের কৃষ্ণ এক, রাধা নাই। দ্বারিকার কৃষ্ণ ঐ রকম।

লেখক—আজ্ঞে, রাধাকৃষ্ণই পরব্রহ্ম।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বেশ! কিন্তু তাঁতে সব সম্ভবে! সেই তিনিই নিরাকার সাকার! তিনিই স্বরাট বিরাট! তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি!

"তাঁর ইতি নাই—শেষ নাই; তাঁতে সব সম্ভবে। চিল-শকুনি যত উপরে উঠুক না কেন, আকাশ গায়ে ঠেকে না। যদি জিজ্ঞাসা করো ব্রহ্ম কেমন—তা বলা যায় না। সাক্ষাৎকার হ'লেও মুখে বলা যায় না। যদি জিজ্ঞাসা কেউ করে, কেমন ঘি। তার উত্তর,—কেমন ঘি, না যেমন ঘি। **ব্রহ্মের উপমা ব্রহ্ম** আর কিছুই নাই।

দ্বাবিংশ খণ্ড

শ্যামপুকুর বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

*কালীপূজার দিবসে শ্যামপুকুর বাটীতে ভক্তসঙ্গে

শ্রীরামকৃষ্ণ শ্যামপুকুর বাটীর উপরের দক্ষিণের ঘরে দাঁড়াইয়া আছেন। বেলা ৯টা। ঠাকুরের পরিধানে শুদ্ধ বস্ত্র এবং কপালে চন্দনের ফোঁটা।

মাষ্টার ঠাকুরের আদেশে *সিদ্ধেশ্বরী কালীর প্রসাদ আনিয়াছেন; প্রসাদ হস্তে ঠাকুর অতি ভক্তিভাবে দাঁড়াইয়া কিঞ্চিৎ গ্রহণ এবং কিঞ্চিৎ মস্তকে ধারণ করিতেছেন। গ্রহণ করিবার সময় পাদুকা খুলিয়াছেন। মাষ্টারকে বলিতেছেন, "বেশ প্রসাদ।"

আজ শুক্রবার; আশ্বিন অমাবস্যা, ৬ই নভেম্বর ১৮৮৫। আজ *কালীপূজা।

ঠাকুর মাষ্টারকে আদেশ করিয়াছিলেন ঠনঠনের *সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতাকে পুষ্প, ডাব, চিনি, সন্দেশ দিয়ে আজ সকালে পূজা দিবে। মাষ্টার স্নান করিয়া নগ্নপদে সকালে পূজা দিয়া আবার নগ্নপদে ঠাকুরের কাছে প্রসাদ আনিয়াছেন।

ঠাকুরের আর একটি আদেশ। 'রামপ্রসাদের ও কমলাকান্তের গানের বই কিনিয়া আনিবে'। ডাক্তার সরকারকে দিতে হইবে।

মাষ্টার বলিতেছেন, "এই বই আনিয়াছি। রামপ্রসাদ আর কমলাকান্তের গানের বই।" শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, "এই গান সব (ডাক্তারের ভিতর) ঢুকিয়ে দেবে।"

গান—মন কি তত্ত্ব কর তাঁরে, যেন উন্মত্ত আঁধার ঘরে।
সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধরতে পারে॥

গান—কে জানে কালী কেমন। ষড়্‌দর্শনে না পায় দরশন।

গান—মনরে কৃষি কাজ জান না।
এমন মানব জমিন রইল পতিত আবাদ করলে ফলতো সোনা।

গান—আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালী কল্পতরু মূলে রে মন চারি ফল কুড়ায়ে পাবি॥

মাষ্টার বলিলেন, আজ্ঞা হাঁ। ঠাকুর মাষ্টারের সহিত ঘরে পায়চারি করিতেছেন—চটিজুতা পায়ে। অত অসুখ—সহাস্য বদন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আর ও গানটাও বেশ'—'এ সংসার ধোঁকার টাটী। আর 'এ সংসার মজার কুটি! ও ভাই আনন্দ বাজারে লুটি।

মাষ্টার—আজ্ঞা হাঁ।

ঠাকুর হঠাৎ চমকিত হইতেছেন। অমনি পাদুকা ত্যাগ করিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইলেন। একেবারে **সমাধিস্থ।** আজ জগন্মাতার পূজা, তাই কি মুহুর্মুহুঃ চমকিত এবং সমাধিস্থ! অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া যেন অতি কষ্টে ভাব সম্বরণ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কালীপূজার দিবসে ভক্তসঙ্গে

ঠাকুর সেই উপরের ঘরে ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন; বেলা ১০টা। বিছানার উপর বালিশে ঠেসান দিয়া বসিয়া আছেন, ভক্তেরা চতুর্দ্দিকে বসিয়া। রাম, রাখাল, নিরঞ্জন, কালীপদ, মাষ্টার প্রভৃতি অনেকগুলি ভক্ত আছেন। ঠাকুরের ভাগিনেয় হৃদয় মুখুয্যের কথা হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (রাম প্রভৃতিকে)—হৃদে এখনও জমি জমি করছে। যখন দক্ষিণেশ্বরে তখন বলেছিল, শাল দাও, না হ'লে নালিশ করবো।

"মা তাকে সরিয়ে দিলেন। লোকজন গেলে কেবল টাকা টাকা করতো। সে যদি থাকতো এ সব লোক যেত না। মা সরিয়ে দিলেন।

"গো—অমনি আরম্ভ করেছিল। খুঁতখুঁত করতো। গাড়ীতে আমার সঙ্গে যাবে তা দেরি করতো। অন্য ছোকরারা আমার কাছে এলে বিরক্ত হ'ত। তাদের যদি আমি কল্‌কাতায় দেখতে যেতাম—আমায় বলতো, ওরা কি সংসার ছেড়ে আসবে তাই দেখতে যাবেন! জল-খাবার ছোকরাদের দেওয়ার আগে ভয়ে বলতুম, তুই খা আর ওদের দে। জানতে পারলুম, ও থাকবে না।

"তখন মাকে বললাম—মা ওকে হৃদের মতো একেবারে সরাস্‌ নে। তার পর শুনলাম, বৃন্দাবনে যাবে।

"গো—যদি থাক্‌তো এই সব ছোকরাদের হ'ত না। ও বৃন্দাবনে চলে গেল তাই এ সব ছোকরারা আসতে যেতে লাগল।"

গো (বিনীতভাবে)—আজ্ঞে, আমার তা মনে ছিল না।

রাম (দত্ত)—তোমার মন উনি যা বুঝবেন তা তুমি বুঝবে?

গো—চুপ করিয়া রহিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গো—প্রতি)—তুই কেন অমন করছিস্‌—আমি তোকে সন্তান অপেক্ষা ভালবাসি!—

"তুই চুপ কর না..............এখন তোর সে ভাব নাই।"

ভক্তদের সহিত কথাবার্তার পর তাঁহারা কক্ষান্তরে চলিয়া গেলে ঠাকুর গো—কে ডাকাইলেন ও বলিলেন, তুই কি কিছু মনে করেছিস।

গো—আজ্ঞে না।

ঠাকুর মাষ্টারকে বলিলেন, আজ কালীপূজা, কিছু পূজার আয়োজন করা ভাল। ওদের একবার ব'লে এস। প্যাকাটি এনেছে কিনা জিজ্ঞাসা করো দেখি।

মাষ্টার বৈঠকখানায় গিয়া ভক্তদের সমস্ত জানাইলেন। কালীপদ ও অন্যান্য ভক্তেরা পূজার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

বেলা আন্দাজ ২টার সময় ডাক্তার ঠাকুরকে দেখিতে আসিলেন। সঙ্গে অধ্যাপক নীলমণি। ঠাকুরের কাছে অনেকগুলি ভক্ত বসিয়া আছেন। গিরিশ, কালীপদ, নিরঞ্জন, রাখাল, খোকা (মণীন্দ্র), লাটু, মাষ্টার অনেকে। ঠাকুর সহাস্যবদন, ডাক্তারের সংগে অসুখের কথা ও ঔষধাদির কথা একটু হইলে পর বলিতেছেন, "তোমার জন্য এই বই এসেছে।" ডাক্তারের হাতে মাষ্টার সেই দুখানি বই দিলেন।

ডাক্তার গান শুনিতে চাইলেন। ঠাকুরের আদেশক্রমে মাষ্টার ও একটি ভক্ত রামপ্রসাদের গান গাইতেছেন,—

গান—মন কর কি তত্ত্ব তাঁরে, যেন উন্মত্ত আঁধার ঘরে।

গান—কে জানে কালী কেমন ষড়্‌দর্শনে না পায় দরশন।

গান—মন রে কৃষি কাজ জান না।

গান—আয় মন বেড়াতে যাবি।

ডাক্তার গিরিশকে বলিতেছেন, "তোমার ঐ গানটি বেশ—বীণের গান—বুদ্ধ চরিতের।" ঠাকুরের ইংগিতে গিরিশ ও কালীপদ দুইজনে মিলিয়া গান শুনাইতেছেন—

আমার এই সাধের বীণে, যত্নে গাঁথা তারের হার।
যে যত্ন জানে বাজায় বীণে উঠে সুধা অনিবার॥
তানে মানে বাঁধলে ডুরি, শত ধারে বয় মাধুরী।
বাজে না আলগা তারে, টানে ছিড়ে কোমল তার॥

গান—জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই,
কোথা হতে আসি কোথা ভেসে যাই।
ফিরে ফিরে আসি, কত কাঁদি হাসি,
কোথা যাই সদা ভাবি গো তাই॥
কে খেলায়, আমি খেলি বা কেন?
জাগিয়ে ঘুমাই কুহকে যেন।
এ কেমন ঘোর হবে নাকি ভোর,
অধীর অধীর যেমতি সমীর অবিরাম গতি নিয়ত ধাই॥

জানি না কেবা এসেছি কোথায়,
কেনবা এসেছি, কোথা নিয়ে যায়,
যাই ভেসে ভেসে কত কত দেশে,
চারিদিকে গোল উঠে নানা রোল।
কত আসে যায়, হাসে কাঁদে গায়,
এই আছে আর তখনি নাই॥
কি কাজে এসেছি কি কাজে গেল,
কে জানে কেমন কি খেলা হল।
প্রবাহের বারি রহিতে কি পারি,
যাই—যাই—কোথা? কুল কি নাই?
কর হে চেতন, কে আছ চেতন,
কত দিনে আর ভাঙ্গিবে স্বপন?
যে আছ চেতন ঘুমাইওনা আর,
দারুণ এ ঘোর নিবিড় আঁধার।
কর তম নাশ হও হে প্রকাশ,
তোমা বিনে আর নাহিক উপায়
তব পদে তাই শরণ চাই॥

গান—আমায় ধর নিতাই।
আমার প্রাণ যেন আজ করে রে কেমন॥
নিতাই জীবকে হরি নাম বিলাতে,
উঠল গো ঢেউ প্রেম-নদীতে,
(এখন) সেই তরঙ্গে এখন আমি ভাসিয়ে যাই।
নিতাই যে দুঃখ আমার অন্তরে, দুঃখের কথা কইব কারে,
জীবের দুঃখে এখন আমি ভাসিয়ে যাই।

গান—প্রাণভরে আয় হরি হরি বলি, নেচে আয় জগাই মাধাই।
[২য় ভাগ—চতুর্দশ খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ

গান—কিশোরীর প্রেম নিবি আয়, প্রেমের জোয়ার বয়ে যায়।
বহিছে রে প্রেম শতধারে, যে যত চায় তত পায়॥
প্রেমের কিশোরী প্রেম বিলায় সাধ করি,
রাধার প্রেমে বল রে হরি।
প্রেমে প্রাণ মত্ত করে, প্রেম তরঙ্গে প্রাণ নাচায়,
রাধার প্রেমে হরি বলে, আয় আয় আয় আয়॥

গান শুনিতে শুনিতে দুই তিনটি ভক্তের ভাব হইয়া গেল,—খোকার (মণীন্দ্রের) লাটুর! লাটু নিরঞ্জনের পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। গান হইয়া গেলে ঠাকুরের সহিত ডাক্তার আবার কথা কহিতেছেন। গতকল্য প্রতাপ (মজুমদার) ঠাকুরকে 'নাক্‌স্‌ ভমিকা' ঔষধ দিয়াছিলেন। ডাক্তার সরকার শুনিয়া বিরক্ত হইয়াছেন।

ডাক্তার—আমি ত মরি নাই, নাক্‌স্‌ ভমিকা দেওয়া।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—তোমার অবিদ্যা মরুক!

ডাক্তার—আমার কোনকালে অবিদ্যা নাই।

ডাক্তার অবিদ্যা মানে নষ্টা স্ত্রীলোক বুঝিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—না গো! সন্ন্যাসীর **অবিদ্যা মা** মরে যায় আর **বিবেক** সন্তান হয়। অবিদ্যা মা মরে গেলে অশৌচ হয়,—তাই বলে সন্ন্যাসীকে ছুঁতে নাই।

হরিবল্লভ আসিয়াছেন। ঠাকুর বলিতেছেন "তোমায় দেখলে আনন্দ হয়।" হরিবল্লভ অতি বিনীত। মাদুরের নীচে মাটির উপর বসিয়া ঠাকুরকে পাখা করিতেছেন। হরিবল্লভ কটকের বড় উকিল।

কাছে অধ্যাপক নীলমণি বসিয়া আছেন। ঠাকুর তাঁহার মান রাখিতেছেন ও বলিতেছেন, আজ আমার খুব দিন। কিয়ৎক্ষণ পরে ডাক্তার ও তাঁহার বন্ধু নীলমণি বিদায় গ্রহণ করিলেন। হরিবল্লভও আসিলেন। আসিবার সময় বলিলেন, আমি আবার আসব।

তৃত

জগন্মাতা কালীপূজা

শরৎকাল, অমাবস্যা, রাত্রি ৭টা। সেই উপরের ঘরেই পূজার সমস্ত আয়োজন হইয়াছে। নানাবিধ পুষ্প, চন্দন, বিল্বপত্র, জবা; পায়স ও নানাবিধ মিষ্টান্ন ঠাকুরের সম্মুখে ভক্তেরা আনিয়াছেন। ঠাকুর বসিয়া আছেন। ভক্তেরা চতুর্দিকে ঘেরিয়া বসিয়া আছেন। শরৎ, শশী, রাম, গিরিশ, চুনিলাল, মাষ্টার, রাখাল, নিরঞ্জন, ছোট নরেন, বিহারী প্রভৃতি অনেকগুলি ভক্ত।

ঠাকুর বলিতেছেন, "ধুনা আন।" কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর জগন্মাতাকে সমস্ত নিবেদন করিলেন। মাষ্টার কাছে বসিয়া আছেন। মাষ্টারের দিকে তাকাইয়া ঠাকুর বলিতেছেন, "একটু সবাই ধ্যান করো।" ভক্তেরা সকলে একটু ধ্যান করিতেছেন।

দেখিতে দেখিতে গিরিশ ঠাকুরের পাদপদ্মে মালা দিলেন। মাষ্টারও গন্ধ-

পুষ্প দিলেন। তার পরেই রাখাল। তারপর রাম প্রভৃতি সকল ভক্তেরা চরণে ফুল দিতে লাগিলেন।

নিরঞ্জন পায়ে ফুল দিয়া **ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মময়ী** বলিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া, পায়ে মাথা দিয়া প্রণাম করিতেছেন। ভক্তেরা সকলে **'জয় মা! জয় মা!'** ধ্বনি করিতেছেন।

দেখিতে দেখিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ **সমাধিস্থ** হইয়াছেন। কি আশ্চর্য! ভক্তেরা অদ্ভুত রূপান্তর দেখিতেছেন। ঠাকুরের জ্যোতির্ময় বদনমণ্ডল! দুই হস্তে বরাভয়! ঠাকুর নিস্পন্দ বাহ্যশূন্য! উত্তরাস্য হইয়া বসিয়া আছেন। সাক্ষাৎ **জগন্মাতা** কি ঠাকুরের ভিতর আবির্ভূতা হইলেন!

সকলে অবাক্ হইয়া এই অদ্ভুত বরাভয়দায়িনী জগন্মাতার মূর্তি দর্শন করিতেছেন।

এইবার ভক্তেরা স্তব করিতেছেন। আর একজন গান গাহিয়া স্তব করিতেছেন ও সকলে যোগদান করিয়া সমস্বরে গাইতেছেন।

গিরিশ স্তব করিতেছেন :

কে রে নিবিড় নীল কাদম্বিনী সুরসমাজে।
কে রে রক্তোৎপল চরণ যুগল উরসে বিরাজে॥
কে রে রজনীকর নখরে বাস, দিনকর কত পদে প্রকাশ।
মৃদু মৃদু হাস ভাস, ঘন ঘন ঘন গরজে॥

আবার গাইতেছেন—

দীনতারিণী, দুরিতহারিণী, সত্ত্বরজস্তম ত্রিগুণধারিণী;
সৃজন-পালন-নিধনকারিণী, স্বগুণা নির্গুণা সর্বস্বরূপিণী।
ত্বংহি কালী তারা পরমাপ্রকৃতি, ত্বংহি মীন কূর্ম বরাহ প্রভৃতি
ত্বংহি স্থল জল অনিল অনল, ত্বংহি ব্যোম্ ব্যোমকেশ-প্রসবিনী।
সাংখ্য পাতঞ্জল মীমাংসক ন্যায়, তন্ন তন্ন জ্ঞানে ধ্যানে সদা ধ্যায়,
বৈশেষিক বেদান্ত ভ্রমে হ'য়ে ভ্রান্ত, তথাপি অদ্যাপি জানিতে পারেনি॥
নিরুপাধি আদিঅন্তরহিত, করিতে সাধক জনার হিত,
গণেশাদি পঞ্চরূপে কালবঞ্চ ভবভয়হরা ত্রিকালবর্তিনী।
সাকার সাধকে তুমি যে সাকার, নিরাকার উপাসকে নিরাকার,
কেহ কেহ কয় ব্রহ্ম জ্যোতির্ময়, সেও তুমি নগতনয়া জননী।
যে অবধি যার অভিসন্ধি হয়, সে অবধি সে পরমব্রহ্ম কয়,
তৎপরে **তুরীয়** অনির্বচনীয়, সকলি মা তারা ত্রিলোকব্যাপিনী।

বিহারী স্তব করিতেছেন—

মনেরি বাসনা শ্যামা শবাসনা শোন মা বলি,

হৃদয় মাঝে উদয় হইও মা, যখন হবে অন্তর্জলি।
তখন আমি মনে মনে, তুলব জবা বনে বনে,
মিশাইয়ে ভক্তি চন্দন মা, পদে দিব পুষ্পাঞ্জলি।

মণি গাইতেছেন ভক্তসংগে—

সকলি তোমারি ইচ্ছা মা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি,
তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি।
পঙ্কে বদ্ধ কর করী পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গিরি,
কারে দাও মা ইন্দ্রত্বপদ কারে কর অধোগামী।
আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, আমি ঘর তুমি ঘরণী,
আমি রথ তুমি রথী যেমন চালাও তেমনি চলি।

গান—তোমারি করুণায় মা সকলি হইতে পারে।
অলঙ্ঘ্য পর্বত সম বিঘ্ন বাধা যায় দূরে॥
তুমি মংগল নিধান, করিছ মংগল বিধান।
তবে কেন বৃথা মরি ফলাফল চিন্তা করে॥

গান—গো আনন্দময়ী হয়ে মা আমায় নিরানন্দ ক'রো না।

গান—নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি।

ঠাকুর প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। আদেশ করিতেছেন, এই গানটি গাইতে—

গান—কখন কি রংগে থাক মা শ্যামা সুধাতরঙ্গিনী।

গান সমাপ্ত হইলে ঠাকুর আবার আদেশ করিতেছেন—

গান—শিব সংগে সদা রংগে আনন্দে মগনা।
সুধা পানে ঢল ঢল ঢলে কিন্তু পড়ে না (মা)॥

ঠাকুর ভক্তবৃন্দের আনন্দের জন্য একটু পায়স মুখে দিতেছেন। কিন্তু একবারে ভাবে বিভোর বাহ্যশূন্য হইলেন!

কিয়ৎক্ষণ পরে ভক্তেরা সকলে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া প্রসাদ লইয়া বৈঠকখানা ঘরে গেলেন ও সকলে মিলিয়া আনন্দ করিতে করিতে সেই প্রসাদ পাইলেন। রাত ৯টা। ঠাকুর বলিয়া পাঠাইলেন—রাত হইয়াছে, সুরেন্দ্রের বাড়িতে আজ *কালীপূজা হবে, তোমরা সকলে নিমন্ত্রণে যাও।

ভক্তেরা আনন্দ করিতে করিতে সিমলা ষ্ট্রীটে সুরেন্দ্রের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। সুরেন্দ্র অতি যত্নসহকারে তাঁহাদিগকে উপরের বৈঠকখানা ঘরে লইয়া গিয়া বসাইলেন। বাটীতে উৎসব। সকলেই গীত বাদ্য ইত্যাদি লইয়া আনন্দ করিতেছেন।

সুরেন্দ্রের বাটীতে প্রসাদ পাইয়া বাড়িতে ফিরিতে ভক্তদের প্রায় দুই প্রহরের অধিক রাত্রি হইয়াছিল।

ত্রয়োবিংশ খণ্ড

কাশীপুর বাগানে ভক্তসঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঈশ্বরের জন্য নরেন্দ্রের ব্যাকুলতা

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুরের বাগানে উপরের সেই পূর্বপরিচিত ঘরে বসিয়া আছেন। দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির হইতে শ্রীযুক্ত রাম চাটুয্যে তাঁহার কুশল সংবাদ লইতে আসিয়াছিলেন। ঠাকুর মণির সহিত সেই সকল কথা কহিতেছেন --বলিতেছেন—ওখানে (দক্ষিণেশ্বরে) কি এখন বড় ঠাণ্ডা?

আজ ২১শে পৌষ, কৃষ্ণাচতুর্দশী, সোমবার, ৪ঠা জানুয়ারী ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ। অপরাহ্ণ—বেলা ৪টা বাজিয়া গিয়াছে।

নরেন্দ্র আসিয়া বসিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে মাঝে মাঝে দেখিতেছেন ও তাঁহার দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিতেছেন,—যেন তাঁহার স্নেহ উথলিয়া পড়িতেছে। মণিকে সংকেত করিয়া বলিতেছেন,--"কেঁদেছিল!" ঠাকুর কিঞ্চিৎ চুপ করিলেন। আবার মণিকে সংকেত করিয়া বলিতেছেন, "কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি থেকে এসেছিল!"

সকলে চুপ করিয়া আছেন। এইবার নরেন্দ্র কথা কহিতেছেন—

নরেন্দ্র—ওখানে আজ যাবো মনে করেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কোথায়?

নরেন্দ্র—দক্ষিণেশ্বরে--বেলতলায়--ওখানে রাত্রে ধুনি জ্বালাবো।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না; ওরা (ম্যাগাজিনের কর্তৃপক্ষীয়েরা) দেবে না। পঞ্চবটী বেশ জায়গা,--অনেক সাধু ধ্যান জপ করেছে!

"কিন্তু বড় শীত আর অন্ধকার।"

সকলে চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি, সহাস্যে)—পড়বি না?

নরেন্দ্র (ঠাকুর ও মণির দিকে চাহিয়া)—একটা ঔষধ পেলে বাঁচি, যাতে পড়া টড়া যা হয়েছে সব ভুলে যাই!

শ্রীযুক্ত (বুড়ো) গোপাল বসিয়া আছেন। তিনি বলিতেছেন—আমিও ঐ সঙ্গে যাব। শ্রীযুক্ত কালীপদ (ঘোষ) ঠাকুরের জন্য আঙ্গুর আনিয়াছিলেন। আঙ্গুরের বাক্স ঠাকুরের পার্শ্বে ছিল। ঠাকুর ভক্তদের আঙ্গুর বিতরণ করিতেছেন। প্রথমেই নরেন্দ্রকে দিলেন—তার পর হরির লুঠের মত ছড়াইয়া দিলেন, ভক্তেরা যে যেমন পাইলেন কুড়াইয়া লইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ঈশ্বরের জন্য শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রের ব্যাকুলতা ও তীব্র বৈরাগ্য

সন্ধ্যা হইয়াছে, নরেন্দ্র নীচে বসিয়া তামাক খাইতেছেন ও নিভৃতে মণির কাছে নিজের প্রাণ কিরূপ ব্যাকুল গল্প করিতেছেন।

নরেন্দ্র (মণির প্রতি)—গত শনিবার এখানে ধ্যান করছিলাম। হঠাৎ বুকের ভিতর কি রকম ক'রে এলো!

মণি—কুণ্ডলিনী জাগরণ।

নরেন্দ্র—তাই হবে, বেশ বোধ হ'ল—ইড়া পিঙ্গলা। হাজরাকে বললাম, বুকে হাত দিয়ে দেখতে।

"কাল রবিবার, উপরে গিয়ে এঁ'র সঙ্গে দেখা কল্লাম, ওঁকে সব বললাম।

"আমি বললাম. 'সব্বাই-এর হ'লো, আমায় কিছু দিন। সব্বাই-এর হ'লো, আমার হবে না?'

মণি—তিনি তোমায় কি বললেন?

নরেন্দ্র—তিনি বললেন, 'তুই বাড়ির একটা ঠিক্ করে আয় না, সব হ'বে। তুই কি চাস?'

[Sri Ramkrishna and the Vedanta—**নিত্যলীলা দুই গ্রহণ**]

"আমি বললাম,—আমার ইচ্ছা অমনি তিন চার দিন সমাধিস্থ হ'য়ে থাকবো! কখন কখন এক একবার খেতে উঠ্‌বো!"

"তিনি বললেন,—'তুই ত' বড় হীনবুদ্ধি! ও অবস্থার উঁচু অবস্থা আছে। তুই ত' গান গাস, 'যো কুচ হ্যায় সো তুঁহি হ্যায়।'"

মণি—হাঁ, উনি সর্বদাই বলেন, যে সমাধি থেকে নেমে এসে দ্যাখে—তিনিই জীব জগৎ, এই সমস্ত হয়েছেন। ঈশ্বরকোটির এই অবস্থা হ'তে পারে উনি বললেন, জীবকোটি সমাধি অবস্থা যদিও লাভ করে আর নামতে পারে না।

নরেন্দ্র—উনি বললেন,—তুই বাড়ির একটা ঠিক ক'রে আয়, সমাধি লাভের অবস্থার চেয়েও উঁচু অবস্থা হ'তে পারবে।

"আজ সকালে বাড়ি গেলাম। সকলে বকতে লাগলো,—আর বললে. 'কি হো হো ক'রে বেড়াচ্ছিস? আইন একজামিন (বি, এল্) এত নিকটে. পড়া শুনা নাই. হো হো ক'রে বেড়াচ্ছ।"

মণি—তোমার মা কিছু বললেন?

নরেন্দ্র—না, তিনি খাওয়াবার জন্য ব্যস্ত, হরিণের মাংস ছিল;—খেলুম,—কিন্তু খেতে ইচ্ছা ছিল না।

মণি—তার পর?

নরেন্দ্র—দিদিমার বাড়িতে, সেই পড়বার ঘরে পড়্‌তে গেলাম। পড়্‌তে গিয়ে পড়াতে একটা ভয়ানক আতঙ্ক এলো,—পড়াটা যেন কি ভয়ের জিনিস! বুক আটুপাটু করতে লাগলো!—অমন কান্না কখনও কাঁদি নাই।

"তারপর বই-টই ফেলে দৌড়!—রাস্তা দিয়ে ছুট। জুতো-টুতো রাস্তায় কোথায় এক দিকে প'ড়ে রইলো! খড়ের গাদার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম,—গায়েময়ে খড়,—আমি দৌড়ুচ্চি,—কাশীপুরের রাস্তায়!"

নরেন্দ্র একটু চুপ করিয়া আছেন। আবার কথা কহিতেছেন।

নরেন্দ্র—বিবেক চূড়ামণি শুনে আরও মন খারাপ হয়েছে! শংকরাচার্য বলেন—যে, এই তিনটি জিনিস অনেক তপস্যায়, অনেক ভাগ্যে মেলে,—

মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ।

"ভাবলাম আমার'ত তিনটিই হয়েছে! অনেক তপস্যার ফলে মানুষ জন্ম হয়েছে, অনেক তপস্যার ফলে মুক্তির ইচ্ছা হয়েছে,—আর অনেক তপস্যার ফলে এরূপ মহাপুরুষের সংগ লাভ হয়েছে।"

মণি—আহা!

নরেন্দ্র—সংসার আর ভালো লাগে না। সংসারে যারা আছে তাদেরও ভাল লাগে না। দুই একজন ভক্ত ছাড়া।

নরেন্দ্র অমনি আবার চুপ করিয়া আছেন। নরেন্দ্রের ভিতর তীব্র বৈরাগ্য! এখনও প্রাণ আটুপাটু করিতেছে। নরেন্দ্র আবার কথা কহিতেছেন।

নরেন্দ্র (মণির প্রতি)—আপনাদের শান্তি হ'য়েছে, আমার প্রাণ অস্থির হ'চ্ছে! আপনারাই ধন্য!

মণি কিছু উত্তর করিলেন না, চুপ করিয়া আছেন। ভাবিতেছেন ঠাকুর বলিয়াছিলেন, ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল হতে হয়, তবে ঈশ্বর দর্শন হয়। সন্ধ্যার পরেই মণি উপরের ঘরে গেলেন। দেখলেন, ঠাকুর নিদ্রিত।

রাত্রি প্রায় ৯টা। ঠাকুরের কাছে নিরঞ্জন, শশী। ঠাকুর জাগিয়াছেন। থাকিয়া থাকিয়া নরেন্দ্রের কথাই বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—নরেন্দ্রের অবস্থা কি আশ্চর্য! দেখো, এই নরেন্দ্র আগে সাকার মানত না! এর প্রাণ কিরূপ আটুপাটু হয়েছে দেখছিস! সেই যে আছে—একজন জিজ্ঞাসা করেছিল, ঈশ্বরকে কেমন ক'রে পাওয়া যায়। গুরু বললে, এস আমার সংগে; তোমায় দেখিয়ে দিই কি হ'লে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। এই ব'লে একটা পুকুরে নিয়ে গিয়ে তাকে জলে চুবিয়ে ধরলে! খানিকক্ষণ পরে তাকে ছেড়ে দেওয়ার পর শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করলে, 'তোমার প্রাণটা কি রকম হচ্ছিলো? সে বললে, 'প্রাণ যায় যায় হচ্ছিল!'

"ঈশ্বরের জন্য প্রাণ আটুবাটু করলে জানবে যে দর্শনের আর দেরি নাই। অরুণ উদয় হ'লে—পূর্বদিক লাল হ'লে—বুঝা যায় সূর্য উঠবে।"

ঠাকুরের আজ অসুখ বাড়িয়াছে। শরীরের এত কষ্ট। তবুও নরেন্দ্র সম্বন্ধে এই সকল কথা,—সঙ্কেত করিয়া বলিতেছেন।

নরেন্দ্র এই রাত্রেই দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া গিয়াছেন। গভীর অন্ধকার - অমাবস্যা পড়িয়াছে। নরেন্দ্রের সঙ্গে দু একটি ভক্ত। মণি রাত্রে বাগানেই আছেন। স্বপ্নে দেখিতেছেন, সন্ন্যাসীমণ্ডলের ভিতর বসিয়া আছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভক্তদের তীব্র বৈরাগ্য—সংসার ও নরক যন্ত্রণা

পরদিন মঙ্গলবার ৫ই জানুয়ারী, ২২শে পৌষ। অনেকক্ষণ অমাবস্যা আছে। বেলা ৪টা বাজিয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শয্যায় বসিয়া আছেন, মণির সহিত নিভৃতে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ক্ষীরোদ যদি গঙ্গাসাগর যায় তা হ'লে তুমি কম্বল একখানা কিনে দিও।

মণি—যে আজ্ঞা।

ঠাকুর একটু চুপ করিয়া আছেন। আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, ছোকরাদের ঝোঁক হচ্ছে বল দেখি? কেউ শ্রীক্ষেত্রে পালাচ্ছে—কেউ গঙ্গাসাগরে!

"বাড়ি ত্যাগ ক'রে সব আসছে। দেখ না নরেন্দ্র। তীব্র বৈরাগ্য হ'লে সংসার পাতকুয়ো বোধ হয়, আত্মীয়েরা কালসাপ বোধ হয়।

মণি—আজ্ঞা, সংসারে ভারী যন্ত্রণা!

শ্রীরামকৃষ্ণ—নরকযন্ত্রণা! জন্ম থেকে। দেখছ না—মাগ-ছেলে নিয়ে কি যন্ত্রণা।

মণি—আজ্ঞা হাঁ আর আপনি বলেছিলেন, ওদের (সংসারে ঢুকে নাই তাদের) লেনা-দেনা নাই, লেনা-দেনার জন্য আটকে থাকতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—দেখছ না—নিরঞ্জনকে! 'তোর এই নে আমার এই দে'—বাস! আর কোনও সম্পর্ক নাই। পেছু টান নাই!

"**কামিনী-কাঞ্চনই সংসার**। দেখনা, টাকা থাকলেই বাঁধতে ইচ্ছা ক'রে।

মণি হো-হো করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। ঠাকুরও হাসিলেন।

মণি—টাকা বার করতে অনেক হিসাব আসে। (উভয়ের হাস্য)। তবে দক্ষিণেশ্বরে বলেছিলেন, ত্রিগুণাতীত হ'য়ে সংসারে থাক্‌তে পারলে এক হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, বালকের মত।

মণি—আজ্ঞা, কিন্তু বড় কঠিন, বড় শক্তি চাই।

ঠাকুর একটু চুপ করিয়া আছেন।

মণি—কাল ওরা দক্ষিণেশ্বরে ধ্যান করতে গেল। আমি স্বপ্ন দেখলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি দেখলে?

মণি—দেখলাম যেন নরেন্দ্র প্রভৃতি সন্ন্যাসী হয়েছেন ধুনি জ্বেলে ব'সে আছেন। আমিও তাদের মধ্যে ব'সে আছি। ওরা তামাক খেয়ে ধোঁয়া মুখদে বার ক'চ্চে, আমি বললাম, গাঁজায় ধোঁয়ার গন্ধ।

[সন্ন্যাসী কে—ঠাকুরের পীড়া ও বালকের অবস্থা]

শ্রীরামকৃষ্ণ—মনে ত্যাগ হলেই হ'লো, তা হ'লেও সন্ন্যাসী।

ঠাকুর চুপ করিয়া আছেন। আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কিন্তু **বাসনায় আগুন** দিতে হয়, তবে ত!

মণি—বড়বাজারে মারোয়াড়ীদের পণ্ডিতজীকে বলেছিলেন, 'ভক্তি কামনা আমার আছে।'—ভক্তি কামনা বুঝি কামনার মধ্যে নয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—যেমন হিঞ্চে শাক শাকের মধ্যে নয়। পিত্ত দমন হয়।

"আচ্ছা, এত আনন্দ, ভাব—এ সব কোথায় গেল?"

মণি—বোধ হয় গীতায় যে ত্রিগুণাতীতের কথা বলা আছে সেই অবস্থা হয়েছে। সত্ত্ব রজঃ তমো গুণ নিজে নিজে কাজ করছে, আপনি স্বয়ং নির্লিপ্ত—সত্ত্বগুণেতেও **নির্লিপ্ত**।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ; বালকের অবস্থায় রেখেছে।

"আচ্ছা, দেহ কি এবার থাকবে না?"

ঠাকুর ও মণি চুপ করিয়া আছেন। নরেন্দ্র নীচে হইতে আসিলেন। একবার বাড়ি যাইবেন। বন্দোবস্ত করিয়া আসিবেন।

পিতার পরলোক প্রাপ্তির পর তাঁহার মা ও ভাইরা অতি কষ্টে আছেন,—মাঝে মাঝে অন্নকষ্ট। নরেন্দ্র একমাত্র তাঁহাদের ভরসা,—তিনি রোজগার করিয়া তাঁহাদের খাওয়াইবেন। কিন্তু নরেন্দ্রের আইন পরীক্ষা দেওয়া হইল না এখন তীব্র বৈরাগ্য! তাই আজ বাড়ির কিছু বন্দোবস্ত করিতে কলিকাতায় যাইতেছেন। একজন বন্ধু তাঁহাকে একশত টাকা ধার দিবেন। সেই টাকায় বাড়ির তিন মাসের খাওয়ার যোগাড় করিয়া দিয়া আসিবেন।

নরেন্দ্র—যাই বাড়ি একবার। (মণির প্রতি) মহিম চক্রবর্তীর বাড়ি হ'য়ে যাচ্চি, আপনি কি যাবেন?

মণির যাইবার ইচ্ছা নাই; ঠাকুর তাঁহার দিকে তাকাইয়া নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—"কেন"?

নরেন্দ্র—ওই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, তাঁর সঙ্গে বসে একটু গল্পটল্প করবো।

ঠাকুর একদৃষ্টে নরেন্দ্রকে দেখিতেছেন।

নরেন্দ্র—এখানকার একজন বন্ধু বলেছেন, আমায় একশ' টাকা ধার দিবেন। সেই টাকাতে বাড়ির তিন মাসের বন্দোবস্ত ক'রে আস্‌বো।

ঠাকুর চুপ করিয়া আছেন। মণির দিকে তাকাইলেন।

মণি (নরেন্দ্রকে)—না, তোমরা এগোও,—আমি পরে যাব।

চতুর্বিংশ খণ্ড

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুরের বাগানে সাঙ্গোপাঙ্গসঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভক্তের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের দেহ ধারণ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুরের বাগানে রহিয়াছেন। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। ঠাকুর অসুস্থ। উপরের হলঘরে উত্তরাস্য হইয়া বসিয়া আছেন। নরেন্দ্র ও রাখাল দুইজনে পদসেবা করিতেছেন, মণি কাছে বসিয়া আছেন। ঠাকুর ইঙ্গিত করিয়া তাহাকেও পদসেবা করিতে বলিলেন। মণি পদসেবা করিতেছেন।

আজ রবিবার, ১৪ই মার্চ, ১৮৮৬; ২রা চৈত্র, ফাল্গুন শুক্লানবমী। গত রবিবারে ঠাকুরের জন্মতিথি উপলক্ষে বাগানে পূজা হইয়া গিয়াছে। গত বর্ষে জন্মমহোৎসব দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে খুব ঘটা করিয়া হইয়াছিল এবার তিনি অসুস্থ। ভক্তেরা বিষাদসাগরে ডুবিয়া আছেন। পূজা হইল। নামমাত্র উৎসব হইল।

ভক্তেরা সর্বদাই বাগানে উপস্থিত আছেন ও ঠাকুরের সেবা করিতেছেন। শ্রীশ্রীমা ঐ সেবায় নিশিদিন নিযুক্ত। ছোকরা ভক্তেরা অনেকেই সর্বদা থাকেন, নরেন্দ্র, রাখাল, নিরঞ্জন, শরৎ, শশী, বাবুরাম, যোগীন, কালী, লাটু প্রভৃতি।

বয়স্ক ভক্তেরা মাঝে মাঝে থাকেন ও প্রায় প্রত্যহ আসিয়া ঠাকুরকে দর্শন করেন বা তাঁহার সংবাদ লইয়া যান। তারক, সিঁথির গোপাল, ইঁহারাও সর্বদা থাকে। ছোট গোপালও থাকেন।

ঠাকুর আজও বিশেষ অসুস্থ। রাত্রি দুই প্রহর। আজ শুক্ল পক্ষের নবমী তিথি, চাঁদের আলোয় উদ্যানভূমি যেন আনন্দময় হইয়া রহিয়াছে। ঠাকুরের কঠিন পীড়া,—চন্দ্রের বিমলকিরণ দর্শনে ভক্তহৃদয়ে আনন্দ নাই। যেমন একটি নগরীর মধ্যে সকলই সুন্দর, কিন্তু শত্রুসৈন্য, অবরোধ করিয়াছে। চতুর্দিক নিস্তব্ধ, কেবল বসন্তানিলস্পর্শে বৃক্ষপত্রের শব্দ হইতেছে। উপরের হলঘরে ঠাকুর শুইয়া আছেন। ভারী অসুস্থ,—নিদ্রা নাই। দু একটি ভক্ত নিঃশব্দে কাছে বসিয়া আছেন—কখন কি প্রয়োজন হয়। এক একবার তন্দ্রা আসিতেছে ও ঠাকুরকে নিদ্রাগত প্রায় বোধ হইতেছে।

এ কি নিদ্রা না মহাযোগ? 'যস্মিন স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে!' এ কি সেই যোগাবস্থা?

মাষ্টার কাছে বসিয়া আছেন। ঠাকুর ইংগিত করিয়া আরো কাছে আসিতে বলিতেছেন। ঠাকুরের কষ্ট দেখিলে পাষাণ বিগলিত হয়! মাষ্টারকে আস্তে আস্তে অতি কষ্টে বলিতেছেন—**"তোমরা কাঁদবে ব'লে এত ভোগ করছি—সব্বাই যদি বল যে—এত 'কষ্ট তবে দেহ যাক'—তা হ'লে দেহ যায়!"**

কথা শুনিয়া ভক্তদের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। যিনি তাঁহাদের পিতা মাতা রক্ষাকর্ত্তা তিনি এই কথা বলিতেছেন!—সকলে চুপ করিয়া আছেন। কেহ ভাবিতেছেন, এরই নাম Crucifixion! ভক্তের জন্য দেহ বিসর্জন!

গভীর রাত্রি। ঠাকুরের অসুখ আরও যেন বাড়িতেছে! কি উপায় করা যায়? কলিকাতায় লোক পাঠান হইল। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র ডাক্তার ও শ্রীযুক্ত নবগোপাল কবিরাজকে সংগে করিয়া গিরিশ সেই গভীর রাত্রে আসিলেন।

ভক্তেরা কাছে বসিয়া আছেন। ঠাকুর একটু সুস্থ হইতেছেন। বলিতেছেন, "দেহের অসুখ, তা হবে, দেখছি পঞ্চভূতের দেহ!"

গিরিশের দিকে তাকাইয়া বলিতেছেন—"অনেক ঈশ্বরীয় রূপ দেখছি! তার মধ্যে এই রূপটিও (নিজের মূর্ত্তি) দেখছি!"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সমাধি-মন্দিরে

পরদিন সকাল বেলা। আজ সোমবার ৩রা চৈত্র ১৫ই মার্চ্চ ১৮৮৬। বেলা ৭টা ৮টা হইবে। ঠাকুর একটু সামলাইয়াছেন ও ভক্তদের সহিত আস্তে আস্তে, কখনও ইসারা করিয়া, কথা কহিতেছেন। কাছে নরেন্দ্র, রাখাল, মাষ্টার, লাটু, সিঁথির গোপাল প্রভৃতি।

ভক্তদের মুখে কথা নাই, ঠাকুরের পূর্ব্বরাত্রির দেহের অবস্থা স্মরণ করিয়া, তাহারা বিষাদগম্ভীর মুখে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন।

[ঠাকুরের দর্শন, ঈশ্বর, জীব, জগৎ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের দিকে তাকাইয়া, ভক্তদের প্রতি)—কি দেখছি জান? তিনি সব হয়েছেন! মানুষ আর যা জীব দেখছি, যেন চামড়ার সব তয়েরি—তার ভিতর থেকে তিনিই হাত পা মাথা নাড়ছেন! যেমন একবার দেখেছিলাম—মোমের বাড়ি, বাগান, রাস্তা, মানুষ, গরু সব মোমের—সব এক জিনিসে তৈয়ারি।

"দেখছি—সে-ই কামার, সে-ই বলি, সে-ই হাড়িকাট হয়েছে!"

ঠাকুর কি বলিতেছেন, জীবের দুঃখে কাতর হইয়া তিনি নিজের শরীর জীবের মংগলের জন্য বলিদান দিতেছেন?

ঈশ্বরই কামার, বলি, হাড়িকাট হইয়াছেন। এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর ভাবে বিভোর হইয়া বলিতেছেন—"আহা! আহা!"

আবার সেই ভাবাবস্থা! ঠাকুর বাহ্যশূন্য হইতেছেন। ভক্তেরা কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন।

ঠাকুর একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিতেছেন—"এখন আমার কোনও কষ্ট নাই, ঠিক পূর্বাবস্থা।"

ঠাকুরের এই সুখ দুঃখের অতীত অবস্থা দেখিয়া ভক্তেরা অবাক হইয়া রহিয়াছেন। লাটুর দিকে তাকাইয়া আবার বলিতেছেন—

"ঐ লেটো—মাথায় হাত দিয়ে বসে রয়েছে,—তিনিই (ঈশ্বরই) মাথায় হাত দিয়ে যেন রয়েছেন!"

ঠাকুর ভক্তদের দেখিতেছেন ও স্নেহে যেন বিগলিত হইতেছেন। যেমন শিশুকে আদর করে, সেইরূপ রাখাল ও নরেন্দ্রকে আদর করিতেছেন! তাঁদের মুখে হাত বুলাইয়া আদর করিতেছেন!

[কেন লীলা সংবরণ]

কিয়ৎপরে মাষ্টারকে বলিতেছেন, "শরীরটা কিছুদিন থাকতো, লোকেদের চৈতন্য হ'তো।" ঠাকুর আবার চুপ করিয়া আছেন।

ঠাকুর আবার বলিতেছেন—"তা রাখবে না।"

ভক্তেরা ভাবিতেছেন, ঠাকুর আবার কি বলিবেন। ঠাকুর আবার বলিতেছেন, **"তা রাখবে না,—সরল মূর্খ দেখে পাছে লোকে সব ধরে পড়ে। সরল মূর্খ পাছে সব দিয়ে ফেলে! একে কলিতে ধ্যান জপ নাই।"**

রাখাল (সস্নেহে)—আপনি বলুন—যাতে আপনার দেহ থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সে ঈশ্বরের ইচ্ছা।

নরেন্দ্র—আপনার ইচ্ছা আর ঈশ্বরের ইচ্ছা এক হয়ে গেছে।

ঠাকুর একটু চুপ করিয়া আছেন—যেন কি ভাবিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্র রাখালাদি ভক্তের প্রতি)—আর বললে কই হয়?

"এখন দেখছি এক হ'য়ে গেছে। ননদিনীর ভয়ে কৃষ্ণকে শ্রীমতী বললেন, 'তুমি হৃদয়ের ভিতর থাকো।' যখন আবার ব্যাকুল হ'য়ে কৃষ্ণকে দর্শন করিতে চাইলেন,—এমনি ব্যাকুলতা—যেমন বেড়াল আঁচর পাঁচর করে,—তখন কিন্তু আর বেরয় না!"

রাখাল (ভক্তদের প্রতি, মৃদুস্বরে)—গৌর অবতারের কথা বলছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গুহ্যকথা—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গ

ভক্তেরা নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছেন। ঠাকুর ভক্তদের সস্নেহে দেখিতেছেন, নিজের হৃদয়ে হাত রাখিলেন,—কি বলিবেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রাদিকে)—এর ভিতর দুটি আছেন। একটি তিনি।

ভক্তেরা অপেক্ষা করিতেছেন আবার কি বলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—একটি তিনি—আর একটি, ভক্ত হয়ে আছে। তারই হাত ভেঙেছিল—তারই এই অসুখ করেছে। বুঝেছ?

ভক্তেরা চুপ করিয়া বসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—**কারেই বা বলব কেই বা বুঝবে।**

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন—

"তিনি মানুষ হ'য়ে—**অবতার** হ'য়ে—ভক্তদের সঙ্গে আসেন। **ভক্তেরা তাঁরই** সঙ্গে আবার চলে যায়।"

রাখাল—তাই আমাদের আপনি যেন ফেলে না যান।

ঠাকুর মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। বলিতেছেন, "বাউলের দল হঠাৎ এলো, —নাচলে, গান গাইলে; আবার হঠাৎ চলে গেল! এলো—গেল, কেউ চিনলে না। (ঠাকুরের ও সকলের ঈষৎ হাস্য)।

কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া ঠাকুর আবার বলিতেছেন,—

"দেহ ধারণ করলে কষ্ট আছেই।

"এক একবার বলি, আর যেন আসতে না হয়।

"তবে কি,—একটা কথা আছে। নিমন্ত্রণ খেয়ে খেয়ে আর বাড়ির কড়ার ডাল ভাত ভাল লাগে না।

"আর যে দেহ ধারণ করা,—এটি ভক্তের জন্য।"

ঠাকুর ভক্তের নৈবেদ্য—ভক্তের নিমন্ত্রণ—ভক্তসঙ্গে বিহার ভালবাসেন, এই কথা কি বলিতেছেন?

[নরেন্দ্রের জ্ঞান ভক্তি—নরেন্দ্র ও সংসার ত্যাগ]

ঠাকুর নরেন্দ্রকে সস্নেহে দেখিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)—চণ্ডাল মাংসের ভার নিয়ে যাচ্ছিল। শঙ্করাচার্য গঙ্গা নেয়ে কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। চণ্ডাল হঠাৎ তাঁকে ছুঁয়ে ফেলেছিল। শঙ্কর বিরক্ত হয়ে বললেন, তুই আমায় ছুঁয়ে ফেললি! সে বললে, 'ঠাকুর তুমিও আমায় ছোঁও নাই আমিও তোমায় ছুঁই নাই! তুমি বিচার কর! তুমি

কি দেহ, তুমি কি মন, তুমি কি বুদ্ধি; কি তুমি, বিচার কর! **শুদ্ধ আত্মা নির্লিপ্ত**—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ; তিন গুণ;—কোন গুণে লিপ্ত নয়।"

"ব্রহ্ম কিরূপ জানিস। যেমন বায়ু। দুর্গন্ধ, ভাল গন্ধ—সব বায়ুতে আসছে, কিন্তু বায়ু নির্লিপ্ত।"

নরেন্দ্র—আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—গুণাতীত। মায়াতীত। অবিদ্যামায়া বিদ্যামায়া দুয়েরই অতীত। কামিনী-কাঞ্চন অবিদ্যা। জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তি—এ সব বিদ্যার ঐশ্বর্য। শঙ্করাচার্য বিদ্যামায়া রেখেছিলেন। তুমি আর এরা যে আমার জন্যে ভাবছো—এই ভাবনা বিদ্যামায়া!

"বিদ্যামায়া ধরে ধরে সেই **ব্রহ্মজ্ঞান** লাভ হয়। যেমন সিঁড়ির উপরের পইটে—তারপরে ছাদ। কেউ কেউ ছাদে পোঁছোনোর পরও সিঁড়িতে আনাগোনা করে—জ্ঞান লাভের পরও বিদ্যার আমি রাখে। লোকশিক্ষার জন্য। আবার ভক্তি আস্বাদ করবার জন্য—ভক্তের সঙ্গে বিলাস করবার জন্য।"

নরেন্দ্রাদি ভক্তেরা চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর কি এ সমস্ত নিজের অবস্থা বলিতেছেন?

নরেন্দ্র—কেউ কেউ রাগে আমার উপর, ত্যাগ করবার কথায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মৃদুস্বরে)—**ত্যাগ দরকার।**

ঠাকুর নিজের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখাইয়া বলিতেছেন,—"একটা জিনিসের পর যদি আর একটা জিনিস থাকে, প্রথম জিনিসটা পেতে গেলে, ও জিনিসটা সরাতে হবে না? একটা না সরালে আর একটা কি পাওয়া যায়?"

নরেন্দ্র—আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রকে, মৃদুস্বরে)—**সেই**-ময় দেখলে আর কিছু কি দেখা যায়?

নরেন্দ্র—সংসার ত্যাগ করতে হবেই?

শ্রীরামকৃষ্ণ—যা বললুম **সেই**-ময় দেখলে কি আর কিছু দেখা যায়? সংসার ফংসার আর কিছু দেখা যায়?

"তবে মনে ত্যাগ। এখানে যারা আসে, কেউ সংসারী নয়। কারু কারু একটু ইচ্ছা ছিল—মেয়েমানুষের সঙ্গে থাকা (রাখাল, মাষ্টার প্রভৃতির ঈষৎ হাস্য)। সেই ইচ্ছাটুকু হ'য়ে গেল।

[নরেন্দ্র ও বীরভাব]

ঠাকুর নরেন্দ্রকে সস্নেহে দেখিতেছেন। দেখিতে দেখিতে যেন আনন্দে পরিপূর্ণ হইতেছেন। ভক্তদের দিকে তাকাইয়া বলিতেছেন—'খুব'! নরেন্দ্র ঠাকুরকে সহাস্যে বলিতেছেন, 'খুব' কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—খুব ত্যাগ হ'য়ে আস্‌ছে।

নরেন্দ্র ও ভক্তেরা চুপ করিয়া আছেন ও ঠাকুরকে দেখিতেছেন। এইবার রাখাল কথা কহিতেছেন।

রাখাল (ঠাকুরকে, সহাস্যে)—নরেন্দ্র আপনাকে খুব বুঝ্‌ছে।

ঠাকুর হাসিতেছেন ও বলিতেছেন,—"হাঁ, আবার দেখ্‌ছি অনেকে বুঝ্‌ছে! (মাষ্টারের প্রতি) না গা?"

মাষ্টার—আজ্ঞা হাঁ।

ঠাকুর নরেন্দ্র ও মণিকে দেখিতেছেন ও হস্তের দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া রাখালাদি ভক্তদিগকে দেখাইতেছেন। প্রথম ইঙ্গিত করিয়া নরেন্দ্রকে দেখাইলেন।—তারপর মণিকে দেখাইলেন! রাখাল ঠাকুরের ইঙ্গিত বুঝিয়াছেন ও কথা কহিতেছেন।

রাখাল (সহাস্যে, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) আপনি বল্‌ছেন নরেন্দ্রের বীরভাব? আর এঁর সখীভাব? [ঠাকুর হাসিতেছেন।

নরেন্দ্র (সহাস্যে)—ইনি বেশী কথা কন না, আর লাজুক; তাই বুঝি বল্‌ছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে নরেন্দ্রকে)—আচ্ছা, আমার কি ভাব?

নরেন্দ্র—বীরভাব, সখীভাব,—সবভাব।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ—কে তিনি?]

ঠাকুর এই কথা শুনিয়া যেন ভাবে পূর্ণ হইলেন, হৃদয়ে হাত রাখিয়া কি বলিতেছেন!

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রাদি ভক্তদিগকে)—**দেখছি এর ভিতর থেকেই যা কিছু।**

নরেন্দ্রকে ইঙ্গিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "কি বুঝ্‌লি?"

নরেন্দ্র—("যা কিছু" অর্থাৎ) যত সৃষ্ট পদার্থ সব আপনার ভিতর থেকে!

শ্রীরামকৃষ্ণ (রাখালের প্রতি আনন্দে)—দেখছিস!

ঠাকুর নরেন্দ্রকে একটু গান গাইতে বলিতেছেন। নরেন্দ্র সুর করিয়া গাহিতেছেন। নরেন্দ্রের ত্যাগের ভাব,—গাহিতেছেন—

"নলিনীদলগতজলমতিতরলম্ তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্
ক্ষণমিহ, সজ্জনসঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।"

দুই এক চরণ গানের পরই ঠাকুর নরেন্দ্রকে ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন, "ও কি! ও সব ভাব অতি সামান্য!"

নরেন্দ্র এইবার সখী ভাবের গান গাহিতেছেন—

কাহে সই জিয়ত মরত কি বিধান!
ব্রজকি কিশোর সই, কাঁহা গেল ভাগই, ব্রজজন টুটায়ল পরাণ॥

মিলি সই নাগরী, ভুলিগেই মাধব, রূপবিহীন গোপকুঙারী।
কো জানে পিয় সই, রসময় প্রেমিক, হেন বঁধু রূপ কি ভিখারী॥
আগে নাহি বুঝানু, রূপ হেরি ভুলনু, হৃদি কৈনু চরণ যুগল।
যমুনা সলিলে সই, অব তনু ডারব, আন সখী ভখিব গরল॥
(কিবা) কানন বল্লরী, গল বেঢ়ি বাঁধই, নবীন তমালে দিব ফাঁস।
নহে **শ্যাম শ্যাম শ্যাম শ্যাম শ্যাম** নাম-জপই, ছার তনু করিব বিনাশ॥

গান শুনিয়া ঠাকুর ও ভক্তেরা মুগ্ধ হইয়াছেন। ঠাকুর ও রাখালের নয়ন দিয়া প্রেমাশ্রু পড়িতেছে। নরেন্দ্র আবার ব্রজগোপীর ভাবে মাতোয়ারা হইয়া কীর্ত্তনের সুরে গাহিতেছেন—

তুমি আমার, আমার বঁধু; (কি বলি কি বলি তোমায় বলি নাথ)।
(কি জানি কি বলি আমি অভাগিনী নারীজাতি)।
তুমি হাতোকি দর্পণ, মাথোকি ফুল
(তোমায় ফুলকরে কেশে পরব বঁধু)।
(তোমায় কবরীর সনে লুকায়ে লুকায়ে রাখব বঁধু)
(শামফুল পরিলে কেউ নখতে নারবে)।
তুমি নয়নের অঞ্জন, বয়ানের তাম্বুল
(তোমায় শ্যাম অঞ্জন করে এঁখে পরবো বঁধু)
(শ্যাম অঞ্জন পরেছি বলে কেউ নখ্‌তে নারবে)
তুমি অঙ্গকি মৃগমদ গিমকি হার (শ্যামচন্দন মাখি শীতল হব বঁধু)
তোমার হার কণ্ঠে পরব বঁধু। তুমি দেহকি সর্ব্বস্ব গেহকি সার॥
পাখীকো পাখ মীনকো পানি। তেয়সে হাম বঁধু তুয়া মানি॥

পঞ্চবিংশ খণ্ড

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুরের বাগানে নরেন্দ্রাদি ভক্ত-সঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

বুদ্ধদেব ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে কাশীপুরের বাগানে আছেন। আজ শুক্রবার বেলা ৫টা চৈত্র-শুক্লাপঞ্চমী। ৯ই এপ্রিল, ১৮৮৬।

নরেন্দ্র, কালী, নিরঞ্জন, মাষ্টার নীচে বসিয়া কথা কহিতেছেন।

নিরঞ্জন (মাষ্টারের প্রতি)—বিদ্যাসাগরের নূতন একটা স্কুল না কি হ'বে? নরেন্দ্রকে এর একটা কর্ম যোগাড় ক'রে—

নরেন্দ্র—আর বিদ্যাসাগরের কাছে চাকরী ক'রে কাজ নাই!

নরেন্দ্র বুদ্ধগয়া হইতে সবে ফিরিয়াছেন। সেখানে বুদ্ধমূর্তি দর্শন করিয়াছেন এবং সেই মূর্ত্তির সম্মুখে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। যে বৃক্ষের নীচে বুদ্ধদেব তপস্যা করিয়া নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই বৃক্ষের স্থানে একটি নূতন বৃক্ষ হইয়াছে, তাহাও দর্শন করিয়াছিলেন। কালী বলিলেন, "একদিন গয়ার উমেশ বাবুর বাড়িতে নরেন্দ্র গান গাইয়াছিলেন,—মৃদংগ সংগে খেয়াল, ধ্রুপদ ইত্যাদি।"

শ্রীরামকৃষ্ণ হলঘরে বিছানায় বসিয়া। রাত্রি কয়েক দণ্ড হইয়াছে। মণি একাকী পাখা করিতেছেন।—লাটু আসিয়া বসিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)—একখানি গায়ের চাদর ও এক জোড়া চটি জুতা আনবে।

মণি—যে আজ্ঞা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (লাটুকে)—চাদর ৷৷৵০ ও জুতা, সর্বশুদ্ধ কত দাম?

লাটু—এক টাকা দশ আনা।

ঠাকুর মণিকে দামের কথা শুনিতে ইঙ্গিত করিলেন।

নরেন্দ্র আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন। শশী, রাখাল ও আরও দু' একটি ভক্ত আসিয়া বসিলেন। ঠাকুর নরেন্দ্রকে পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ইঙ্গিত করিয়া নরেন্দ্রকে বলিতেছেন,—"খেয়েছিস্?"

[বুদ্ধদেব কি নাস্তিক?—'অস্তি নাস্তির মধ্যের অবস্থা']

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি, সহাস্যে)—ওখানে (অর্থাৎ বুদ্ধগয়ায়) গিছলো।

মাষ্টার (নরেন্দ্রের প্রতি)—বুদ্ধদেবের কি মত?

নরেন্দ্র—তিনি তপস্যার পর কি পেলেন, তা মুখে বলতে পারেন নাই। তাই ব'লে সকলে বলে, নাস্তিক।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ইঙ্গিত করিয়া)—নাস্তিক কেন? নাস্তিক নয়, মুখে বলতে পারে নাই। বুদ্ধ কি জান? বোধ-স্বরূপকে চিন্তা ক'রে ক'রে,—তাই হওয়া,—**বোধ স্বরূপ হওয়া।**

নরেন্দ্র—আজ্ঞে হাঁ। এদের তিন শ্রেণী আছে,—বুদ্ধ, অর্হৎ আর বোধিসত্ব।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এ তাঁরই খেলা,—নূতন একটা লীলা।

"নাস্তিক কেন হ'তে যাবে! যেখানে স্বরূপকে বোধ হয়, সেখানে অস্তি নাস্তির মধ্যের অবস্থা।"

নরেন্দ্র (মাষ্টারের প্রতি) যে অবস্থায় contradictions meet, যে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন-এ শীতল জল তৈয়ার হয়, সেই হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন দিয়ে Oxyhydrogen-blowpipe (জ্বলন্ত অত্যুষ্ণ অগ্নিশিখা) উৎপন্ন হয়।

"যে অবস্থায় কর্ম আর কর্মত্যাগ দুইই সম্ভবে, অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম।

"যা'রা সংসারী ইন্দ্রিয়ের বিষয় নিয়ে র'য়েছে, তারা বলেছে, সব 'অস্তি' আবার মায়াবাদীরা বলছে,—'নাস্তি', বুদ্ধের অবস্থা এই 'অস্তি' 'নাস্তির' পরে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—এ অস্তি নাস্তি প্রকৃতির গুণ। যেখানে ঠিক ঠিক সেখানে অস্তি নাস্তি ছাড়া।

ভক্তেরা কিয়ৎক্ষণ সকলে চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন।

[বুদ্ধের দয়া ও বৈরাগ্য ও নরেন্দ্র]

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)—ওদের (বুদ্ধদেবের) কি মত?

নরেন্দ্র—ঈশ্বর আছেন কি না আছেন, এ সব কথা বুদ্ধ বলতেন না। তবে দয়া নিয়ে ছিলেন।

"একটা বাজ পক্ষী শিকারকে ধ'রে তা'কে খেতে যাচ্ছিল, বুদ্ধ শিকারটির প্রাণ বাঁচাবার জন্য নিজের গায়ের মাংস তা'কে দিয়েছিলেন।"

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ চুপ করিয়া আছেন। নরেন্দ্র উৎসাহের সহিত বুদ্ধদেবের কথা আরও বলিতেছেন।

নরেন্দ্র—কি বৈরাগ্য! রাজার ছেলে হ'য়ে সব ত্যাগ করলে! যা'দের কিছু নাই—কোনও ঐশ্বর্য নাই, তা'রা আর কি ত্যাগ করবে।

"যখন বুদ্ধ হ'য়ে নির্বাণ লাভ ক'রে বাড়িতে একবার এলেন, তখন স্ত্রীকে ছেলেকে—রাজ বংশের অনেককে—বৈরাগ্য অবলম্বন করতে বললেন। কি বৈরাগ্য! কিন্তু এ দিকে ব্যাসদেবের আচরণ দেখুন,—শুকদেবকে বারণ করে বলে, পুত্র! সংসার থেকে ধর্ম কর!"

ঠাকুর চুপ করিয়া আছেন। এখনও কোন কথা বলিতেছেন না।

নরেন্দ্র—শক্তি ফক্তি কিছু (বুদ্ধ) মান্‌তেন না।—কেবল **নির্বাণ**। কি বৈরাগ্য! গাছতলায় তপস্যা করতে বসলেন, আর বললেন—'**ইহৈব শুষ্যতু মে শরীরম্‌**! অর্থাৎ যদি নির্বাণলাভ না করি, তা হ'লে আমার শরীর এইখানে শুকিয়ে যাক্‌—এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা!

"শরীরই ত বদমাইস!—ওকে জব্দ না করলে কি কিছু!—"

শশী—তবে যে তুমি বল, মাংস খেলে সত্ত্বগুণ হয়।—মাংস খাওয়া উচিত, এ কথা ত বল।

নরেন্দ্র—যেমন মাংস খাই,—তেমনি (মাংস ত্যাগ করে) শুধু ভাতও খেতে পারি -নুন না দিয়েও শুধু ভাত খেতে পারি।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কথা কহিতেছেন। আবার বুদ্ধদেবের কথা ইঙ্গিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—(বুদ্ধদেবের) কি মাথায় ঝুঁটি?

নরেন্দ্র—আজ্ঞা না, রুদ্রাক্ষের মালা অনেক জড় করলে যা' হয়, সেই রকম মাথায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—চক্ষু?

নরেন্দ্র—চক্ষু সমাধিস্থ।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ দর্শন—'আমিই সেই']

ঠাকুর চুপ করিয়া আছেন। নরেন্দ্র ও অন্যান্য ভক্তেরা তাঁহাকে একদৃষ্টে দেখিতেছেন। হঠাৎ তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া আবার নরেন্দ্রের সঙ্গে কথা আরম্ভ করিলেন। মণি হাওয়া করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)—আচ্ছা,—এখানে সব আছে, না?—নাগাদ্‌ মুসুর ডাল, ছোলার ডাল, তেঁতুল পর্যন্ত।

নরেন্দ্র—আপনি ও সব অবস্থা ভোগ করে, নীচে র'য়েছেন!—

মণি (স্বগত)—সব অবস্থা ভোগ করে, ভক্তের অবস্থায়!—

শ্রীরামকৃষ্ণ—কে যেন নীচে টেনে রেখেছে!

এই বলিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মণির হাত হইতে পাখাখানি লইলেন এবং আবার কথা কহিতে লাগিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এই পাখা যেমন দেখছি, সামনে—**প্রত্যক্ষ**—ঠিক অমনি আমি (ঈশ্বরকে) দেখেছি! আর দেখলাম—

এই বলিয়া ঠাকুর নিজের হৃদয়ে হাত দিয়া ইঙ্গিত করিতেছেন, আর নরেন্দ্রকে বলিতেছেন, "কি বললুম বল দেখি?"

নরেন্দ্র—বুঝেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বল দেখি?

নরেন্দ্র—ভাল শুনিনি।

শ্রীরামকৃষ্ণ আবার ইঙ্গিত করিতেছেন,—**দেখলাম, তিনি (ঈশ্বর) আর হৃদয় মধ্যে যিনি আছেন এক ব্যক্তি।**

নরেন্দ্র—হাঁ, হাঁ, সোঽহং।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তবে একটি রেখামাত্র আছে—('ভক্তের আমি' আছে) সম্ভোগের জন্য।

নরেন্দ্র (মাষ্টারকে)—মহাপুরুষ নিজে উদ্ধার হ'য়ে গিয়ে জীবের উদ্ধারের জন্য থাকেন,—অহঙ্কার নিয়ে থাকেন—দেহের সুখ দুঃখ নিয়ে থাকেন।

"যেমন মুটেগিরি, আমাদের মুটে গিরি on compulsion (কারে প'ড়ে)। মহাপুরুষ মুটেগিরি করেন সখ্ করে।"

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও গুরুকৃপা]

আবার সকলে চুপ করিয়া আছেন। অহেতুক কৃপাসিন্ধু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আবার কথা কহিতেছেন। আপনি কে, এই তত্ত্ব নরেন্দ্রাদি ভক্তগণকে আবার বুঝাইতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রাদি ভক্তের প্রতি)—ছাদ ত দেখা যায়!—কিন্তু ছাদে উঠা বড় শক্ত!

নরেন্দ্র—আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তবে যদি কেউ উঠে থাকে, দড়ি ফেলে দিয়ে আর একজনকে তুলে নিতে পারে।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পাঁচ প্রকার সমাধি]

"হৃষিকেশের সাধু এসেছিল। সে (আমাকে) বললে,—'কি আশ্চর্য! তোমাতে পাঁচ প্রকার সমাধি দেখলাম!

"কখন **কপিবৎ**,—দেহ বৃক্ষে বানরের ন্যায় মহাবায়ু যেন এ ডাল থেকে ও ডালে একেবারে লাফ্ দিয়ে উঠে, আর **সমাধি** হয়।

'কখন **মীনবৎ**—মাছ যেমন জলের ভিতরে সড়াৎ সড়াৎ ক'রে যায় আর সুখে বেড়ায়, তেমনি মহাবায়ু দেহের ভিতর চলতে থাকে আর সমাধি হয়।

"কখন বা **পক্ষীবৎ**,—দেহবৃক্ষে পাখীর ন্যায় কখনও এ ডালে কখনও ও ডালে।

"কখন **পিপীলিকাবৎ**,—মহাবায়ু পিঁপড়ের মত একটু একটু ক'রে ভিতরে উঠতে থাকে, তারপর সহস্রারে বায়ু উঠ্‌লে সমাধি হয়। তখন বা **তির্য্যক্‌বৎ**,—অর্থাৎ মহাবায়ুর গতি সর্পের ন্যায় এঁকা ব্যাঁকা; তারপর সহস্রারে গিয়ে সমাধি।"

রাখাল (ভক্তদের প্রতি)—থাক্ আর কথায়,—অনেক কথা হ'য়ে গেল;—অসুখ করবে।

ষড়বিংশ খণ্ড

কাশীপুর বাগানে সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

কাশীপুর বাগানে ভক্তসঙ্গে

শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুরের বাগানে সেই উপরের ঘরে শয্যার উপর বসিয়া আছেন। ঘরে শশী ও মণি। ঠাকুর মণিকে ইসারা করিতেছেন—পাখা করিতে। তিনি পাখা করিতেছেন।

বৈকাল বেলা ৫টা ৬টা। সোমবার চড়কসংক্রান্তি, বাসন্তী মহাষ্টমী পূজা। চৈত্র শুক্লাষ্টমী, ৩১শে চৈত্র, ১২ই এপ্রিল, ১৮৮৬।

পাড়াতেই চড়ক হইতেছে। ঠাকুর একজন ভক্তকে চড়কের কিছু কিছু জিনিস কিনিতে পাঠাইয়াছিলেন। ভক্তটি ফিরিয়া আসিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি কি আন্‌লি?

ভক্ত—বাতাসা এক' পয়সা, বঁটি—দু' পয়সা, হাতা—দু'পয়সা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ছুরি কই?

ভক্ত—দু'পয়সায় দিলে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্যগ্র হইয়া)—যা যা, ছুরি আন।

মাষ্টার নীচে বেড়াইতেছেন। নরেন্দ্র ও তারক কলিকাতা হইতে ফিরিলেন। গিরিশ ঘোষের বাড়ি ও অন্যান্য স্থানে গিয়াছিলেন।

তারক—আজ আমরা মাংস টাংস অনেক খেলুম।

নরেন্দ্র—আজ মন অনেকটা নেমে গেছে। তপস্যা লাগাও।

(মাষ্টারের প্রতি) "কি Slavery (দাসত্ব) of body,--of mind! (শরীরের দাসত্ব—মনের দাসত্ব!) ঠিক যেন মুটের অবস্থা! শরীরের মন যেন আমার নয়, আর কারু।"

সন্ধ্যা হইয়াছে; উপরের ঘরে ও অন্যান্য স্থানে আলো জ্বালা হইল। ঠাকুর বিছানায় উত্তরাস্য হইয়া বসিয়া আছেন; জগন্মাতার চিন্তা করিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ফকির ঠাকুরের সম্মুখে অপরাধভঞ্জন স্তব পাঠ করিতেছেন। ফকির বলরামের পুরোহিতবংশীয়।

প্রাগ্‌দেহস্থো যদাসং তব চরণযুগং নাশ্রিতো নার্চ্চিতোঽহং,
তেনাদ্যোঽকীর্ত্তিবর্গৈর্জঠরজদহনৈর্বাধ্যমানো বলিষ্ঠৈঃ।

স্থিতা জন্মান্তরে নো পুনরিহ ভবিতাক্কাশ্রঃ ক্কাপি সেবা,
ক্ষন্তব্যো মেহপরাধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে! ইত্যাদি।

ঘরে শশী, মণি, আরও দু' একটি ভক্ত আছেন।

স্তব পাঠ সমাপ্ত হইল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অতি ভক্তিভাবে হাত জোড় করিয়া নমস্কার করিতেছেন।

মণি পাখা করিতেছেন। ঠাকুর ইসারা করিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন, "একটি পাথর বাটি আনবে। (এই বলিয়া পাথর বাটির গঠন অঙ্গুলি দিয়া আঁকিয়া দেখাইলেন) একপো, অত দুধ ধরবে? সাদা পাথর।"

মণি—আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আর সব বাটিতে ঝোল খেতে আঁষটে লাগে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ঈশ্বরকোটির কি কর্মফল, প্রারব্ধ আছে? যোগবাশিষ্ঠ

পরদিন মঙ্গলবার, রামনবমী; ১লা বৈশাখ, ১৩ই এপ্রিল, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ। প্রাতঃকাল,—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ উপরের ঘরে শয্যার বসিয়া আছেন। বেলা ৮টা ৯টা হইবে। মণি রাত্রে ছিলেন, প্রাতে গঙ্গা স্নান করিয়া আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিতেছেন। রাম (দত্ত) সকালে আসিয়াছেন ও প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলেন। রাম ফুলের মালা আনিয়াছেন ও ঠাকুরকে নিবেদন করিলেন। ভক্তেরা অনেকেই নীচে বসিয়া আছেন। দুই একজন ঠাকুরের ঘরে আছেন। রাম ঠাকুরের সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (রামের প্রতি)—কি রকম দেখছ?

রাম—আপনার সবই আছে। এখনই রোগের সব কথা উঠবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিলেন ও সঙ্কেত করিয়া রামকেই জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"রোগের কথাও উঠবে?"

ঠাকুরের চটি জুতা আছে, পায়ে লাগে। ডাক্তার রাজেন্দ্র দত্ত মাপ দিতে বলিয়াছেন,—তিনি ফরমাস্ দিয়া আনিবেন। ঠাকুরের পায়ের মাপ লওয়া হইল। এই পাদুকা এখন বেলুড় মঠে পূজা হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ মণিকে সঙ্কেত করিতেছেন, "কই, পাথরবাটি?" মণি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—কলিকাতায় পাথরবাটি আনিতে যাইবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, "থাক্ থাক্ এখন।"

মণি—আজ্ঞা না, এঁরা সব যাচ্ছেন, এই সঙ্গেই যাই।

মণি নূতন বাজারের জোড়াশাঁকোর চৌমাথায় একটি দোকান হইতে

একটি সাদা পাথরবাটি কিনিলেন। বেলা দ্বিপ্রহর হইয়াছে, এমন সময়ে কাশীপুরে ফিরিয়া আসিলেন ও ঠাকুরের কাছে আসিয়া প্রণাম করিয়া বাটিটি রাখিলেন। ঠাকুর সাদা বাটিটি হাতে করিয়া দেখিতেছেন। ডাক্তার রাজেন্দ্র দত্ত, গীতাহস্তে শ্রীনাথ ডাক্তার, শ্রীযুক্ত রাখাল হালদার, আরও কয়েকজন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘরে রাখাল, শশী, ছোট নরেন প্রভৃতি ভক্তেরা আছেন। ডাক্তারেরা ঠাকুরের পীড়া সম্বন্ধে সমস্ত সংবাদ লইলেন।

শ্রীনাথ ডাক্তার (বন্ধুদের প্রতি)—সকলেই প্রকৃতির অধীন। কর্মফল কেউ এড়াতে পারে না! প্রারব্ধ!

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেন,—তাঁর নাম করলে, তাঁকে চিন্তা করলে, তাঁর শরণাগত হ'লে—

শ্রীনাথ—আজ্ঞে, প্রারব্ধ কোথা যাবে?—পূর্ব পূর্ব জন্মের কর্ম।

শ্রীরামকৃষ্ণ—**খানিকটা কর্মফল ভোগ হয়।** কিন্তু তাঁর নামের গুণে অনেক কর্মপাশ কেটে যায়। একজন পূর্বজন্মের কর্মের দরুণ সাত জন্ম কাণা হ'ত; কিন্তু সে গঙ্গাস্নান করলে। গঙ্গাস্নানে মুক্তি হয়। সে ব্যক্তির চক্ষু যেমন কানা সেই রকমই রইলো, কিন্তু আর যে ছ'জন্ম সেটা হ'ল না।

শ্রীনাথ—আজ্ঞে, শাস্ত্রে ত' আছে, কর্মফল কারুরই এড়াবার জো নাই।

[শ্রীনাথ ডাক্তার তর্ক করিতে উদ্যত।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)—বল না, ঈশ্বরকোটির আর জীবকোটির অনেক তফাত। ঈশ্বরকোটির অপরাধ হয় না; বল না।

মণি চুপ করিয়া আছেন; মণি রাখালকে বলিতেছেন, "তুমি বল।"

কিয়ৎক্ষণ পরে ডাক্তারেরা চলিয়া গেলেন। ঠাকুর শ্রীযুক্ত রাখাল হালদারের সহিত কথা কহিতেছেন।

হালদার—শ্রীনাথ ডাঃ বেদান্ত চর্চা ক'রে—যোগবাশিষ্ঠ প'ড়ে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সংসারী হ'য়ে, 'সব স্বপ্নবৎ'—এ সব মত ভাল নয়।

একজন ভক্ত—কালিদাস ব'লে সেই লোকটি—তিনিও বেদান্ত চর্চা করেন; কিন্তু মকদ্দমা ক'রে সর্বস্বান্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—সব মায়া—আবার মকদ্দমা! (রাখালের প্রতি) জনাইয়ের মুখুজ্যে প্রথমে লম্বা লম্বা কথা বল্‌ছিল; তারপর শেষকালে বেশ বুঝে গেল! আমি যদি ভাল থাকতুম ওদের সঙ্গে আর খানিকটা কথা কইতাম। জ্ঞান জ্ঞান কি করলেই হয়?

[কামজয় দৃষ্টে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের রোমাঞ্চ]

হালদার—অনেক জ্ঞান দেখা গেছে। একটু ভক্তি হলে বাঁচি। সেদিন একটা কথা মনে ক'রে এসেছিলাম। তা আপনি মীমাংসা ক'রে দিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্যগ্র হইয়া)—কি কি?

হালদার—আজ্ঞে, এই ছেলেটি এলে বললেন যে—জিতেন্দ্রিয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ গো, ওর (ছোট নরেনের) ভিতর বিষয়বুদ্ধি আদপে ঢোকে নাই! ও বলে কাম কাকে বলে তা জানি না।

(মণির প্রতি) "হাত দিয়ে দেখ আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে!

কাম নাই, এই শুদ্ধ অবস্থা মনে করিয়া ঠাকুরের রোমাঞ্চ হইতেছে। যেখানে কাম নাই সেখানে ঈশ্বর বর্তমান। এই কথা মনে করিয়া কি ঠাকুরের ঈশ্বরের উদ্দীপন হইতেছে?

রাখাল হালদার বিদায় লইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ এখনও ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। পাগলী তাঁহাকে দেখিবার জন্য বড়ই উপদ্রব করে। পাগলীর মধুর ভাব। বাগানে প্রায় আসে ও দৌড়ে দৌড়ে ঠাকুরের ঘরে এসে পড়ে। ভক্তেরা প্রহারও করেন,—কিন্তু তাহাতেও নিবৃত্ত হয় না।

শশী—পাগলী এবার এলে ধাক্কা মেরে তাড়াব।

শ্রীরামকৃষ্ণ (করুণামাখা স্বরে)—না, না। আসবে, চলে যাবে।

রাখাল—আগে আগে অপর পাঁচজন ওঁর কাছে এলে আমার হিংসে হ'ত। তার পর উনি কৃপা ক'রে আমায় জানিয়ে দিয়েছেন,—**মদগুরু শ্রীজগৎ গুরু!**— উনি কি কেবল আমাদের জন্য এসেছেন?

শশী—তা নয় বটে,—কিন্তু অসুখের সময় কেন? আর ও রকম উপদ্রব!

রাখাল—উপদ্রব সব্বাই করে। সকলেই কি খাঁটি হ'য়ে ওঁর কাছে এসেছে? ওঁকে আমরা কষ্ট দিই নাই? নরেন্দ্র-টরেন্দ্র আগে কি রকম ছিল, কত তর্ক কর্‌তো?

শশী—নরেন্দ্র যা মুখে ব'লতো, কাজেও তা করতো।

রাখাল—ডাক্তার সরকার কত কি ওঁকে বলেছে! ধর্‌তে গেলে কেহই নির্দোষ নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (রাখালের প্রতি, সস্নেহে)—কিছু খাবি?

রাখাল—না;—খাবো এখন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মণিকে সঙ্কেত করিতেছেন, তুমি আজ এখানে খাবে?

রাখাল—খান না, উনি বল্‌ছেন।

ঠাকুর পঞ্চম বর্ষীয় বালকের ন্যায় দিগম্বর হইয়া ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। এমন সময়ে পাগলী সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া ঘরের দরজার কাছে দাঁড়াইয়াছে।

মণি (শশীকে আস্তে আস্তে)—নমস্কার করে যেতে বল, কিছু ব'লে কাজ নাই। [শশী পাগলীকে নামাইয়া দিলেন।

আজ নব বর্ষারম্ভ মেয়ে ভক্তেরা অনেকে আসিয়াছেন। ঠাকুরকে ও শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিলেন ও তাঁহাদের আশীর্বাদ লইলেন। শ্রীযুক্ত বলরামের পরিবার, মণিমোহনের পরিবার, বাগবাজারের ব্রাহ্মণী ও অন্যান্য অনেক স্ত্রীলোক ভক্তেরা আসিয়াছেন। কেহ কেহ সন্তানাদি লইয়া আসিয়াছেন।

তাঁহারা ঠাকুরকে প্রণাম করিতে উপরের ঘরে আসিলেন। কেহ কেহ ঠাকুরের পাদপদ্মে পুষ্প ও আবীর দিলেন। ভক্তদের দুইটি ৯।১০ বর্ষের মেয়ে ঠাকুরকে গান শুনাইতেছেন—

জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই.
কোথা হতে আসি, কোথা ভেসে যাই।
ফিরে ফিরে আসি, কত কাঁদি হাসি,
কোথা যাই সদা ভাবি গো তাই॥

গান—হরি হরি বলরে বীণে।

গান—ঐ আসছে কিশোরী, ঐ দেখ এলো
তোর নয়ন বাঁকা বংশীধারী।

গান—দুর্গানাম জপ সদা রসনা আমার,
দুর্গমে শ্রীদুর্গা বিনে কে করে উদ্ধার?

শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্কেত করিয়া বলিতেছেন, "বেশ মা মা বলছে!"

ব্রাহ্মণীর ছেলেমানুসের স্বভাব। ঠাকুর হাসিয়া রাখালকে ইঙ্গিত করিতেছেন, "ওকে গান গাইতে বল না।" ব্রাহ্মণী গান গাইতেছেন। ভক্তেরা হাসিতেছেন।

'হরি খেলবো আজ তোমার সনে,
একলা পেয়েছি তোমায় নিধুবনে।'

মেয়েরা উপরের ঘর হইতে নীচে চলিয়া গেলেন।

বৈকাল বেলা। ঠাকুরের কাছে মণি ও দু-একটি ভক্ত বসিয়া আছেন। নরেন্দ্র ঘরে প্রবেশ করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ঠিকই বলেন, নরেন্দ্র যেন খাপ খোলা তরোয়ার লইয়া বেড়াইতেছেন।

[সন্ন্যাসীর কঠিন নিয়ম ও নরেন্দ্র]

নরেন্দ্র আসিয়া ঠাকুরের কাছে বসিলেন। ঠাকুরকে শুনাইয়া নরেন্দ্র মেয়েদের সম্বন্ধে যৎপরনাস্তি বিরক্তি ভাব প্রকাশ করিতেছেন। মেয়েদের সঙ্গে ঈশ্বর লাভের ভয়ানক বিঘ্ন,—বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ কোন কথা কহিতেছেন না, সকলি শুনিতেছেন।

নরেন্দ্র আবার বলিতেছেন, আমি চাই শান্তি, আমি ঈশ্বর পর্যন্ত চাই না। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে একদৃষ্টে দেখিতেছেন। মুখে কোন কথা নাই। নরেন্দ্র মাঝে মাঝে সুর করিয়া বলিতেছেন— **সত্যম্ জ্ঞানমনন্তম্।**

রাত্রি আটটা। ঠাকুর শয্যাতে বসিয়া আছেন, দু-একটি ভক্তও সম্মুখে বসিয়া। সুরেন্দ্র আফিসের কার্য সারিয়া ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়াছেন, হস্তে চারিটি কমলালেবু ও দুই ছড়া ফুলের মালা। সুরেন্দ্র ভক্তদের দিকে এক একবার ও ঠাকুরের দিকে এক একবার তাকাইতেছেন; আর হৃদয়ের কথা সমস্ত বলিতেছেন।

সুরেন্দ্র (মণি প্রভৃতির দিকে তাকাইয়া)—আফিসের কাজ সব সেরে এলাম। ভাবলাম, দুই নৌকায় পা দিয়ে কি হবে, কাজ সেরে আসাই ভাল। আজ ১লা বৈশাখ, আবার মঙ্গলবার; কালীঘাটে যাওয়া হ'লো না। ভাবলাম যিনি **কালী**—যিনি কালী ঠিক চিনেছেন,—তাঁকে দর্শন করলেই হবে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিতেছেন।

সুরেন্দ্র—গুরুদর্শনে, সাধুদর্শনে শুনেছি ফুল ফল নিয়ে আসতে হয়। তাই এইগুলি আনলাম। আপনার জন্য টাকা খরচ, তা ভগবান মন দেখেন। কেউ একটি পয়সা দিতে কাতর, আবার কেউ বা হাজার টাকা খরচ করতে কিছুই বোধ করে না। ভগবান মনের ভক্তি দেখেন তবে গ্রহণ করেন।

ঠাকুর মাথা নাড়িয়া সঙ্কেত করিয়া বলিতেছেন, "তুমি ঠিক বলছো।" সুরেন্দ্র আবার বলিতেছেন, "কাল আসতে পারি নাই, সংক্রান্তি। আপনার ছবিকে ফুল দিয়ে সাজালুম।"

শ্রীরামকৃষ্ণ মণিকে সঙ্কেত করিয়া বলিতেছেন, "আহা কি ভক্তি!"

সুরেন্দ্র—আসছিলাম, এই দুগাছা মালা আনলাম, চার আনা দাম।

ভক্তেরা প্রায় সকলেই চলিয়া গেলেন। ঠাকুর মণিকে পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে বলিতেছেন ও হাওয়া করিতে বলিতেছেন।

পরিশিষ্ট

বরাহনগর মঠ

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম মঠ—নরেন্দ্রাদি ভক্তের বৈরাগ্য ও সাধন

বরাহনগরের মঠ। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অদর্শনের পর নরেন্দ্রাদি ভক্তেরা একত্র হইয়াছেন। সুরেন্দ্রের সাধু ইচ্ছায় বরাহনগরে তাঁহাদের থাকিবার একটি বাসস্থান হইয়াছে। সেই স্থান আজি মঠে পরিণত। ঠাকুরঘরে গুরুদেব ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নিত্যসেবা। নরেন্দ্রাদি ভক্তেরা বলিলেন, আর সংসারে ফিরিব না, তিনি যে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন, আমরা কি ক'রে আর বাড়িতে ফিরিয়া যাই! শশী নিত্যপূজার ভার লইয়াছেন। নরেন্দ্র ভাইদের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। ভাইরাও তাঁহার মুখ চাহিয়া থাকেন। নরেন্দ্র বলিলেন সাধন করিতে হইবে, তাহা না হইলে ভগবানকে পাওয়া যাইবে না। তিনি নিজে ও ভাইরাও নানাবিধ সাধন আরম্ভ করিলেন। বেদ, পুরাণ ও তন্ত্রমতে মনের খেদ মিটাইবার জন্য অনেক প্রকার সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। কখনও কখনও নির্জনে বৃক্ষতলে, কখনও একাকী শ্মশান মধ্যে কখনও গঙ্গাতীরে সাধন করেন। মঠের মধ্যে কখনও বা ধ্যানের ঘরে একাকী জপ-ধ্যানে দিন যাপন করেন। আবার কখনও ভাইদের সঙ্গে একত্র মিলিত হইয়া সংকীর্ত্তনানন্দে নৃত্য করিতে থাকেন। সকলেই বিশেষতঃ নরেন্দ্র ঈশ্বর লাভের জন্য ব্যাকুল। কখনও বলেন প্রায়োপবেশন কি করিব? কি উপায়ে তাঁহাকে লাভ করিব!

লাটু, তারক ও বুড়োগোপাল ইঁহাদের থাকিবার স্থান নাই, এঁদের নাম করিয়াই সুরেন্দ্র প্রথম মঠ করেন। সুরেন্দ্র বলিলেন, "ভাই! তোমরা এই স্থানে ঠাকুরের গদি লইয়া থাকিবে, আর আমরা সকলে মাঝে মাঝে এখানে জুড়াইতে আসিব।" দেখিতে দেখিতে কৌমার-বৈরাগ্যবান্ ভক্তেরা যাতায়াত করিতে করিতে আর বাড়িতে ফিরিলেন না। নরেন্দ্র, রাখাল, নিরঞ্জন, বাবুরাম, শরৎ, শশী, কালী রহিয়া গেলেন। কিছুদিন পরে সুবোধ ও প্রসন্ন আসিলেন। যোগীন ও লাটু বৃন্দাবনে ছিলেন, এক বৎসর পরে আসিয়া জুটিলেন। গঙ্গাধর সর্বদাই মঠে যাতায়াত করিতেন। নরেন্দ্রকে না দেখিলে তিনি থাকিতে পারিতেন না। তিনি "জয় শিব ওঙ্কারঃ" এই আরতির স্তস্ব আনিয়া দেন। মঠের ভাইরা "বা গুরুজী কি ফতে" এই জয়জয়কার ধ্বনি যে মাঝে

মাঝে করিতেন, তাহাও গঙ্গাধর শিখাইয়াছিলেন। তিব্বত হইতে ফিরিবার পর তিনি মঠে রহিয়া গিয়াছিলেন। ঠাকুরের আর দুটি ভক্ত হরি ও তুলসী নরেন্দ্র ও তাঁহার মঠের ভাইদের সর্বদা দর্শন করিতে আসিতেন। কিছুদিন পরে অবশেষে তাঁহারা মঠে থাকিয়া যান।

[নরেন্দ্রের পূর্বকথা ও শ্রীরামকৃষ্ণের ভালবাসা]

আজ শুক্রবার, ২৫শে মার্চ ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ—মাষ্টার মঠের ভাইদের দর্শন করিতে আসিয়াছেন। দেবেন্দ্রও আসিয়াছেন। মাষ্টার প্রায় দর্শন করিতে আসেন ও কখন কখন থাকিয়া যান। গত শনিবারে আসিয়া শনি, রবি ও সোম—তিনদিন ছিলেন। মঠের ভাইদের বিশেষতঃ নরেন্দ্রের এখন তীব্র বৈরাগ্য। তাই তিনি উৎসুক হইয়া সর্বদা তাঁহাদের দেখিতে আসেন।

রাত্রি হইয়াছে। আজ রাত্রে মাষ্টার থাকিবেন।

সন্ধ্যার পর শশী মধুর নাম করিতে করিতে ঠাকুরঘরে আলো জ্বালিলেন ও ধুনা দিলেন। সেই ধুনা লইয়া যত ঘরের যত পট আছে, প্রত্যেকের কাছে গিয়া প্রণাম করিতেছেন।

এইবার আরতি হইতেছে। শশী আরতি করিতেছেন। মঠের ভাইরা মাষ্টার ও দেবেন্দ্র, সকলে হাত জোড় করিয়া আরতি দেখিতেছেন ও সঙ্গে সঙ্গে আরতির স্তব গাইতেছেন—"জয় শিব ওঙ্কর, ভজ শিব ওঙ্কর। ব্রহ্মা বিষ্ণু সদাশিব! হর হর হর মহাদেব!!"

নরেন্দ্র ও মাষ্টার দুইজনে কথা কহিতেছেন। নরেন্দ্র ঠাকুরের কাছে যাওয়া অবধি অনেক পূর্বকথা মাষ্টারের কাছে বলিতেছেন। নরেন্দ্রের এখন বয়স ২৪ বৎসর ২ মাস হইবে।

নরেন্দ্র—প্রথম প্রথম যখন যাই, তখন একদিন ভাবে বললেন, 'তুই এসেছিস্!'

"আমি ভাবলাম, 'কি আশ্চর্য! ইনি যেন আমায় অনেকদিন থেকে চেনেন।' তারপর বললেন, 'তুই কি একটা জ্যোতি দেখতে পাস্?'

"আমি বললাম, আজ্ঞা হাঁ। ঘুমাবার আগে কপালের কাছে কি যেন একটি জ্যোতি ঘুরতে থাকে।"

মাষ্টার—এখনও কি দেখ?

নরেন্দ্র—আগে খুব দেখতাম। যদু মল্লিকের রান্নাবাড়িতে একদিন আমায় স্পর্শ ক'রে কি মনে মনে বললেন, আমি অজ্ঞান হ'য়ে গেলুম! সেই নেশায় অমন একমাস ছিলুম!

"আমার বিবাহ হবে শুনে মা কালীর পা ধ'রে কেঁদেছিলেন। কেঁদে বলেছিলেন, 'মা ওসব ঘুরিয়ে দে মা। নরেন্দ্র যেন ডুবে না!'

"যখন বাবা মারা গেলেন, মা-ভাইরা খেতে পাচ্ছে না, তখন একদিন অন্নদা গুহর সঙ্গে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল।

"তিনি অন্নদা গুহকে বললেন, 'নরেন্দ্রের বাবা মারা গেছে, ওদের বড় কষ্ট, এখন বন্ধুবান্ধবরা সাহায্য করে তো বেশ হয়।

"অন্নদা গুহ চলে গেলে আমি তাঁকে বকতে লাগলাম। বললাম, কেন আপনি ওর কাছে ওসব কথা বললেন? তিনি তিরস্কৃত হ'য়ে কাঁদতে লাগলেন ও বললেন, 'ওরে তোর জন্য যে আমি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে পারি!"

তিনি ভালবেসে আমাদের বশীভূত করেছিলেন। আপনি কি বলেন?"

মাষ্টার—অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ওঁর অহেতুক ভালবাসা।

নরেন্দ্র—আমায় একদিন একলা একটি কথা বললেন। আর কেহ ছিল না। এ কথা আপনি (আমাদের ভিতরে) আর কারুকে বলবেন না।

মাষ্টার—না, কি বলেছিলেন?

নরেন্দ্র—তিনি বললেন, আমার ত সিদ্ধাই করবার যো নাই। তোর ভিতর দিয়ে করবো, কি বলিস্? আমি বললাম—'না, তা হবে না।'

"ওঁর কথা উড়িয়ে দিতাম,—ওঁর কাছে শুনেছেন। ঈশ্বরের রূপ দর্শন করেন, এ বিষয়ে আমি বলেছিলাম, 'ও সব মনের ভুল।'

"তিনি বললেন, ওরে, আমি কুটীর উপর চেঁচিয়ে বলতাম, ওরে কোথায় কে ভক্ত আছিস্ আয়,—তোদের না দেখে আমার প্রাণ যায়! মা বলেছিলেন, ভক্তেরা সব আসবে,—তা দেখ, সব ত মিলছে!

"আমি তখন আর কি বলব, চুপ করে রইলাম।

[নরেন্দ্রের অখণ্ডের ঘর—নরেন্দ্রের অহংকার]

"একদিন ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে দেবেন্দ্রবাবু ও গিরিশবাবুকে আমার বিষয় বলেছিলেন, 'ওর ঘর বলে দিলে ও দেহ রাখবে না'।"

মাষ্টার—হাঁ. শুনেছি। আর আমাদের কাছেও অনেকবার বলেছিলেন। কাশীপুরে থাকতে তোমার একবার সে অবস্থা হয়েছিল, না?

নরেন্দ্র—সেই অবস্থায় বোধ হয় যে, আমার শরীর নাই, শুধু মুখটি দেখতে পাচ্ছি। ঠাকুর উপরের ঘরে ছিলেন। আমার নীচে ঐ অবস্থাটি হ'ল! আমি সেই অবস্থাতে কাঁদতে লাগলাম। বলতে লাগলাম আমার কি হ'ল। বুড়োগোপাল উপরে গিয়ে ঠাকুরকে বললেন, 'নরেন্দ্র কাঁদছে।'

"তাঁর সঙ্গে দেখা হলে. তিনি বললেন, 'এখন টের পেলি. চাবি আমার কাছে রইল!—আমি বললাম, 'আমার কি হল!'

"তিনি অন্য ভক্তদের দিকে চেয়ে বললেন, 'ও আপনাকে জানতে পারলে দেহ রাখবে না; আমি ভুলিয়ে রেখেছি।"

"একদিন বলেছিলেন, তুই যদি মনে করিস্ কৃষ্ণকে হৃদয়মধ্যে দেখতে পাস্। আমি বললাম, আমি কিষ্টফিষ্ট মানি না। (মাষ্টার ও নরেন্দ্রের হাস্য)।

"আর একটা দেখেছি, এক একটি জায়গা, জিনিস বা মানুষ দেখলে, বোধ হয় যেন আগে জন্মান্তরে দেখেছি। যেন চেনা চেনা! আমহার্ষ্ট্ ষ্ট্রীট-এ যখন শরতের বাড়িতে গেলাম, শরতকে একবার বললাম, ঐ বাড়ি যেন আমার সব জানা! বাড়ির ভিতরের পথগুলি ঘরগুলি, যেন অনেক দিনের চেনা চেনা।

"আমি নিজের মতে কাজ করতাম, তিনি (ঠাকুর) কিছু বলতেন না। আমি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মেম্বার হয়েছিলাম, জানেন তো?"

মাষ্টার—হাঁ, তা জানি।

নরেন্দ্র—তিনি জানতেন, ওখানে মেয়েমানুষেরা যায়। মেয়েদের সামনে রেখে ধ্যান করা যায় না, তাই নিন্দা করতেন। আমায় কিন্তু কিছু বলতেন না! একদিন শুধু বললেন, রাখালকে ও সব কথা কিছু বলিস নি—যে তুই সমাজের মেম্বার হয়েছিস্। ওরও, তা হলে, হ'তে ইচ্ছা যাবে।

মাষ্টার—তোমার বেশী মনের জোর, তাই তোমায় বারণ করেন নাই।

নরেন্দ্র—অনেক দুঃখকষ্ট পেয়ে তবে এই অবস্থা হয়েছে। মাষ্টার মশাই, আপনি দুঃখকষ্ট পান নাই তাই,—মানি দুঃখকষ্ট না পেলে Resignation (ঈশ্বরে সমস্ত সমর্পণ) হয় না—Absolute Dependence on God.

"আচ্ছা..... এত নম্র ও নিরহঙ্কার; কত বিনয়! আমায় বলতে পারেন, আমার কিসে বিনয় হয়?"

মাষ্টার—তিনি বলেছেন, তোমার অহঙ্কার সম্বন্ধে,—এ 'অহং' কার?

নরেন্দ্র—এর মানে কি?

মাষ্টার—অর্থাৎ রাধিকাকে একজন সখী বলছেন, তোর অহংকার হয়েছে—তাই কৃষ্ণকে অপমান করিলি। আর এক সখী তার উত্তর দিচ্ছিল, হাঁ অহঙ্কার শ্রীমতীর হয়েছিল বটে, কিন্তু এ 'অহং' কার? অর্থাৎ কৃষ্ণ আমার পতি—এই অহংকার,—কৃষ্ণই এ 'অহং' রেখে দিয়েছেন। ঠাকুরের কথার মানে এই, ঈশ্বরই এই অহঙ্কার তোমার ভিতরে রেখে দিয়েছেন, অনেক কাজ করিয়ে নেবেন এই জন্য!

নরেন্দ্র—কিন্তু আমি হাঁকডেকে ব'লে আমার দুঃখ নাই!

মাষ্টার (সহাস্যে)—তবে সখ ক'রে হাঁকডাক করো (উভয়ের হাস্য)।

এইবার অন্য অন্য ভক্তদের কথা পড়িল—বিজয় গোস্বামী প্রভৃতির।

নরেন্দ্র—তিনি বিজয় গোস্বামীর কথা বলেছিলেন, 'দ্বারে ঘা দিচ্ছে'।

মাষ্টার—অর্থাৎ ঘরের ভিতর এখনও প্রবেশ করিতে পারেন নাই।

"কিন্তু শ্যামপুকুর বাটীতে বিজয় গোস্বামী ঠাকুরকে বলেছিলেন, 'আমি আপনাকে ঢাকাতে এই আকারে দর্শন করেছি, এই শরীরে।' তুমিও সেই-খানে উপস্থিত ছিলে।

নরেন্দ্র—দেবেন্দ্রবাবু, রামবাবু, এরা সব সংসার ত্যাগ করবে—খুব চেষ্টা করছে। রামবাবু Privately বলেছে, দুই বছর পরে ত্যাগ করবে।

মাষ্টার—দুই বছর পরে? মেয়েছেলেদের বন্দোবস্ত হলে বুঝি?

নরেন্দ্র আর ও বাড়িটা ভাড়া দেবে। আর একটা ছোট বাড়ি কিনবে। মেয়ের বিয়ে-টিয়ে ওরা বুঝবে।

মাষ্টার—গোপালের বেশ অবস্থা; না?

নরেন্দ্র—কি অবস্থা!

মাষ্টার—এত ভাব, হরিনামে অশ্রু রোমাঞ্চ!

নরেন্দ্র—ভাব হ'লেই কি বড় লোক হ'য়ে গেল!

"কালী, শরৎ, শশী, সারদা এরা—গোপালের চেয়ে কত বড়লোক! এদের ত্যাগ কত! গোপাল তাঁকে (ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে) মানে কৈ?"

মাষ্টার—তিনি বলেছিলেন বটে, ও এখানকার লোক নয়। তবে ঠাকুরকে তো খুব ভক্তি করতেন দেখেছি।

নরেন্দ্র—কি দেখেছেন?

মাষ্টার—যখন প্রথম প্রথম দক্ষিণেশ্বরে যাই, ঠাকুরের ঘরে ভক্তদের দরবার ভেঙ্গে গেলে পর, ঘরের বাহিরে এসে একদিন দেখলাম—গোপাল হাঁটু গেড়ে বাগানের লাল শুরকির পথে হাত জোড় করে আছেন—ঠাকুর সেইখানে দাঁড়িয়ে। খুব চাঁদের আলো। ঠাকুরের ঘরের ঠিক উত্তরে যে বারান্দাটি আছে তারই ঠিক উত্তর গায়ে লাল শুরকির রাস্তা। সেখানে আর কেউ ছিল না। বোধ হ'ল যেন—গোপাল শরণাগত হয়েছেন ও ঠাকুর আশ্বাস দিচ্ছেন।

নরেন্দ্র—আমি দেখি নাই।

মাষ্টার—আর মাঝে মাঝে বলতেন, 'ওর পরমহংস অবস্থা।' তবে এও বেশ মনে আছে, ঠাকুর তাঁকে মেয়েমানুষ ভক্তদের কাছে আনাগোনা করতে বারণ করেছিলেন। অনেকবার সাবধান ক'রে দিছলেন।

নরেন্দ্র—আর তিনি আমার কাছে বলেছেন,—ওর যদি পরমহংস অবস্থা তবে টাকা কেন! আর বলেছেন, 'ও এখানকার লোক নহে। যারা আমার আপনার লোক তারা এখানে সর্বদা আসবে।'

"তাইত—বাবুর উপর তিনি রাগ করতেন। সে সর্বদা সঙ্গে থাকত বলে, আর ঠাকুরের কাছে বেশী আসতো না।

"আমায় বলেছিলেন—'গোপাল সিদ্ধ—হঠাৎ সিদ্ধ; ও এখানকার লোক নয়। যদি আপনার হতো, ওকে দেখবার জন্য আমি কাঁদি নাই কেন?'

"কেউ কেউ ওঁকে নিত্যানন্দ বলে খাড়া করেছেন। কিন্তু তিনি (ঠাকুর) কতবার বলেছেন, **'আমিই অদ্বৈত-চৈতন্য-নিত্যানন্দ** একাধারে তিন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নরেন্দ্রের পূর্বকথা

মঠে কালী তপস্বীর ঘরে দুইটি ভক্ত বসিয়া আছেন। একটি ত্যাগী ও একটি গৃহী। উভয়েরই বয়স ২৪।২৫। দুইজনে কথা কহিতেছেন। এমন সময়ে মাষ্টার আসিলেন। তিনি মঠে তিন দিন থাকিবেন।

আজ গুডফ্রাইডে, ৮ই এপ্রিল, শুক্রবার। এখন বেলা ৮টা হইবে। মাষ্টার আসিয়া ঠাকুর ঘরে গিয়া প্রণাম করিলেন। তৎপরে নরেন্দ্র, রাখাল ইত্যাদি ভক্তদের সহিত দেখা করিয়া ক্রমে এই ঘরে আসিয়া বসিলেন ও ঐ দুইটি ভক্তকে সম্ভাষণ করিয়া ক্রমে তাঁহাদের কথা শুনিতে লাগিলেন। গৃহী ভক্তটির ইচ্ছা সংসার ত্যাগ করেন। মঠের ভাইটি তাঁহাকে বুঝাচ্ছেন, যাতে সে সংসার ত্যাগ না করে।

ত্যাগী ভক্ত—কিছু কর্ম যা আছে—করে ফেল্ না। একটু করলেই তারপর শেষ হ'য়ে যাবে।

"একজন শুনেছিল তার নরক হবে। সে একজন বন্ধুকে বললে, 'নরক কি রকম গা?' বন্ধুটি একটু খড়ি নিয়ে নরক আঁকতে লাগলো। নরক যেই আঁকা হয়েছে অমনি ঐ লোকটি তাতে গড়াগড়ি দিয়ে ফেললে। আর বললে, এইবার আমার নরক ভোগ হ'য়ে গেল।"

গৃহী ভক্ত—আমার সংসার ভাল লাগে না, আহা, তোমরা কেমন আছ!

ত্যাগী ভক্ত—তুই অত বকিস্ কেন? বেরিয়ে যাবি যাস্।—কেন, একবার সখ ক'রে ভোগ ক'রে নে না।

নয়টার পর ঠাকুরঘরে শশী পূজা করিলেন।

প্রায় এগারটা বাজিল। মঠের ভাইরা ক্রমে ক্রমে গঙ্গাস্নান করিয়া আসিলেন। স্নানের পর শুদ্ধবস্ত্র পরিধান করিয়া প্রত্যেকে ঠাকুরঘরে গিয়া ঠাকুরকে প্রণাম ও তৎপরে ধ্যান করিতে লাগিলেন।

ঠাকুরের ভোগের পর মঠের ভাইরা বসিয়া প্রসাদ পাইলেন; মাষ্টারও সেই সঙ্গে প্রসাদ পাইলেন।

সন্ধ্যা হইল। ধুনা দিবার পর ক্রমে আরতি হইল। দানাদের ঘরে রাখাল, শশী, বুড়োগোপাল ও হরিশ বসিয়া আছেন। মাষ্টারও আছেন। রাখাল ঠাকুরের খাবার খুব সাবধানে রাখিতে বলিতেছেন।

রাখাল (শশী প্রভৃতির প্রতি)—আমি একদিন তাঁর জলখাবার আগে খেয়েছিলাম। তিনি দেখে বললেন, 'তোর দিকে চাইতে পারছি না। তুই কেন এ কর্ম করলি!'—আমি কাঁদতে লাগলুম।

বুড়োগোপাল—আমি কাশীপুরে তাঁর খাবারের উপর জোরে নিঃশ্বাস ফেলেছিলুম, তখন তিনি বললেন, 'ও খাবার থাক্।'

বারান্দার উপর মাষ্টার নরেন্দ্রের সহিত বেড়াইতেছেন ও উভয়ে অনেক কথাবার্ত্তা কহিতেছেন।

নরেন্দ্র বলিলেন, আমি ত কিছুই মানতুম না।—জানেন?

মাষ্টার—কি, রূপ-টুপ?

নরেন্দ্র—তিনি যা যা বলতেন, প্রথম প্রথম অনেক কথাই মানতুম না। একদিন তিনি বলেছিলেন, 'তবে আসিস্ কেন?'

"আমি বললাম, আপনাকে দেখতে আসি, কথা শুনতে নয়।"

মাষ্টার—তিনি কি বললেন?

নরেন্দ্র—তিনি খুব খুশী হলেন।

পরদিন—শনিবার। ৯ই এপ্রিল ১৮৮৭। ঠাকুরের ভোগের পর মঠের ভাইরা আহার করিয়াছেন ও একটু বিশ্রামও করিয়াছেন। নরেন্দ্র ও মাষ্টার মঠের পশ্চিম গায়ে যে বাগান আছে, তাহার একটি গাছতলায় বসিয়া নির্জ্জনে কথা কহিতেছেন। নরেন্দ্র ঠাকুরের সহিত সাক্ষাতের পর যত পূর্বকথা বলিতেছেন। নরেন্দ্রের বয়স ২৪, মাষ্টারের ৩২ বৎসর।

মাষ্টার—প্রথম দেখার দিনটি তোমার বেশ স্মরণ পড়ে।

নরেন্দ্র—সে দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়িতে। তাঁহারই ঘরে। সেইদিনে এই দুটি গান গেয়েছিলাম—

মন চল নিজ নিকেতনে।
সংসার বিদেশে, বিদেশীর বেশে, ভ্রম কেন অকারণে॥
বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ, সব তোর পর কেউ নয় আপন।
পর প্রেমে কেন হইয়ে মগন, ভুলিছ আপন জনে॥
সত্যপথে মন কর আরোহণ, প্রেমের আলো জ্বালি চল অণুক্ষণ।
সঙ্গেতে সম্বল রাখ পুণ্য ধন, গোপনে অতি যতনে॥
লোভ মোহ আদি পথে দস্যুগণ পথিকের করে সর্বস্ব মোষণ।

পরম যতনে রাখ রে প্রহরী শম দম দুই জনে॥
সাধুসঙ্গ নামে আছে পান্থধাম, শ্রান্ত হলে তথা করিও বিশ্রাম।
পথভ্রান্ত হলে সুধাইও পথ সে পান্থ-নিবাসীজনে॥
যদি দেখ পথে ভয়েরি আকার, প্রাণপণে দিও দোহাই রাজার।
সে পথের রাজার প্রবল প্রতাপ, শমন ডরে যাঁর শাসনে॥

গান—যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে।
আছি নাথ দিবানিশি আশাপথ নিরখিয়ে॥
তুমি ত্রিভুবন নাথ, আমি ভিখারী অনাথ।
কেমনে বলিব তোমায় এস হে মম হৃদয়ে॥
হৃদয়-কুটীর-দ্বার, খুলে রাখি অনিবার।
কৃপা করি একবার এসে কি জুড়াবে হিয়ে॥

মাষ্টার—গান শুনে কি বললেন?

নরেন্দ্র—তাঁর ভাব হয়ে গিছলো। রামবাবুদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ ছেলেটি কে? আহা কি গান!' আমায় আবার আসতে বললেন।

মাষ্টার—তারপর কোথায় দেখা হলো।

নরেন্দ্র—তারপর রাজমোহনের বাড়ি। তারপর আবার দক্ষিণেশ্বরে। সেবারে আমায় দেখে ভাবে আমায় স্তব করতে লাগলেন। স্তব ক'রে বলতে লাগলেন, 'নারায়ণ, তুমি আমার জন্য দেহ ধারণ ক'রে এসেছ!'

"কিন্তু এ কথাগুলি কাহাকেও বলবেন না।"

মাষ্টার—আর কি বললেন?

নরেন্দ্র—তুমি আমার জন্য দেহ ধারণ ক'রে এসেছ। মাকে বলেছিলাম, 'মা, আমি কি যেতে পারি! গেলে কার সঙ্গে কথা কব? মা, কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী শুদ্ধ ভক্ত না পেলে কেমন করে পৃথিবীতে থাকবো! বললেন, 'তুই রাত্রে এসে আমায় তুললি, আর আমায় বললি 'আমি এসেছি।' আমি কিন্তু কিছু জানি না, কলিকাতার বাড়িতে তোফা ঘুম মারছি।

মাষ্টার—অর্থাৎ, তুমি এক সময় Present ও বটে, Absent ও বটে, যেমন ঈশ্বর সাকারও বটেন, নিরাকারও বটেন!

নরেন্দ্র—কিন্তু এ কথা কারুকে বলবেন না।

[নরেন্দ্রের প্রতি লোকশিক্ষার আদেশ]

নরেন্দ্র—কাশীপুরে তিনি শক্তি সঞ্চার ক'রে দিলেন।

মাষ্টার—যে সময়ে কাশীপুরের বাগানে গাছতলায় ধুনি জেলে বসতে না?

নরেন্দ্র—হাঁ। কালীকে বললাম, আমার হাত ধর দেখি। কালী বললে, কি একটা Shock তোমার গা ধরাতে আমার গায়ে লাগল।

"এ কথা (আমাদের মধ্যে) কারুকেও বলবেন না—Promise করুন।"

মাষ্টার—তোমার উপর শক্তি সঞ্চার করলেন, বিশেষ উদ্দেশ্য আছে, তোমার দ্বারা অনেক কাজ হবে। একদিন একখানা কাগজে লিখে বলেছিলেন, 'নরেন শিক্ষে দিবে।'

নরেন্দ্র—আমি কিন্তু বলেছিলাম, 'আমি ওসব পারব না'।

"তিনি বললেন, 'তোর হাড় করবে।' শরতের ভার আমার উপর দিয়েছেন। ও এখন ব্যাকুল হয়েছে। ওর কুণ্ডলিনী জাগ্রত হয়েছে।"

মাষ্টার—এখন পাতা না জমে। ঠাকুর বলতেন, বোধ হয় মনে আছে যে, পুকুরের ভিতর মাছের গাড়ি হয় অর্থাৎ গর্ত, যেখানে মাছ এসে বিশ্রাম করে। যে গাড়িতে পাতা এসে জমে যায়, সে গাড়িতে মাছ এসে থাকে না।

[নরেন্দ্রের অখণ্ডের ঘর]

নরেন্দ্র—নারায়ণ বলতেন।

মাষ্টার—তোমায়—"নারায়ণ" বলতেন,—তা জানি।

নরেন্দ্র—তাঁর ব্যামোর সময় শোচাবার জল এগিয়ে দিতে দিতেন না।

"কাশীপুরে বললেন; 'চাবি আমার কাছে রইল, ও আপনাকে জানতে পারলে দেহত্যাগ করবে।'

মাষ্টার—যখন তোমার একদিন সেই অবস্থা হয়েছিল, না?

নরেন্দ্র—সেই সময় বোধ হয়েছিল, যেন আমার শরীর নাই কেবল মুখটি আছে। বাড়িতে আইন পড়ছিলুম, একজামিন দেবো বলে। তখন হঠাৎ মনে হলো, কি করছি!

মাষ্টার—যখন ঠাকুর কাশীপুরে আছেন?

নরেন্দ্র—হাঁ। পাগলের মত বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম! তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুই কি চাস? আমি বললাম, 'আমি সমাধিস্থ হয়ে থাকব।' তিনি বললেন, 'তুই ত বড় হীনবুদ্ধি! সমাধির পারে যা! সমাধি ত তুচ্ছ কথা।

মাষ্টার—হাঁ, তিনি বলতেন, জ্ঞানের পর বিজ্ঞান। ছাদে উঠে আবার সিঁড়িতে আনাগোনা করা।

নরেন্দ্র—কালী জ্ঞান জ্ঞান করে। আমি বকি। জ্ঞান কততে হয়? আগে ভক্তি পাকুক।

"আবার তারকবাবুকে দক্ষিণেশ্বরে বলেছিলেন, 'ভাব ভক্তি কিছু শেষ নয়।'

মাষ্টার—তোমার বিষয় আর কি কি বলেছেন বল।

নরেন্দ্র—আমার কথায় এতো বিশ্বাস যে যখন বললাম, আপনি রূপ-টুপ যা দেখেন ও-সব মনের ভুল, তখন মার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মা, নরেন্দ্র এই সব কথা বলেছে, তবে এ সব কি ভুল? তারপর আমাকে বললেন, 'মা বললে, ও-সব সত্য!'

"বলতেন, বোধ হয় মনে আছে, 'তোর গান শুনলে (বুকে হাত দিয়া দেখাইয়া) এর ভিতর যিনি আছেন, তিনি সাপের ন্যায় ফোঁস ক'রে যেন ফণা ধ'রে স্থির হ'য়ে শুনতে থাকেন!'

"কিন্তু মাষ্টার মহাশয়, এত তিনি বললেন, কই আমার কি হলো!"

মাষ্টার—এখন শিব সেজেছে, পয়সা নেবার যো নাই। ঠাকুরের গল্প তো মনে আছে?

নরেন্দ্র—কি, বলুন না একবার।

মাষ্টার—বহুরূপী শিব সেজেছিল। যাদের বাড়ি গিছল, তারা একটা টাকা দিতে এসেছিল; সে নেয় নি। বাড়ি থেকে হাত-পা ধুয়ে এসে টাকা চাইলে। বাড়ির লোকেরা বললে, তখন যে নিলে না? সে বললে; 'তখন শিব সেজেছিলাম—সন্ন্যাসী—টাকা ছোঁবার যো নাই।'

এই কথা শুনিয়া নরেন্দ্র অনেকক্ষণ ধরিয়া খুব হাসিতে লাগিলেন।

মাষ্টার—তুমি এখন রোজা সেজেছ। তোমার উপর সব ভার। তুমি মঠের ভাইদের মানুষ করবে।

নরেন্দ্র—সাধন-টাধন যা আমরা করছি, এ সব তাঁর কথায়। কিন্তু Strange (আশ্চর্যের বিষয়) এই যে, রামবাবু এই সাধন নিয়ে খোঁটা দেন। রামবাবু বলেন, 'তাঁকে দর্শন করেছি, আবার সাধন কি?'

মাষ্টার—যার যেমন বিশ্বাস সে না হয় তাই করুক।

নরেন্দ্র—আমাদের যে তিনি সাধন করতে বলেছেন।

নরেন্দ্র ঠাকুরের ভালবাসার কথা আবার বলছেন।

নরেন্দ্র—আমার জন্য মার কাছে কত কথা বলেছেন। যখন খেতে পাচ্ছি না—বাবার কাল হয়েছে—বাড়িতে খুব কষ্ট—তখন আমার জন্য মার কাছে টাকা প্রার্থনা করেছিলেন।

মাষ্টার—তা জানি; তোমার কাছে শুনেছিলাম।

নরেন্দ্র—টাকা হলো না। তিনি বললেন, মা বলেছেন, মোটা ভাত, মোটা কাপড় হ'তে পারে। ভাত ডাল হ'তে পারে।'

"এতো আমাকে ভালবাসা,—কিন্তু যখন কোন অপবিত্র ভাব এসেছে অমনি টের পেয়েছেন! অন্নদার সঙ্গে যখন বেড়াতাম, অসৎ লোকের সঙ্গে কখন

কখন গিয়ে পড়েছিলাম। তাঁর কাছে এলে আমার হাতে আর খেলেন না, খানিকটা হাত উঠে আর উঠলো না। তাঁর ব্যামোর সময় তাঁর মুখ পর্যন্ত উঠে আর উঠলো না। বললেন, 'তোর এখনও হয় নাই।'

"এক একবার খুব অবিশ্বাস আসে। বাবুরামদের বাড়িতে কিছু নাই বোধ হলো। যেন ঈশ্বর-টীশ্বর কিছুই নাই।"

মাষ্টার—ঠাকুর তো বলতেন, তাঁরও এরূপ অবস্থা এক একবার হ'তো।

দুজনে চুপ করে আছেন। মাষ্টার বলিতেছেন—"ধন্য তোমরা! রাত দিন তাঁকে চিন্তা করছো!" নরেন্দ্র বলিলেন, "কই? তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না বলে শরীর ত্যাগ করতে ইচ্ছা হচ্ছে কই?"

রাত্রি হইয়াছে। নিরঞ্জন পুরীধাম হইতে কিয়ৎক্ষণ ফিরিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া মঠের ভাইরা ও মাষ্টার সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তিনি পুরী যাত্রার বিবরণ বলিতে লাগিলেন। নিরঞ্জনের বয়স এখন ২৫।২৬ হইবে। সন্ধ্যারতির পর কেহ কেহ ধ্যান করিতেছেন। নিরঞ্জন ফিরিয়াছেন বলিয়া অনেকে বড় ঘরে (দানাদের ঘরে) আসিয়া বসিলেন ও সদালাপ করিতে লাগিলেন। রাত ৯টার পর শশী ঠাকুরের ভোগ দিলেন। ও তাঁহাকে শয়ন করাইলেন।

মঠের ভাইরা নিরঞ্জনকে লইয়া রাত্রের আহার করিতে বসিলেন। খাদ্যের মধ্যে রুটী, একটা তরকারী ও একটু গুড়; আর ঠাকুরের যৎকিঞ্চিৎ সুজির পায়সাদী প্রসাদ।

তৃতীয় ভাগ সমাপ্ত